হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ) [প্রথম খণ্ড]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

প্রকাশনায়

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ১৯৯৯

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

অনুবাদকের আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم اما بعد :

ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ধর্ম তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য একমাত্র কামিয়াবী ও মুক্তির পথ। আর ইসলাম শুধুমাত্র গুটিকয়েক আমল যথা—নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব পালনের নাম নহে বরং ঈমানিয়াত, এবাদাত, লেন–দেন ও কায়কারবার, সামাজিক ও ঘরোয়া আচার–ব্যবহার এবং আখলাক বা চারিত্রিক সকল বিষয়ে, তথা সামগ্রিক জীবনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের আদর্শে আদর্শবান হইয়া চলার নামই ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁহারই অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলিয়া কোরআন পাকের ঘোষিত হইয়াছে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত–পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, "যে ব্যক্তি দ্বীনের পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের অনুসরণ করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ

ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল অত্যন্ত পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের সম্মানকে স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে মজবুত করিয়া ধর। কারণ তাঁহারা হেদায়াতের উপর ছিলেন।”

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম যুগের হীরা সমতুল্য সাহাবাওয়ালী দাওয়াতের মেহনতকে বিশ্বব্যাপী পুনরায় চালু করিয়া দিয়াছেন। গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত লাখো মানুষ আজ আলোকোজ্জ্বল হেদায়াতের পথে ছুটিতেছে। জীবনের মোড় শিরক ও বিদআত হইতে তাওহীদ ও সুন্নাতের দিকে ঘুরিতেছে। ছোটবেলায় ‘উম্মি বি’ নামে আবেদাহ যাহেদাহ হিসাবে সুপরিচিত তাঁহার নানী পিঠে হাত বুলাইয়া বলিতেন, ইলিয়াস, কি ব্যাপার! তোমার মাঝে আমি সাহাবাদেরকে চলিতে ফিরিতে দেখিতে পাই। কখনও বলিতেন, ইলিয়াস, আমি তোমার মধ্যে সাহাবাদের খুশবু পাই। পরবর্তীকালে তাঁহার সাহাবা প্রীতির ঘটনাবলীর দ্বারা এই কথাগুলির বাস্তবতা সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ)দের সহিত তাঁহার গভীর ভালবাসার দরুন তাঁহাদের ঘটনাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শুনাইতেন। কখনও তাঁহাদের ঘটনাবলী শুনিতে যাইয়া ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। এইজন্যই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী এমনভাবে সংকলিত হউক যাহাতে দাওয়াতের উসূল–আদাব ও উহার বিভিন্ন দিক পরিস্ফূটিত হয়। সুতরাং উক্ত কাজের জন্য তিনি তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)কে নির্বাচন করিলেন। আর তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল এই ‘হায়াতুস সাহাবাহ’ কিতাবখানি। পিতার ন্যায় হযরত মাওলানা ইউসুফ ছাহেব (রহঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের একজন সত্যিকার আশেক ছিলেন। প্রত্যহ এশার নামাযের পর তিনি নিজে দীর্ঘ

সময় পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাদ লইয়া হায়াতুস সাহাবাহ পড়িয়া শুনাইতেন।

'হায়াতুস সাহাবাহ্' কিতাবখানি মূলতঃ আরবী ভাষায়। অনারব ও আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞদের উক্ত কিতাব হইতে উপকৃত হইবার উদ্দেশ্যে উহার অনুবাদ করা প্রয়োজন বিধায় হযরতজী হযরত মাওলানা এনআমুল হাসান রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনুমতিক্রমে উর্দু ও অন্যান্য ভাষায় উহার অনুবাদের কাজ চলিতেছে।

আল্লাহ তায়ালা জনাব হাজী আবদুল মুকীত ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহিকে উভয় জাহানে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বপ্রথম তাঁহারই একান্ত অনুপ্রেরণায় ও আদেশে বান্দা উক্ত কিতাবের তরজমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য পরে ১৯৮৮ ইং সালের এজতেমার সময় হিন্দ ও পাকের সকল মুরুব্বিয়ানের উপস্থিতিতে হযরতজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে উহার বাংলা তরজমার বিষয়টি উত্থাপন করা হইলে তিনি উহার বাংলা তরজমার অনুমতি দান করিয়াছেন।

বান্দা অযোগ্য ও নিস্কর্মা হওয়া সত্ত্বেও মুরুব্বিয়ানের সস্নেহ আদেশ, দোস্ত–আহবাবের সহযোগিতা ও উৎসাহই হায়াতুস সাহাবার ন্যায় আজীমুশশান কিতাবের বাংলা তরজমার বিষয়ে মূল প্রেরণা জোগাইয়াছে। কাজেই সর্বাগ্রে তাহাদের এহসান স্বীকার করিতেছি। অতএব যাহারাই বান্দাকে এই কাজে যে কোন প্রকার সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন আল্লাহ্ পাক তাহাদিগকে উভয় জাহানে ইহার উত্তম বদলা দান করুন। বস্তুতঃ যাহা কিছু সম্ভব হইয়াছে নিঃসন্দেহে তাহা সম্পূর্ণই আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে হইয়াছে এবং যেটুকু সঠিক ও নির্ভুল হইয়াছে তাহাও আল্লাহ্ পাকেরই রহমত। আর যে কোন ভুল–ভ্রান্তি হইয়াছে সবই বান্দা অনুবাদকের অযোগ্যতার দরুনই হইয়াছে। তবে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান ও ক্ষমাশীল।

পরিশেষে পাঠকের অবগতির জন্য আরজ করিতেছি যে, মূল হায়াতুস সাহাবাহ কিতাবখানি চার জিল্‌দে সমাপ্ত একখানি সুদীর্ঘ কিতাব। জনাব হাজী ছাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছিলেন, প্রত্যহ

এশার পর কাকরাইলের মিম্বারে যেটুকু পড়া হয় তাহা যেন সংগে সংগে তরজমা লিখিয়া ফেলা হয়। আর যখন বলিয়াছিলেন তখন তৃতীয় জিল্‌দ পড়া হইতেছিল বিধায় তৃতীয় জিলদেরই তরজমা প্রথম করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাকের অশেষ তৌফিকে এইবার প্রথম জিলদের তরজমা পাঠকবৃন্দের খেদমতে পেশ করা হইতেছে। ইনশাআল্লাহ বাকী জিল্‌দগুলি পরবর্তীতে তরজমা করা হইবে বলিয়া আশা রাখি। আর কিতাব দীর্ঘ না হয় এই উদ্দেশ্যে হাদীসের সনদ ও হাওয়ালা ইত্যাদির তরজমা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তথাপি কাহারো প্রয়োজন হইলে মূল কিতাব হইতে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

সবশেষে পাঠকবৃন্দের খেদমতে দোয়ার দরখাস্ত করিতেছি, যেন আল্লাহ পাক এই নগন্য প্রচেষ্টা কবুল করিয়া উহাতে বরকত দান করেন এবং সকলকে উহা দ্বারা উপকৃত করেন ও সকলের জন্য নাজাতের উসীলা বানান। (আমীন)

বিনীত আরজগুজার

১২ই রমজান ১৪২০

২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯

বান্দা মোহাম্মাদ যুবায়ের

কাকরাইল মসজিদ, ঢাকা।

হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান
আলী নাদভী কর্তৃক
ভূমিকা

এর অনুবাদ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
خاتم النبيين و على اله و صحبه اجمعين و من تبعهم
باحسان الى يوم الدين -

নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবা (রাঃ)দের সীরাত (জীবনী) ও তাঁহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঈমানী শক্তি ও ইসলামী প্রেরণা লাভের এমন একটি উৎস যাহার দ্বারা উম্মাতে মুসলিমা ও দ্বীনি দাওয়াতসমূহ সর্বকালে ঈমানের শিখা গ্রহণ করিয়াছে এবং দিলের সেই অঙ্গারধানীকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, যাহা বস্তুবাদের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর ঝাপটায় বারংবার নির্বাপিত বা নিস্তেজ হইবার উপক্রম হইয়া পড়ে। অথচ ঈমানের এই অঙ্গারধানীর অগ্নিশিখা নিভিয়া গেলে উম্মাতে মুসলিমা তাঁহার শক্তি, বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সবকিছু হারাইয়া এমন এক প্রাণহীন লাশে পরিনত হইবে যাহাকে কাঁধে বহন করিয়া এই জীবন চলিতে থাকিবে।

এই গ্রন্থ সেই সকল মর্দেময়দান মহাপুরুষদেরই ইতিহাস যাঁহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিবার পর তাঁহারা উহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অন্তর উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দান করিয়াছিল। তাহাদিগকে আহবান করা হইলে তাহাদের একমাত্র উত্তর ইহাই ছিল।

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ـ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা প্রদান করিতে শুনিয়াছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তদঅনুযায়ী আমরা ঈমান আনিয়াছি।

তাঁহারা আপন হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন। যদ্দরুন আল্লাহ্‌র রাস্তায় দাওয়াত প্রদানে জানমাল ও পরিবার–পরিজনকে কোরবান করা তাঁহাদের নিকট সাধারণ ব্যাপারে পরিনত হইয়া গিয়াছিল এবং এই পথের সকল প্রকার দুঃখ–কষ্ট ও তিক্ততা তাঁহাদের জন্য অত্যন্ত প্রিয় হইয়া গিয়াছিল। উহার প্রতি এক্বীন ও প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া উহা তাহাদের মন–মগজকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ফলে গায়েবের প্রতি ঈমান, আল্লাহ্‌র রসূলের প্রতি গভীর ভালবাসা, ঈমানদারদের প্রতি বিনম্রতা ও কাফেরদের প্রতি কঠোরতা, দুনিয়ার উপর আখেরাতকে, (দুনিয়ার) নগদের উপর (আখেরাতের) বাকীকে, দৃশ্যমানের উপর অদৃশ্যকে ও অজ্ঞতার উপর হেদায়েতকে অগ্রাধিকার প্রদানের বিস্ময়কর ও অসাধারণ ঘটনাবলী তাহাদের দ্বারা সংঘটিত হইতে থাকে। আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে মানুষের গোলামী হইতে মুক্ত করিয়া এক আল্লাহর বন্দেগীতে লাগানো, তাহাদিগকে বিভিন্ন ধর্মের জুলুম অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া ইসলামী ন্যায়নীতির সুশীতল ছায়াতলে আনয়ন, দুনিয়ার সংকীর্ণতা হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে উহার প্রশস্ত ময়দানে লইয়া আসা, পার্থিব ধন–সম্পদ ও উহার সাজসজ্জাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ ও বেহেশতে প্রবেশের অদম্য উৎসাহের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী তাঁহাদের জীবনে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। ইসলামের এই নিয়ামতের প্রচার ও উহার বরকতসমূহকে পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে দুনিয়ার পূর্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সর্বস্থানে

ছড়াইয়া পড়িবার অসম সাহস ও দূরদর্শিতার দরুন তাঁহারা আপন ঘরবাড়ি ছাড়িয়াছেন। আরাম আয়েশকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি আপন জান–মালের কোরবানী দিতেও কোনরূপ দ্বিধা করেন নাই। ফলে দ্বীন আপন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, অন্তরসমূহ আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগামী হইল এবং ইমানের এমন এক পবিত্র ও বরকতময় জোর বায়ুপ্রবাহ ছুটিল যে, ঈমান, এবাদত ও তাকওয়ার রাজত্ব কায়েম হইয়া গেল, বেহেস্তের বাজার গরম হইয়া উঠিল এবং হেদায়ত প্রসারিত হইয়া মানুষ দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীন গ্রহণ করিতে লাগিল।

ইতিহাসের পাতা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের এই সকল গৌরবময় কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। ইসলামী গ্রন্থাবলী তাঁহাদের এই সত্য ঘটনাবলী সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল কাহিনী সর্বদাই মুসলমানদের মধ্যে নবজীবন ও নব উদ্যমের প্রেরণা যোগাইয়াছে। এ কারণেই যুগ যুগ ধরিয়া ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারী ও সংস্কারকগণের দৃষ্টি এই সকল কাহিনীর প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা যখনই মুসলিম উম্মার মধ্যে ঈমানী যোশ ও ইসলামী জযবা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন তখনই তাঁহারা এই সকল কাহিনীকে সম্বল হিসেবে অবলম্বন করিয়াছেন।

কিন্তু কালক্রমে এমন সময় আসিল যখন মুসলমানগণ এই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়া তাঁহাদের এই ইতিহাসকে ভুলিয়া বসিল। আমাদের ওয়ায়েজিন, লেখক ও সংকলকগণের পূর্ণ দৃষ্টি পরবর্তী আওলিয়া ও পীর–মাশায়েখদের কিস্‌সা কাহিনীর প্রতি নিবদ্ধ হইয়া রহিল এবং গ্রন্থাদী তাঁহাদের কারামাত ও বুযুর্গীর বর্ণনা দ্বারা ভরপুর হইয়া গেল। সাধারণ মানুষের অন্তরেও উহার প্রতি এমন তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি হইল যে, ওয়াজ–নসীহত ও অধ্যয়ন–অনুশীলনের সকল মজলিশ ও গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠাসমূহ এই সকল কিস্‌সা কাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

অধম লেখকের জানামতে ইসলামী দাওয়াত ও জীবন গড়ার পথে সাহাবা (রাঃ)দের জীবনাদর্শ ও তাঁহাদের ঘটনাবলীর সঠিক মর্যাদা এবং

আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের ব্যাপারে এই মহামূল্যবান রত্নভাণ্ডারের গুরুত্ব ও অন্তরের উপর কার্যকর ক্রিয়াসাধন ক্ষমতায় উহার সঠিক মূল্যমান সম্পর্কে বর্তমান যুগে যিনি সর্বপ্রথম যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি হইলেন আল্লাহ্‌র পথে সুপ্রসিদ্ধ দাওয়াত প্রদানকারী যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক শায়েখ মুহাম্মাদ ইলিয়াস কান্দেহ্‌লভী (রহঃ)। তিনি হিম্মত ও সাহসিকতার সহিত সাহাবা (রাঃ)দের জীবনী অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

সীরাতে নবী ও সাহাবা (রাঃ)দের জীবনাদর্শের প্রতি আমি তাঁহার অত্যাধিক আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছি। আপন ছাত্র, ভক্তবৃন্দ বা সঙ্গীদের সহিত আলাপ-আলোচনায় এই সকল ঘটনাবলীরই আলোচনা করিতেন। প্রত্যহ রাত্রিবেলায় হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) এই সকল ঘটনাবলী পড়িয়া শুনাইতেন। স্বয়ং হযরত মওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত আগ্রহ ও ভক্তিভরে মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এই সকল ঘটনাবলী সর্বত্র প্রচার করা হউক। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শাইখুল হাদীস হযরত মওলানা যাকারিয়া সাহেব (রহঃ) উর্দূ ভাষায় হেকায়াতে সাহাবা নামক সাহাবা (রাঃ)দের ঘটনাবলী সম্বলিত একখানা মধ্যম ধরণের কিতাব সংকলন করেন। হযরত মওলানা ইলিয়াস সাহেব (রহঃ) এই কিতাব দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। এবং যাহারা তাবলিগের কাজ করিবেন বা দাওয়াতের কাজে বাহির হইবেন তাঁহাদের জন্য উক্ত কিতাব পাঠ করা অত্যাবশ্যকীয় করিয়া দিয়াছিলেন। সেহেতু বর্তমানেও তাহা দাওয়াতের মেহনতকারীদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। দ্বীনি সমাজেও উহার ন্যায় খুব কম কিতাবই এরূপ সমাদৃত হইয়াছে বা জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছে।

হযরত মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ)এর ওফাতের পর হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) মহান পিতার যোগ্য উত্তরাধিকারী ও তাঁহার স্থলাভিসিক্ত হইয়াছেন। দাওয়াতের কাজের গুরুদায়িত্ব তাঁহার

উপর আসিয়াছে। সীরাতে নবী ও সাহাবা (রাঃ)দের জীবনীর প্রতি উত্তরাধিকারী হিসেবে পিতার ন্যায় চরম আগ্রহও লাভ করিয়াছেন। অতএব দাওয়াতের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ততা সত্বেও সীরাত ও সাহাবা (রাঃ)দের জীবনীর উপর লেখা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদীর অধ্যয়নও নিয়মিত চলিতেছিল। আমার জানা মতে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ)এর ন্যায় সাহাবা (রাঃ)দের জীবনীর উপর গভীর জ্ঞান ও এই ব্যাপারে তাঁহার ন্যায় স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, তাহাদের জীবনী হইতে প্রমাণাদী পেশ করিতে সক্ষম, বয়ানে ও আলোচনায় আংটিতে পাথর বসানোর ন্যায় সাহাবাদের ঘটনাবলী উপস্থাপনের অনুপম দক্ষতা এবং তাঁহার ন্যায় প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী ও সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন আলেম আমি আর দেখি নাই। এই সকল সত্য ঘটনাবলীই তাঁহার বক্তব্যের প্রাণশক্তি ও শ্রোতার মনে মন্ত্রবৎ প্রভাব সৃষ্টির উপকরণ ছিল। আল্লাহর রাহে গমনকারী জামাতকে বড় বড় কোরবানী ও আত্মত্যাগ, আল্লাহর রাহে কষ্ট–ক্লেশ সহ্য করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে এই সকল ঘটনাবলীই তাঁহার একমাত্র হাতিয়ার ছিল।

তাঁহার যুগে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ হিন্দুস্থান ছাড়িয়া অপরাপর ইসলামী দেশগুলি সহ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত লোকজন এবং এতৎদ্দেশ্যে যাহারা বাহিরে সফর করিবেন তাঁহাদের সকলের জন্য এমন একখানা বড় ধরণের কিতাবের প্রয়োজন ছিল যাহা পাঠ করার দ্বারা দিল দেমাগের খোরাক মিলে, দ্বীনি জযবায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়, দাওয়াতের কাজে আনুগত্য ও জান–মাল উৎসর্গ করিবার আগ্রহ পুনঃ সজাগ হইয়া উঠে, হিজরত–নসরত, আমলের শওক–আগ্রহ ও উত্তম চরিত্র অর্জনের পথে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই সকল ঘটনাবলী পাঠকালে বা শ্রবণকালে উহার ভিতর নিজেকে এমনভাবে হারাইয়া ফেলে যেমন ছোটখাট নদী সাগর বক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলে এবং যেমন গগনচুম্বী পাহাড়ের পাদদেশে দীর্ঘকায় ব্যক্তি

নিজের উচ্চতাকে ভুলিয়া যায়। ফলে নিজের ঈমান–আমলকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করতঃ আপন জীবনকে অতি নগন্য মনে করে। অতঃপর হিম্মত বুলন্দ হয় এবং অন্তরে আগ্রহ ও দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় দাওয়াত ও তাবলীগের মহান দায়িত্ব পালন সহ উচ্চস্তরের এই কিতাব সংকলনের সৌভাগ্য ও হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রহঃ) লাভ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার জীবনের বহুবিধ দায়িত্ব পালন সহ অধিক পরিমাণে ছফর, মেহমানের সমাগম, জামাতের আগমন, অধ্যয়ন–অধ্যাপনার ব্যস্তময় জীবনে গ্রন্থ রচনা বা সংকলনের ন্যায় কাজের অবসর না থাকারই কথা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অশেষ সাহায্য ও তৌফিকে এবং আপন অদম্য সাহসিকতা ও মনোবলের দ্বারা তিনি গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজ ও সমাধা করিতে পারিয়াছেন। এমনিভাবে দাওয়াত ও গ্রন্থ রচনা উভয়ের সমন্বয় ঘটাইবার মত দুস্কর কাজ তিনি করিয়া দেখাইয়াছেন।

সীরাত, ইতিহাস ও তাবাকাতে সাহাবার বিভিন্ন গ্রন্থে যে সকল বর্ণনা ও ঘটনাবলী বিক্ষিপ্ত আকারে ছিল তিনি তাহা হায়াতুস সাহাবার তিন খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে বরং ইমাম তাহাবী (রহঃ) রচিত শরহে মা–আনিল–আসার গ্রন্থেরও বড় আকারের কয়েক খণ্ডে একখানা শরাহ (ব্যাখা) ও রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের বর্ণনাসহ সাহাবা (রাঃ)দের ঘটনাবলীও তাঁহার এই গ্রন্থে সন্নিবিশিত করিয়াছেন। বিশেষভাবে দাওয়াত ও উহার অনুশীলন পর্বকে পরিস্ফুটিত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। অতএব ইহা আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত প্রদানকারীদের আলোচনা সম্বলিত এমন একখানি কিতাব যাহা বর্তমানে দাওয়াতের মেহনতকারীদের জন্য উত্তম পাথেয় এবং মুসলমানদের জন্য ঈমান ও এক্বীনের প্রবাহমান ঝর্ণাধারার উৎস।

তিনি এই কিতাবে সাহাবা (রাঃ)দের যে সকল বর্ণনা ও ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা কোন এক কিতাবে পাওয়া যাইবে না। কারণ

এই সকল ঘটনাবলী হাদীস, ইতিহাস, তাবাকাত ও মাসানীদের বিভিন্ন কিতাবে বিক্ষিপ্ত আকারে রহিয়াছে। সুতরাং ইহা এমন একটি বিশ্বকোষের রূপ ধারণ করিয়াছে যাহা সেই যুগের ছবি এমনভাবে তুলিয়া ধরে যে, সাহাবা (রাঃ)দের যিন্দেগী, তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও চিন্তাধারার সকল দিক পাঠকের সামনে পরিষ্কার হইয়া যায়।

যে সকল কিতাব সংক্ষিপ্ত বিবরণ বা শুধু ভাবার্থ প্রকাশের উপর ভিত্তি করিয়া লেখা হইয়া থাকে তাহা অপেক্ষা এই কিতাব রেওয়ায়াতের আধিক্য ও ঘটনার পরিপূর্ণ বর্ণনার দরুন অনেক বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী হইয়াছে। যে কারণে ইহা পাঠ করিয়া একজন পাঠক ঈমান, দাওয়াত, জীবন উৎসর্গ, ফযীলত, এখলাস ও যুহুদ এর পরিবেশে সময় অতিবাহিত করে।

প্রত্যেক গ্রন্থ গ্রন্থকারেরই প্রতিচ্ছবি ও তাহার হৃদয়ের অংশবিশেষ হইয়া থাকে। গ্রন্থের মাধ্যমেই গ্রন্থকারের অন্তর নিহিত ভাবাবেগ ও নিগূঢ় মর্মকথা, চিন্তা-চেতনা ও প্রাণশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। যদি একথা সত্য হইয়া থাকে তবে আমি পূর্ণ আস্থার সহিত নির্দ্বিধায় বলিতে পারি যে, এই গ্রন্থ অত্যন্ত প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও সার্থক হইয়াছে। কারণ গ্রন্থকারের রক্ত মাংসে সাহাবা (রাঃ)দের প্রতি অসাধারণ ভালবাসা ও মহব্বত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহাদের ভালোবাসায় তাঁহার মন-মগজ আচ্ছন্ন ছিল। তিনি তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা, মহব্বত ও ভালোবাসার অনন্ত আবেগ লইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকারের উচ্চমর্যাদা ও এখলাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই গ্রন্থের জন্য কাহারো ভূমিকা লেখার প্রয়োজন নাই। কেননা আমার জানা মতে ঈমানী শক্তি ও একনিষ্ঠতার সহিত দাওয়াতের পথে আত্মবিলীন করার ব্যাপারে তাহার ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্র তায়ালার এক বিরাট দান এবং যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। বহু যুগ পরই এইরূপ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। তিনি সকল আন্দোলন অপেক্ষা শক্তিশালী, বিস্তৃত ও সর্বাপেক্ষা

প্রভাবশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করিতেছেন। বস্তুত এই ভূমিকা লেখার দ্বারা তিনিই আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আর আমিও এই মহান কাজে অংশগ্রহণের নিয়ত করিয়াছি। সুতরাং আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের আশায় আমি এই কয়েকটি কথা লিখিলাম। আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবকে কবুল করুন এবং তাঁহার বান্দাগণকে ইহা দ্বারা উপকৃত করুন।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয় | পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত উসাঈদ ইবনে হুযাইর (রাঃ)এর ঘটনা	৬৭৫
হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর ঘটনা	৬৭৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৬৭৯
হযরত জারীর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আনাস (রাঃ)এর খেদমত	৬৮০
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)এর খেদমত	৬৮০
আনসারদের প্রয়োজনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর প্রচেষ্টা	৬৮২
আনসারদের জন্য দোয়া	৬৮৫
খেলাফতের ব্যাপারে আনসারদের আত্মত্যাগ	৬৮৭

بسم الله الرحمن الرحيم

হায়াতুস্ সাহাবাহ্ (রাঃ)

প্রথম খণ্ড

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর এতাআত বা আনুগত্য সম্পর্কে কোরআনের আয়াত

(১)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ -

(الفاتحة ١-٧)

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালারই উপযোগী—যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক, যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়, যিনি প্রতিফল দিবসের (অর্থাৎ কেয়ামতের দিনের) মালিক ; আমরা আপনারই এবাদত করিতেছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আমাদিগকে সরল পথ দেখান, সেই সকল লোকদের পথ—যাহাদিগকে আপনি নেয়ামত দান করিয়াছেন, তাহাদের পথ নহে—যাহাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হইয়াছে, আর না তাহাদের পথ—যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(২)

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ - (ال عمران ٥١)

অর্থ ঃ নিশ্চয়, আল্লাহ্ আমারও রব্ব তোমাদেরও রব্ব! সুতরাং তাঁহার এবাদত কর, ইহাই সরল পথ। (সূরা আল–এমরান, আয়াত–৫১)

(৩)

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ - قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ - (الانعام ١٦٤-١٦١)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, আমার রব্ব আমাকে একটি সরল পথ দেখাইয়াছেন, ইহা একটি সুদৃঢ় ধর্ম, যাহা ইব্রাহীমের তরীকা—যাহাতে কোন প্রকার বক্রতা নাই এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। আপনি বলিয়া দিন, নিশ্চয়, আমার নামায এবং আমার কোরবানী এবং আমার জীবন, আমার মরণ একমাত্র আল্লাহরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং আমার প্রতি ইহারই আদেশ হইয়াছে এবং আমি সমস্ত অনুগতদের মধ্যে প্রথম (অনুগত)।

(সূরা আনআম, আয়াত ১৬১–১৬৪)

(৪)

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِ وَ يُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ - (الاعراف ١٥٨)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, হে মানবসকল, আমি তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল, যাঁহার পূর্ণ আধিপত্য রহিয়াছে আসমানসমূহে এবং যমীনে, তিনি ব্যতীত কেহই এবাদতের যোগ্য নহে, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন এবং তাঁহার প্রেরিত নবীয়ে–উম্মীর প্রতিও— যিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি এবং তাঁহার নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখেন এবং তাঁহার অনুসরণ কর, যেন তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হও।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৫৮)

(৫)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا - (النساء ٦٤)

অর্থ ঃ আর আমি পয়গাম্বরগণকে বিশেষ করিয়া এইজন্যই প্রেরণ করিয়াছি, যেন আল্লাহ্র আদেশে তাঁহাদের আনুগত্য করা হয়। আর যদি তাহারা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করিবার পর আপনার নিকট উপস্থিত হইত এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাহিত, আর রাসূলও তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতেন, তবে অবশ্যই তাহারা আল্লাহ্কে তওবা কবুলকারী, করুণাময় পাইত। (সূরা নিসা, আয়াত–৬৪)

(৬)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ـ (الانفال ٢٠)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন কর, আর সেই আদেশ পালনে বিমুখ হইও না, অথচ তোমরা ত শ্রবণ করিয়াই থাক। (সূরা আনফাল, আয়াত ২০)

(৭)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - (ال عمران ١٣٢)

অর্থ ঃ আর তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ পালন কর, যাহাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়। (সূরা আল–এমরান, আয়াত–১৩২)

(৮)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَاتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ - (الانفال ٤٦)

অর্থ ঃ আর তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের আদেশ পালন করিতে থাকিবে এবং আপোষে বিবাদ করিবে না, অন্যথায় সাহসহারা হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আর ধৈর্য ধারণ করিবে ; নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।

(সূরা আনফাল, আয়াত–৪৬)

(৯)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا - (النساء ٥٩)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা উপরস্থ তাহাদেরও। অনন্তর যদি তোমরা কোন বিষয়ে পরস্পর দ্বিমত হও তবে সেই বিষয়কে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর হাওয়ালা করিয়া দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এই বিষয়গুলি উত্তম এবং ইহার পরিণামও খুব ভাল। (সূরা নিসা, আয়াত–৫৯)

(১০)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ - (النور ٥١-٥٢)

অর্থ ঃ ঈমানদারদের কথা ত ইহাই, যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাহাদের মীমাংসার জন্য তখন তাহারা বলিয়া দেয়—আমরা শুনিলাম এবং (আদেশ) মানিয়া লইলাম, আর এইরূপ লোকেরাই সফলকাম হইবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের কথা মান্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকে, এইরূপ লোকই সফলকাম হইবে।

(সূরা নূর, আয়াত ৫১–৫২)

(১১)

قُلْ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ - وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ - وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ - (النور ٥٤-٥٥)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরাও তবে জানিয়া রাখ যে, তাঁহার (রাসূলের) উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের

উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। আর যদি তোমরা তাঁহার অনুগত থাক, তবে সুপথপ্রাপ্ত হইবে, আর রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছাইয়া দেওয়া। তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে, আল্লাহ্ ওয়াদা দিতেছেন যে, তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন এবং তিনি তাহাদের জন্য যে দ্বীনকে পছন্দ করিয়াছেন উহাকে তাহাদের জন্য শক্তিশালী করিয়া দিবেন। আর তাহাদের এই ভয়–ভীতির পর উহাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করিয়া দিবেন, এই শর্তে যে, তাহারা আমার এবাদত করিতে থাকে আমার সহিত কোন প্রকার অংশী স্থির না করে, আর যাহারা ইহার পরও না–শোকরী করিবে, তবে ত তাহারাই নাফরমান। আর নামাযের পাবন্দী কর এবং যাকাত প্রদান কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর যেন তোমাদের প্রতি রহম করা যাইতে পারে। (সূরা নূর, আয়াত ৫৪–৫৬)

(১২)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِيْدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا - (الاحزاب ٧٠-٧١)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় কর এবং সুসঙ্গত কথা বল, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের আমলসমূহ কবুল করিবেন এবং তোমাদের গুনাহ্সমূহকে মাফ করিয়া দিবেন ; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে সে মহান সফলতা লাভ করিবে।

(সূরা আহযাব, আয়াত–৭১)

(১৩)

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَأَنَّهٗ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ - (الانفال ٢٤)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ মান্য কর, যখন তিনি (রাসূল) তোমাদিগকে তোমাদের জীবন–সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন, আর জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ ও তাহার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হইয়া যান এবং নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকে আল্লাহ্ তায়ালারই সমীপে সমবেত হইতে হইবে।

(সূরা আনফাল, আয়াত–২৪)

(১৪)

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ -

(ال عمران ٣٢)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, তোমরা অনুসরণ কর আল্লাহ্ ও রাসূলের। অতঃপর যদি তাহারা ফিরিয়া যায় তবে (শুনিয়া রাখুক) আল্লাহ্ তায়ালা কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

(সূরা আল–এমরান, আয়াত–৩২)

(১৫)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا - (النساء ٨٠)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করিয়াছে সে ত আল্লাহ্রই আনুগত্য করিল, আর যে ব্যক্তি বিমুখ থাকে, তবে আমি ত আপনাকে তাহাদের প্রতি রক্ষকরূপে প্রেরণ করি নাই। (সূরা নিসা, আয়াত–৮০)

(১৬)

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا - ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا - (النساء ٦٩-٧٠)

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হয়, তবে এইরূপ ব্যক্তিগণও সেই মহান ব্যক্তিগণের সহচর হইবেন যাঁহাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা অনুগ্রহ করিয়াছেন, অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং নেককারগণ। আর এই মহাপুরুষগণ অতি উত্তম সহচর। ইহা অনুগ্রহ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এবং সর্বজ্ঞ হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।
(সূরা নিসা, আয়াত ৬৯–৭০)

(১৭)

وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ يَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَ لَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ - (النساء ١٣-١٤)

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করিবে আল্লাহ্ তাহাকে এইরূপ বেহেশতসমূহে প্রবেশ করাইবেন যাহার তলদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, তাহারা অনন্তকাল উহাতে অবস্থান করিবে ; আর ইহা বিরাট সফলতা। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের কথা অমান্য করিবে এবং সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার বিধানসমূহ লঙ্ঘন করিয়া চলিবে, আল্লাহ্ তাহাকে অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়া দিবেন, এইরূপে যে, সে উহাতে অনন্তকাল থাকিবে এবং তাহার এইরূপ শাস্তি হইবে যাহাতে লাঞ্ছনাও রহিয়াছে। (সূরা নিসা, আয়াত ১৩–১৪)

(১৮)

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْاذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَاذُكِرَاللّٰهُ وَ جِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَاتُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ - (الانفال ١-٤)

অর্থ ঃ তাহারা আপনার নিকট গনীমতসমূহের বিধান জিজ্ঞাসা করিতেছে। আপনি বলিয়া দিন, এই গনীমতসমূহ আল্লাহ্ ও রাসূলের জন্য, অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের সংশোধন কর, আর আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুসরণ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। নিশ্চয় ঈমানদারগণ ত এইরূপ হয় যে, যখন (তাহাদের সম্মুখে) আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাহাদের অন্তরসমূহ ভীত হইয়া পড়ে, আর যখন তাহাদিগকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনান হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করিয়া দেয়, আর তাহারা নিজেদের পরওয়ারদিগারের উপর নির্ভর করে, যাহারা নামাযের পাবন্দী করে এবং আমি যাহা কিছু তাহাদিগকে দিয়াছি উহা হইতে ব্যয় করে। ইহারাই সত্যিকার ঈমানদার ; ইহাদের জন্য রহিয়াছে উচ্চ পদসমূহ তাহাদের রব্বের নিকট, আর ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক।

(সূরা আনফাল, আয়াত ১–৩)

(১৯)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (التوبة ٧١)

অর্থ ঃ আর ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীগণ হইতেছে পরস্পর একে অপরের বন্ধু। তাহারা সৎ বিষয়ের আদেশ করে এবং অসৎ বিষয় হইতে বারণ করে, আর নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের আদেশ মানিয়া চলে ; এই সমস্ত

লোকের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই রহমত বর্ষণ করিবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা অতিশয় ক্ষমতাবান, হেকমতওয়ালা।

(সূরা তওবাহ্, আয়াত–৭১)

(২০)

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - (ال عمران ٣١)

অর্থ ঃ আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ্র সঙ্গে ভালবাসা রাখ তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ্ খুব ক্ষমাশীল, বড় করুণাময়। (সূরা আল–এমরান, আয়াত–৩১)

(২১)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا - (الاحزاب ٢١)

অর্থ ঃ আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে তোমাদের জন্য, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবস হইতে ভয় রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।

(সূরা আহযাব, আয়াত–২১)

(২২)

وَ مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا - (الحشر ٧)

অর্থ ঃ আর রাসূল তোমাদিগকে যাহা দান করেন তাহা গ্রহণ কর আর যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক।

(সূরা হাশর, আয়াত–৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মান্য করা এবং তাঁহার ও তাঁহার খলীফাদের অনুসরণ করা সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

ইমাম বুখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে আমাকে মান্য করিল সে আল্লাহকে মান্য করিল। আর যে আমাকে অমান্য করিল সে আল্লাহ্কে অমান্য করিল। আর যে আমার (নিযুক্ত করা) আমীরকে মান্য করিল সে আমাকে মান্য করিল এবং যে আমার (নিযুক্ত করা) আমীরকে অমান্য করিল সে আমাকে অমান্য করিল।

ইমাম বুখারী (রহঃ) অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার প্রত্যেক উম্মাতই বেহেশতে প্রবেশ করিবে শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতীত যে অস্বীকার করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করা হইল, অস্বীকার করিয়াছে এমন ব্যক্তি কে? বলিলেন, যে ব্যক্তি আমাকে মান্য করিয়াছে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে আর যে আমাকে অমান্য করিয়াছে সে অস্বীকার করিয়াছে। (জামে’)

ইমাম বুখারী (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাইয়া ছিলেন, এমতাবস্থায় কয়েকজন ফেরেশতা তাঁহার নিকট আসিলেন এবং তাহারা (পরস্পর) বলিলেন, তোমাদের এই সঙ্গী সম্পর্কে একটি উদাহরণ আছে। তোমরা তাঁহার সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ কর। তাহাদের কেহ বলিলেন, তিনি ত ঘুমাইয়া আছেন। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু দিল জাগ্রত। অতঃপর তাহারা বলিলেন, তাঁহার উদাহরণ এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ঘর বানাইল এবং (খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া) উহার মধ্যে দস্তরখান সাজাইল ও একজনকে লোকজনদের ডাকিতে পাঠাইল। যে তাহার ডাকে সাড়া দিল সে ঘরে প্রবেশ করিল ও

দস্তরখান হইতে খাইল। আর যে তাহার ডাকে সাড়া দিল না সে ঘরে প্রবেশও করিল না দস্তরখান হইতে খাইলও না। ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, উদাহরণটি ব্যাখ্যা কর যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন। তাহাদের কেহ বলিলেন, তিনি ঘুমাইয়া আছেন। অপর একজন বলিলেন, তাঁহার চক্ষু ঘুমন্ত কিন্তু দিল জাগ্রত। অতঃপর তাহারা বলিলেন, ঘর হইল বেহেশত, আর যাহাকে ডাকিতে পাঠান হইয়াছে তিনি হইলেন, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মান্য করিয়াছে সে আল্লাহ্‌কে মান্য করিয়াছে, আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে অমান্য করিয়াছে সে আল্লাহ্‌কে অমান্য করিয়াছে এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। লোকদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন। (অর্থাৎ একদল তাঁহাকে মানিয়া বেহেশতে গেল, আর অপর দল না মানার কারণে দোযখে গেল।)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার এবং আমাকে যাহা কিছু দিয়া আল্লাহ্ তায়ালা প্রেরণ করিয়াছেন উহার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যে তাহার কাওমের নিকট আসিয়া বলিল, হে আমার কাওম, আমি স্বচক্ষে বিপুল পরিমাণ শত্রুসৈন্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং আমি নিঃস্বার্থভাবে তোমাদিগকে উহা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিতেছি, সুতরাং তোমরা জলদি প্রাণরক্ষার পথ ধর, জলদি প্রাণরক্ষার পথ ধর! অতএব কাওমের একদল লোক তাহার কথা মানিয়া লইল এবং সন্ধ্যাবেলায়ই রওয়ানা হইয়া গেল ও ধীরে–সুস্থে পথ চলিয়া তাহারা রক্ষা পাইয়া গেল। আর অপরদল তাহাকে মিথ্যাবাদী মনে করিল ও স্বস্থানে রহিয়া গেল। সকাল হইতেই শত্রুসৈন্য তাহাদের উপর আক্রমন করিল এবং তাহাদিগকে ধ্বংস করিল ও সমূলে বিনাশ করিয়া দিল। ইহা সেই (দুই) ব্যক্তির উদাহরণ—এক যে আমাকে মানিল এবং আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি

উহার অনুসরণ করিল। আর সেই ব্যক্তির উদাহরণ যে আমাকে মানিল না এবং আমি যে দ্বীনে হক লইয়া আসিয়াছি উহাকে মিথ্যা মনে করিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়াছে আমার উম্মাতের মধ্যেও অবশ্যই তাহা ঘটিবে। (আমার উম্মতের অবস্থা তাহাদের সহিত এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে) যেমন জুতার জোড়া তৈয়ার করিতে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা হয়। এমনকি যদি তাহাদের মধ্যে কেহ আপন মায়ের সহিত প্রকাশ্যে ব্যভিচার করিয়া থাকে তবে আমার উম্মাতের মধ্যেও এমন লোক হইবে যে এরূপ কাজ করিবে। বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়াছিল ; আর আমার উম্মাত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে একদল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে যাইবে। সাহাবা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই একদল কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা সেই পথের উপর থাকিবে যাহার উপর আমি ও আমার সাহাবা (রাঃ) রহিয়াছি। (তিরমীযী)

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়াইয়া আমাদের দিকে ফিরিলেন এবং আমাদিগকে এমন মর্মস্পর্শী ওয়াজ করিলেন, যাহাতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল ও দিল কম্পিত হইল। অতঃপর এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা ত বিদায় গ্রহণকারীর শেষ নসীহতের ন্যায় মনে হইতেছে ; কাজেই আপনি আমাদিগকে কোন্ কাজ বিশেষভাবে করিতে বলেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এই অসিয়ত করিতেছি যে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করিবে ও আমীরের কথা শুনিবে ও মানিয়া চলিবে, যদিও (আমীর) একজন হাবশী গোলাম হয়। আর তোমাদের যে কেহ আমার পর জীবিত থাকিবে সে (লোকদের মধ্যে) অনেক মতবিরোধ দেখিতে পাইবে। তখন তোমরা আমার ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকার উপর থাকিবে ;

উহাকে মজবুত করিয়া ধরিবে এবং দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আর মনগড়া বিষয় হইতে দূরে থাকিবে ; কারণ প্রত্যেক মনগড়া বিষয় বিদ্‌আত, আর প্রত্যেক বিদ্‌আত গোমরাহী।

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি আমার পরওয়ারদিগারের নিকট আমার পর আমার সাহাবীদের পরস্পর মতবিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি আমাকে ওহীর মাধ্যমে বলিয়াছেন, হে মুহাম্মদ, তোমার সাহাবীগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রতুল্য। যদিও উহাদের মধ্যে কোনটার আলো অপরটা অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে তথাপি প্রত্যেকটার মধ্যে আলো রহিয়াছে। সুতরাং যদি তাহাদের কোন বিষয়ে মতানৈক্য হয় তবে যে কেহ তাহাদের যে কোন মত অবলম্বন করিয়া চলিবে সে আমার নিকট হেদায়াতপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাহাদের যাহাকেই অনুসরণ করিবে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবে। (জামউল ফাওয়াইদ)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, জানিনা আমি তোমাদের মাঝে কতদিন জীবিত থাকিব। অতঃপর হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার পরে এই দুইজনের অনুসরণ করিও ; আর আম্মারের চরিত্র অবলম্বন করিও ও ইবনে মাসউদ যাহা কিছু বর্ণনা করে উহাকে সত্য জানিও। (তিরমীযী)

হযরত বেলাল ইবনে হারেস মুযানী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কেহ আমার সুন্নাত হইতে এমন কোন সুন্নাত জিন্দা করিবে যাহা আমার পর মিটিয়া গিয়াছে সে ঐ সকল লোকদের সমপরিমাণ সওয়াব পাইবে যাহারা উহার উপর আমল করিয়াছে এবং ইহাতে আমলকারীদের সওয়াব কোন প্রকার কম হইবে না। আর যে কেহ এমন কোন গোমরাহীর তরীকা চালু করিবে

যাহার উপর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল সন্তুষ্ট নহেন তবে সে ঐ সকল লোকদের সমপরিমাণ গুনাহের ভাগী হইবে যাহারা উহার উপর আমল করিয়াছে এবং ইহাতে আমলকারীদের গুনাহ কোন প্রকার কম হইবে না। (তিরমীযী)

হযরত আমর ইবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দ্বীন হেজাযের দিকে এমনভাবে গুটাইয়া আসিবে যেমন সাপ তাহার গর্তের দিকে গুটাইয়া আসে। আর দ্বীন হেজাযের ভিতর এমনভাবে তাহার আশ্রয় বানাইয়া লইবে যেমন পাহাড়ী বকরী (বাঘের ভয়ে) পাহাড়ের চূড়ায় তাহার আশ্রয় বানাইয়া লয়। আর দ্বীন প্রথমাবস্থায় অপরিচিত ছিল, পুনরায় প্রথমাবস্থার ন্যায় অপরিচিত হইয়া যাইবে। সুসংবাদ তাহাদের জন্য যাহারা (দ্বীনের কারণে লোকদের মধ্যে) অপরিচিত হইয়া যাইবে। আর তাহারা ঐ সকল লোক হইবে যাহারা আমার সেই সুন্নাতকে সংশোধন করিয়া দেয় যাহা আমার পর লোকেরা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। (তিরমীযী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, 'হে আমার বেটা, যদি পার সকাল–সন্ধ্যা (অর্থাৎ সারাক্ষণ) এমনভাবে কাটাইও যেন তোমার অন্তরে কাহারো প্রতি হিংসা–বিদ্বেষ না থাকে।' তারপর বলিলেন, 'ইহা আমার সুন্নাত, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসিল সে আমাকে ভালবাসিল এবং যে আমাকে ভালবাসিল সে আমার সহিত বেহেশতে থাকিবে।' (তিরমীযী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার উম্মাত যখন (দ্বীন হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ার দরুন) নষ্ট হইয়া যাইবে তখন যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে সে একশত শহীদের সওয়াব পাইবে। (বাইহাকী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে তাবারানী ও আবু নুআঈম বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, আমার উম্মাত যখন নষ্ট হইয়া যাইবে তখন

আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সওয়াব পাইবে।

হাকীম তিরমীযী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, আমার উম্মাতের এখতেলাফের অর্থাৎ মতানৈক্যের সময় আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণকারীর দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে জ্বলন্ত কয়লা হাতে ধারণ করিয়াছে। (কান্‌য)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত হইতে মুখ ফিরাইবে সে আমার দলভুক্ত নহে। অপর রেওয়ায়াতে এই হাদীসের প্রথমাংশে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের উপর আমল করিবে সে আমার দলভুক্ত। (মুসলিম, ইবনে আসাকির)

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে দারাকুত্‌নী বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সুন্নাতকে মজবুত করিয়া ধরিবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে যিন্দা করিল সে আমাকে মুহাব্বত করিল, আর যে আমাকে মুহাব্বত করিল সে আমার সহিত বেহেশতে থাকিবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে কোরআনের কতিপয় আয়াত

(১)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا - (الاحزاب ٤٠)

অর্থ ঃ মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহেন,

কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীর শেষ, আর আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন। (সূরা আহযাব, আয়াত-৪০)

(২)

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا - وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا - (الاحزاب ٤٤-٤٥)

অর্থ ঃ হে নবী, নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

(সূরা আহযাব, আয়াত-৪৬)

(৩)

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا - لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهٖ وَ تُعَزِّرُوْهُ وَ تُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيلًا - (الفتح ٨-٩)

অর্থ ঃ আমি আপনাকে সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং ভয়প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি, যেন তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর ও তাঁহাকে সাহায্য কর এবং তাঁহাকে সম্মান কর ; আর তোমরা সকাল-সন্ধ্যায় তাহারই তসবীহ্ পাঠ করিতে থাক।

(সূরা ফাতাহ, আয়াত ৮-৯)

(৪)

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا وَّلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيمِ -

(البقرة ١١٩)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছি। আপনি দোযখীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবেন না। (সূরা বাকারা, আয়াত-১১৯)

(৫)

إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا وَّإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَانَذِيرٌ –
(فاطر ٢٤)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছি। আর কোন সম্প্রদায় এমন ছিল না যে, তাহাদের মধ্যে কোন ভীতিপ্রদর্শনকারী অতীত হয় নাই।
(সূরা ফাতির, আয়াত–২৪)

(৬)

وَ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّ نَذِيرًا وَّ لٰكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ – (سبا ٢٨)

অর্থ ঃ আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছি ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। (সূরা সাবা, আয়াত–২৮)

(৭)

وَ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًاوَّنَذِيرًا – (الفرقان ٥٦)

অর্থ ঃ আর আমি আপনাকে সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছি। (সূরা ফোরকান, আয়াত–৫৬)

(৮)

وَ مَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِينَ – (الانبياء ١٠٧)

অর্থ ঃ আর আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করিয়াছি।

(৯)

هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ - (التوبة ٣٣)

অর্থ ঃ তিনিই তাঁহার রাসূলকে হেদায়াত ও দ্বীনে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যেন উহাকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করিয়া দেন, যদিও মুশরিকগণ তাহা অপছন্দ করে। (সূরা আছছফ, আয়াত–৯)

(১০)

وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنَابِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً وَّ بُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ - (النحل ٨٩)

অর্থ ঃ আর সেইদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাহাদের মধ্যকার এক একজন সাক্ষী তাহাদের বিরুদ্ধে খাড়া করিব এবং ইহাদের সকলের মোকাবেলায় আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব ; আর আপনার প্রতি এই কোরআন নাযিল করিয়াছি—যাহা সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী এবং মুসলমানদের জন্য বড় হেদায়াত ও বড় রহমত এবং সুসংবাদ জ্ঞাপক।

(সূরা নাহাল, আয়াত–৮৯)

(১১)

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا - (البقره ١٤٣)

অর্থ ঃ আর এমনিভাবে আমি তোমাদিগকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করিয়াছি, যেন তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য আর রাসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। (সূরা বাকারা, আয়াত–১৪৩)

(১২)

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا - رَّسُوْلاً يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَ مَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَ يَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا - (الطلاق ١٠-١١)

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের নিকট একটি উপদেশপত্র নাযিল করিয়াছেন, এমন একজন রাসূল (প্রেরণ করিয়াছেন) যিনি তোমাদিগকে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশসমূহ পড়িয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন, যেন এমন লোকদিগকে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আনয়ন করেন ; আর যে আল্লাহর উপর ঈমান আনিবে এবং সৎকাজ করিবে, আল্লাহ তাহাকে (বেহেশতের) এমন উদ্যানসমূহে দাখিল করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, তন্মধ্যে তাহারা সর্বদা অবস্থান করিবে ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাকে উত্তম জীবিকা দান করিয়াছেন। (সূরা তালাক, আয়াত ১০–১১)

(১৩)

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ - (ال عمران ١٦٤)

অর্থ ঃ আল্লাহ ঈমানদারদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন, যখন তাহাদের প্রতি তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন এক রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদিগকে আল্লাহর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনান এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতে থাকেন এবং কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতে থাকেন এবং নিশ্চয় তাহারা পূর্ব হইতে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। (সূরা আল এমরান, আয়াত–১৬৪)

(১৪)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَ يُزَكِّيْكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ - فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ - (البقرة ١٥١-١٥٢)

অর্থ ঃ যেমন আমি প্রেরণ করিয়াছি তোমাদের মধ্যে এক রাসূল তোমাদেরই মধ্য হইতে। তিনি তোমাদিগকে আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করিয়া শুনাইতেছেন এবং তোমাদিগকে পরিশুদ্ধ করিতেছেন, আর তোমাদিগকে কিতাব ও জ্ঞানের বিষয় শিখাইতেছেন, আর তোমাদিগকে এমন বিষয় শিখাইতেছেন যাহার কিছুই তোমরা জানিতে না। অতএব (এই নেয়ামতের দরুন) তোমরা আমার স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব এবং আমার শোকর কর না–শোকরী করিও না। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫১–১৫২)

(১৫)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - (التوبة ١٢٨)

অর্থ ঃ তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন পয়গাম্বর, যাঁহার নিকট তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি দুর্বহ মনে হয়, যিনি তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্খী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, দয়াময়। (সূরা তওবা, আয়াত–১২৮)

(১৬)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ - (ال عمران ١٥٩)

অর্থ ঃ আল্লাহর রহমতেই আপনি তাহাদের জন্য কোমল হৃদয় হইয়াছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হইতেন তবে তাহারা আপনার নিকট হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। সুতরাং আপনি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিন এবং তাহাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন, এবং কাজে–কর্মে তাহাদের সহিত পরামর্শ করুন, অতঃপর যখন আপনি সংকল্প দৃঢ় করিয়া লন তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন—নিশ্চয়, আল্লাহ তায়ালা তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন।

(সূরা আল এমরান, আয়াত–১৫৯)

(১৭)

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - (التوبة ٤٠)

অর্থ ঃ যদি তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাহায্য না কর তবে আল্লাহ তায়ালা (ই তাঁহার সাহায্য করিবেন যেমন তিনি) তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন সেই সময় যখন কাফেররা তাঁহাকে দেশান্তর করিয়া দিয়াছিল—দুইজনের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি, সেই সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় সঙ্গী (হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)কে বলিতেছিলেন, তুমি বিষন্ন হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ (–র সাহায্য) আমাদের সঙ্গে রহিয়াছে, অতঃপর আল্লাহ তাঁহার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করিলেন এবং তাঁহাকে শক্তিশালী করিলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাহাদিগকে তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কথা (অর্থাৎ প্রচেষ্টা)কে নীচু করিয়া দিলেন, আর

আল্লাহর কলেমাই সমুন্নত রহিল, আর আল্লাহ তায়ালা প্রবল, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা, আয়াত–৪০)

(১৮)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا - (الفتح ٢٩)

অর্থ ঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁহার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোরতর, নিজেদের মধ্যে তাহারা পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাহাদিগকে রুকু ও সেজদারত দেখিবেন। তাহাদের মুখমণ্ডলে রহিয়াছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাহাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাহাদের অবস্থা এরূপ, যেমন শস্য—সে (প্রথমে) স্বীয় অংকুর বাহির করিল, অতঃপর (জমি হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া) উহাকে শক্তিশালী করিল, অতঃপর শক্ত ও মজবুত হইল এবং উহা নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া গেল, ফলে উহা কৃষককে আনন্দ দিতে লাগিল—যেন তাহাদের (এই উন্নতির) দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করিয়া দেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেককাজ করিতেছে আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়া রাখিয়াছেন। (সূরা আল ফতেহ, আয়াত ২৯)

(১৯)

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ

الطَّيِّبٰتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَ عَزَّرُوْهُ وَ نَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (الاعراف ١٥٧)

অর্থ ঃ যাহারা অনুসরণ করে এমন রাসূলের যিনি নবীয়ে–উম্মী, যাঁহাকে তাহারা লিখিত পায় নিজেদের নিকট তাওরাতে ও ইঞ্জীলে, তিনি তাহাদিগকে সৎকাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ করেন, আর পবিত্র বস্তুগুলিকে তাহাদের জন্য হালাল বলেন এবং অপবিত্র বস্তুগুলিকে তাহাদের উপর হারাম করিয়া দেন এবং তাহাদের উপর যে গুরুভার ও বেড়ী ছিল উহা বিদুরিত করেন, অতএব যাহারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁহার সহযোগিতা ও তাঁহার সাহায্য করে এবং সেই নূর (কোরআন) এর অনুসরণ করে যাহা প্রেরিত হইয়াছে তাঁহার সহিত, এইরূপ লোকই পূর্ণ সফলকাম।

(সূরা আ'রাফ, আয়াত–১৫৭)

সাহাবা (রাঃ)দের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যাহা বলিয়াছেন

(১)

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ - وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

(التوبة ١١٧-١١٨)

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা দয়া করিলেন নবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতি আর যাহারা নবীর অনুগামী হইয়াছিল সংকটময় মুহূর্তে, যখন তাহাদের মধ্যকার একদলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তৎপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অবস্থার প্রতি দয়া করিলেন ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাহাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল, করুণাময়। আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতি ও (দয়া করিলেন) যাহাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হইয়াছিল ; যখন তাহাদের অবস্থা এই পর্যায়ে পৌছিয়াছিল যে, ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাহাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল এবং তাহারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িল, আর তাহারা বুঝিতে পারিল যে, আল্লাহ (-র পাকড়াও) হইতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে না তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; তৎপর তাহাদের অবস্থার প্রতি আল্লাহতায়ালা দয়া করিলেন যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতেও (আল্লাহর দিকে) রুজু থাকে; নিশ্চয়, আল্লাহতায়ালা অতিশয় দয়াশীল, করুণাময়।

(সূরা তওবা, আয়াত-১১৮)

(২)

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا - (الفتح ١٨-١٩)

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঐ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, যখন তাহারা বৃক্ষতলে আপনার সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছিল, আর তাহাদের অন্তরে যাহা ছিল, আল্লাহ তায়ালা তাহাও জানিতেন, অনন্তর আল্লাহ তাহাদের মধ্যে স্বস্তি সৃষ্টি করিলেন আর তাহাদিগকে একটি আশু বিজয় দান করিলেন এবং প্রচুর গনীমতের মালও (দান করিয়াছেন) যাহা তাহারা গ্রহণ করিতেছে, আর আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা আল ফাত্হ, আয়াত ১৮-১৯)

(৩)

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ - (التوبة ١٠٠)

অর্থ ঃ আর যে সকল মুহাজির এবং আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সকল লোক সরল অন্তরে তাহাদের অনুগামী, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের প্রতি রাযী হইয়াছেন, আর তাহারা সকলে আল্লাহর প্রতি রাযী হইয়াছে, আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার তলদেশে নহরসমূহ বহিতে থাকিবে, যাহাতে তাহারা চিরস্থায়ী হইবে ; ইহা হইতেছে বিরাট সফলতা। (সূরা তওবা, আয়াত–১০০)

(৪)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُالدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (الحشر ٨-٩)

অর্থ ঃ (বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত মালে) সেই অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের (বিশেষভাবে) হক রহিয়াছে যাহাদিগকে নিজেদের গৃহ ও ধনসম্পদ হইতে (বলপূর্বক) বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অন্বেষণকারী, আর তাহারা আল্লাহ ও রাসূলের সাহায্য করে, ইহারাই সত্যপরায়ণ ; আর তাহাদের (ও হক রহিয়াছে) যাহারা দারুল ইসলামে (অর্থাৎ, মদীনায়) এবং ঈমানের মধ্যে উহাদের (মুহাজিরদের

আগমনের) পূর্ব হইতে অটল রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের নিকট হিজরত করিয়া আসে তাহাদিগকে ইহারা ভালবাসে, আর মুহাজিরগণ যাহা প্রাপ্ত হয় ইহারা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তাহারা ক্ষুধার্তই থাকে ; আর যে নিজের মনের কৃপণতা হইতে রক্ষিত থাকে, এইরূপ লোকেরাই সফলকাম হইবে। (সূরা হাশ্‌র, আয়াত ৮–৯)

(৫)

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحۡسَنَ الۡحَدِيۡثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِىَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُوۡدُ الَّذِيۡنَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِيۡنُ جُلُوۡدُهُمۡ وَ قُلُوۡبُهُمۡ اِلٰى ذِكۡرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهۡدِىۡ بِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ وَ مَنۡ يُّضۡلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنۡ هَادٍ - (الزمر ٢٣)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা অতি উৎকৃষ্ট বাণী নাযিল করিয়াছেন, উহা এমন গ্রন্থ যে, পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, বার বার বর্ণিত হইয়াছে, যাহার কারণে স্বীয় রব্বের ভয়ে ভীত লোকদের দেহ প্রকম্পিত হয়, অতঃপর তাহাদের দেহ এবং অন্তর কোমল হইয়া আল্লাহর যিক্‌রের প্রতি মনোনিবেশকারী হইয়া পড়ে, উহা আল্লাহ্ তায়ালার হেদায়াত, তিনি যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা হেদায়াত করিয়া থাকেন, আর আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন তাহার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নাই।

(সূরা যুমার, আয়াত–২৩)

(৬)

اِنَّمَا يُؤۡمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيۡنَ اِذَا ذُكِّرُوۡا بِهَا خَرُّوۡا سُجَّدًا وَّ سَبَّحُوۡا بِحَمۡدِ رَبِّهِمۡ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُوۡنَ - تَتَجَافٰى جُنُوۡبُهُمۡ عَنِ الۡمَضَاجِعِ يَدۡعُوۡنَ رَبَّهُمۡ خَوۡفًا وَّطَمَعًا وَّ مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ - فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٌ مَّاۤ اُخۡفِىَ لَهُمۡ مِنۡ قُرَّةِ اَعۡيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ - (السجدة ٥-١٧)

অর্থ ঃ আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ত কেবল সেই সকল লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে যাহাদিগকে আমার আয়াতসমূহ যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহারা সেজদায় পতিত হয় এবং স্বীয় রব্বের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করিতে থাকে এবং তাহারা অহংকার করে না। তাহাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হইতে পৃথক থাকে, তাহারা আশায় এবং ভয়ে আপন রব্বকে ডাকিতে থাকে, আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হইতে ব্যয় করে। অতএব কাহারো জানা নাই যে, এইরূপ লোকদের জন্য কত কিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়েবী ভাণ্ডারে মওজুদ রহিয়াছে, ইহা তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

(সূরা সিজদা, আয়াত ১৫–১৭)

(৭)

وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ - وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْىُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ -

(الشورى ٣٦-٣٩)

অর্থ ঃ আর যাহা কিছু আল্লাহর নিকট আছে তাহা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয় এবং অধিকতর স্থায়ী, ঐ সকল লোকদের জন্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং স্বীয় রব্বের উপর নির্ভর করে, আর যাহারা কবীরা গুনাহসমূহ হইতে এবং (তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া) অশ্লীল বিষয়সমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকে, আর যখন তাহাদের ক্রোধের উদ্ভব হয় তখন তাহারা ক্ষমা করে, আর যাহারা স্বীয় রব্বের নির্দেশ মানিয়াছে এবং নামাযের পাবন্দ রহিয়াছে, আর তাহাদের প্রত্যেক কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শে এবং আমি যাহা কিছু তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহারা উহা হইতে ব্যয় করে এবং যাহারা এইরূপ যে, যখন

তাহাদের প্রতি (কাহারও তরফ হইতে) কোন উৎপীড়ন পৌঁছে তখন (তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণে) সমান প্রতিশোধ লয়।

(সূরা শুরা, আয়াত ৩৬–৩৯)

(৮)

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا - لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَ يُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (الاحزاب ٢٣-٢٤)

অর্থ ঃ সেই মুমিনদের মধ্যকার কতক লোক এমনও আছে যে, তাহারা আল্লাহর সহিত যে কথার অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা সত্যে পরিণত করিয়াছে, অতঃপর তাহাদের মধ্যে কতিপয় নিজেদের (শাহাদাতের) মান্নত পূর্ণ করিয়াছে, আর তাহাদের কতক লোক আগ্রহান্বিত রহিয়াছে এবং তাহারা (নিজেদের সঙ্কল্পকে) একটুও পরিবর্তন করে নাই। এই ঘটনাটি এইজন্য ঘটিয়াছিল, যেন আল্লাহ সত্যপরায়ণদিগকে তাহাদের সত্যপরায়ণতার বিনিময় প্রদান করেন এবং মুনাফিকদিগকে ইচ্ছা করিলে শাস্তি প্রদান করিবেন, কিংবা তাহাদিগকে তওবার তওফীক দিবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (সূরা আহযাব, আয়াত ২৩–২৪)

(৯)

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ - (الزمر ٩)

অর্থ ঃ আচ্ছা, (মুশরিকরা কি সেই ব্যক্তির সমান?) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় এবাদত করিতে থাকে,

আখেরাতকে ভয় করে এবং স্বীয় রব্বের রহমতের প্রত্যাশা করে ; আপনি বলুন যে, যাহারা জ্ঞানী ও যাহারা অজ্ঞ তাহারা কি সমান হইতে পারে? (সূরা যুমার, আয়াত–৯)

পূর্বেকার আসমানী কিতাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের আলোচনা

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনে আস (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে আমি তাঁহাকে বলিলাম, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাকে বলুন। তিনি বলিলেন, অবশ্যই, খোদার কসম তাঁহার যে সকল গুণাবলী কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে তাওরাতেও তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যেমন—হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী ও উম্মীদের (অর্থাৎ আরবদের) রক্ষণাবেক্ষণকারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল, আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল রাখিয়াছি। তিনি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় নহেন, বাজারে শোরগোলকারীও নহেন এবং মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিহত করেন না বরং মাফ ও ক্ষমা করিয়া দেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নিবেন না যতক্ষণ না মানুষ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়িয়া বক্রদ্বীনকে সোজা করিয়া লইবে। (অর্থাৎ দ্বীনে ইবরাহীমকে পরিবর্তন করিয়া তাহারা যে বাঁকাপথে চলিয়াছে উহা ছাড়িয়া সেরাতে মুস্তাকীম অর্থাৎ সরল ও সোজা পথে চলিতে আরম্ভ না করিবে।) তাঁহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা অন্ধ চক্ষু ও বধীর কান এবং রুদ্ধ দিলের আবরণ মুক্ত করিবেন। (আহমাদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বারা বক্রদ্বীনকে সোজা না করিয়া তাঁহাকে দুনিয়া হইতে উঠাইবেন না।

অপর এক রেওয়ায়াতে ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ (রহঃ) এরূপ উল্লেখ

করিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যাবূর কিতাবে হযরত দাউদ (আঃ)এর উপর এই ওহী নাযিল করিয়াছেন, "হে দাউদ, তোমার পর অতিসত্বর এক নবী আসিবেন, যাঁহার নাম আহমাদ ও মুহাম্মাদ হইবে, তিনি সত্যবাদী ও সাইয়্যেদ হইবেন। আমি তাঁহার প্রতি কখনও নারায হইব না, আর তিনিও কখনও আমাকে নারায করিবেন না। আমি তাঁহার অগ্র–পশ্চাতের সকল ভুল–ভ্রান্তি করিবার পূর্বেই মাফ করিয়া দিয়াছি। তাঁহার উম্মাত আমার রহমতপ্রাপ্ত, আমি তাহাদিগকে ঐ সকল নফল কার্য দান করিয়াছি যাহা নবীদিগকে দান করিয়াছি এবং তাহাদের উপর ঐসকল কার্য ফরয করিয়াছি যাহা নবী ও রাসূলগণের উপর ফরয করিয়াছি। অতএব তাহারা কেয়ামতের দিন আমার নিকট এমনভাবে উপস্থিত হইবে যে, তাহাদের নূর নবীদের নূরের ন্যায় হইবে।" এইরূপে অনেক কথা আলোচনার পর অবশেষে বলিয়াছেন, "হে দাউদ, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার উম্মাতকে সকল উম্মাতের উপর সম্মান দান করিয়াছি। (বিদায়াহ)

সাঈদ ইবনে আবি হেলাল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) হযরত কা'ব (রহঃ)কে বলিলেন, আমাকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার উম্মাতের গুণাগুণ সম্পর্কে বলুন। তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাবে (অর্থাৎ তাওরাতে) তাহাদের সম্পর্কে এরূপ পাইয়াছি, "আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার উম্মাত অত্যাধিক প্রশংসাকারী হইবে, তাহারা ভাল–মন্দ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে। প্রত্যেক উঁচু জায়গায় (উঠিতে) তাহারা আল্লাহু আকবার বলিবে এবং প্রত্যেক নিচু জায়গায় (নামিতে) তাহারা সুবহানাল্লাহ পড়িবে। তাহাদের আযানের ধ্বনি আকাশে–বাতাসে ধ্বনিত হইবে। পাথরের উপর মৌমাছির মৃদু গুঞ্জনের ন্যায় নামাযের মধ্যে তাহাদের (কোরআন পাঠের) মৃদু গুঞ্জন (শ্রুত) হইবে। ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় তাহারা নামাযে কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে। নামাযের কাতারের

ন্যায় যুদ্ধের ময়দানে তাহারা কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে। যখন তাহারা আল্লাহর রাহে জেহাদে বাহির হইবে তখন তাহাদের সম্মুখে ও পিছনে মজবুত বর্শা হাতে ফেরেশতাগণ থাকিবে। আর যখন তাহারা যুদ্ধের ময়দানে কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইবে তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের উপর এমনভাবে ছায়া করিবেন—বলিয়া হযরত কা'ব (রহঃ) দুইহাত প্রসারিত করিয়া দেখাইলেন—যেমন শকুন তাহার বাসার উপর ছায়া করিয়া থাকে। তাহারা কখনও যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না।

(আবু নুআঈম)

হযরত কা'ব (রহঃ) হইতে অনুরূপ এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার উম্মাত অত্যাধিক প্রশংসাকারী হইবে, তাহারা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিবে এবং প্রত্যেক উঁচুস্থানে আল্লাহু আকবার বলিবে। (নামায ইত্যাদি এবাদতের সময় নির্ধারণের জন্য) সূর্যের খেয়াল রাখিবে। ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় হইলেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত আদায় করিবে। কোমরের মধ্যস্থলে লুঙ্গী বাঁধিবে এবং অযূর মধ্যে আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করিবে।

(আবু নুআঈম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গঠন ও গুণাবলী সম্পর্কে কতিপয় হাদীস

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমার মামা হযরত হিন্দ ইবনে আবি হালাহ (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গঠন ও গুণাবলী অত্যাধিক ও স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতেন। আমার একান্ত আগ্রহ হইল যে, তিনি উহা হইতে আমাকেও কিছু বর্ণনা করিয়া শুনান যাহাতে আমি উহা হৃদয়ে গাঁথিয়া উহার উপর আমল করিতে পারি। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় হযরত হাসান (রাঃ)এর বয়স মাত্র সাত বৎসর ছিল

বিধায় তিনি তাঁহার শারীরিক গঠন ও গুণাবলী ভালরূপে স্মৃতিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন না।) সুতরাং আমি তাহাকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বগুণে গুণান্বিত অতি মহৎ ছিলেন এবং মানুষের দৃষ্টিতেও তিনি অত্যন্ত মর্যাদাশীল ছিলেন। তাঁহার চেহারা মুবারক পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করিত। মাঝারি গড়ন বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে কিছুটা লম্বা আবার অতি লম্বা হইতে খাট ছিলেন।

মাথা মুবারক সুসঙ্গতভাবে বড় ছিল। কেশ মুবারক সামান্য কুঞ্চিত ছিল, মাথার চুলে অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনাআপনি সিঁথি হইয়া গেলে সেইভাবেই রাখিতেন, অন্যথায় ইচ্ছাকৃতভাবে সিঁথি তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেন না। (অর্থাৎ চিরুনী ইত্যাদি না থাকিলে এরূপ করিতেন। আর চিরুনী থাকিলে ইচ্ছাকৃত সিঁথি তৈয়ার করিতেন।) কেশ মুবারক লম্বা হইলে কানের লতি অতিক্রম করিয়া যাইত। শরীর মুবারকের রঙ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল আর ললাট ছিল প্রশস্ত। ভ্রুদ্বয় বক্র, সরু ও ঘন ছিল। উভয় ভ্রু পৃথক পৃথক ছিল, মাঝখানে সংযুক্ত ছিল না। ভ্রুদ্বয়ের মাঝে একটি রগ ছিল যাহা রাগের সময় ফুলিয়া উঠিত।

তাঁহার নাসিকা উঁচু ছিল যাহার উপর একপ্রকার নূর ও চমক ছিল। যে প্রথম দেখিত সে তাঁহাকে উঁচু নাকওয়ালা ধারণা করিত। কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টি করিলে বুঝিতে পারিত যে, সৌন্দর্য ও চমকের দরুন উঁচু মনে হইতেছে আসলে উঁচু নয়। দাড়ি মুবারক ভরপুর ও ঘন ছিল। চোখের মণি ছিল অত্যন্ত কাল। তাঁহার গণ্ডদেশ সমতল ও হালকা ছিল এবং গোশত ঝুলন্ত ছিল না। তাঁহার মুখ সুসঙ্গতপূর্ণ প্রশস্ত ছিল (অর্থাৎ সংকীর্ণ ছিল না)। তাঁহার দাঁত মুবারক চিকন ও মসৃণ ছিল এবং সামনের দাঁতগুলির মাঝে কিছু কিছু ফাঁক ছিল। বুক হইতে নাভী পর্যন্ত চুলের একটি রেখা ছিল।

তাঁহার গ্রীবা মুবারক মূর্তির গ্রীবার ন্যায় সুন্দর ও সরু ছিল। উহার রঙ ছিল রূপার ন্যায় সুন্দর ও স্বচ্ছ। তাঁহার সমস্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ

সামঞ্জস্যপূর্ণ ও মাংসল ছিল। আর শরীর ছিল সুঠাম। তাঁহার পেট ও বুক ছিল সমতল এবং বুক ছিল প্রশস্ত। উভয় কাঁধের মাঝখানে বেশ ব্যবধান ছিল। গ্রন্থির হাড়সমূহ শক্ত ও বড় ছিল (যাহা শক্তি সামর্থ্যের একটি প্রমাণ)। শরীরের যে অংশে কাপড় থাকিত না তাহা উজ্জ্বল দেখাইত ; কাপড়ে আবৃত অংশের ত কথাই নাই। বুক হইতে নাভী পর্যন্ত চুলের সরু রেখা ছিল। ইহা ব্যতীত বুকের উভয় অংশ ও পেট কেশমুক্ত ছিল। তবে উভয় বাহু, কাঁধ ও বুকের উপরিভাগে চুল ছিল। তাঁহার হাতের কবজি দীর্ঘ এবং হাতের তালু প্রশস্ত ছিল।

শরীরের হাড়গুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সোজা ছিল। হাতের তালু ও উভয় পা কোমল ও মাংসল ছিল। হাত পায়ের অঙ্গুলিগুলি পরিমিত লম্বা ছিল। পায়ের তালু কিছুটা গভীর এবং কদম মুবারক এরূপ সমতল ছিল যে, পরিচ্ছন্নতা ও মসৃণতার দরুন পানি আটকাইয়া থাকিত না, সঙ্গে সঙ্গে গড়াইয়া পড়িত। তিনি যখন পথ চলিতেন তখন শক্তি সহকারে পা তুলিতেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলিতেন, পা মাটির উপর সজোরে না পড়িয়া আস্তে পড়িত। তাঁহার চলার গতি ছিল দ্রুত এবং পদক্ষেপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইত, ছোট ছোট কদমে চলিতেন না। চলার সময় মনে হইত যেন তিনি উচ্চভূমি হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতেছেন। যখন কোন দিকে মুখ ঘুরাইতেন তখন সম্পূর্ণ শরীরসহ ঘুরাইতেন। তাঁহার দৃষ্টি নত থাকিত এবং আকাশ অপেক্ষা মাটির দিকে অধিক নিবদ্ধ থাকিত। সাধারণত চোখের এক পার্শ্ব দিয়া তাকাইতেন। অর্থাৎ লজ্জা ও শরমের দরুন কাহারো প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি খুলিয়া তাকাইতে পারিতেন না।) চলিবার সময় তিনি সাহাবীগণকে সামনে রাখিয়া নিজে পিছনে থাকিতেন। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি অগ্রে সালাম করিতেন।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, আমি আমার মামাকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা কিরূপ ছিল, তাহা আমাকে শুনান। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম সর্বদা আখেরাতের চিন্তায় মশগুল থাকিতেন। সর্বক্ষণ (উম্মাতের কল্যাণের কথা) ভাবিতেন। দুনিয়াবী জিনিসের মধ্যে তিনি কোন প্রকার শান্তি ও স্বস্তি পাইতেন না। বিনা প্রয়োজনে কোন কথা বলিতেন না, অধিকাংশ সময় চুপ থাকিতেন। তিনি আদ্যপান্ত মুখ ভরিয়া কথা বলিতেন। (জিহ্বার কোণ দিয়া চাপা ভাষায় কথা বলিতেন না যে, অর্ধেক উচ্চারিত হইবে আর অর্ধেক মুখের ভিতর থাকিয়া যাইবে ; যেমন আজকাল অহংকারীরা করিয়া থাকে।)

তিনি এমন সারগর্ভ ভাষায় কথা বলিতেন, যাহাতে শব্দ কম কিন্তু অর্থ বেশী থাকিত। তাঁহার কথা একটি অপরটি হইতে পৃথক হইত। অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কথা বলিতেন না, আবার প্রয়োজন অপেক্ষা এরূপ কমও না যে, উদ্দেশ্যই পরিস্কার বুঝা যায় না। তিনি নরম মেজাজী ছিলেন, কঠোর মেজাজী ছিলেন না এবং কাহাকেও হেয় করিতেন না। আল্লাহর নেয়ামত যত সামান্যই হোক না কেন তিনি উহাকে বড় মনে করিতেন। না উহার নিন্দা করিতেন আর না মাত্রারিক্ত প্রশংসা করিতেন। (নিন্দা না করার কারণ ত পরিস্কার, যেহেতু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত। আর অতিরিক্ত প্রশংসা না করার কারণ হইল এই যে, ইহাতে লোভ হইতেছে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে।) দ্বীনি বিষয় ও হকের উপর হস্তক্ষেপ করা হইলে তাঁহার গোস্বার সামনে কেহ টিকিতে পারিত না, যতক্ষণ না তিনি উহার প্রতিকার করিতেন (তাঁহার গোস্বা ঠাণ্ডা হইত না)।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি দুনিয়া বা দুনিয়ার কোন বিষয়ে রাগান্বিত হইতেন না। (কারণ তাহার দৃষ্টিতে দুনিয়া ও দুনিয়াবী বিষয়ের কোন গুরুত্ব ছিল না।) তবে দ্বীনি বিষয় বা হকের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিলে (গোস্বার দরুন তাঁহার চেহারা এরূপ পরিবর্তন হইয়া যাইত যে,) তাঁহাকে কেহ চিনিতে পারিত না এবং তাঁহার গোস্বার সামনে কিছুই টিকিত না, আর কেহ উহা রোধও করিতে পারিত না, যে পর্যন্ত তিনি উহার প্রতিকার না করিতেন। তিনি নিজের জন্য কখনও কাহারও প্রতি

অসন্তুষ্ট হইতেন না এবং নিজের জন্য প্রতিশোধও লইতেন না। যখন কোন কারণে কোন দিকে ইশারা করিতেন, তখন সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করিতেন। (বিনয়ের খেলাপ বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করিতেন না, অথবা অঙ্গুলি দ্বারা শুধু তওহীদের প্রতি ইশারা করিতেন বলিয়া অন্য বিষয়ে সম্পূর্ণ হাতের দ্বারা ইশারা করিতেন।)

তিনি আশ্চর্যবোধকালে হাত মুবারক উল্টাইয়া দিতেন। কথা বলার সময় কখনও (কথার সঙ্গে) হাত নাড়িতেন, কখনও ডান হাতের তালু দ্বারা বাম বৃদ্ধাঙ্গুলির পেটে আঘাত করিতেন। কাহারো প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন ও অমনোযোগিতা প্রকাশ করিতেন অথবা তাহাকে মা'ফ করিয়া দিতেন। যখন খুশী হইতেন তখন লজ্জায় চোখ নিচু করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার অধিকাংশ হাসি মুচকি হাসি হইত। আর সেই সময় তাঁহার দাঁত মুবারক শিলার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল দেখাইত।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, আমি বেশ কিছুদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সকল গুণাবলী (আমার ভাই–) হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)এর নিকট প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু পরে যখন আমি তাহার নিকট উহা বর্ণনা করিলাম, তখন দেখিলাম তিনি আমার পূর্বেই মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছেন এবং আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তিনি সেই সবই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি পিতার নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করা, ঘর হইতে বাহির হওয়া, মজলিশে বসা ও তাঁহার অন্যান্য তরীকা সম্পর্কে কোন কিছুই ছাড়েন নাই, সবই জানিয়া লইয়াছেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত প্রয়োজনে (অর্থাৎ আহার–নিদ্রা ইত্যাদির জন্য) ঘরে যাইতেন।

এই ব্যাপারে তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার ঘরে থাকাকালীন সময়কে তিনভাগে ভাগ করিতেন—

(১) একভাগ আল্লাহ তায়ালার এবাদতের জন্য।

(২) একভাগ পরিবার পরিজনের হক আদায়ের জন্য।

(৩) একভাগ নিজের (আরাম ও বিশ্রাম ইত্যাদির) জন্য।

তারপর নিজের অংশকেও নিজের মধ্যে ও (উম্মাতের) অন্যান্য লোকজনের মধ্যে দুইভাগ করিতেন। অন্যান্যদের জন্য যে ভাগ হইত, উহাতে অবশ্য বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহার কথাবার্তা সর্বসাধারণের নিকট পৌছিত। তিনি তাহাদের নিকট (দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারের) কোন জিনিসই গোপন করিতেন না। (বরং নির্দ্বিধায় সবরকমের উপকারী কথা বলিয়া দিতেন।) উম্মাতের এই অংশে তিনি জ্ঞানী–গুণীদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দিতেন এবং এই সময়কে তিনি তাহাদের মধ্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে বন্টন করিতেন। তাহাদের মধ্যে হয়ত কেহ একটি প্রয়োজন, কেহ দুইটি এবং কেহ অনেক প্রয়োজন লইয়া আসিত। তিনি তাহাদের প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগী হইতেন এবং তাহাদিগকে এমন কাজে মশগুল করিতেন যাহাতে তাহাদের ও পুরা উম্মাতের সংশোধন ও উপকার হয়। তিনি তাহাদের নিকট সাধারণ লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন ও প্রয়োজনীয় কথা তাহাদিগকে বলিয়া দিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের যাহারা উপস্থিত তাহারা যেন আমার কথাগুলি অনুপস্থিতদের নিকট পৌছাইয়া দেয়।

তিনি আরও বলিতেন, যাহারা (কোন কারণবশতঃ যেমন—পর্দা, দূরত্ব, লজ্জা ও দুর্বলতা ইত্যাদির দরুন) আমার নিকট তাহাদের প্রয়োজন পেশ করিতে পারে না তোমরা তাহাদের প্রয়োজন আমার নিকট পৌছাইয়া দিও। কারণ, যে ব্যক্তি এমন লোকের প্রয়োজন কোন ক্ষমতাসীনের নিকট পৌছাইয়া দেয় যে নিজে পৌছাইবার ক্ষমতা রাখে না আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে দৃঢ়পদ রাখিবেন। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সকল (উপকারী ও প্রয়োজনীয়) বিষয়েরই আলোচনা হইত এবং ইহার বিপরীত অন্য কোন বিষয়কে তিনি গ্রহণ করিতেন না। (অর্থাৎ জনসাধারণের প্রয়োজন ও উপকারী বিষয় ব্যতীত অন্য বাজে বিষয়াদি তিনি শুনিতেনও না।) সাহাবা (রাঃ) তাঁহার নিকট (দ্বীনি বিষয়ের) প্রার্থী হইয়া আসিতেন এবং কিছু না কিছু খাইয়াই ফিরিতেন। (অর্থাৎ, তিনি যেমন জ্ঞান দান করিতেন তেমনই কিছু না কিছু খাওয়াইতেনও।) আর তাহারা তাঁহার নিকট হইতে কল্যাণের পথে মশাল ও দিশারী হইয়া বাহির হইতেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া কি কাজ করিতেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত নিজের যবানকে ব্যবহার করিতেন না। আগত ব্যক্তিদের মন রক্ষা করিতেন, তাহাদিগকে আপন করিতেন, বিচ্ছিন্ন করিতেন না। (অর্থাৎ—এমন ব্যবহার করিতেন না যাহাতে তাহারা ভাগিয়া যায় অথবা দ্বীনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া যায়।) প্রত্যেক কওমের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করিতেন এবং তাহাকেই তাহাদের অভিভাবক বা সরদার নিযুক্ত করিয়া দিতেন। লোকদেরকে তাহাদের ক্ষতিকর জিনিস হইতে সতর্ক করিতেন বা লোকদেরকে পরস্পর মেলামেশায় সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিতেন আর নিজেও সতর্ক ও সাবধান থাকিতেন।

এতদসত্ত্বেও তিনি কাহারও জন্য চেহারার প্রসন্নতা ও আপন সদাচারের কোন পরিবর্তন করিতেন না। আপন সাহাবীদের খোঁজখবর লইতেন। লোকদের পারস্পরিক হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেন ও উহার সংশোধন করিতেন। ভালকে ভাল বলিতেন ও উহার পক্ষে মদদ যোগাইতেন। খারাপকে খারাপ বলিতেন ও উহাকে প্রতিহত করিতেন। প্রত্যেক বিষয়ে সমতা রক্ষা করিতেন। আগে এক রকম, পরে আরেক রকম এরূপ করিতেন না। সর্বদা লোকদের সংশোধনের প্রতি খেয়াল

রাখিতেন যাহাতে তাহারা দ্বীনের কাজে অমনোযোগী না হয় বা হকপথ হইতে সরিয়া না যায়। প্রত্যেক অবস্থার জন্য তাঁহার নিকট একটি বিশেষ বিধি নিয়ম ছিল। হক কাজে ত্রুটি করিতেন না, আবার সীমালংঘনও করিতেন না।

লোকদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গরাই তাঁহার নিকটবর্তী থাকিতেন। তাহাদের মধ্যে সেই তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত যে লোকদের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী হইত এবং তাঁহার নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদাশীল সেই হইত যে লোকদের জন্য সর্বাধিক সহানুভূতিশীল ও সাহায্যকারী হইত।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিতে বসিতে আল্লাহর যিকির করিতেন। তিনি নিজের জন্য কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করিতেন না এবং অন্য কাহাকেও এরূপ করিতে নিষেধ করিতেন। কোন মজলিসে উপস্থিত হইলে, যেখানেই জায়গা পাইতেন বসিয়া যাইতেন এবং অন্যদেরকেও এরূপ করিতে আদেশ করিতেন। তিনি মজলিসে উপস্থিত প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য অংশ দিতেন। (অর্থাৎ প্রত্যেকের সহিত যথাযোগ্য হাসিমুখে কথাবার্তা বলিতেন।) তাঁহার মজলিসের প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করিত যে, তিনি তাহাকেই সবার অপেক্ষা বেশী সম্মান করিতেছেন। যে কেহ কোন প্রয়োজনে তাঁহার নিকট আসিয়া বসিত অথবা তাঁহার সহিত দাঁড়াইত, তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার জন্য বসিয়া বা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, যতক্ষণ না সে নিজেই উঠিয়া যাইত বা চলিয়া যাইত। কেহ কোন জিনিস চাহিলে তিনি দান করিতেন অথবা (না থাকিলে) নরম ভাষায় জবাব দিয়া দিতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদা হাসিমুখ সাধারণভাবে সকলের জন্য ছিল। তিনি (স্নেহ-মমতায়) সকলের জন্য

পিতা সমতুল্য ছিলেন। হকের বা অধিকারের বেলায় সকলেই তাঁহার নিকট সমান ছিল। তাঁহার মজলিস ছিল সহনশীলতা ও লজ্জাশীলতা এবং ধৈর্য ও আমানতদারীর এক অপরূপ নমুনা। তাঁহার মজলিসে কেহ উচ্চস্বরে কথা বলিত না, কাহারো ইজ্জতহানি করা হইত না। প্রথমতঃ তাঁহার মজলিসে সকলেই সংযত হইয়া বসিতেন যাহাতে কোন প্রকার দোষত্রুটি না ঘটে, তথাপি কাহারো দোষত্রুটি হইলে উহা লইয়া সমালোচনা বা উহার প্রচার করা হইত না। মজলিসের সকলেই পরস্পর সমঅধিকার লাভ করিতেন। (বংশ মর্যাদা লইয়া একে অপরের উপর অহংকার করিতেন না।) তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে একে অপরের উপর মর্যাদা লাভ করিতেন। একে অপরের প্রতি বিনয়–নম্র ব্যবহার করিতেন। তাহারা বড়দের সম্মান করিতেন, ছোটদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন, অভাবগ্রস্তদের প্রাধান্য দিতেন ও অপরিচিত মুসাফিরদের খাতির–যত্ন করিতেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার মজলিসের লোকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা হাসি–খুশি থাকিতেন, নম্র স্বভাবের ছিলেন, সহজেই অন্যান্যদের সহিত একাত্ম হইয়া যাইতেন। তিনি রূঢ় ও কঠোর ছিলেন না। চীৎকার করিয়া কথা বলিতেন না। না অশ্লীল কথা বলিতেন, আর না কাহাকেও দোষারোপ করিতেন। অধিক হাসি–ঠাট্টা করিতেন না। মর্জির খেলাফ বিষয় হইলে মনোযোগ সরাইয়া নিতেন, কিন্তু মর্জির খেলাফ কেহ কিছু আশা করিলে তাহাকে একেবারে নিরাশ ও বঞ্চিত করিতেন না। (বরং কিছু না কিছু দিয়া দিতেন বা কোন সান্ত্বনার কথা বলিয়া দিতেন।)

তিনি নিজেকে তিনটি বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক—ঝগড়া–বিবাদ, দুই—বেশী কথা বলা, তিন—অনর্থক বিষয়াদি হইতে।

অনুরূপ তিনটি বিষয় হইতে অন্যকেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। এক—তিনি কাহারো নিন্দা করিতেন না, দুই—কাহাকেও লজ্জা দিতেন না, তিন—কাহারো দোষ তালাশ করিতেন না। তিনি এমন কথাই বলিতেন যাহাতে সওয়াব পাওয়া যায়। যখন তিনি কথা বলিতেন, তখন উপস্থিত সাহাবা (রাঃ) এমনভাবে মাথা ঝুঁকাইয়া বসিতেন যেন তাহাদের মাথায় পাখী বসিয়া রহিয়াছে। (অর্থাৎ এমনভাবে স্থির হইয়া থাকিতেন যেন সামান্য নড়াচড়া করিলেই মাথার উপর হইতে পাখী উড়িয়া যাইবে।)

যখন তিনি কথা বলিতেন তাহারা চুপ থাকিতেন আর যখন তিনি (কথা শেষ করিয়া) চুপ করিতেন, তখন তাহারা কথা বলিতেন। (অর্থাৎ তাঁহার কথার মাঝখানে তাহারা কথা বলিতেন না।) তাহারা কোন বিষয় লইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কাটাকাটি করিতেন না। যে কথা শুনিয়া সকলে হাসিতেন, তিনিও উহাতে হাসিতেন, যে বিষয়ে সকলে বিস্ময়বোধ করিতেন তিনিও উহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। অপরিচিত মুসাফিরের রুক্ষ কথাবার্তা ও অসংলগ্ন প্রশ্নাবলীর উপর ধৈর্যধারণ করিতেন। (অপরিচিত মুসাফিরগণ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করিত বলিয়া) তাঁহার সাহাবীগণ এরূপ মুসাফিরদিগকে তাঁহার মজলিসে লইয়া আসিতেন। (যাহাতে তাহাদের প্রশ্নাবলীর দ্বারা নতুন বিষয় জানা যায়)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন, কোন অভাবী ব্যক্তিকে দেখিলে তাহাকে সাহায্য করিবে। কেহ সামনাসামনি তাঁহার প্রশংসা করুক, তিনি তাহা পছন্দ করিতেন না, তবে কেহ তাঁহার এহসানের প্রতিদান হিসাবে শুকরিয়াস্বরূপ প্রশংসা করিলে তিনি চুপ থাকিতেন। (অর্থাৎ শুকরিয়া আদায় করা কর্তব্য বিধায় যেন তাহাকে তাহার কর্তব্য কাজে সুযোগ দিতেন।) তিনি কাহারো কথায় বাধা দিতেন না যতক্ষণ না সে সীমালংঘন করিত। সীমালংঘন করিলে তিনি তাহাকে নিষেধ করিতেন অথবা মজলিস হইতে উঠিয়া যাইতেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার নিরবতা কিরূপ হইত? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরবতা চার কারণে হইত। এক—সহনশীলতার কারণে, দুই—সচেতনতার দরুন, তিন—আন্দাজ করার উদ্দেশ্যে, চার—চিন্তা-ভাবনার জন্য।

তিনি দুইটি বিষয়ে আন্দাজ করিতেন। (১) উপস্থিত লোকদের প্রতি দৃষ্টিদানে ও (২) তাহাদের আবেদন শুনার ব্যাপারে কিরূপে সমতা বজায় রাখা যায়। আর তাঁহার চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু ছিল, যাহা চিরস্থায়ী হইবে (অর্থাৎ আখেরাত) এবং যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ দুনিয়া। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে সংযম ও ধৈর্য উভয়টিই দান করিয়াছিলেন। সুতরাং কোন জিনিস তাঁহাকে সীমার বাহিরে রাগান্বিত করিতে পারিত না।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে চার বিষয়ে সচেতনতা দান করিয়াছিলেন। এক—উত্তম বিষয়কে অবলম্বন করা, দুই—এমন বিষয়ে যত্নবান হওয়া যাহাতে উম্মতের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। বর্ণিত এই রেওয়ায়াতে চারটির মধ্যে দুইটি উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে কানযুল উম্মালের রেওয়ায়াতে চারটি বিষয় এরূপ বর্ণিত হইয়াছে— আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে চার বিষয়ে সচেতনতা দান করিয়াছিলেন। এক—নেক কাজ অবলম্বন করা, যাহাতে অন্যরাও তাঁহার অনুসরণ করিতে পারে। দুই—মন্দ কাজ পরিত্যাগ করা, যাহাতে অন্যরাও বিরত থাকে। তিন—উম্মাতের জন্য সংশোধনমূলক বিষয়ে জোর বিবেচনা করা। চার—এমন বিষয়ে যত্নবান হওয়া যাহাতে উম্মাতের দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। (বিদায়াহ, কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের গুণাবলী সম্পর্কে তাঁহাদের পরস্পরের বর্ণনা

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, কোরআন পাকের এই আয়াতের—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

অর্থ ঃ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদিগকে প্রকাশ করা হইয়াছে।

তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যদি চাহিতেন তবে (কুনতুম না বলিয়া) 'আনতুম' বলিতে পারিতেন ; তখন (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করি আর না করি) আমরা সকলেই উহার অন্তর্ভুক্ত হইতাম। কিন্তু তিনি 'কুনতুম' বলিয়া বিশেষভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) ও যাহারা তাহাদের ন্যায় কাজ করিবে শুধু তাহাদিগকে শামিল করিয়াছেন। তাহারা (অর্থাৎ সাহাবা (রাঃ) ছিলেন সর্বোত্তম উম্মাত, যাহাদিগকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) এই আয়াত—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, হে লোকেরা, যে ব্যক্তি এই আয়াতে বর্ণিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহে সে যেন আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার শর্তকে পুরা করে। (অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজে নিষেধ করা।) (কান্‌য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাগণের দিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পছন্দ করিলেন এবং তাঁহাকে আপন রাসূল বানাইয়া পাঠাইলেন ও আপন খাছ এলম দান করিলেন। তারপর পুনরায় লোকদের দিলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন

এবং তাঁহার জন্য সাহাবা (রাঃ)দেরকে পছন্দ করিলেন। তাহাদিগকে আপন দ্বীনের সাহায্যকারী ও আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব বহনকারী বানাইলেন। সুতরাং মুমিনগণ (অর্থাৎ সাহাবা (রাঃ)) যাহা ভাল মনে করিবেন তাহা আল্লাহর নিকটও ভাল বলিয়া গণ্য হইবে ; আর মুমিনগণ যাহা খারাপ মনে করিবেন তাহা আল্লাহর নিকটও খারাপ বলিয়া গণ্য হইবে। (আবু নুআঈম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি (দ্বীনের) পথে চলিতে চাহে সে যেন সেই সকল লোকদের পথ অবলম্বন করে যাহারা অতীত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহারা হইলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)। কারণ তাঁহারা এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠ ভাগ। তাঁহাদের অন্তর ছিল সর্বাধিক পবিত্র ও তাঁহাদের জ্ঞান ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর। তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না, আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর সাহচর্য ও তাঁহার দ্বীন প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের আখলাক ও আদর্শকে অবলম্বন কর। কা'বা শরীফের রব্ব—আল্লাহর কসম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী (রাঃ)গণ হেদায়াতে মুসতাকীমের উপর ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা রোযা, নামায ও মেহনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের তুলনায় বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু আব্দির রহমান, কি কারণে? তিনি বলিলেন, তাঁহারা দুনিয়ার প্রতি তোমাদের অপেক্ষা অধিক অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি তোমাদের অপেক্ষা অধিক আসক্ত ছিলেন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি বলিতেছে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি আসক্ত লোকেরা কোথায়? তিনি বলিলেন, তাহারা ত

জাবিয়ায় অবস্থানকারীগণ ছিলেন। (জাবিয়া সিরিয়ার অন্তর্গত একটি স্থানের নাম। হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে উহা মুজাহিদদের ছাউনি ছিল।) তাহাদের মধ্যে পাঁচশত মুসলমান এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, শহীদ না হওয়া পর্যন্ত (তাহারা যুদ্ধের ময়দান হইতে) ফিরিবেন না। সুতরাং তাহারা (শাহাদাতের উদ্দেশ্যে) নিজেদের মাথা মুণ্ডন করিলেন ও শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাহাদের সংবাদদাতা একজন ব্যতীত সকলেই শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি বলিতেছে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখেরাতের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিরা কোথায়? তিনি তাঁহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রাঃ)এর কবর দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ইহাদিগকে তালাশ করিতেছ? (হিলয়াতুল আউলিয়া)

আবু আরাকাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত ফজরের নামায পড়িলাম। তিনি নামায শেষ করিয়া যখন ডান দিকে ফিরিয়া বসিলেন, তখন মনে হইল যেন তিনি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। মসজিদের দেয়াল হইতে এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উপরে উঠিয়া যাওয়া পর্যন্ত এইভাবে বসিয়া রহিলেন। তারপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন এবং হাত উল্টাইয়া বলিলেন, খোদার কসম, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের দেখিয়াছি, কিন্তু আজ আমি তাঁহাদের ন্যায় কাহাকেও দেখিতেছি না। সকালবেলা তাঁহাদের চেহারা ফ্যাকাসে, চুল এলোমেলো ও শরীর ধুলাবালিযুক্ত থাকিত। তাহাদের কপালে (অত্যাধিক সেজদার দরুন) বকরির হাটুর ন্যায় (সেজদার) চিহ্ন দেখা যাইত। তাহারা সারারাত্রি সেজদায় ও নামাযে দাঁড়াইয়া কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে কাটাইতেন। রাতভর কখনও (সেজদারত অবস্থায়) কপালের উপর কখনও (নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায়) পায়ের উপর আরাম লাভ করিতেন। সকালবেলা এমনভাবে

হেলিয়া দুলিয়া আল্লাহর যিকির করিতেন যেমন জোর বাতাসের দিনে বৃক্ষাদি দুলিতে থাকে। আর তাহাদের চক্ষুদ্বয় হইতে এমন অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকিত যাহাতে তাহাদের কাপড় ভিজিয়া যাইত। খোদার কসম, (সকালবেলা তাহাদের এরূপ কান্না দেখিয়া) মনে হইত যেন তাহারা রাতভর ঘুমাইয়া কাটাইয়াছেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) উঠিয়া গেলেন। ইহার পর আল্লাহর দুশমন ও ফাসেক ইবনে মুলজিমের হাতে শাহাদাত বরণ পর্যন্ত আর কখনও তাহাকে সাধারণভাবেও হাসিতে দেখা যায় নাই। (বিদায়াহ)

আবু সালেহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, যেরার ইবনে যামরা কেনানী (রহঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমার সম্মুখে হযরত আলী (রাঃ)এর গুণাগুণ বর্ণনা করুন। যেরার (রহঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে মাফ করিবেন কি? তিনি বলিলেন, না, আমি মাফ করিব না, (বর্ণনা করিতেই হইবে)। যেরার (রহঃ) বলিলেন, তাঁহার গুণাগুণ যদি বর্ণনা করিতেই হয় তবে শুনুন, খোদার কসম, তিনি (হযরত আলী (রাঃ)) অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার কথা হইত ফয়সালা এবং তাঁহার ফয়সালা হইত ইনসাফের সহিত। তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব হইতে এলমের ফোয়ারা ছুটিত এবং তাঁহার সর্বদিক দিয়া হেকমত প্রকাশ পাইত। দুনিয়া ও উহার চাকচিক্য দ্বারা অশান্তি অনুভব করিতেন, আর রাত্র ও উহার অন্ধকার দ্বারা প্রশান্তি লাভ করিতেন। (অর্থাৎ রাত্রের এবাদত দ্বারা দিলে শান্তি পাইতেন।) খোদার কসম, তিনি অত্যাধিক ক্রন্দনকারী ও অত্যাধিক চিন্তাশীল ছিলেন। হাতকে ওলটপালট করিতেন আর আপন নফসকে সম্বোধন করিতেন। সাদাসিধা ও সংক্ষিপ্ত পোষাক এবং সাধারণ খাদ্য পছন্দ করিতেন। খোদার কসম, তিনি আমাদের মতই সাধারণ হইয়া থাকিতেন। আমরা যখন তাঁহার নিকট যাইতাম তিনি আমাদিগকে কাছে বসাইতেন। আমরা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিতেন। তাঁহার সহিত আমাদের এরূপ নিকটতম সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ভয়ে আমরা

তাঁহার সহিত কথা বলিতে পারিতাম না। তিনি যখন মুচকি হাসিতেন, তখন তাঁহার দাঁতগুলি মুক্তার মালার ন্যায় দেখাইত। দ্বীনদারদের সম্মান করিতেন। মিসকীনদের ভালবাসিতেন। কোন শক্তিশালী আপন অন্যায় দাবীতে তাঁহার নিকট (সফলকাম হইবার) আশা করিতে পারিত না। কোন দুর্বল তাঁহার ন্যায়বিচার হইতে নিরাশ হইত না। আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিতেছি যে, একবার যখন রাতের অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িল আর তারকারাজি ডুবিয়া গেল, এমন সময় আমি তাঁহাকে আপন নামাযের স্থানে নিজ দাড়ি মুঠায় ধরিয়া ঝুঁকিয়া থাকিতে দেখিয়াছি, সর্প দংশিত ব্যক্তির ন্যায় ছটফট করিতেছেন, আর শোকাহতের ন্যায় কাঁদিতেছেন। আমি যেন এখনও শুনিতে পাইতেছি যে, তিনি আল্লাহর সমীপে অনুনয় করিতেছেন আর বলিতেছেন, 'ইয়া রাব্বানা! ইয়া রাব্বানা!' অতঃপর দুনিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমাকে ধোঁকা দিতে আসিয়াছ? আমার প্রতি উঁকি মারিতেছ? দূরে, বহু দূরে। আর কাহাকেও ধোঁকা দাও। আমি ত তোমাকে তিন তালাক দিয়াছি। তোমার আয়ু অতি সামান্য, তোমার মজলিস অতি নগণ্য ও তোমার মর্যাদা অতি সাধারণ। আহ! আহ! সম্বল অতিশয় কম, সফর অতি দূরের আর রাস্তা অত্যন্ত ভয়ানক!!" হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার দাড়ির উপর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি উহা সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না, জামার আস্তিন দ্বারা উহা মুছিতে লাগিলেন। আর কান্নার দরুন উপস্থিত শ্রোতাগণের গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, সত্যই আবুল হাসান (অর্থাৎ হযরত আলী (রাঃ)—আল্লাহ তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুন—এমনই ছিলেন। হে যেরার, তাঁহার ইন্তেকালে তোমার শোক কিরূপ? যেরার (রহঃ) বলিলেন, তাঁহার ইন্তেকালে আমার শোক সেই মায়ের ন্যায় যাহার প্রাণাধিক প্রিয় একমাত্র পুত্রকে তাহার কোলের উপর জবাই করিয়া দেওয়া হয়। তাহার যেমন অশ্রু বন্ধ হয় না তেমনই তাহার শোকাকুল অন্তরও কোনদিন সান্ত্বনা লাভ করে না। অতঃপর যেরার (রহঃ) উঠিয়া

বাহির হইয়া গেলেন। (আবু নুআঈম)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)রা কি হাসিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে এমতাবস্থায়ও পাহাড় অপেক্ষা বৃহৎ ঈমান তাঁহাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকিত। (আবু নুআঈম)

সাঈদ ইবনে ওমর কোরাইশী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) সফররত ইয়ামানবাসী কতিপয় সঙ্গীকে দেখিলেন, যাহাদের উটের পিঠে বসিবার আসনগুলি চামড়া নির্মিত ছিল। তিনি বলিলেন, যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের ন্যায় লোকদেরকে দেখিতে চাহে সে যেন ইহাদিগকে দেখিয়া লয়। (কান্‌য)

আবু সাঈদ মাকবুরী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) যখন প্লেগরোগে আক্রান্ত হইলেন, তখন তিনি (হযরত মুআয (রাঃ)কে) বলিলেন, হে মুআয! লোকদের নামায পড়াও। তিনি লোকদের নামায পড়াইলেন। তারপর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ) ইন্তেকাল করিলে তিনি লোকদের মাঝে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহর নিকট তোমাদের গুনাহ হইতে খাঁটিরূপে তওবা কর ; কারণ যে ব্যক্তি গুনাহ হইতে খাঁটিরূপে তওবা করিয়া আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ) করিবে, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, খোদার কসম, তোমরা এমন এক ব্যক্তির ইন্তেকালে মর্মাহত হইয়াছ, যাহার ন্যায় আমি আর কোন আল্লাহর বান্দা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমি তাঁহার ন্যায় হিংসা-বিদ্বেষ হইতে পবিত্র, নেক দিল, ফেৎনা-ফাসাদ হইতে দূরে অবস্থানকারী ও আখেরাতের প্রতি অধিক অনুরাগী এবং জনসাধারণের হিতাকাংখী আমি কখনও কোন আল্লাহর বান্দা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অতএব তাঁহার জন্য রহমতের দোয়া কর ও তাঁহার জানাযার নামাযের জন্য ময়দানে চল।

খোদার কসম, আগামীতে তোমাদের উপর তাঁহার ন্যায় এমন আমীর আর হইবে না। লোকজন সমবেত হইলে হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর জানাযা আনা হইল এবং হযরত মুআয (রাঃ) (নামায পড়াইবার জন্য) অগ্রসর হইলেন ও নামায পড়াইলেন। অতঃপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত আমর ইবনে আস ও হযরত যাহ্হাক ইবনে কায়েস (রাঃ) তাঁহার কবরে নামিলেন। তাঁহাকে কবরে রাখিয়া তাঁহারা বাহির হইয়া আসিলেন এবং মাটি দিলেন। তারপর হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, হে আবু ওবায়দাহ! আমি অবশ্যই আপনার প্রশংসা করিব, তবে নাহক বলিব না। কারণ আমি নাহক প্রশংসায় আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টিকে ভয় করিতেছি। খোদার কসম, আমার জানামতে আপনি সেইসকল লোকদের মধ্য হইতে ছিলেন, যাহারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। আর সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাহারা যমীনের বুকে বিনয়ের সহিত চলাফেরা করে এবং মূর্খলোকদের জবাবে শান্তিপূর্ণ কথা বলে, আর যখন ব্যয় করে, তখন তাহারা অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং তাহারা উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করে। খোদার কসম, আপনি সেই সকল লোকদের মধ্য হইতে ছিলেন, যাহাদের মন সর্বদা আল্লাহর প্রতি ঝুঁকিয়া থাকে আর যাহারা বিনয়ী, যাহারা এতীম ও মিসকীনদের প্রতি দয়া করে ও খেয়ানতকারী ও অহংকারীদের ঘৃণা করে। (হাকেম)

রিবঈ' ইবনে হেরাশ (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট কোরাইশদের বিভিন্ন খান্দানের লোকেরা বসিয়াছিলেন এবং হযরত সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) তাহার ডান পার্শ্বে ছিলেন। এমন সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুআবিয়া (রাঃ)এর উক্ত মজলিসে উপস্থিত হইবার অনুমতি চাহিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, হে সাঈদ, খোদার কসম, আমি ইবনে আব্বাসকে এমন প্রশ্ন করিব, যাহার উত্তর দিতে তিনি সক্ষম হইবেন না। সাঈদ (রাঃ) বলিলেন, ইবনে আব্বাসের মত লোক আপনার

প্রশ্নের উত্তরে কখনও অক্ষম হইতে পারে না। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মজলিসে আসিয়া বসিলে হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আপনি হযরত আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর রহম করুন। খোদার কসম, তিনি কোরআন পাকের তেলাওয়াতকারী, অন্যায় হইতে দূরে, সর্বপ্রকার অশ্লীলতার প্রতি অমনোযোগী, বদ কাজে বাধাদানকারী ও আপন দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি আল্লাহকে ভয় করিতেন, রাত্রিতে নামায পড়িতেন, দিনের বেলায় রোযা রাখিতেন ও দুনিয়ার (ফেৎনা) হইতে নিরাপদ ছিলেন। তিনি মাখলুকের প্রতি ইনসাফ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নেক কাজের আদেশকারী ও স্বয়ং নেক কাজে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। সর্বাবস্থায় শোকরগুযার, সকাল–সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকিরকারী, দ্বীনি কাজে নিজের (নফসের) উপর বল প্রয়োগকারী ছিলেন। পরহেযগারী ও অল্প তুষ্টিতে, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও চারিত্রিক পবিত্রতায়, নেক কাজে ও সতর্কতায় এবং যাহা কিছু হাতে আছে, উহা অপেক্ষা যাহা আল্লাহর নিকট আছে উহার প্রতি অধিক আস্থা রাখার ব্যাপারে এবং কাহারো উপকারের উত্তম বদলা দানে আপন সঙ্গীগণ অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁহাকে যে দোষারোপ করে কেয়ামত পর্যন্ত তাহার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হউক।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু হাফসের উপর রহম করুন। খোদার কসম, তিনি ইসলামের সাহায্যকারী এতীমদের আশ্রয়, ঈমানের ভাণ্ডার, দুর্বলদের আশ্রয়, খাঁটি মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল, মাখলুকের জন্য দুর্গ ও সকল মানুষের জন্য সাহায্যকারী ছিলেন। সবর ও সওয়াবের নিয়তে আল্লাহর দেওয়া দ্বীনে হক লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনে ইসলামকে (সকল ধর্মের উপর) প্রবল করিলেন ও বহু দেশের উপর (মুসলমানদিগকে) বিজয় দান করিলেন। আর চারিদিকে—পানির ঘাটে,

পাহাড়ে, ময়দানে সর্বত্র আল্লাহর যিকির হইতে লাগিল। তিনি অশালীন কার্যকলাপের মুকাবিলায় অত্যন্ত গুরু–গম্ভীর, সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় অত্যাধিক শোকরগুযার, সর্বদা ও প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকিতেন। তাঁহার প্রতি যে ব্যক্তি শত্রুতা পোষণ করে আফসোসের দিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তাহার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হউক।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, আপনি হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবু আমরের প্রতি রহম করুন। খোদার কসম, তিনি শ্বশুরকুলে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত, নেকলোকদের সহিত সর্বাধিক সম্পর্ক স্থাপনকারী ও মুজাহিদগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল ছিলেন। শেষরাত্রে অধিক জাগরণকারী ও আল্লাহর যিকিরের সময় অধিক অশ্রুবর্ষণকারী ছিলেন। দিবারাত্র আপন উদ্দেশ্য অর্জনে চিন্তাযুক্ত, প্রত্যেক ভাল কাজে সদা প্রস্তুত ও নাজাত লাভ হয় এমন প্রত্যেক আমলে সচেষ্ট থাকিতেন। ধ্বংস টানিয়া আনে এরূপ সকল খারাপ কাজ হইতে দূরে পলায়ন করিতেন। তবূকের যুদ্ধে মুসলমানদিগকে তিনি সাজসরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহুদীদের নিকট হইতে বীরে রুমাহ নামক কূয়া কিনিয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করিয়াছিলেন। আর তিনি হযরত মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরপর দুই মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাঁহার জামাতা হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে মন্দ বলিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ করুন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আবুল হাসানের উপর রহম করুন। খোদার কসম, তিনি হেদায়াতের ঝাণ্ডা, তাকওয়ার গুহা, আকল–বুদ্ধির মহল, সৌন্দর্যের পাহাড়, রাতের আঁধারে পথিকের আলো, মহান সরলপথের প্রতি

আহ্বানকারী ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। কোরআনের তফসীর ও ওয়াজ–নসীহত করিতেন। হেদায়াত লাভ হয় এমন বিষয়ের সহিত সর্বদা সংযুক্ত থাকিতেন। জুলুম অত্যাচার পরিহার করিয়া চলিতেন ও ধ্বংসের পথ হইতে দূরে থাকিতেন। তিনি মুমিন ও মুত্তাকীদের মধ্যে সর্বোত্তম, কোর্তা ও চাদর পরিধানকারীদের সর্দার, হজ্জ ও সায়ী পালনকারীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, ইনসাফ ও সমতারক্ষাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। নবীয়ে মোস্তফা ও আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম ব্যতীত দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ খতীব। বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ্—উভয় কেবলার দিকে ফিরিয়া যাহারা নামায পড়িয়াছিলেন, তিনি ছিলেন তাহাদের অন্যতম। কোন মুসলমান কি তাঁহার বরাবর হইবার দাবী করিতে পারে? তিনি দুনিয়ার সর্বোত্তম নারী (হযরত ফাতেমা রাঃ))এর স্বামী ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিদ্বয়ের পিতা ছিলেন। আমার চক্ষু তাঁহার ন্যায় না কাহাকেও দেখিয়াছে, আর না কেয়ামত ও আল্লাহর সহিত সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত কাহাকেও দেখিবে। সেই ব্যক্তির উপর কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার ও তাঁহার বান্দাগণের লা'নত বর্ষিত হউক যে তাঁহার উপর লা'নত করিবে।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তাঁহাদের উভয়ের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। খোদার কসম, তাঁহারা উভয়েই নিষ্কলঙ্ক, নেক, মুসলমান, পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, শহীদ ও আলেম ছিলেন। তাঁহারা একটি ভুল করিয়াছিলেন, তবে ইনশাআল্লাহ তাহাদের পূর্বেকার দ্বীনের নুসরত ও পুরাতন সাহচর্য ও নেক আমলের দরুন আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ

তায়ালা আবুল ফজলের উপর রহম করুন। খোদার কসম, তিনি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা একই বৃক্ষের দুই শাখা ছিলেন। সফিয়্যুল্লাহ অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের শীতলতা ও সকল মানুষের জন্য আশ্রয়স্থল ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাদের সর্দার ছিলেন। বিচক্ষণতায় ও পরিণামদর্শিতায় তিনি সকলের উপরে ছিলেন। জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার মর্যাদার আলোচনার সামনে অন্যদের মর্যাদা তুচ্ছ মনে হয়। তাহার বংশ গৌরবের মুকাবিলায় অন্যদের বংশগৌরব বহু পিছনে পড়িয়া থাকে। কেনই বা এমন হইবে না! কারণ ধীর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক সম্মানিত আবদুল মুত্তালিব তাঁহাকে লালন পালন করিয়াছেন, যিনি কোরাইশের পায়দল ও আরোহী সকল মানুষ অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত ছিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন। (তাবরানী)

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদান

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত দেওয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের নিকট কিরূপ সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল? আর তাহাদের অন্তরে কিরূপ এক চরম আগ্রহ ছিল যে, মানুষ হেদায়াত লাভ করে, আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করে ও তাঁহার রহমতের সাগরে নিমগ্ন হয়। দাওয়াতের দ্বারা খালেক অর্থাৎ আল্লাহর সহিত মাখলুকের মিলন ঘটাইবার তাহাদের কিরূপ আপ্রাণ চেষ্টা ছিল।

দাওয়াতের কাজের মুহাব্বত ও উহার প্রতি আগ্রহ

সমগ্র মানবজাতির ঈমান আনয়নের প্রতি নবী করীম (সাঃ)এর প্রবল আকাঙ্খা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কোরআনের এই আয়াত—

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيدٌ

অর্থ ঃ অতঃপর তাহাদের মধ্যে কিছুলোক হইবে হতভাগ্য আর কিছুলোক হইবে ভাগ্যবান।

এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ প্রবল আকাঙ্খা পোষণ করিতেন যে, সমস্ত মানুষ ঈমান আনয়ন করুক ও সকলেই তাঁহার হাতে হেদায়াতের উপর বাইআত গ্রহণ করুক। সুতরাং (তাঁহার এরূপ প্রবল আকাঙ্খা ও অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে) আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, (সৃষ্টির) প্রথম হইতে (লওহে মাহফুযে) যাহাদের সম্পর্কে সৌভাগ্য লেখা হইয়াছে শুধু তাহারাই ঈমান আনিবে। আর (সৃষ্টির) প্রথম হইতে (লওহে মাহফুযে) যাহাদের সম্পর্কে দুর্ভাগ্য লেখা হইয়াছে, শুধু তাহারাই গোমরাহ হইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বলিলেন—

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ - اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ - (الشعراء ٣،٤)

অর্থ ঃ মনে হয় আপনি ইহাদের ঈমান না আনার কারণে (দুঃখে) নিজের জীবন দিয়া দিবেন। যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আসমান হইতে তাহাদের প্রতি এক বিরাট নিদর্শন নাযিল করিয়া দিতে পারি, অতঃপর ঐ নিদর্শনের কারণে তাহাদের গ্রীবাসমূহ নত হইয়া যাইবে। (তাবরানী)

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আপন কাওমকে কলেমার দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু তালেব যখন অসুস্থ হইলেন, তখন আবু জেহেল সহ কোরাইশদের একদল লোক তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনার ভাতিজা আমাদের মাবুদগুলিকে মন্দ বলে, এই করে, সেই করে। এই বলে, সেই বলে। আপনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া এরূপ করিতে নিষেধ করিলে ভাল হইত। অতএব আবু তালেব তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আবু তালেব ও কোরাইশদের মাঝে একজন লোকের বসিবার মত জায়গা খালি ছিল। অভিশপ্ত আবু জেহেলের আশংকা হইল যে, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালেবের পার্শ্বে বসেন তবে তাহার মন গলিয়া যাইতে পারে, সুতরাং সে ঝট করিয়া উঠিয়া উক্ত খালি জায়গায় বসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার নিকট জায়গা না পাইয়া দরজার নিকট বসিয়া গেলেন। আবু তালেব বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! তোমার কাওমের কি হইল যে, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছে এবং তাহারা বলিতেছে, তুমি নাকি তাহাদের মা'বুদগুলিকে মন্দ বল? এই বল, সেই বল? হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, এই সময় কোরাইশগণও বলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহারা অনেক কথা বলিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সব শুনিয়া) কথা আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, হে আমার চাচা, আমি তাহাদের নিকট একটি কলেমার স্বীকারোক্তি চাহিতেছি। যদি তাহারা উহা স্বীকার করিয়া লয়, তবে সমগ্র আরব তাহাদের অধীন হইয়া যাইবে ও সমস্ত আজম (অর্থাৎ অনারবগণ) তাহাদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। কোরাইশগণ তাঁহার সেই কলেমার প্রতি ও তাঁহার কথায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিয়া উঠিল, (এত বড় বিজয়ের জন্য) মাত্র একটি কলেমা! তোমার পিতার কসম, আমরা এরূপ দশটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। তাহারা জিজ্ঞাসা

করিল, কোন কলেমা? আবু তালেবও বলিয়া উঠিল, ভাতিজা, কোন্ কলেমা উহা? তিনি বলিলেন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইহা শুনিয়া তাহারা ঘাবড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড় ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিতে লাগিল, এতগুলি মা'বুদের স্থলে মাত্র একজন মা'বুদ করিয়া দিল? বাস্তবিকই ইহা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার!

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এইস্থলে সূরা সাদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে—

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا- اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ....
بَلْ لَّمَّا يَذُوْقُوْا عَذَابِ -

অর্থ ঃ সে কি এতগুলি মা'বুদের স্থলে মাত্র একজন মা'বুদ করিয়া দিল? বাস্তবিকই ইহা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার এবং কাফেরদের সর্দারগণ (স্বদলীয় লোকদিগকে) এই বলিয়া প্রস্থান করিল যে, চল এবং নিজ মা'বুদগণের উপর অটল থাক, (কেননা) ইহা (অর্থাৎ তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা) কোন উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার। আমরা ত এরূপ কথা (আমাদের) অতীত ধর্মে শুনি নাই। ইহা (এই ব্যক্তির) মনগড়া উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের সকলের মধ্য হইতে কি কেবল এই ব্যক্তিরই উপর আল্লাহর কালাম নাযিল করা হইয়াছে? বরং ইহারা আমার ওহী সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রহিয়াছে, বরং তাহারা এখন পর্যন্ত আমার আযাব আস্বাদন করে নাই। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

আবু তালেবকে মৃত্যুর সময় কলেমার দাওয়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওতবাহ ইবনে রাবীআহ, শাইবাহ ইবনে রাবীআহ, আবু জেহেল ইবনে হেশাম, উমাইয়াহ ইবনে খালাফ ও আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং কাওমের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় লোকজন আবু তালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আবু তালেব, আমাদের মধ্যে আপনার মর্যাদা কতখানি তাহা আপনি অবগত আছেন।

বর্তমানে আপনার অসুস্থতার অবস্থাও দেখিতেছেন। এমতাবস্থায় আপনার ব্যাপারে আমাদের আশংকা হইতেছে। আর আমাদের ও আপনার ভাতিজার মধ্যেকার চলমান অবস্থা সম্পর্কেও আপনার জানা আছে। সুতরাং তাহাকে ডাকিয়া আমাদের ব্যাপারে তাহার নিকট হইতে অঙ্গীকার আদায় করুন এবং তাহার ব্যাপারেও আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করুন, যাহাতে তিনি আমাদের ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইতে বিরত থাকেন এবং আমরাও তাহার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করি, আর তিনি আমাদের ও আমাদের ধর্ম সম্পর্কে কোন উক্তি না করেন এবং আমরাও তাহার ও তাহার দ্বীন সম্পর্কে কোন উক্তি না করি।

আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, তোমার কাওমের এই সকল নেতৃবর্গ তোমার ব্যাপারে সমবেত হইয়াছেন। তাহারা তোমাকে কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে চায় এবং তোমার নিকট হইতেও প্রতিশ্রুতি লইতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ভাল কথা, তোমরা মাত্র একটি কথা মানিয়া লও, সমগ্র আরব জাহানের তোমরা মালিক হইয়া যাইবে এবং সমস্ত অনারব তোমাদের অনুগত হইয়া যাইবে। আবু জেহেল বলিল, একটি নয়, তোমার পিতার কসম, দশটি কথা মানিতে প্রস্তুত আছি। তিনি বলিলেন, তোমরা বল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যত মা'বুদের এবাদত কর, সবগুলিকে পরিত্যাগ কর। ইহা শুনিয়া তাহারা হাতের উপর হাত মারিয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি চান যে, আমরা সব মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানাই। আপনি ত বড় অদ্ভূত কথা বলিতেছেন! তারপর তাহারা একে অপরকে বলিতে লাগিল, তোমরা যাহা চাহিতেছ এই ব্যক্তি তোমাদিগকে তাহা দিবে না, কাজেই চল, তোমরা তোমাদের বাপ–দাদার ধর্মের উপর চলিতে থাক, যতদিন না আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও তাহার মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন।

অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাহাদের চলিয়া যাওয়ার পর আবু তালেব বলিলেন, হে আমার ভাতিজা, আমার ধারণা, তুমি তাহাদের নিকট সীমার বাহিরে কিছু দাবী কর নাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু তালেবের এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ঈমান আনার ব্যাপারে আশাবাদী হইলেন। সুতরাং তিনি তাহাকে বলিতে লাগিলেন, চাচা, আপনি উহা পড়ুন, যাহাতে উহার উসিলায় কেয়ামতের দিন আমি আপনার জন্য শাফায়াত করিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহ দেখিয়া আবু তালেব বলিলেন, ভাতিজা, খোদার কসম, আমার পর তোমার ও তোমার পিতৃকুলের দুর্ণামের ভয় যদি না হইত এবং এই আশংকা না হইত যে, কোরাইশগণ নিন্দা করিয়া বলিবে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে উহা পড়িয়াছি, তবে অবশ্যই আমি উহা পড়িতাম। শুধু তোমাকে খুশী করিবার জন্য হইলেও পড়িতাম।

মুসাইয়েব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট গেলেন। তাহার নিকট আবু জেহেল বসিয়া ছিল। তিনি বলিলেন, চাচা, একবার লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। উহার কারণে আল্লাহর নিকট আমি আপনার পক্ষ হইয়া সুপারিশ করিব। আবু জেহেল ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াহ বলিল, হে আবু তালেব, আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম হইতে ফিরিয়া যাইবেন? এইভাবে বারবার তাহাকে বলিতে থাকিল। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব 'আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি' বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হইবে ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ইস্তেগফার করিতে থাকিব। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল—

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوا اُولِي قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ - (التوبة ١١٣)

অর্থ ঃ নবী এবং অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষে জায়েয নহে যে, তাহারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তাহারা আত্মীয়ই হউক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তাহারা দোযখী।

আর এই আয়াতও নাযিল হইল—

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ - (قصص ٥٦)

অর্থ ঃ আপনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করিতে পারিবেন না, বরং আল্লাহ যাহাকে চাহেন হেদায়াত দান করেন, তিনিই হেদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে ভাল জানেন। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার চাচার নিকট কলেমা পেশ করিতে থাকিলেন, আর তাহারা দুইজনও তাহাদের পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকিল। শেষ পর্যন্ত আবু তালেব শেষকথা এই বলিল যে, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর অবিচল আছি এবং লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িতে অস্বীকার করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে যতক্ষণ আপনার সম্পর্কে নিষেধ না করা হয় ততক্ষণ আমি আপনার জন্য ইস্তেগফার করিতে থাকিব। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত দুই আয়াত নাযিল করিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, যখন আবু তালেবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিয়া বলিলেন, চাচাজান, আপনি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, আমি কেয়ামতের দিন আপনার পক্ষে উহার সাক্ষ্য দিব। আবু তালেব বলিলেন, যদি আমি এই আশংকা না করিতাম যে, কোরাইশরা এই দুর্নাম রটাইবে

যে, আবু তালেব মৃত্যুর ভয়ে এই কলেমা পড়িয়াছে, তবে অবশ্য উহা পড়িয়া তোমার চক্ষু শীতল করিতাম। আর শুধু তোমার চক্ষু জুড়াইবার জন্য হইলেও উহা পড়িতাম। সুতরাং এই বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ - (قصص ٥٦)

দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার

হযরত আকীল ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলেন, কোরাইশগণ আবু তালেবের নিকট আসিল। সম্পূর্ণ হাদীস দাওয়াতের কাজে কষ্ট সহ্য করার অধ্যায়ে আসিতেছে। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ভাতিজা, খোদার কসম, আমার জানা মতে সর্বদাই আমি তোমার কথা মানিয়া আসিয়াছি। (সুতরাং আজ তুমি আমার একটি কথা মানিয়া লও।) তোমার কাওমের লোকজন আমার নিকট আসিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, তুমি তাহাদের কা'বাতে ও তাহাদের মজলিসে যাইয়া তাহাদিগকে এমন কথা শুনাও যাহাতে তাহাদের কষ্ট হয়। কাজেই যদি ভাল মনে কর তবে তাহাদের সহিত এরূপ করা হইতে বিরত থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে চাহিলেন এবং বলিলেন, খোদার কসম, তোমাদের কাহারো পক্ষে সূর্য হইতে অগ্নিস্ফুলিংগ বাহির করিয়া আনা যেরূপ অসম্ভব, আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিক অসম্ভব এই যে, আমি যে কাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছি তাহা পরিত্যাগ করি।

বাইহাকী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, আবু তালেব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ভাতিজা, তোমার কাওমের লোকেরা আমার নিকট আসিয়াছে এবং তাহারা এই এই বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমার উপর দয়া কর এবং তোমার উপরও দয়া কর। তুমি আমার

উপর এমন বোঝা চাপাইওনা যাহা না আমি বহন করিতে পারি, না তুমি পার। তোমার কাওম যে সকল কথা অপছন্দ করে তাহা হইতে বিরত থাক। এ সমস্ত কথাবার্তা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবিলেন, তাঁহার ব্যাপারে চাচার মনোভাব পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি এইবার তাঁহার পক্ষ ছাড়িয়া কাওমের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার আর হিম্মৎ পাইতেছেন না। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাচাজান, যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও আনিয়া দেওয়া হয়, তথাপি আমি এই (দাওয়াতের) কাজ ছাড়িতে পারিব না। হয় আল্লাহ তায়ালা ইহাকে সফলতা দান করিবেন আর না হয় আমি এই প্রচেষ্টায় নিঃশেষ হইয়া যাইব। এই পর্যন্ত বলিতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। হাদীসের বাকি অংশের বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদিন কোরাইশগণ সমবেত হইয়া বলিল, তোমরা এমন একজন লোক তালাশ কর যে তোমাদের মধ্যে জাদু ও জ্যোতিষী এবং কবিতায় অধিক পারদর্শী। সে এই ব্যক্তির নিকট যাক যে আমাদের দলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে ও আমাদের ঐক্যকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে এবং আমাদের ধর্মকে দোষারোপ করিয়াছে। তাহার সহিত যাইয়া কথা বলুক এবং দেখুক, সে কি উত্তর দেয়। সকলেই বলিল, আমরা ওতবা ইবনে রাবীআহ ব্যতীত আর কাহাকেও এই কাজের উপযুক্ত দেখি না। অতএব তাহারা ওতবার নিকট আসিয়া বলিল, হে আবুল ওলীদ, আপনি তাহার নিকট যান। ওতবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি উত্তম, না (আপনার পিতা) আবদুল্লাহ উত্তম?' তিনি (কোন জবাব না দিয়া) চুপ করিয়া রহিলেন। সে বলিল, 'আপনি উত্তম, না (আপনার দাদা) আবদুল মুত্তালিব উত্তম?' তিনি (কোন উত্তর না দিয়া) চুপ করিয়া রহিলেন। সে বলিল, 'যদি

আপনার ধারণা মতে ইহারা উত্তম হইয়া থাকে তবে ত তাহারা সকলেই ঐ সকল মা'বুদের পূজা করিতেন যেগুলির প্রতি আপনি দোষারোপ করেন। আর যদি আপনার ধারণামতে আপনি তাহাদের অপেক্ষা উত্তম হইয়া থাকেন তবে তাহাও বুঝাইয়া বলুন, আমরা আপনার কথা শুনিব। খোদার কসম, আমরা আপনার ন্যায় প্রিয়ভাজন হইয়া আপন কাওমের জন্য (নাউযুবিল্লাহ) এমন অশুভ হইতে কাহাকেও কখনও দেখি নাই। আপনি আমাদের দলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, আমাদের ঐক্যকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছেন, আমাদের ধর্মকে দোষারোপ করিয়াছেন এবং সমগ্র আরবের মধ্যে আমাদিগকে অপমান করিয়াছেন। এমনকি সমগ্র আরবে খবর উড়িয়া গিয়াছে যে, কোরাইশের মধ্যে একজন জাদুকর আছে এবং কোরাইশের মধ্যে একজন জ্যোতিষী আছে। খোদার কসম (আমাদের অবস্থা এমন চরমে পৌঁছিয়াছে যে,) আমরা এখন এই অপেক্ষায় আছি যে, যে কোন মুহূর্তে গর্ভবতী মেয়েলোকের ন্যায় কোন আর্তনাদ শুনা যাইবে আর আমরা তলওয়ার লইয়া একে অপরের উপর ঝাপাইয়া পড়িব এবং একে অপরকে খতম করিয়া দিব। এই হে! আপনার যদি মালদৌলতের প্রয়োজন থাকে তবে আমরা আপনার জন্য এত পরিমাণ মাল জমা করিয়া দিব যে, আপনি কোরাইশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী হইয়া যাইবেন। আর যদি বিবাহের আকাংখা হইয়া থাকে তবে কোরাইশের যে কোন মেয়েকে আপনার পছন্দ হইবে এইরূপ দশজন আপনাকে বিবাহ করাইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কথা কি শেষ হইয়াছে? সে বলিল, হাঁ। তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়িয়া সূরা হা–মীম সেজদার প্রথম হইতে তেলাওয়াত আরম্ভ করিলেন এবং এই আয়াত—

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُودَ -

অর্থ ঃ অতঃপর যদি তাহারা (তওহীদ হইতে) মুখ ফিরায় তবে আপনি বলিয়া দিন যে,আমি তোমাদিগকে এইরূপ আযাবের ভয় প্রদর্শন

করিতেছি যেইরূপ আযাব আদ ও সামূদ কাওমের উপর আসিয়াছিল।

পর্যন্ত পৌঁছিলে ওতবা বলিয়া উঠিল, ক্ষান্ত হউন, আপনার নিকট আর কোন কথা আছে কি? তিনি বলিলেন, না।

অতঃপর ওতবা কোরাইশের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? সে বলিল, আমার ধারণামতে তোমরা তাহাকে যাহা কিছু বলিতে চাহিয়াছ, আমি তাহা সবই বলিয়াছি। কিছুই বাদ রাখি নাই। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি কোন জবাব দিয়াছেন? সে বলিল, হাঁ, দিয়াছেন। তারপর বলিল, না, সেই যাতের কসম, যিনি এই কা'বা শরীফকে এবাদতের ঘর বানাইয়াছেন, আমি তাঁহার কথা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনি তোমাদিগকে আদ ও সামূদ জাতির ন্যায় আযাবের ভয় দেখাইয়াছেন। তাহারা বলিল, তোমার নাশ হউক, একব্যক্তি তোমার সহিত আরবী ভাষায় কথা বলিল, আর তুমি কিনা তাহার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলে না! সে বলিল, না, খোদার কসম, আযাবের কথা ব্যতীত আমি তাহার আর কোন কথাই বুঝিতে পারি নাই।

হাকেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, ওতবা ইহাও বলিল যে, আর আপনার যদি নেতৃত্বের আকাংখা থাকে তবে আমরা আমাদের সকল ঝাণ্ডা আপনার সামনে গাড়িয়া দিব। (তখনকার যুগে রীতি অনুসারে সর্দারের ঘরের সামনে ঝাণ্ডা গাড়িয়া দেওয়া হইত) আর আপনি যতদিন জীবিত থাকিবেন আমাদের সর্দার হিসাবে থাকিবেন।

হাকেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে ইহাও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ –

পড়িলেন, তখন ওতবা তাঁহার মুখের উপর হাত রাখিয়া আত্মীয়তার কসম দিল, যেন তিনি কোরআন পড়া বন্ধ করেন। তারপর সে নিজের

ঘরে যাইয়া বসিয়া রহিল। কোরাইশদের মজলিসে গেল না। আবু জেহেল বলিতে লাগিল, খোদার কসম, হে কোরাইশগণ, আমাদের ত একমাত্র ইহাই ধারণা হইতেছে যে, ওতবা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার খানা পছন্দ হইয়া গিয়াছে ; কারণ সে অভাবে পড়িয়াছে। চল, আমরা তাহার নিকট যাই। সুতরাং তাহারা আসিলে আবু জেহেল বলিল, খোদার কসম, হে ওতবা, আমরা এইজন্যই আসিয়াছি যে, আমাদের ধারণা, তুমি মুহাম্মাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছ এবং তাহার কথা তোমার মনে লাগিয়া গিয়াছে। তোমার যদি কোন অভাব হইয়া থাকে তবে আমরা তোমার জন্য এত পরিমাণ জমা করিয়া দিব যাহাতে তোমার জন্য মুহাম্মাদের খানার প্রয়োজন হইবে না। ওতবা (তাহার কথা শুনিয়া) ক্ষেপিয়া গেল এবং খোদার নামে কসম খাইল যে, সে আর কখনও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিবে না। তারপর বলিল, তোমরা অবশ্যই অবগত আছ যে, আমি কোরাইশের মধ্যে মালদৌলতে সর্বাপেক্ষা ধনী। কিন্তু আমি তাহার নিকট গিয়াছিলাম। অতঃপর বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিল, তিনি আমার জবাবে এমন কথা বলিয়াছেন, খোদার কসম, যাহা না জাদু, না কবিতা, আর না কোন জ্যোতিষী কথা। তিনি

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ - تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

হইতে

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ -

পর্যন্ত পড়িলেন। আমি তাহার মুখের উপর হাত রাখিয়া আত্মীয়তার কসম দিয়াছি, যাহাতে তিনি ক্ষান্ত হন। তোমাদের অবশ্যই জানা আছে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোন কথা বলেন, মিথ্যা বলেন না। অতএব আমার তোমাদের উপর আযাব নাযিল হইবার ভয় হইতেছে। (বিদায়াহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সমবেত হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন। ওতবা ইবনে রাবীআহ তাহাদিগকে বলিল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি যাইয়া তাঁহার সহিত কথা বলি। কারণ আশা করি আমি তাঁহার সহিত তোমাদের অপেক্ষা কোমল ব্যবহার করিতে পারিব। অতঃপর ওতবা উঠিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া বসিল এবং বলিল, ভাতিজা, আমি মনে করি আপনি আমাদের মধ্যে ঘর হিসাবে সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদার দিক দিয়া সর্বোচ্চে ; কিন্তু আপনি আপনার কাওমের মধ্যে এমন বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা আর কেহ্ করে নাই। এই সকল কথার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য যদি মালদৌলত হাসিল করা হইয়া থাকে তবে তাহা আপনার কাওমের দায়িত্বে রহিল। তাহারা আপনার জন্য এত পরিমাণ মালদৌলত জমা করিয়া দিবে যাহাতে আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী হইয়া যান। আর আপনার উদ্দেশ্য যদি সম্মান হাসিল করা হইয়া থাকে তবে আমরা আপনাকে এমন সম্মান দিব যে, কাওমের কেহ্ আপনার অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হইবে না এবং আপনি ব্যতীত আমরা কোন ফয়সালা করিব না। আর যদি ইহা কোন জ্বীন ভূতের আছর হইয়া থাকে যাহা আপনি দূর করিতে পারিতেছেন না তবে যতক্ষণ না আমরা উহার চিকিৎসায় অপারগ সাব্যস্ত হইব ততক্ষণ আপনার (চিকিৎসার) জন্য আমাদের মাল খরচ করিতে থাকিব। আর আপনি যদি বাদশাহী চাহেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানাইয়া লইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার সব কথা শুনিয়া) বলিলেন, হে আবুল ওলীদ, তোমার কথা শেষ হইয়াছে কি? সে বলিল, হাঁ, শেষ হইয়াছে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হা-মীম সেজদার প্রথম হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং সেজদার আয়াতে পৌঁছিয়া তিনি সেজদা করিলেন। আর ওতবা পিছন দিকে হাত রাখিয়া হেলান দিয়া

বসিয়া রহিল। (অর্থাৎ সেজদা করিল না) তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরার বাকী অংশ পড়িয়া শেষ করিলে ওতবা উঠিয়া দাঁড়াইল। সে (কোরআনের আয়াতগুলি শুনিয়া এমন হতভম্ব হইয়া গেল যে,) বুঝিতে পারিতেছিল না যে, কাওমের মজলিসে যাইয়া কি জবাব দিবে? লোকেরা যখন তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিল তখন তাহারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল যে, সে যেই চেহারা লইয়া গিয়াছিল সেই চেহারা লইয়া ফিরিতে পারে নাই বলিয়া মনে হইতেছে। অতঃপর ওতবা আসিয়া তাহাদের নিকট বসিল এবং বলিল, হে কোরাইশগণ, তোমরা আমাকে যাহা কিছু বলিতে বলিয়াছিলে সবই আমি তাহাকে বলিয়াছি। আমার কথা শেষ হইলে পর তিনি আমাকে এমন কালাম শুনাইয়াছেন, খোদার কসম, আমার কান কখনও এমন কালাম শুনে নাই। আর আমি বুঝিয়াই উঠিতে পারি নাই যে, তাহাকে কি জবাব দিব। হে কোরাইশগণ, তোমরা আজ আমার কথা মানিয়া লও, আগামীতে কোন কথা না মানিতে চাহ না মানিও। তোমরা এই ব্যক্তিকে (তাঁহার অবস্থার উপর) ছাড়িয়া দাও এবং তাঁহার বিষয় হইতে সরিয়া থাক। খোদার কসম, তিনি আপন কাজ কখনও ছাড়িবেন না। তোমরা তাঁহার ও আরবদের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াও। যদি তিনি তাহাদের উপর জয়যুক্ত হন তবে তাঁহার গৌরব তোমাদেরই গৌরব হইবে, আর তাঁহার সম্মান তোমাদেরই সম্মান হইবে। আর যদি আরবগণ তাঁহার উপর বিজয়ী হয় তবে তোমাদের উদ্দেশ্য অন্যের দ্বারা হাসিল হইয়া গেল। কোরাইশগণ ওতবার কথা শুনিয়া বলিল, হে আবুল ওলীদ, তুমি বেদ্বীন হইয়া গিয়াছ। (বিদায়াহ)

দাওয়াতের কাজে দৃঢ়তা

মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ ও মারওয়ান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় (ওমরার উদ্দেশ্যে) মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। হাদীসের বাকী অংশ ইমাম

বোখারী (রহঃ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা 'সাহাবাদের সেই সকল আখলাক যাহা দ্বারা মানুষ হেদায়াত পাইয়াছে' এর অধ্যায়ে আসিতেছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুদাইবিয়ার ময়দানে অবস্থান করিতেছিলেন এমন সময় খোযাআহ গোত্রের কতিপয় লোক সহ বুদাইল ইবনে অরকা' খোযায়ী সেখানে উপস্থিত হইল। তেহামা অধিবাসীদের মধ্যে ইহারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক হিতাকাংখী ছিল। বুদাইল ইবনে অরকা' বলিল, আমি কা'ব ইবনে লুআই ও আমের ইবনে লুআইয়ের নিকট হইতে আসিয়াছি। তাহারা (যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতঃ) হুদাইবিয়ার পানির নিকট অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের সহিত নতুন ও পুরাতন প্রসূতি উটনীও রহিয়াছে। তাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং আপনাকে বাইতুল্লায় প্রবেশ করিতে বাধা দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা কাহারো সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমরা ত ওমরা করিতে আসিয়াছি। আর কোরাইশদিগকে ত যুদ্ধ বিগ্রহ দুর্বল করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। তাহারা যদি সম্মত হয় তবে আমি তাহাদের সহিত নির্ধারিত সময়সীমার জন্য সন্ধি করিতে পারি। উক্ত সময়সীমার মধ্যে তাহারা আমার ও অন্যান্য লোকদের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াইবে। অতঃপর যদি আমি জয়লাভ করি তবে লোকেরা যে দ্বীন গ্রহণ করিয়াছে, ইচ্ছা হইলে তাহারাও উহা গ্রহণ করিবে। অন্যথায় (অর্থাৎ যদি আমি পরাজিত হই তবে ত) তাহারা স্বস্তিলাভ করিল। আর যদি তাহারা সন্ধি করিতে অস্বীকার করে তবে সেই পাক যাতের কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি আমার এই দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদের সহিত এমন যুদ্ধ করিব যে, হয়ত আমার মাথা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে অথবা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হায়! কোরাইশদের অবস্থার উপর বড় আফসোস! যুদ্ধ তাহাদিগকে খাইয়াছে। তাহারা যদি আমার ও আরবের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়ায় তবে তাহাদের কি অসুবিধা? আরবরা যদি আমাকে পরাজিত করে তবে ত তাহারা যাহা চাহিয়াছে তাহাই হইল। আর যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে জয়যুক্ত করেন তবে তাহারাও সকলে ইসলাম গ্রহণ করিবে। আর যদি তাহারা তখনও ইসলাম গ্রহণ না করে তবে ইতিমধ্যে তাহারা শক্তি অর্জন করিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে। কোরাইশগণ কি মনে করিতেছে! খোদার কসম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যাহা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি উহার উপর তাহাদের সহিত জেহাদ করিতে থাকিব যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাকে জয়যুক্ত করেন অথবা আমার মাথা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

খাইবারের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)কে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, খাইবারের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আগামীকল্য আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দিব যাহার হাতে আল্লাহ তায়ালা খাইবারের বিজয় দান করিবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলও তাহাকে ভালবাসেন। হযরত সাহল (রাঃ) বলেন, (তাঁহার এই ঘোষণার পর) লোকেরা সারারাত্র এই চিন্তায় কাটাইলেন যে, না জানি সকালে কাহার হাতে ঝাণ্ডা দেওয়া হয়! সকালবেলা সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রত্যেকেই ঝাণ্ডা পাইবার আশা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, আলী ইবনে আবি তালেব কোথায়? লোকেরা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহার চোখে অসুখ হইয়াছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) উপস্থিত হইলে তিনি তাহার চোখে দম

করিয়া দিলেন এবং তাহার জন্য দোয়া করিলেন। সাথে সাথে তাহার চোখ এরূপ ভাল হইয়া গেল যেন চোখে কোন যন্ত্রণাই ছিল না। তারপর তাহাকে ঝাণ্ডা দান করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা আমাদের ন্যায় মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শান্তভাবে অগ্রসর হও। যখন তাহাদের (সম্মুখে) ময়দানে পৌঁছিবে তখন প্রথম তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবে এবং তাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার ওয়াজিব হক সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিবে। খোদার কসম, তোমার দ্বারা আল্লাহ তাআলা যদি একজনকেও হেদায়াত দান করেন তবে ইহা তোমার জন্য লালবর্ণের উষ্ট্রপাল পাওয়া অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম)

দাওয়াতের কাজে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ধৈর্যধারণ

হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমিই হাকাম ইবনে কাইসানকে গ্রেফতার করিয়াছি। অতঃপর আমাদের আমীর তাহাকে কতল করিবার এরাদা করিলে আমি বলিলাম, থাক, আমরা বরং তাহাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করিব। সুতরাং আমরা তাহাকে লইয়া আসিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিতে রাজী হইতেছিল না। ইহা দেখিয়া হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আশায় এই ব্যক্তির সহিত কথা বলিতেছেন? খোদার কসম, এই ব্যক্তি শেষ পর্যন্তও ইসলাম গ্রহণ করিবে না। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই এবং সে তাহার দোযখের ঠিকানায় চলিয়া যাক। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর কথার প্রতি কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে বুঝাইতে থাকিলেন। অবশেষে হাকাম ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন,

তাহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে দেখিয়াই আমার পূর্বাপর সকল ব্যবহার আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। আমি মনে মনে বলিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে আমার অপেক্ষা অভিজ্ঞ আমি সেখানে কি করিয়া সাহস দেখাই? তারপর মনকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলাম যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের হিতকামনাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত হাকাম ইসলাম গ্রহণ করিলেন। খোদার কসম, তাহার ইসলামী জীবন উত্তম হইয়াছিল। তিনি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি 'বীরে মাউনার' যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিয়াছেন।

যুহরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হাকাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসলাম কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এক আল্লাহর এবাদত করিবে যাহার কোন শরীক নাই এবং এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হাকাম বলিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে যদি আমি তোমাদের কথা মানিয়া তাহাকে কতল করিতাম তবে সে দোযখে প্রবেশ করিত। (ইবনে সা'দ)

হযরত ওয়াহশী ইবনে হারব (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাঃ)এর হত্যাকারী ওয়াহশী ইবনে হারব (রাঃ)এর নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, হে মুহাম্মাদ, আপনি আমাকে কিরূপে দাওয়াত দিতেছেন? অথচ আপনি বলেন, যে ব্যক্তি হত্যা করে, শিরক করে

অথবা যেনা করে, সে দোযখে যাইবে, কেয়ামতের দিন তাহার আযাব দ্বিগুণ করা হইবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকিবে। আর আমি ত এই সকল কর্ম করিয়াছি। আপনার নিকট আমার জন্য শাস্তি হইতে পরিত্রাণের কোন পথ আছে কি? আল্লাহ তায়ালা তাহার এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নের আয়াত নাযিল করিলেন—

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - (فرقان ٧٠)

অর্থ ঃ কিন্তু যে ব্যক্তি তওবা করিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করিয়াছে। এই সকল লোকদের গুনাহগুলিকে আল্লাহ তায়ালা নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়াবান।

অতঃপর ওয়াহশী (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, তওবা, ঈমান ও নেক আমলের এই শর্ত ত বড় কঠিন। হয়ত আমি উহা যথাযথ পালন করিতে সক্ষম হইব না। তাহার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

(النساء ٤٨)

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা শিরক গুনাহ মাফ করিবেন না,তবে শিরক ব্যতীত সকল গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা মাফ করিয়া দিবেন।

ওয়াহশী (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, মাফ পাওয়া ত আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হইল। জানা নাই, তিনি আমাকে মাফ করিবেন কিনা? ইহা ব্যতীত আর কিছু আছে কি? সুতরাং আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - (زمر ٥٣)

অর্থ ঃ হে আমার বান্দাগণ, যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছ, তোমরা আমার রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। নিশ্চয় তিনি বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এই আয়াত শুনিয়া ওয়াহশী (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, এখন হইতে পারে। অতএব তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। লোকেরা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়াহশী যে গুনাহ করিয়াছে আমরাও ত তাহা করিয়াছি। তবে কি আমাদের জন্যও এইরূপ হইবে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য। (তাবরানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কতিপয় মুশরিক যাহারা হত্যা ও যেনা বেশী পরিমাণে করিয়াছিল। তাহারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আপনি যাহা কিছু বলেন ও দাওয়াত দেন উহা অতি উত্তম, কিন্তু আমরা যে সকল গুনাহের কাজ করিয়াছি, উহার কোন কাফফারা আছে কিনা, যদি বলিতেন তবে ভাল হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওয়াহশী (রাঃ) সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছে।

وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَوَلَايَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّابِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ - قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ -

দাওয়াতের মেহনতে রাসূলাল্লাহ (সাঃ)এর বিবর্ণ অবস্থা দেখিয়া হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত আবু সালাবা খুশানী (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক জেহাদের সফর হইতে ফিরিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। কোন সফর হইতে ফিরিয়া আসার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম প্রথম মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিতে পছন্দ করিতেন। তারপর প্রথম হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর নিকট যাইতেন, অতঃপর আপন বিবিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সুতরাং একবার সফর হইতে ফিরিয়া আপন বিবিগণের পূর্বে হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘরে আসিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ঘরের দরজায় আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বাগত জানাইলেন এবং তাঁহার চেহারায়—অপর রেওয়ায়াতে আছে তাঁহার মুখ ও চোখের উপর চুম্বন করিতে লাগিলেন ও কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতেছি, শরীরের রং পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং পোশাক মলিন ও পুরাতন হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ফাতেমা, তুমি কাঁদিও না। আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতাকে এমন এক দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাকে একদিন তিনি যমীনের বুকে সমস্ত পাকা কাঁচা ঘর ও পশমের তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করাইয়া ছাড়িবেন। কেহ উহা গ্রহণ করিয়া ইজ্জত হাসিল করিবে, আর কেহ উহা গ্রহণ না করিয়া বেইজ্জত হইবে। এমন কি যেখানে রাত্র পৌঁছিয়াছে সেখান পর্যন্ত এই দ্বীন পৌঁছিবে। (অর্থাৎ সমস্ত দুনিয়াতে এই দ্বীন পৌঁছিবে।)

ইসলামের প্রসারতা সম্পর্কে হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত তামীম দারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, অবশ্যই এই দ্বীন সেখান পর্যন্ত পৌঁছিবে যেখান পর্যন্ত দিবা ও রাত্র পৌঁছিয়াছে। আর আল্লাহ তায়ালা মান্যকারীকে উহা দ্বারা ইজ্জত দান করিয়া অমান্যকারীকে বে-ইজ্জত করিয়া সকল পাকা ও কাঁচাঘরে এই দ্বীনকে অবশ্যই প্রবেশ করাইবেন। অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমানদিগকে উহা দ্বারা ইজ্জত দান

করিবেন। আর কুফরকে বে–ইজ্জত করিবেন। তামীম দারী (রাঃ) বলিতেন, আমি এই দৃশ্য আমার নিজ খান্দানের ভিতর প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার খান্দানের যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সর্বপ্রকার কল্যাণ ও ইজ্জত সম্মান লাভ করিয়াছে। আর যাহারা কাফের হইয়াছে তাহারা বে–ইজ্জত ও লাঞ্ছিত হইয়াছে এবং তাহাদের জিযিয়া বা কর আদায় করিতে হইয়াছে। (মাজমা')

মোরতাদদের ইসলামে ফিরিয়া আসার ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)এর আগ্রহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমাকে তুসতার বিজয়ের সুসংবাদ দিবার জন্য হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের ছয় জন, যাহারা ইসলাম হইতে ফিরিয়া গিয়া মুশরিকদের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদের খবর কি? আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিমীন, তাহারা ইসলাম ছাড়িয়া মুশরিকদের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ত কতলই একমাত্র পথ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সারা দুনিয়ায় সমস্ত স্বর্ণ–রূপা হস্তগত হওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে জীবন্ত ধরিতে পারা আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমি বলিলাম, আমীরুল মুমিনীন, তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে আপনি তাহাদের সহিত কি করিতেন? তিনি বলিলেন, ইসলামের যেই দরজা দিয়া তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে,আমি তাহাদের সামনে উহা পেশ করিতাম, যেন তাহারা উহাতে পুনরায় প্রবেশ করে। যদি তাহারা প্রবেশ করিত তবে আমিও তাহা মানিয়া লইতাম। অন্যথায় তাহাদিগকে কারাগারে কয়েদ করিয়া রাখিতাম। (কান্‌য)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আবদুর রহমান কারী (রাঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর নিকট হইতে এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে লোকদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা

করিলে সে তাহা বর্ণনা করিল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সেখানকার নতুন ও আশ্চর্যজনক কোন খবর আছে কি? সে বলিল, জ্বি হাঁ, এক ব্যক্তি ইসলাম ছাড়িয়া কাফের হইয়া গিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা তাহার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছ? সে বলিল, আমরা ডাকিয়া আনিয়া তাহার গর্দান উড়াইয়া দিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি তাহাকে তিন দিন বন্দী রাখিয়া প্রত্যহ একটি করিয়া রুটি খাওয়াইছ এবং তাহাকে তওবা করিতে বলিয়াছ? এরূপ করিলে হয়ত সে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ফিরিয়া আসিত। আয় আল্লাহ! আমি উপস্থিত ছিলাম না, আমি এরূপ আদেশ করি নাই, আর আমি সংবাদ পাওয়ার পর সন্তুষ্টও হই নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন যে, এক ব্যক্তি একবার ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবার কাফের হইয়া গিয়াছে এবং আবার ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবার কাফের হইয়া গিয়াছে। এইরূপে সে কয়েকবার করিয়াছে। এখন তাহার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হইবে কিনা? হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে লিখিলেন, আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ লোকদের ইসলাম কবুল করেন, তুমিও তাহার ইসলাম কবুল করিতে থাক। তাহার নিকট ইসলাম পেশ কর। যদি সে গ্রহণ করে তবে তাহাকে ছাড়িয়া দাও। অন্যথায় তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। (কান্‌য)

আবু এমরান জাওনী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক খৃষ্টান সন্ন্যাসীর (এবাদতখানার) নিকট দিয়া যাইবার সময় সেখানে দাঁড়াইলেন। লোকেরা সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিল, ইনি হইলেন আমীরুল মুমিনীন। (আওয়াজ শুনিয়া) সে (তাহার এবাদতখানার উপর হইতে) মাথা বাহির করিল। হযরত ওমর (রাঃ) দেখিলেন, এবাদতে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও আরাম আয়েশ ত্যাগের দরুন তাহার শরীর শীর্ণকায় ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে দেখিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাহাকে বলা হইল, এই ব্যক্তি একজন খৃষ্টান। তিনি বলিলেন, আমি জানি, কিন্তু

তাহাকে দেখিয়া দয়া হইতেছে এবং আল্লাহ তায়ালার এইকথা স্মরণ হইতেছে—

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ - تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً -

অর্থ ঃ বহু মুখমণ্ডল সেদিন (কেয়ামতের দিন) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত, তাহারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এত সাধনা ও কষ্ট সহ্য করিয়াও যে সে দোযখে যাইবে, এইজন্য তাহার প্রতি দয়া হইতেছে।

(কানযুল উম্মাল)

নবী করীম (সাঃ)এর ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইলেন। ইসলামের পূর্ব হইতেই তাঁহারা উভয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, হে আবুল কাসেম, আপনাকে কাওমের মজলিসে দেখিতে পাই না! তাহারা আপনার নামে অপবাদ দিতেছে যে, আপনি তাহাদের বাপ–দাদার নিন্দা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল, তোমাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি। তিনি কথা শেষ করিতেই হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাহার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত আনন্দিত হইলেন যে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই মক্কা শহরে তাহার ন্যায় আর কেহ আনন্দিত হয় নাই। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লা, যুবায়ের ইবনে আওয়াম ও হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস

(রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। পরদিন তিনি হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন,আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ ও আরকাম ইবনে আবিল আরকাম (রাঃ)কে লইয়া আসিলেন। তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (বিদায়াহ)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, কোরাইশগণ আপনার সম্পর্কে যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য? অর্থাৎ আপনি আমাদের মা'বুদগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমাদিগকে নির্বোধ বলিয়া আখ্যায়িত করিতেছেন এবং আমাদের বাপ–দাদাকে কাফের বলিতেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, নিশ্চয়, আমি আল্লাহর রাসূল ও তাঁহার নবী। তিনি আমাকে তাঁহার পয়গাম পৌঁছাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আর আমি তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি। খোদার কসম, ইহা সত্য। হে আবু বকর, আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি, যাঁহার কোন অংশীদার নাই, একমাত্র তাঁহারই এবাদত কর। আর তাহারই অনুগত হইয়া থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হাঁ–না কিছুই বলিলেন না, বরং ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিলেন। অংশীদারদিগকে অস্বীকার করিয়া ইসলামের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং মুমিন ও মুসাদ্দিক (অর্থাৎ সত্য স্বীকারকারী) হইয়া ফিরিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি যাহাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়াছি সে ইতস্ততঃ ও দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছে, চিন্তা করিয়াছে ; কিন্তু আবু বকরকে যখন দাওয়াত দিয়াছি তিনি না বিলম্ব করিয়াছেন, আর না

কোনরূপ ইতস্ততঃ করিয়াছেন। ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত রেওয়ায়াতে 'হাঁ–না কিছুই বলিলেন না' যে কথাটি বলা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। কারণ ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ সকলেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব হইতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁহার সততা, আমানতদারী ও উত্তম স্বভাব–চরিত্র সম্পর্কে পূর্ব হইতে অবগত ছিলেন। এরূপ ব্যক্তি ত মানুষের সম্পর্কেই মিথ্যা বলিতে পারে না, আল্লাহর সম্পর্কে কিরূপে মিথ্যা বলিবে! অতএব তাঁহার শুধুমাত্র এই কথার উপর যে, 'আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন', কালবিলম্ব না করিয়া তিনি তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। কোনরূপ ইতস্ততঃ বা দেরী করিলেন না।

বোখারী শরীফে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যে কোন বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন তখন তোমরা বলিয়াছ, আমি মিথ্যা বলিয়াছি, আর আবু বকর আমাকে সত্য বলিয়াছে এবং সে আপন জান–মাল দ্বারা আমার সাহায্য করিয়াছে। সুতরাং তোমরা আমার জন্য আমার সঙ্গীকে ছাড়িয়া দিবে কি? তিনি এই কথা দুইবার বলিয়াছেন। অতএব ইহার পর আর কেহ তাহাকে কখনও কষ্ট দেয় নাই। এই হাদীস হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রথম মুসলমান হইবার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।(বিদায়াহ)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জেহেল ইবনে হেশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন।

সুতরাং আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর পক্ষে কবুল করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দ্বারা ইসলামের বুনিয়াদকে মজবুত ও মূর্তিপূজার মহলকে ধ্বংস করিলেন।

হযরত সাওবান (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীস সাহাবাদের আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট সহ্য করার বর্ণনায় সামনে আসিতেছে। উক্ত হাদীসে হযরত ওমর (রাঃ)এর বোন হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও তাঁহার স্বামী হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করার ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত ঘটনায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রাঃ)এর দুই বাহু ধরিয়া নাড়া দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাও? কেন আসিয়াছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি যে জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন তাহা আমার নিকট পেশ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হযরত ওমর (রাঃ) সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, বাহিরে চলুন। অর্থাৎ বাহির হইয়া প্রকাশ্যে দাওয়াত দিন।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি চাও যে, আমি আমার ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক ঘটনা তোমাদের নিকট বর্ণনা করি? আমরা বলিলাম, জ্বি হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুতায় সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিলাম। তিনি বলেন, তারপর একদিন আমি সাফা পাহাড়ের নিকট একটি ঘরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিয়া বসিলাম। তিনি আমার জামার গলদেশ ধরিয়া বলিলেন, 'হে খাত্তাবের বেটা, মুসলমান হইয়া যাও। আয় আল্লাহ, তাহাকে হেদায়াত দান করুন। হযরত ওমর

(রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই ; আর সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। মুসলমানগণ (ইহা শুনিয়া) এমন জোরে তাকবীর দিলেন যে, মক্কার অলিগলিতে তাহা শুনা গেল।

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

আমর ইবনে ওসমান (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি একবার আমার খালা আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবকে অসুস্থ অবস্থায় দেখিতে গেলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিলেন। আমি তাঁহার প্রতি চাহিতেছিলাম। সে সময় তাঁহার নবুওয়াতের কথা কিছু কিছু প্রকাশ হইয়াছিল। তিনি আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হে ওসমান, কি ব্যাপার! (এরূপ মনোযোগ সহকারে আমার প্রতি কেন দেখিতেছ?) আমি বলিলাম, আপনার ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করিতেছি। আপনার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হইতেছে, অথচ আপনি আমাদের মধ্যে কিরূপ মর্যাদাশালী! হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, তিনি বলিলেন, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ! তাঁহার এই কথা শুনিয়া আল্লাহ জানেন আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। তারপর তিনি বলিলেন—

وَفِى السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ - فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ - (الذريت ٢٢-٢٣)

অর্থ ঃ তোমাদের রিযিক ও তোমাদের প্রতিশ্রুত সবকিছু আসমানে (অর্থাৎ লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ) রহিয়াছে। অতএব আসমান ও যমীনের রব্বের কসম, তোমাদের পরস্পর কথাবার্তার মতই ইহা (অর্থাৎ কেয়ামত) সত্য।

অতঃপর তিনি উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার পিছন

পিছন বাহির হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া গেলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করিলাম। (ইস্তিআব)

হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খাদীজা (রাঃ) নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) সেখানে আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুহাম্মদ, ইহা কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'ইহা আল্লাহর দ্বীন যাহা তিনি নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছেন এবং উহা প্রচার করিবার জন্য আপন রাসূলগণকে পাঠাইয়াছেন। আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি, যাঁহার কোন অংশীদার নাই ; তাঁহার এবাদত কর ও লা-ত, ওয্যার এবাদতকে অস্বীকার কর।' হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, ইহা এমন একটি বিষয় যাহা আমি আজকের পূর্বে কখনও শুনি নাই। সুতরাং আমি আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত লইব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা পছন্দ করিলেন না যে, দ্বীন সম্পর্কে তাঁহার পক্ষ হইতে প্রকাশ্য ঘোষণার পূর্বে তাহা ফাঁস হইয়া যাক। অতএব তিনি বলিলেন, হে আলী, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর তবে গোপন রাখ।

হযরত আলী (রাঃ) এই অবস্থায় সেই রাত্র কাটাইলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ ঢালিয়া দিলেন। তিনি সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, গতকল্য আমাকে কি বলিয়াছিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই ; আর লা-ত ও ওয্যাকে অস্বীকার কর এবং যেসব

কিছুকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা হয় উহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন কর। সুতরাং হযরত আলী (রাঃ) তাহাই করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি আবু তালেবের ভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোপনে আসা যাওয়া করিতেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণকে গোপন রাখিলেন, প্রকাশ করিলেন না।

হাব্বাহ ওরানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে একবার মিম্বারে বসিয়া এত অধিক হাসিতে দেখিয়াছি যে, এরূপ আর কখনও দেখি নাই। হাসির দরুণ তাঁহার সম্মুখের দাঁতগুলি প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি (হাসির কারণ স্বরূপ) বলিলেন, আবু তালেবের কথা আমার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। একদিন আমি 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িতেছিলাম। এমন সময় আবু তালেব সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা, তোমরা কি করিতেছ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা করিতেছ উহাতে কোন অসুবিধা নাই, তবে (সেজদার সময়) আপন নিতম্বদ্বয় উপরে উঠানো আমার দ্বারা কখনও সম্ভব হইবে না। হযরত আলী (রাঃ) পিতার কথায় আশ্চর্য হইয়া হাসিলেন। তারপর বলিলেন, আয় আল্লাহ, আপনার নবী ব্যতীত এই উম্মাতের কোন বান্দা আমার পূর্বে আপনার এবাদত করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। এই কথা তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, অন্যান্য লোকদের অপেক্ষা সাত বৎসর পূর্বে আমি নামায পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। (আহমাদ, আবু ইয়ালা)

হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

শাদ্দাদ ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আবু উমামাহ (রহঃ) হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমর ইবনে আবাসাহ, আপনি

কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করেন যে, আপনি ইসলাম গ্রহণে চতুর্থ ব্যক্তি? তিনি বলিলেন, আমি ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়াতের যুগ হইতে লোকদেরকে গোমরাহীর উপর আছে বলিয়া মনে করিতাম এবং মূর্তিপূজার কোন গুরুত্বই দিতাম না। অতঃপর শুনিলাম মক্কায় এক ব্যক্তি গায়েবের খবর বলেন এবং নতুন নতুন কথা শুনান। আমি এই খবর পাওয়া মাত্র আপন বাহনে চড়িয়া মক্কায় উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মগোপন করিয়া আছেন। আর তাঁহার কাওম তাঁহার উপর প্রবল হইয়া রহিয়াছে। আমি কৌশলে তাঁহার নিকট পৌঁছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর নবী। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহর নবী কাহাকে বলা হয়? তিনি বলিলেন, আল্লাহর রাসূল, অর্থাৎ তাঁহার বার্তাবহকে বলে। আমি বলিলাম, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে পাঠাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, তিনি আপনাকে কি পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন? বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন যে, যেন তাঁহাকে এক–অদ্বিতীয় মানা হয় এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক বা অংশীদার না করা হয়। আর মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আমি বলিলাম, এই দ্বীনের উপর আপনার সঙ্গে আর কে আছেন? তিনি বলিলেন, একজন স্বাধীন ব্যক্তি ও একজন গোলাম। অথবা বলিয়াছেন, একজন গোলাম ও একজন স্বাধীন ব্যক্তি। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, তাঁহার সহিত হযরত আবু বকর ইবনে আবি কোহাফা (রাঃ) ও তাঁহার মুক্ত করা গোলাম হযরত বেলাল (রাঃ) আছেন। আমি বলিলাম, আমি আপনার সহিত অবস্থান করিয়া প্রকাশ্যে আপনার অনুসারী হইতে চাহি। তিনি বলিলেন, বর্তমান অবস্থায় আমার সহিত অবস্থান তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তবে তুমি এখন তোমার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরিয়া যাও এবং যখন তুমি আমার বিজয়ের সংবাদ পাও, তখন আমার নিকট চলিয়া আসিও। হযরত

আমর (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ পূর্বক বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন। আমি খবরাখবর সংগ্রহ করিতে থাকিলাম। ইতিমধ্যে ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনা হইতে এক কাফেলা আগমন করিল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মক্কা হইতে যে মক্কী লোকটি তোমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন, তাঁহার কি খবর? তাহারা বলিল, তাঁহার কাওম তাঁহাকে কতল করিবার এরাদা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। তাঁহার ও কাওমের মাঝে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অন্তরায় হইয়া গিয়াছে। আর আমরা লোকজনকে তাঁহার প্রতি দ্রুত ঝুঁকিতেছে দেখিয়া আসিয়াছি। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, (এই খবর পাইয়া) আমি আমার বাহনে আরোহন করিয়া মদীনায় আসিয়া উঠিলাম। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, মক্কায় আমার নিকট আসিয়াছিলে, তুমি সেই ব্যক্তি নও কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তারপর বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি জানিনা এমন যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহা হইতে আমাকে শিক্ষা দান করুন। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

আবু উমামাহ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কি দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই পয়গাম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, পরস্পর রক্তপাত বন্ধ করা হয়, পথঘাট নিরাপদ করা হয়, মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং এক আল্লাহর এবাদত করা হয়, তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীদার করা না হয়। আমি বলিলাম, তিনি অতি উত্তম পয়গাম দিয়া আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন? আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি আপনার প্রতি ঈমান আনিলাম এবং আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার

করিলাম। আমি কি এখন আপনার সহিত অবস্থান করিব, না আমাকে অন্য কোন আদেশ করিবেন? তিনি বলিলেন, তুমি ত দেখিতে পাইতেছ যে, আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি লোকেরা তাহা পছন্দ করিতেছে না। সুতরাং তুমি (এখন) তোমার পরিবারের নিকট অবস্থান কর। যখন শুনিবে, আমি আমার হিজরতের স্থানে পৌছিয়া গিয়াছি তখন আমার নিকট চলিয়া আসিবে। (আহমদ)

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) ইসলামের প্রারম্ভিককালেই মুসলমান হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভাইদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলামের সূচনা এইভাবে হইয়াছিল যে, তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তাঁহাকে এক অগ্নিকুণ্ডের মিনারায় দাঁড় করানো হইয়াছে। অতঃপর তিনি সেই অগ্নিকুণ্ডের প্রশস্ততা সম্পর্কে বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন, এমন বিরাট অগ্নিকুণ্ড যে, উহার প্রশস্ততা আল্লাহই ভাল জানেন। তারপর দেখিলেন, তাহার পিতা তাহাকে সেই অগ্নিকুণ্ডের ভিতর ধাক্কা দিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন। আর দেখিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কোমর ধরিয়া রাখিয়াছেন যেন তিনি না পড়েন। এই স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং মনে মনে বলিলেন, খোদার কসম, ইহা নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত দেখা হইলে তাঁহার নিকট এই স্বপ্ন ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালায় তোমার মঙ্গল চাহিতেছেন। ইনি আল্লাহর রাসূল, তুমি তাঁহার অনুসরণ কর। তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা ইহাই যে, তুমি অতিসত্বর তাঁহার অনুসারী হইবে এবং ইসলামে দাখেল হইবে। আর ইসলামই তোমাকে সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে বাঁচাইবে। তোমার পিতা সেই অগ্নিকুণ্ডে যাইয়া পড়িবে। সুতরাং তিনি আজইয়াদ নামক স্থানে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি কিসের দাওয়াত দিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছি যাঁহার কোন অংশীদার নাই, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আর এই দাওয়াত দিতেছি যে, তুমি যে পাথরের পূজা করিতেছ উহা ছাড়িয়া দাও, কারণ উহা না কিছু শুনিতে পায়, না কোন ক্ষতি করিতে পারে, আর না দেখিতে পায়, না কোন উপকার করিতে পারে। আর না সে বুঝিতে পারে যে, কে তাহার পূজা করিল, কে করিল না। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হইলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খালেদ (রাঃ) আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। তাহার পিতা–পুত্রের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানিতে পারিয়া তাহাকে তালাশ করিতে লোক পাঠাইলেন। হযরত খালেদ (রাঃ)কে পিতার সামনে হাজির করা হইল। পিতা তাহাকে খুব শাসাইলেন এবং হাতের চাবুক দ্বারা এমন মার মারিলেন যে, তাহার মাথার উপর চাবুক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, খোদার কসম, তোমার খানাপিনা বন্ধ করিয়া দিব। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আপনি যদি আমার খানাপিনা বন্ধ করিয়া দেন তবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাঁচিয়া থাকার মত রিযিক দান করিবেন। ইহা বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সর্বদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পড়িয়া থাকিতেন ও তাঁহার সাথে সাথে থাকিতেন। (বিদায়াহ)

অপর রেওয়ায়াতে উক্ত ঘটনা এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত খালেদ (রাঃ)এর পিতা তাহার অন্যান্য পুত্রদিগকে ও গোলাম রাফে'কে তাঁহার খোঁজে পাঠাইলেন। তাহারা তাহাকে পিতা আবু উহাইহার নিকট ধরিয়া আনিলে তিনি তাঁহাকে খুব ধমকাইলেন ও শাসাইলেন এবং

হাতের চাবুক দ্বারা এমন মার মারিলেন যে, তাহার মাথার উপর চাবুক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসারী হইয়াছ! অথচ তুমি দেখিতেছ, তিনি আপন কাওমের বিরুদ্ধাচারণ করিতেছেন এবং কাওমের মা'বুদগুলি ও তাহাদের মৃত বাপ–দাদাদেরকে দোষারোপ করিতেছেন। হযরত খালেদ (রাঃ) পিতার জবাবে বলিলেন, খোদার কসম, তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন এবং আমি তাঁহার অনুসরণ করিয়াছি। পিতা আবু উহাইহা ইহা শুনিয়া আরো রাগান্বিত হইলেন এবং কটুকথা বলিলেন ও গালি–গালাজ করিলেন। তারপর বলিলেন, ওরে কমীনা, যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যা, আমি তোর খানাপিনা বন্ধ করিয়া দিব। তিনি বলিলেন, আপনি যদি আমার খানাপিনা বন্ধ করিয়া দেন তবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে বাঁচিয়া থাকার মত রিযিক দান করিবেন। তারপর তাঁহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং অন্যান্য পুত্রদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তোমাদের কেহ তাহার সহিত কথা বলিবে না। অন্যথায় তাহার সহিতও আমি এইরূপ ব্যবহার করিব। হযরত খালেদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সর্বদা তাঁহার খেদমতে লাগিয়া থাকিতেন ও তাঁহার সাথে সাথে থাকিতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে,হযরত খালেদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার আশে পাশে কোথাও পিতা হইতে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। তারপর যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হাবশার দিকে দ্বিতীয় বার হিজরত করিলেন, তখন তিনিই সর্বপ্রথম হিজরত করিলেন।

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, (তাহার পিতা) সাঈদ ইবনে আস ইবনে উমাইয়া যখন অসুস্থ হইল তখন বলিল, আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে এই রোগ হইতে সুস্থ করেন তবে মক্কার যমীনে ইবনে আবি কাবশা (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর খোদার এবাদত কখনও হইতে দিব না। হযরত খালেদ (রাঃ) সেই সময় দোয়া করিলেন, আয়

আল্লাহ, আপনি তাহাকে এই রোগ হইতে সুস্থ করিবেন না। সুতরাং সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল। (ইবনে সা'দ)

হযরত যেমাদ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত যেমাদ (রাঃ) মক্কায় আগমন করিলেন। তিনি আয্দে শানওয়া গোত্রীয় ছিলেন এবং তিনি মন্ত্র দ্বারা জ্বীন ভূতের আছর ইত্যাদির চিকিৎসা করিতেন। তিনি মক্কায় কতিপয় নির্বোধ লোকদিগকে বলাবলি করিতে শুনিলেন যে, (নাউযুবিল্লাহ) 'মুহাম্মাদ পাগল হইয়া গিয়াছে।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটিকে কোথায় পাওয়া যাইবে? আল্লাহ তায়ালা হয়ত আমার হাতে তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিবেন। হযরত যেমাদ (রাঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, আমি এই সমস্ত আছরের চিকিৎসা করিয়া থাকি। আল্লাহ তায়ালা যাহাকে ইচ্ছা আমার হাতে রোগমুক্ত করেন, আসুন, (আমি আপনার চিকিৎসা করি)। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْلِلْ فَلَا هَادِىَ لَهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ۔

অর্থ ঃ নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি এবং তাহার নিকট সাহায্য চাহিতেছি। তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করেন তাহাকে কেহ গোমরাহ করিতে পারে না, আর তিনি যাহাকে গোমরাহ করেন তাহার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে,, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা তাঁহার কোন অংশীদার নাই।

তিনি এই খোতবা তিনবার পড়িলেন। হযরত যেমাদ (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমি জ্যোতিষীদের কথা, জাদুকরদের কথা এবং কবিদের

কথাও শুনিয়াছি, কিন্তু এই কথাগুলির ন্যায় কোন কথা কখনও শুনি নাই। আপনার হাত দিন, আমি আপনার হাতে ইসলামের উপর বাইআত হইব। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করিব)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বাইআত করিলেন এবং বলিলেন, এই বাইআত তোমার কাওমের জন্যও? তিনি বলিলেন, আচ্ছা, আমার কাওমের জন্যও। পরবর্তীকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লস্কর প্রেরণ করিলেন। তাহারা হযরত যেমাদ (রাঃ)এর কাওমের নিকট দিয়া অতিক্রম করিল। লস্করের আমীর দলের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি এই কাওমের কোন জিনিস লইয়াছ? এক ব্যক্তি বলিল, আমি তাহাদের একটি লোটা লইয়াছি। আমীর বলিলেন, ফিরাইয়া দাও, কারণ ইহারা হযরত যেমাদ (রাঃ)এর কাওম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত যেমাদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোতবা শুনিয়া বলিলেন, আপনার কথাগুলি আবার বলুন, কারণ আপনার এই কথাগুলি (আরবী সাহিত্য) সমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। (বিদায়াহ)

আবদুর রহমান আদভী (রহঃ) বলেন, হযরত যেমাদ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিলাম। একদিন এক মজলিসে বসিলাম, যেখানে আবু জেহেল, ওতবা ইবনে রাবীআহ ও উমাইয়াহ ইবনে খালাফও উপস্থিত ছিল। আবু জেহেল বলিল, এই ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে, আমাদিগকে নির্বোধ বলিতেছে, আমাদের মৃতদেরকে গোমরাহ বলিতেছে আর আমাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করিতেছে। উমাইয়াহ বলিল, নিঃসন্দেহে লোকটি পাগল। (নাউযুবিল্লাহ) হযরত যেমাদ (রাঃ) বলেন, তাহার কথা আমার মনে বসিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিলাম, আমি ত আছর ইত্যাদির চিকিৎসা করিয়া থাকি। সুতরাং আমি উক্ত মজলিস হইতে উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিতে লাগিলাম, কিন্তু সারাদিন তালাশ করিয়াও তাঁহাকে পাইলাম না। পরদিন আবার

তালাশ করিতে করিতে তাহাকে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে নামাযরত অবস্থায় পাইলাম। আমি বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নামায শেষ করিলে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া বসিলাম এবং বলিলাম, হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব! তিনি আমার দিকে ফিরিলেন এবং বলিলেন, কি চাও? আমি বলিলাম, আমি আছর ইত্যাদির চিকিৎসা করিয়া থাকি। আপনি রাজী থাকিলে আমি আপনারও চিকিৎসা করিতে পারি। এই রোগকে আপনি মারাত্মক মনে করিবেন না, আমি আপনার অপেক্ষা কঠিন রুগীরও চিকিৎসা করিয়াছি এবং সে সুস্থ হইয়া গিয়াছে। আর আপনার কাওমের নিকট শুনিলাম, তাহারা আপনার কিছু খারাপ আচরণের কথা আলোচনা করিতেছে। যেমন—আপনি তাহাদিগকে নির্বোধ বলিতেছেন, তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মৃতদের গোমরাহ বলিতেছেন ও তাহাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করিতেছেন। আমি শুনিয়া ভাবিলাম, এরূপ কাজ ত একমাত্র পাগল (অথবা জ্বীন ভূতের আছরযুক্ত) ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَحْمَدُهُ وَأَسْتَعِيْنُهُ وَأُؤْمِنُ بِهٖ وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি তাঁহার প্রশংসা করিতেছি এবংতাঁহার সাহায্য চাহিতেছি,আর তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিতেছি এবং তাঁহার উপর ভরসা করিতেছি। তিনি যাহাকে হেদায়াত দান করেন তাহাকে কেহ গোমরাহ করিতে পারে না, আর তিনি যাহাকে গোমরাহ করেন তাহাকে কেহ হেদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আর সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল।

হযরত যেমাদ (রাঃ) বলেন, আমি এমন কালাম শুনিলাম, যাহা

অপেক্ষা সুন্দর কালাম আর কখনও শুনি নাই। আমি তাঁহাকে আবার বলিতে বলিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন। আমি বলিলাম, আপনি কোন্ জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি এই দাওয়াত দিতেছি যে,তুমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিবে, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আর মূর্তিপূজা ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিবে এবং এই সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল। বলিলাম, আমি যদি এইরূপ করি তবে কি পাইব? তিনি বলিলেন, তোমার জন্য বেহেশত। আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আর মূর্তিপূজা ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেলিলাম এবং উহাদের সহিত নিঃসম্পর্কতার ঘোষণা দিলাম। আর সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর আমি বেশ কিছুদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রহিলাম এবং কোরআনের অনেকগুলি সূরা শিখিবার পর নিজের কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলাম।

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান আদভী (রহঃ) বলেন, পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)কে এক জামাতের আমীর বানাইয়া পাঠাইলেন। উক্ত জামাতের লোকেরা এক স্থান হইতে বিশটি উট ধরিয়া হাঁকাইয়া আনিল। হযরত আলী (রাঃ) পরে জানিতে পারিলেন যে, উক্ত উটগুলি হযরত যেমাদ (রাঃ)এর কাওমের। তিনি বলিলেন, তাহাদের উট তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও। সুতরাং তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। (এসাবাহ)

হযরত এমরান (রাঃ)এর পিতা হযরত হুসাইন (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, কোরাইশগণ হুসাইন (রাঃ)কে খুবই সম্মান করিত। তাহারা তাহার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি আমাদের পক্ষ হইয়া এই ব্যক্তির সহিত কথা বলুন। কারণ তিনি

আমাদের মা'বুদদের সমালোচনা করেন ও নিন্দা করেন। অতএব তাহারা তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার নিকট আসিয়া বসিল। (হযরত হুসাইন (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুরুব্বির (অর্থাৎ হযরত হুসাইন (রাঃ)এর) জন্য জায়গা করিয়া দাও। তাহার ছেলে হযরত এমরান (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ পূর্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন, আপনার সম্পর্কে এই সকল কি কথা শুনিতেছি! আপনি নাকি আমাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করেন এবং উহাদের সমালোচনা করেন। আপনার পিতা ত ধর্মকর্মে পরিপক্ক ও অতি ভাললোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হুসাইন, আমার ও তোমার উভয়ের পিতাই দোযখে গিয়াছেন। হে হুসাইন, বল দেখি, তুমি কতজন মা'বুদের উপাসনা কর? হযরত হুসাইন (রাঃ) বলিলেন,যমীনে সাতজন ও আসমানে একজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা, যখন কোন অসুবিধায় পড় তখন কাহাকে ডাক?তিনি বলিলেন,যিনি আসমানে আছেন তাহাকে ডাকি। জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, যখন মাল–দৌলত নষ্ট হয় তখন কাহাকে ডাক? তিনি বলিলেন, যিনি আসমানে আছেন, তাহাকে ডাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (আশ্চর্যের বিষয়) তিনি একাই তোমাকে সাহায্য করিতেছেন, আর তুমি তাঁহার সহিত অন্যান্যদেরকে শরীক করিতেছ! তুমি কি সেই আসমানী খোদার অনুমতি ক্রমে তাহার সহিত এইগুলিকে শরীক করিতেছ? না এই ভয় করিতেছ যে, তাহাদিগকে শরীক না করিলে তাহারা তোমার উপর প্রবল হইয়া যাইবে? তিনি বলিলেন, না, দুইটার একটাও না। হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, আমি এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার ন্যায় এমন মহান ব্যক্তির সহিত ইতিপূর্বে আমি কখনও আলাপের সুযোগ পাই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে হুসাইন, ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে। তিনি বলিলেন, (যেহেতু) আমার কাওম ও

খান্দান রহিয়াছে। (তাহাদের পক্ষ হইতে অত্যাচারের ভয় হইতেছে) সেহেতু আমি এখন কি বলিব?রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বল—

اَللّٰهُمَّ اَسْتَهْدِيْكَ لِاَرْشَدِ اَمْرِىْ وَ زِدْنِىْ عِلْمًا يَّنْفَعُنِىْ –

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আমার জন্য সঠিক পথের সন্ধান চাহিতেছি এবং আমার এলমকে বৃদ্ধি করিয়া দিন, যাহাতে আমার উপকার হয়।

হযরত হুসাইন (রাঃ) উহা পড়িলেন এবং মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। হযরত এমরান (রাঃ) পিতার নিকট উঠিয়া গেলেন এবং তাহার মাথা, উভয় হাত ও পা চুম্বন করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা–পুত্রের এই দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, এমরানের কাজ দেখিয়া আমার কান্না আসিয়া গিয়াছে। যখন হুসাইন কাফের অবস্থায় এখানে আসিল তখন এমরান তাহার জন্য দাঁড়ায়ও নাই তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে নাই। যখন সে ইসলাম গ্রহণ করিল তখন সে তাহার হক আদায় করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার মন বিচলিত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর যখন হযরত হুসাইন (রাঃ) ঘর হইতে বাহির হইবার এরাদা করিলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে বলিলেন, তোমরা যাও, তাহাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাইয়া আস।

হযরত হুসাইন (রাঃ) যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর হইতে বাহির হইলেন তখন কোরাইশগণ তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ধর্মচ্যুত হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়িল। (এসাবাহ্)

নাম উল্লেখ করা হয় নাই এমন একজন সাহাবীকে দাওয়াত প্রদান

আবু তামীমাহ্ হুজাইমী (রাঃ) তাহার কাওমের এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল অথবা আবু তামীমাহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আপনি কি আল্লাহর রাসূল? অথবা বলিল, আপনি কি মুহাম্মাদ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। সে বলিল, আপনি কাহাকে ডাকিয়া থাকেন? তিনি বলিলেন, আমি অদ্বিতীয় এক আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লাকে ডাকি, যাঁহাকে বিপদের সময় ডাকিলে তিনি তোমার বিপদ দূর করিয়া দেন এবং যাঁহাকে দুর্ভিক্ষের সময় ডাকিলে তিনি তোমার জন্য খাদ্য শস্য উৎপন্ন করিয়া দেন এবং মরুভূমিতে যখন তোমার উট হারাইয়া যায় তখন তাঁহাকে ডাকিলে তোমার উট ফিরাইয়া দেন। এই সকল কথা শুনিবার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোন জিনিসকে অথবা বলিলেন, কাহাকেও গালি দিও না। উক্ত সাহাবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হইতে আমাকে এই নসীহত করিয়াছেন সেদিন হইতে আমি কোন উট অথবা কোন বকরীকেও আর গালি দেই নাই। (আহমদ)

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত মুআবিয়া ইবনে হাইদাহ কুশাইরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এ যাবৎ আপনার নিকট আসি নাই। তারপর উভয় হাতের তালু একত্র করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, কারণ, আমি আঙ্গুলের রেখা অপেক্ষা অধিকবার কসম খাইয়াছি যে, আপনার নিকট আসিব না আর আপনার দ্বীন গ্রহণ করিব না। কিন্তু এখন আমি আপনার নিকট এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যে, আল্লাহ

তায়ালা আমাকে যৎসামান্য বুঝাইয়াছেন তাহা ব্যতীত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি আপনাকে মহান আল্লাহ তায়ালার ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আমাদের রব্ব আপনাকে আমাদের নিকট কি জিনিস দিয়া পাঠাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, দ্বীনে ইসলাম দিয়া পাঠাইয়াছেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বীনে ইসলাম কি? তিনি বলিলেন, ইসলাম এই যে, তুমি বলিবে, আমি নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যে সমর্পণ করিলাম এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে পৃথক হইয়া গেলাম। নামায কায়েম করিবে, যাকাত দান করিবে। প্রত্যেক মুসলমান অপর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সম্মানযোগ্য। তাহারা উভয়ে ভাই ভাই, একে অপরের সাহায্যকারী। ইসলাম গ্রহণের পর যে ব্যক্তি শিরক করে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার কোন আমল কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হইয়া যায়। তোমাদিগকে কোমরে ধরিয়া দোযখ হইতে রক্ষা করার আমার কি প্রয়োজন ছিল? তবে জানিয়া রাখ, আমার রব্ব আমাকে ডাকিবেন এবং জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তুমি কি আমার বান্দাগণের নিকট (আমার পয়গাম) পৌছাইয়াছ?' আমি বলিব, হে আমার রব্ব, আমি পৌছাইয়াছি। শুনিয়া রাখ, তোমাদের উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদিগকে পৌছাইয়া দেয়। শুনিয়া রাখ, (কিয়ামতের দিন) তোমাদিগকে মুখ বাঁধা অবস্থায় ডাকা হইবে। অতঃপর সর্বপ্রথম তোমাদের প্রত্যেকের উরু ও হাতের তালু তাহার (কর্মকাণ্ড) সম্পর্কে বলিয়া দিবে। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহাই কি আমাদের দ্বীন? তিনি বলিলেন, ইহাই তোমার দ্বীন এবং তুমি যেখানেই থাকিয়া এই দ্বীনের উপর সুন্দরভাবে আমল করিবে তোমার জন্য ইহা যথেষ্ট হইবে। (ইস্তিআব)

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় হিজরতের (অথবা নুবওয়াত দাবীর)

খবর শুনিয়া আমার খুবই খারাপ লাগিল। সুতরাং আমি দেশত্যাগ করিয়া রোমে চলিয়া গেলাম। অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি রোম সম্রাট কায়সারের নিকট চলিয়া গেলাম। তারপর আমার এই রোমে অবস্থান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত অপেক্ষা অধিক খারাপ লাগিতে লাগিল। তিনি বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, খোদার কসম, আমি যদি তাঁহার নিকট যাই তবে আমার কি ক্ষতি? যদি তিনি মিথ্যাবাদী হন তবে ত আমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবেন না ; আর যদি তিনি সত্যবাদী হন তবে তাহাও জানিতে পারিলাম। তিনি বলেন, এই ভাবিয়া মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার আগমনে লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, আদি ইবনে হাতেম আসিয়াছে, আদি ইবনে হাতেম আসিয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমাকে তিনবার এই কথা বলিলেন, হে আদি ইবনে হাতেম, ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ থাকিবে। হযরত আদি (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি এক ধর্মের উপর আছি। তিনি বলিলেন, আমি তোমার ধর্ম সম্পর্কে তোমার অপেক্ষা অধিক জানি। আমি বলিলাম, আমার ধর্ম সম্পর্কে আমার অপেক্ষা আপনি অধিক জানেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তুমি রাকুসিয়্যাহ সম্প্রদায়ভুক্ত নও কি? (ইহারা খৃষ্টান ও সায়েবীন সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি এক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়) আর তুমি তোমার কাওমের গনীমতের এক–চতুর্থাংশ গ্রাস করিয়া লও, এমন নহে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, অথচ চতুর্থাংশ লওয়া তোমার ধর্মে তোমার জন্য হালাল নহে, এমন নহে কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। হযরত আদি (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইটুকু বলিতেই আমি মনের দিক হইতে নরম হইয়া গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, শুন, ইসলাম গ্রহণের পথে কোন্ জিনিস তোমাকে বাধা দিতেছে আমি তাহাও জানি। তুমি ভাবিতেছ, দুর্বল ও অসহায় লোকেরাই তাহার অনুসরণ করিতেছে এবং সমগ্র আরব মিলিয়া

তাহাদিগকে একদিকে ফেলিয়া দিয়াছে (অথবা সমগ্র আরব তাহাদিগকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানাইয়া রাখিয়াছে।) তুমি কি হীরা শহর সম্পর্কে জান? আমি বলিলাম, দেখি নাই, তবে নাম শুনিয়াছি। তিনি বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই এই দ্বীনকে একদিন পূর্ণতা দান করিবেন এবং (এমন নিরাপত্তা কায়েম হইবে যে,) তুমি দেখিবে, পর্দানশীন মেয়েলোক হীরা শহর হইতে একাকিনী আসিয়া আল্লাহর ঘর তওয়াফ করিবে, তাহার সহিত কেহ থাকিবে না। অবশ্যই কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার অধিকার করা হইবে। হযরত আদি (রাঃ) বলেন, আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার! তিনি বলিলেন, হাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুজের ধনভাণ্ডার এবং মাল–দৌলতের এমন প্রাচুর্য্য হইবে যে, উহা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যাইবে না।

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) এই ঘটনা শুনাইবার পর বলিলেন, দেখ, এই সেই পর্দানশীন মেয়েলোক হীরা হইতে সঙ্গীহীন অবস্থায় আসিয়া আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ করিতেছে। আর কিসরার ধনভাণ্ডার যাহারা অধিকার করিয়াছিলেন আমি ও তাঁহাদের মধ্যেকার একজন ছিলাম। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, তৃতীয়টিও (অর্থাৎ মাল–দৌলতের প্রাচুর্য্য) অবশ্যই ঘটিবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা এরশাদ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি আকরাব নামক স্থানে ছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার দল আসিয়া আমার ফুফু সহ কিছুলোককে গ্রেফতার করিয়া লইয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির করিল। গ্রেফতারকৃত সকলকে যখন কাতার করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করানো হইল, তখন আমার ফুফু বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সাহায্যকারী প্রতিনিধি দূরে সরিয়া গিয়াছে, সন্তান সম্ভাবনা শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমি

বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছি, খেদমত করার মত শক্তিও আমার নাই। সুতরাং আমার উপর দয়া করুন আল্লাহ আপনার উপর দয়া করিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সাহায্যকারী প্রতিনিধি কে? তিনি বলিলেন, আদি ইবনে হাতেম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল হইতে পলায়ন করিয়াছে? ফুফু বলেন, অতঃপর তিনি আমার প্রতি দয়া করিলেন। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্ববর্তী এক ব্যক্তি আমাদের ধারণামতে তিনি হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন, তিনি আমার ফুফুকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরোহণের জন্য বাহন চাহিয়া লও। আমার ফুফু চাহিলে তিনি তাহাকে বাহন দিবার আদেশ করিলেন।

হযরত আদি (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমার ফুফু আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি এমন কাজ করিয়াছ, তোমার পিতা থাকিলে কখনও এমন করিতেন না। (অর্থাৎ তোমার ন্যায় আমাকে একা ফেলিয়া পালাইয়া যাইতেন না।) তারপর বলিলেন, ইচ্ছায় হউক বা তাঁহার ভয়ের দরুন অনিচ্ছায় হউক, তুমি অবশ্যই তাঁহার নিকট যাও। কারণ অমুক তাঁহার নিকট গিয়াছেত তাঁহার দয়া লাভ করিয়াছে, অমুক গিয়াছেত সেও তাঁহার দয়া লাভ করিয়াছে।

হযরত আদি (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। সেখানে তাঁহার নিকট একজন মেয়েলোক ও দুইটি শিশু অথবা বলিয়াছেন, একটি শিশু দেখিতে পাইলাম। তারপর তিনি তাঁহার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ হইয়া বসার বর্ণনা দিলেন। তিনি বলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ইহা কিসরা ও কায়সারের দরবার নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আদি ইবনে হাতেম, তুমি কি কারণে পালাইয়া বেড়াইতেছ? তুমি কি এইজন্য পালাইতেছ যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

বলিতে হইবে? তবে কি আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ আছে? তুমি কি এইজন্য পালাইতেছ যে, 'আল্লাহু আকবার' বলিতে হইবে? তবে কি আল্লাহ আয্‌যা ওয়াজাল্লা অপেক্ষা বড় আর কোন জিনিস আছে? হযরত আদি (রাঃ) বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক খুশীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, যাহাদের উপর আল্লাহ তায়ালার গযব নাযিল হইয়াছে, তাহারা হইল ইহুদীগণ, আর যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা হইল খৃষ্টানগণ।

হযরত আদি (রাঃ) বলেন, অতঃপর লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু চাহিল। (তাঁহার নিকট দিবার মত কোন জিনিস ছিল না বিধায় তিনি সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে দান করিতে উৎসাহ দিলেন) এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, আম্মাবা'দ, হে লোকসকল, তোমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল খরচ কর। যে পার এক সা' (সাড়ে তিন সের পরিমাণের পরিমাপ পাত্র বিশেষ) অথবা উহা হইতে কম, এক মুষ্টি অথবা উহা অপেক্ষা কম হইলেও খরচ কর। বর্ণনাকারী শো'বা (রহঃ) বলেন, আমার যতখানি মনে পড়ে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, একটি খেজুর অথবা একটুকরা খেজুর হইলেও খরচ কর। তোমাদের প্রত্যেকের আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং আমি যেরূপ বলিতেছি এরূপ আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কি তোমাকে দেখা ও শুনার শক্তি দান করি নাই? আমি কি তোমাকে মাল–আওলাদ দান করি নাই? তখন সে সামনে, পিছনে, ডানে, বামে তাকাইয়া দেখিবে, কিন্তু সে কিছুই পাইবে না। আগুন হইতে বাঁচিবার জন্য ঢালস্বরূপ সে আপন মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছুই পাইবে না। সুতরাং একটুকরা খেজুর দিয়া হইলেও সেই আগুন হইতে আত্মরক্ষা কর। আর যদি একটুকরা খেজুরও না পাও তবে অন্ততপক্ষে নম্র কথার দ্বারা হইলেও আত্মরক্ষা কর। আমি তোমাদের জন্য অভাব অনটনের ভয় করি না। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন ও

প্রচুর পরিমাণে দান করিবেন, অথবা বলিয়াছেন, এত বিজয় দান করিবেন যে, পর্দানশীন মেয়েলোক একাকিনী হীরা ও ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনার মধ্যবর্তী স্থান অথবা ইহা অপেক্ষা দূরের সফর করিবে কিন্তু তাহার মালামাল চুরি হইবার কোন ভয় থাকিবে না। (বিদায়াহ)

হযরত যিল জাওশান যিবাবী (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত যিল জাওশান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরযুদ্ধ হইতে অবসর হইবার পর আমি কারহা নামক ঘোড়ার একটি বাচ্চা লইয়া তাঁহার নিকট আসিলাম এবং বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, আমি আমার কারহার বাচ্চা লইয়া আসিয়াছি। আপনি উহা গ্রহণ করুন। তিনি বলিলেন, আমার উহার প্রয়োজন নাই, তবে তুমি যদি চাও আমি উহার বিনিময়ে বদর যুদ্ধে পাওয়া উন্নতমানের একটি বর্ম তোমাকে দিতে পারি। আমি বলিলাম, আমি ত আজ উহা উন্নতমানের কোন ঘোড়ার বিনিময়েও দিব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উহার প্রয়োজন নাই। তারপর বলিলেন, হে যিল জাওশান, তুমি মুসলমান হইয়া যাওনা কেন? তুমি এখন মুসলমান হইয়া গেলে ইসলামে যাহারা প্রথম তাহাদের মধ্যে শামিল হইয়া যাইতে। আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, কেন? হযরত যিল জাওশান (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি দেখিতেছি, আপনার কাওম আপনাকে অস্বীকার করিতেছে। তিনি বলিলেন, বদরে তাহাদের পরাজয়ের কেমন সংবাদ পাইয়াছ? আমি বলিলাম, আমার নিকট সমস্ত সংবাদ পৌঁছিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমাকে আল্লাহর পথের সন্ধান দেওয়াই আমাদের কাজ। আমি বলিলাম, আপনি যদি কা'বা অধিকার করিয়া সেখানে অবস্থান করিতে পারেন তবে আমি আপনার কথা মানিয়া লইব। তিনি বলিলেন, তুমি জীবিত থাকিলে তাহাও দেখিতে পাইবে। তারপর বলিলেন, হে বেলাল, এই ব্যক্তির ঝোলা

লইয়া তাহার পথের জন্য আজওয়া খেজুর ভরিয়া দাও। অতঃপর আমি রওয়ানা হইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ব্যক্তি বনু আমের গোত্রের সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়সওয়ারদের মধ্য হইতে একজন।

হযরত যিল জাওশান (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি তারপর আমার পরিবার পরিজনের মধ্যে অবস্থান করিতেছিলাম, এমন সময় একদিন এক আরোহী মুসাফির সেখানে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকদের কি অবস্থা? সে বলিল, খোদার কসম, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা শরীফ জয় করিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছেন। আমি (এই সংবাদ শুনিয়া) বলিলাম, হায়, আমি যদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই মরিয়া যাইতাম, আমার মায়ের কোল যদি তখনই খালি হইয়া যাইত! হায়, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন, আমি যদি সেদিন ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইতাম এবং তাঁহার নিকট হীরা এলাকা (জায়গীর হিসাবে) চাহিয়া লইতাম তবে তিনি অবশ্যই আমাকে উহা দিয়া দিতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমাকে ইসলাম গ্রহণে কি জিনিস বাধা দিতেছে? হযরত যিল জাওশান (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি দেখিতেছি, আপনার কাওম আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে, আপনাকে (মক্কা হইতে) বাহির করিয়া দিয়াছে এবং আপনার সহিত মুকাবিলা করিতেছে। সুতরাং এখন আমি দেখিতে চাই, আপনি কি করেন? যদি আপনি তাহাদের উপর বিজয় লাভ করেন তবে আপনার উপর ঈমান আনয়ন করিব এবং আপনার অনুসরণ করিব। আর যদি তাহারা আপনার উপর বিজয় লাভ করে তবে আপনার অনুসরণ করিব না।

(তাবরানী)

হযরত বাশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত বাশীর ইবনে খাসাসিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? আমি বলিলাম, নাযীর (অর্থাৎ ভয়প্রদর্শনকারী)। তিনি বলিলেন, বরং তুমি বাশীর (অর্থাৎ সুসংবাদদানকারী)। তিনি আমাকে সুফ্‌ফাতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন (যেখানে গরীব, অসহায় মুহাজিরগণ থাকিতেন)। তাঁহার অভ্যাস মুবারক এই ছিল যে, তাঁহার নিকট কোন হাদিয়া আসিলে তিনি নিজের সহিত আমাদিগকেও শরীক করিতেন এবং কোন সদকার জিনিস আসিলে সম্পূর্ণটাই আমাদিগকে দিয়া দিতেন। একবার তিনি রাত্রিবেলায় বাহির হইয়া (মদীনার গোরস্থান) বাকী'তে আসিলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। তিনি সেখানে পৌঁছিয়া বলিলেন—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِنَّا بِكُمْ لَاحِقُوْنَ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর সালাম হউক, আমরা ও তোমাদের সহিত মিলিত হইব। নিশ্চয়, আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আমাদিগকে তাঁহারই নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে।

অতঃপর বলিলেন, তোমরা অশেষ কল্যাণ হাসিল করিয়াছ এবং অনেক ফেতনা-ফাসাদ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ। তারপর আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আমি বাশীর। তিনি বলিলেন, উন্নতমানের ঘোড়া প্রতি পালনে সুপ্রসিদ্ধ তোমার রাবীআহ গোত্র—যাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহারা না হইলে ভূ-পৃষ্ঠ উহার সমগ্র অধিবাসী সহ উল্টিয়া যাইত—তাহাদের মধ্য হইতে আল্লাহ তায়ালা তোমার কান, দিল ও চোখকে ইসলামের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার

উপর তুমি সন্তুষ্ট নও কি? আমি বলিলাম, অবশ্যই আমি সন্তুষ্ট, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? আমি বলিলাম, আমার ভয় হইল যে, আপনার উপর কোন বিপদ না আসিয়া পড়ে অথবা কোন বিষাক্ত পোকামাকড় আপনাকে কামড়াইয়া না দেয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বাশীর, তোমার গোত্র যাহাদের ধারণা হইল, তাহারা না হইলে ভূ–পৃষ্ঠ উহার সমগ্র অধিবাসী সহ উল্টিয়া যাইত। সেই রাবীআহ গোত্র হইতে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কপালের চুলে ধরিয়া ইসলামের প্রতি টানিয়া আনিয়াছেন। তুমি কি ইহার উপর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কর না? (মুনতাখাব)

অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান

বালআদাভিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, আমার দাদা আমার নিকট তাহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, আমি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া উহার নিকটবর্তী এক উপত্যকায় পৌঁছিলাম। সেখানে দেখিলাম, দুই ব্যক্তি একটি বকরী ক্রয়–বিক্রয় করিতেছে। ক্রেতা বিক্রেতাকে বলিতেছে, ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে আমার সহিত সদ্ব্যবহার কর। আমার দাদা বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, এই সেই হাশেমী ব্যক্তি হইবে, যে লোকদিগকে গোমরাহ করিয়াছে। এমন সময় অপর একজন লোককে আসিতে দেখিলাম। তাঁহার শরীর ছিল সুদর্শন, তাঁহার ললাট ছিল প্রশস্ত, নাক সরু, ভ্রুদ্বয় সূক্ষ্ম ও বুকের ঊর্ধ্বাংশ হইতে নাভী পর্যন্ত ছিল কালো সূতার ন্যায় কালো চুলের রেখা। তিনি দুইটি পুরাতন চাদর পরিহিত ছিলেন। আমার দাদা বলেন, তিনি আমাদের নিকটবর্তী হইয়া বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম। আমরা তাঁহার সালামের উত্তর দিলাম। ইতিমধ্যে ক্রেতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি বকরীওয়ালাকে বলুন, যেন আমার সহিত

সদ্ব্যবহার করে। তিনি হাত তুলিয়া বলিলেন, তোমরাই তোমাদের জিনিসের মালিক। আমি চাই যেন কেয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে এমনভাবে হাযির হই যে, তোমাদের কাহারো জানমাল ও আব্রু–ইয্যতের কোন দাবী আমার উপর না থাকে। আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে ক্রয় বিক্রয়ে ও লেনদেনে নরম ব্যবহার করে এবং সহজভাবে করয আদায় করে ও নম্রভাবে উহার তাগাদা করে। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, খোদার কসম, আমি এই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে ভালরূপে অবগত হইব। লোকটির কথাবার্তা অতি উত্তম। অতএব আমি তাঁহার পিছনে চলিলাম এবং বলিলাম, হে মুহাম্মাদ! তিনি আমার প্রতি পূর্ণ শরীরে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, কি চাও? আমি বলিলাম, আপনিই কি (নাউযুবিল্লাহ) লোকদেরকে গোমরাহ করিয়াছেন ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বাপদাদার মা'বুদের উপাসনা হইতে ফিরাইয়াছেন? তিনি বলিলেন, এই সকল কাজ আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেন। আমি বলিলাম, আপনি কিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি। আমার দাদা বলেন, আমি বলিলাম, আপনি কি বলিয়া এই দাওয়াত দেন? তিনি বলিলেন, তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু আমার উপর নাযিল করিয়াছেন উহার উপর ঈমান আনয়ন কর এবং লাত ও ওয্যাকে অস্বীকার কর। নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যাকাত কি জিনিস? তিনি বলিলেন, আমাদের ধনীগণ (তাহাদের মালদৌলতের একাংশ) আমাদের গরীবদের উপর খরচ করিবে। আমি বলিলাম, আপনি অতি উত্তম জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন!

আমার দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার পূর্বে আমার দিলের অবস্থা এই ছিল যে,

যমীনের বুকে আমার নিকট তিনি অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত আর কেহ ছিল না, কিন্তু এই কথাবার্তার পর আমার অবস্থা এই হইল যে, তিনি আমার নিকট আপন সন্তান ও পিতামাতা এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়া গেলেন। আমার দাদা বলেন, সুতরাং আমি বলিয়া ফেলিলাম যে, আমি চিনিতে পারিয়াছি। তিনি বলিলেন, সত্যই কি চিনিতে পারিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তিনি বলিলেন, তবে কি সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আর আমার উপর যাহা নাযিল হইয়াছে উহার প্রতি ঈমান আনিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ। তারপর বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি একটি জলাশয়ের নিকট অবতরণ করিব, যেখানে অনেক লোক বাস করে। সেখানে আমি তাহাদিগকে আপনার এই দাওয়াত দিব কি? আশা করি তাহারা আপনার আনুগত্য স্বীকার করিবে। তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহাদিগকে দাওয়াত দাও।

আমার দাদা বলেন, জলাশয়ের নিকট (যাইয়া তিনি ইসলামের দাওয়াত দিলে সেখানে) বসবাসকারী মেয়ে–পুরুষ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাজ্জার গোত্রের অসুস্থ এক ব্যক্তিকে দেখিতে যাইয়া তাহাকে বলিলেন, হে মামুজান, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। উক্ত ব্যক্তি বলিলেন, আমি কি আপনার মামা হই, না চাচা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং আপনি মামা হন, আপনি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন। রুগী ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি আমার জন্য কল্যাণকর হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ। (আহমদ)

ইমাম বোখারী ও আবু দাউদ (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ইহুদী বালক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিত। সে অসুস্থ হইয়া পড়িলে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলেন এবং তাহার মাথার নিকট বসিয়া বলিলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তাহার পিতার দিকে চাহিল। পিতা সেখানে উপস্থিত ছিল। পিতা বলিল, তুমি আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কথা মান্য কর। অতএব সে ইসলাম গ্রহণ করিল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিলেন যে, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আমার দ্বারা তাহাকে আগুন হইতে রক্ষা করিলেন। (জামউল ফাওয়াইদ)

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ থাকিবে। সে বলিল, আমরা মন চাহিতেছে না। তিনি বলিলেন, তোমার মন না চাহিলেও (ইসলাম গ্রহণ কর)। (আহমাদ)

হযরত আবু কোহাফা (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু কোহাফা (রাঃ)কে বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং শান্ত হইয়া মসজিদে বসিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আবু কোহাফা (রাঃ)কে তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু বকর, বুযুর্গকে আপন জায়গায়ই থাকিতে দিতে, আমি নিজেই তাহার নিকট যাইতাম। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহার নিকট আপনার হাঁটিয়া যাওয়া অপেক্ষা তাহার আপনার নিকট হাঁটিয়া আসা অধিক সমীচীন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের সামনে বসাইলেন এবং

তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, হে আবু কোহাফা, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং কলেমায়ে শাহাদাত পড়িলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু কোহাফা (রাঃ)কে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আনা হইল তখন তাহার মাথার চুল ও দাড়ি (তৃণ জাতীয়) সুগামা ফুলের ন্যায় সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার এই শুভ্রতাকে পরিবর্তন করিয়া দাও, তবে কালো খেজাব ব্যবহার করিও না। (ইবনে সা'দ)

কতিপয় মুশরিককে দাওয়াত প্রদানের ঘটনা যাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই

আবু জেহেলকে দাওয়াত প্রদান

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেদিন সর্বপ্রথম আমি চিনিলাম সেদিনকার ঘটনা এইরূপ যে, আমি ও আবু জেহেল ইবনে হেশাম মক্কার কোন এক গলি দিয়া যাইতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আবু জেহেলকে বলিলেন, হে আবুল হাকাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের নিকট আস, আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি। আবু জেহেল বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি আমাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করা হইতে বিরত হইবেন? আপনি কি চান যে, আপনার তবলীগ সম্পর্কে আমরা সাক্ষ্য দান করি? তবে শুনিয়া রাখুন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন। খোদার কসম, আমি যদি আপনার কথাকে সত্য জানিতাম তবে অবশ্যই আপনার অনুসরণ করিতাম। (আবু জেহেলের এই জবাব শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া গেলেন। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর আবু

জেহেল আমার প্রতি চাহিয়া বলিল, খোদার কসম, আমি জানি, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কথা। কিন্তু তাঁহার কথা আমি এইজন্য মানিতে পারিতেছি না যে, (তিনি হইলেন কোরাইশদের মধ্যে কুসাই গোত্রীয়, আর) কুসাইগণ বলিল, কা'বার মুতাওয়াল্লী আমরা হইব। আমরা বলিলাম, হাঁ, ঠিক আছে। তাহারা বলিল, হাজীদের পানি পান করাইবার খেদমত আমরা করিব। আমরা বলিলাম, হাঁ, ঠিক আছে। তাহারা বলিল, পরামর্শ মজলিসের ব্যবস্থাপনা আমাদের দায়িত্বে থাকিবে। আমরা বলিলাম, হাঁ, ঠিক আছে। তাহারা বলিল, যুদ্ধের ঝাণ্ডা আমাদের হাতে থাকিবে। আমরা বলিলাম, হাঁ, ঠিক আছে। তারপর তাহারাও লোকদেরকে খানা খাওয়াইল, আমরাও খাওয়াইলাম। অতঃপর যখন আমরা (খানা খাওয়াইবার ব্যাপারে) উভয়েই সমমর্যাদা অর্জন করিলাম তখন তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের মধ্যে একজন নবী হইয়াছেন। খোদার কসম, আমি ইহা কখনও মানিব না। (বিদায়াহ্)

ওলীদ ইবনে মুগীরাহকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। কোরআন শুনিয়া বাহ্যিকভাবে তাহার মন একটু গলিয়া গেল। আবু জেহেল এই সংবাদ পাইয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, চাচা, আপনার কাওম আপনার জন্য মালদৌলত জমা করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। সে বলিল, কেন? আবু জেহেল বলিল, আপনাকে দিবার জন্য। কারণ আপনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট হইতে কিছু পাইবার আশায় তাহার কাছে গিয়াছিলেন। ওলীদ বলিল, কোরাইশগণ ভালরূপেই জানে যে, আমি তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক মালদার। আবু জেহেল বলিল, তবে আপনি তাহার সম্পর্কে এমন কোন কথা বলিয়া দিন যাহাতে আপনার

কাওম বুঝিতে পারে যে, আপনি তাহাকে মানেন না। ওলীদ বলিল, আমি কি বলিব? খোদার কসম, কবিতা, কবিতার ছন্দ, কাসীদাহ ও জ্বীনদের কবিতা সম্পর্কে তোমাদের কেহ আমার অপেক্ষা অধিক অবগত নহে। খোদার কসম, এই সকল কবিতা ইত্যাদির সহিত তাঁহার কালামের কোন মিল নাই। খোদার কসম, তাঁহার কালামের মধ্যে এক বিশেষ মাধুর্যতা ও ঔজ্জ্বল্য রহিয়াছে। উহা এমন এক বৃক্ষসাদৃশ্য, যাহার উপরের অংশ অতি ফলদায়ক এবং নীচের অংশ অত্যন্ত তরতাজা। ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহার কালাম সব কালামের উপর প্রবল হইবে, উহার উপর কোন কালাম প্রবল হইতে পারিবে না এবং নিম্ন পর্যায়ের সকল কালামকে উহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। আবু জেহেল বলিল, আপনি যতক্ষণ তাহার বিরুদ্ধে কিছু না বলিবেন, ততক্ষণ আপনার প্রতি কাওমের লোকেরা সন্তুষ্ট হইবে না। ওলীদ বলিল, তবে দাঁড়াও, আমি এই ব্যাপারে একটু চিন্তা করিয়া লই। অতঃপর সে চিন্তা করিয়া বলিল, তাঁহার কালাম জাদু ব্যতীত কিছুই নহে, যাহা তিনি অন্য কাহারো নিকট হইতে শুনিয়া বলিয়াছেন। ওলীদের এই উক্তির জবাবে কোরআনের এই আয়াতসমূহ নাযিল হইল—

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا - وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لًا مَّمْدُوْدًا - وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا -

অর্থ ঃ আমাকে এবং আমি যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি একাকী ছাড়িয়া দিন। (আমি তাহার সহিত বুঝিয়া লইব।) আমি তাহাকে অনেক ধনসম্পদ দান করিয়াছি এবং মজলিসে উপস্থিত থাকার মত সন্তান দিয়াছি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওলীদ ইবনে মুগীরাকে এই আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়–নিষ্ঠা ও পরোপকার করা এবং আত্মীয়–স্বজনকে দান করার আদেশ করিতেছেন, আর তিনি অশ্লীল ও মন্দ কাজ এবং অত্যাচার করা হইতে নিষেধ করিতেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে এইজন্য নসীহত করিতেছেন যেন তোমরা উহা গ্রহণ কর।

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক দুইজনকে একত্রে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু সুফিয়ান ও তাহার স্ত্রী হিন্দ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) তাহার স্ত্রী হিন্দকে বাহনের উপর নিজের পিছনে বসাইয়া আপন কৃষিক্ষেত্রের দিকে যাইতেছিলেন। আমি তখন কমবয়স্ক বালক, গাধার পিঠে আরোহন করিয়া তাহাদের আগে আগে যাইতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে মুআবিয়া, তুমি নামিয়া যাও, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে আরোহন করিতে দাও। সুতরাং আমি গাধা হইতে নামিয়া গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোহন করিলেন। তিনি আমাদের সম্মুখে কিছুদূর চলিবার পর আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান ইবনে হারব! হে হিন্দ বিনতে ওতবাহ! খোদার কসম, তোমরা (একদিন) অবশ্যই মৃত্যুবরণ করিবে, তারপর পুনরায় তোমাদিগকে জীবিত করা হইবে। অতঃপর নেককার বেহেশতে যাইবে এবং বদকার দোযখে যাইবে। আমি তোমাদিগকে একান্ত সত্য কথা বলিতেছি এবং (আল্লাহর আযাব সম্পর্কে) তোমাদিগকেই সর্বপ্রথম সাবধান করা হইল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হা–মীম সেজদার প্রথম হইতে

قَالَتَا اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ

পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার কথা শেষ হইয়াছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাধা হইতে নামিয়া গেলেন এবং আমি উহাতে আরোহন করিলাম। আর হযরত হিন্দ (রাঃ) হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে বলিলেন, এই জাদুকরের জন্যই কি আমার ছেলেকে নামাইয়াছ? হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, না, খোদার কসম, তিনি জাদুকরও নহেন মিথ্যাবাদীও নহেন। (কান্‌য)

হযরত ওসমান ও হযরত তালহা (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

ইয়াযীদ ইবনে রোমান (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ) ও হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর পিছনে পিছনে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদের উভয়ের সামনে ইসলাম পেশ করিলেন এবং কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। তাহাদিগকে ইসলামের হক সম্পর্কে অবহিত করিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে উভয়ের জন্য সম্মানের ওয়াদা করিলেন। অতএব তাহারা উভয়েই ঈমান আনিলেন এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এইমাত্র শামদেশ (সিরিয়া) হইতে আসিয়াছি। আমরা যখন মাআন ও যারকার মাঝামাঝি স্থানে পৌছিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন তন্দ্রাবস্থায় একজন সম্বোধনকারী আমাদিগকে উচ্চস্বরে বলিল, হে ঘুমন্ত লোকেরা, তোমরা জাগ্রত হও, আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় আবির্ভূত হইয়াছেন। তারপর আমরা আসিয়া আপনার ব্যাপারে শুনিতে পাইলাম।

হযরত ওসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারে আরকামে প্রবেশের পূর্বে প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত আম্মার ও হযরত সোহাইব (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

আবু ওবায়দাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আম্মার (রাঃ) বলেন, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) বলিয়াছেন, সোহাইব ইবনে সিনান (রাঃ)এর সহিত দারে আরকামের দরজায় আমার সাক্ষাৎ হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন দারে আরকামে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি হযরত সোহাইব (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? আমি বলিলাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া তাঁহার কথা শুনিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন,আমারও তাহাই উদ্দেশ্য। অতএব আমরা উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি আমাদের নিকট ইসলাম পেশ করিলেন। আমরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং সারাদিন আমরা সেখানেই রহিলাম। তারপর সন্ধ্যা হইলে আমরা চুপিচুপি বাহির হইয়া আসিলাম।

হযরত আম্মার ও হযরত সোহাইব (রাঃ) ত্রিশের অধিক কিছু লোকের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ ও হযরত যাকওয়ান ইবনে আব্দে কায়েস (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

খুবাইব ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) ও হযরত যাকওয়ান ইবনে আব্দে কায়েস (রাঃ) নিজেদের কোন বিষয়ে মিমাংসার উদ্দেশে ওতবা ইবনে রাবীআহ এর নিকট মক্কায় আসিলেন। এখানে আসিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সংবাদ পাইলেন। তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের নিকট ইসলাম পেশ করিলেন এবং তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাহারা ওতবা ইবনে রাবীআহ এর নিকট না যাইয়া মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। আর তাহাদের দ্বারাই সর্বপ্রথম মদীনায় ইসলামের আগমন ঘটিল। (ইবনে সা'দ)

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক দুইয়ের অধিক জামাতকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাবীআর দুইপুত্র—ওতবাহ ও শাইবাহ, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, বনু আব্দিদ দারের এক ব্যক্তি, বনুল আসাদের আবুল বাখতারী, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আসাদ, যামআহ ইবনে আসওয়াদ, ওলীদ ইবনে মুগীরাহ, আবু জেহেল ইবনে হেশাম, আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়াহ, উমাইয়াহ ইবনে খালাফ, আস ইবনে ওয়ায়েল ও হাজ্জাজ সাহমীর দুই পুত্র—নুবাইহ ও মুনাব্বাহ—ইহারা সকলে সূর্যাস্তের পর কা'বার পিছনে সমবেত হইল। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিবার পর তাহারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, তোমরা (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার সহিত আলাপ আলোচনা কর। তাহার সহিত এমনভাবে বিতর্ক কর যাহাতে লোকেরা বুঝিতে পারে যে, তোমরা পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছ, কোনরূপ ত্রুটি কর নাই।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠানো হইল এবং বলা হইল যে, আপনার কাওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আপনার সহিত আলাপ আলোচনা করার জন্য সমবেত হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করিলেন, তাহাদের মনে হয়ত ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ হইয়াছে। কারণ তিনি তাহাদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। মনে-প্রাণে ইহাই

চাহিতেন যে, তাহারা হেদায়াত পাইয়া যাক। তাহাদের কষ্ট ও ধ্বংস তাঁহার জন্য দুঃসহনীয় ছিল। সুতরাং তিনি দ্রুত মজলিসে আসিয়া তাহাদের নিকট বসিলেন। তাহারা বলিল, হে মুহাম্মাদ, আমরা আপনাকে লোক পাঠাইয়া এইজন্য ডাকাইয়াছি যাহাতে আপনাকে বুঝানোর ব্যাপারে আমাদের চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি না থাকে এবং লোকেরাও বুঝিয়া লয় যে, আমরা এই ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়াছি। খোদার কসম, আপনি আপনার কাওমের মধ্যে এমন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা আরবের মধ্যে আর কেহ করিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমাদের বাপ–দাদাদের নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদের ধর্মকে খারাপ বলিয়াছেন, তাহাদিগকে বেঅকুফ বলিয়াছেন, তাহাদের মা'বুদগুলির নিন্দা করিয়াছেন, তাহাদের ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছেন এবং এমন কোন খারাবি অবশিষ্ট নাই যাহা আমাদের ও আপনার মাঝে আপনি আনয়ন করেন নাই। আপনার এই সকল কথার উদ্দেশ্য যদি ধনসম্পদের প্রত্যাশা হইয়া থাকে তবে আমরা আপনার জন্য এত পরিমাণ ধনসম্পদ জমা করিয়া দিব যে, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান হইয়া যাইবেন। যদি আপনি সরদারীর প্রত্যাশী হন তবে আমরা আপনাকে আমাদের সরদার বানাইয়া লইব। আর যদি আপনি বাদশাহী চাহিয়া থাকেন তবে আমরা আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানাইয়া লইব। আর যদি আপনার দ্বারা যাহা কিছু হইতেছে তাহা এমন কোন জ্বীন–ভূতের আছরের দরুন হইয়া থাকে যাহাকে দূর করিতে আপনি অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তবে আমরা উহার চিকিৎসায় আমাদের যাবতীয় ধনসম্পদ ব্যয় করিতে থাকিব, যতক্ষণ না আপনি সুস্থ হইবেন অথবা আমরা অক্ষম বলিয়া সাব্যস্ত হইব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যাহা বলিতেছ, উহার কোনটাই আমাদের মধ্যে নাই। আমি তোমাদের নিকট যে দাওয়াত লইয়া আসিয়াছি উহার দ্বারা উদ্দেশ্য না তোমাদের ধনসম্পদ, না তোমাদের সরদারী আর না তোমাদের উপর বাদশাহী, বরং

আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের নিকট একজন রাসূল হিসাবে পাঠাইয়াছেন এবং তিনি আমার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন। আর আমাকে আদেশ করিয়াছেন যেন আমি তোমাদের মধ্যে যে মান্য করিবে তাহাকে সুসংবাদ দান করি এবং যে অমান্য করিবে তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করি। অতএব আমি তোমাদিগকে আমার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করিয়াছি। আমি তোমাদের নিকট যাহা কিছু আনয়ন করিয়াছি যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া–আখেরাতে তোমরা খোশনসীব হইবে। আর যদি তোমরা উহা প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অপেক্ষায় সবর করিব। তিনিই আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জবাব শুনিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ, আমরা যাহা কিছু আপনার সামনে পেশ করিলাম যদি আপনি তাহা গ্রহণ না করেন তবে আপনি ত ভালরূপেই জানেন, আমাদের ন্যায় এরূপ সংকীর্ণ শহরের অধিবাসী, মালদৌলতে কম ও কষ্টকর জীবন যাপনকারী আর কেহ নাই। অতএব আপনাকে যিনি এই দাওয়াত দিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার সেই রব্বের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন এই পাহাড়সমূহকে যাহা আমাদের শহরকে সংকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সরাইয়া দেন এবং আমাদের শহরকে প্রশস্ত করিয়া দেন, সিরিয়া ও ইরাকের ন্যায় আমাদের এলাকায় নহর প্রবাহিত করিয়া দেন। আর আমাদের মৃত বাপ–দাদাদের জীবিত করিয়া দেন এবং যাহাদেরকে জীবিত করিবেন তাহাদের মধ্যে যেন কুসাই ইবনে কেলাবও থাকেন, কেননা তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী বুযুর্গ ছিলেন। আমরা তাহাদিগকে আপনার কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব। আপনি যদি আমাদের এই সকল দাবী পূরণ করেন এবং আমাদের মৃত পূর্বপুরুষগণ জীবিত হইয়া আপনার সত্যতা স্বীকার করেন তবে আমরাও আপনাকে সত্য মানিয়া লইব। আর আমরা ইহাও বুঝিতে পারিব যে, আল্লাহর নিকট আপনার যথেষ্ট মর্যাদা রহিয়াছে এবং আপনার কথা

অনুযায়ী সত্যই তিনি আপনাকে রাসূল বানাইয়া পাঠাইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে এই কাজের জন্য পাঠানো হয় নাই। আমি তোমাদের নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি যাহা আল্লাহতায়ালা আমাকে দিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি আমাকে যাহা দিয়া পাঠাইয়াছেন আমি তাহা তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি। যদি তোমরা উহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া আখেরাতে তোমরা খোশনসীব হইবে। আর যদি প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অপেক্ষায় সবর করিব। তিনিই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন।

তাহারা বলিল, আপনি যদি আমাদের জন্য ইহা করিতে রাজী না হন তবে আপনার নিজের জন্য করুন। আপনি আপনার রব্বের নিকট প্রার্থনা করুন, যেন তিনি একজন ফেরেশতা পাঠাইয়া দেন যিনি আপনার কথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দান করেন এবং আপনার পক্ষ হইতে আমাদের প্রশ্নাদির জবাব দান করেন। আর এই প্রার্থনা করুন যেন,তিনি আপনাকে বাগ–বাগিচা, ধনভাণ্ডার ও স্বর্ণ–রূপার মহলসমূহ বানাইয়া দেন যাহাতে আপনাকে এই কষ্ট–ক্লেশ করিতে না হয় যাহা আমরা দেখিতেছি। অর্থাৎ আপনাকে বাজারে যাইতে হয় এবং আমাদের ন্যায় আপনাকে জীবিকার সন্ধান করিতে হয়। আপনার রব্ব যদি এইরূপ করেন, তবে আমরা জানিতে পারিব যে, আপনার রব্বের নিকট আপনার উচ্চ মর্যাদা রহিয়াছে এবং আপনার দাবী অনুসারে সত্যই আপনি রাসূল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি না এরূপ করিব, আর না আমি এমন ব্যক্তি, যে তাহার রব্বের নিকট এই সকল বিষয় প্রার্থনা করে এবং না আমাকে তোমাদের নিকট এই কাজের জন্য পাঠানো হইয়াছে। বরং আল্লাহ তায়ালা আমাকে সুসংবাদদানকারী ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠাইয়াছেন। আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি যদি তোমরা তাহা গ্রহণ কর তবে দুনিয়া আখেরাতে তোমাদের সুনসীবই

বলিব। আর যদি তোমরা তাহা প্রত্যাখ্যান কর তবে আমি আল্লাহ তায়ালার হুকুমের অপেক্ষায় সবর করিব। আল্লাহ তায়ালাই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবেন। তাহারা বলিল, তবে আপনি আমাদের মাথার উপর আসমান ভাঙ্গিয়া ফেলুন, যেমন আপনি দাবী করিয়া থাকেন যে, আপনার রব্ব ইচ্ছা করিলে এমন করিতে পারেন। আপনি এইরূপ করিয়া না দেখাইলে আমরা আপনার উপর কখনই ঈমান আনিব না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা ত আল্লাহর কাজ, তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদের সহিত এইরূপ করিতেও পারেন। তাহারা বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনার রব্ব কি ইহা জানিতেন না যে, আমরা আপনার সহিত বসিব এবং আপনার নিকট এতক্ষণ যাহা চাহিয়াছি তাহা চাহিব এবং যাহা দাবী করিয়াছি তাহা দাবী করিব? অতএব তিনি পূর্ব হইতেই আপনাকে জানাইয়া দিতেন এবং আপনি আমাদিগকে কি জবাব দিবেন তাহা শিখাইয়া দিতেন, আর ইহাও বলিয়া দিতেন যে, আমরা যদি আপনার কথা না মানি তবে তিনি আমাদের সহিত কি ব্যবহার করিবেন? আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি যে, ইয়ামামার রহমান নামক এক ব্যক্তি আপনাকে এই সকল কথা শিক্ষা দিতেছে। খোদার কসম, আমরা রহমানের উপর কোনদিন ঈমান আনিব না। হে মুহাম্মাদ, আমরা আপনাকে সর্বপ্রকার সুযোগ দান করিয়াছি, কিছুই বাকী রাখি নাই। শুনিয়া রাখুন, খোদার কসম, আমরা এইবার আপনাকে রেহাই দিব না। এযাবৎ আপনি আমাদের সহিত যাহা করিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতিশোধ লইয়া ছাড়িব। ইহাতে হয়ত আমরা আপনাকে ধ্বংস করিয়া দিব অথবা আপনি আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবেন। এমন সময় তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, আমরা ফেরেশতাদের এবাদত করি, যাহারা আল্লাহর কন্যা (নাউযুবিল্লাহ)। অপর একজন বলিল, যতক্ষণ আপনি আল্লাহ তায়ালা ও ফেরেশতাগণকে দলে দলে আমাদের সম্মুখে আনিয়া হাজির না করিবেন ততক্ষণ আমরা

আপনার প্রতি ঈমান আনিব না (নাউযুবিল্লাহ)।

কোরাইশগণ এই ধরনের কথাবার্তা আরম্ভ করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার ফুফু আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ছেলে—আবদুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়্যাহ ইবনে মুগীরাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখযুমও তাঁহার সহিত উঠিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনার কাওম আপনার নিকট মালদৌলত, সরদারী ও বাদশাহী পেশ করিল, কিন্তু আপনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তারপর তাহারা নিজেদের জন্য কিছু জিনিস চাহিল, যাহাতে আল্লাহর নিকট আপনার মর্যাদা কতখানি তাহা বুঝিতে পারে, আপনি তাহাও করিলেন না। অতঃপর তাহারা এই দাবী জানাইয়াছে যে, আপনি তাহাদিগকে যে আযাবের ভয় দেখাইতেছেন তাহা জলদি লইয়া আসুন। খোদার কসম, আপনি যদি আকাশ পর্যন্ত সিঁড়ি স্থাপন করিয়া দেন, তারপর সেই সিঁড়িতে পা রাখিয়া আমার চোখের সামনে আকাশে উঠিয়া যান, আর আকাশ হইতে খোলা কিতাব লইয়া নামিয়া আসেন এবং চারজন ফেরেশতা আপনার সহিত নামিয়া আসিয়া আপনার কথার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় তবে আমি ঈমান আনিব। আর খোদার কসম, আপনি যদি এরূপ করিতে সক্ষমও হন, তথাপি আমার ধারণা হয়, আমি আপনাকে সত্য বলিয়া মানিতে পারিব না। এই বলিয়া সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে চলিয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিষন্ন মনে আফসোসের সহিত ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কারণ, একে ত কাওমের লোকেরা যখন তাঁহাকে ডাকিল তখন তাহাদের ঈমান আনার ব্যাপারে মনে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা পূর্ণ হইল না, দ্বিতীয়তঃ দেখিলেন, তাহারা দিন দিনই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

আবুল হাইসার ও বনু আবদুল আশহালের কতিপয় যুবককে দাওয়াত প্রদান

বনু আবদুল আশহালের মাহমুদ ইবনে লাবীদ বলেন, আবুল হাইসার আনাস ইবনে রাফে' যখন (মদীনা হইতে) মক্কায় আসিল তখন তাহার সহিত বনু আশহাল গোত্রের কতিপয় যুবকও আসিল। তাহাদের মধ্যে ইয়াস ইবনে মুআয (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা আপন কাওম খাযরাজের পক্ষ হইতে কোরাইশদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য আসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া তাহাদের নিকট যাইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, তোমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ তাহা অপেক্ষা উত্তম কথা তোমাদেরকে বলিব কি? তাহারা বলিল, তাহা কি? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁহার বান্দাদের প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন, যেন আমি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাই, যাহাতে তাহারা তাঁহার এবাদত করে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করে। তিনি আমার উপর কিতাব নাযেল করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা করিলেন এবং তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। উঠতি বয়সের যুবক ইয়াস ইবনে মুআয (রাঃ) বলিলেন, হে আমার কাওম, খোদার কসম, তোমরা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, এই কথাগুলি তাহা অপেক্ষা উত্তম। ইয়াসের কথা শুনিয়া আবুল হাইসার আনাস ইবনে রাফে' এক মুষ্টি কঙ্কর লইয়া তাহার মুখের উপর মারিল এবং বলিল, তোমার কথা রাখ, আমার জীবনের কসম, আমরা ত অন্য কাজের জন্য আসিয়াছি। হযরত ইয়াস নিরব হইয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এ সকল লোকও মদীনায় ফিরিয়া গেল। অতঃপর আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের মধ্যে বুআস নামক (ঐতিহাসিক) যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ইহার কিছুকাল পরেই হযরত ইয়াস ইবনে মুআয (রাঃ)এরও ইন্তেকাল হইয়া গেল।

মুহাম্মাদ ইবনে লাবীদ বলেন, ইয়াস ইবনে মুআয (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় আমার কাওমের যাহারা তাহার নিকট উপস্থিত ছিল তাহারা আমাকে বলিয়াছে যে, তাহারা হযরত ইয়াস (রাঃ)কে মৃত্যুর সময় বারংবার লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও সুবহানাল্লাহ পড়িতে শুনিয়াছে। অতএব মুসলমান অবস্থায় যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, এই ব্যাপারে কাহারও সন্দেহ রহে নাই। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে ইসলামের কথা শুনিয়া সেই মজলিসেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (কানযুল উম্মাল)

জনসমাবেশে দাওয়াত প্রদান

নিকট আত্মীয়দিগকে ইসলামের দাওয়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ –

অর্থ ঃ আপনার নিকট আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া মারওয়া পাহাড়ে আরোহনপূর্বক উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, হে ফেহেরের বংশধরগণ! আওয়াজ শুনিয়া সকল কুরাইশ সমবেত হইল। আবু লাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলিল, এই যে ফেহেরের বংশধরগণ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আপনি কি বলিবেন, বলুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে গালিবের সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া ফেহেরের বংশ হইতে মুহারিব ও হারিসের সন্তানগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে লুআই ইবনে গালিবের সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু তাইমিল আদরাম ইবনে গালিবগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে কা’ব ইবনে লুআই–এর সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু আমের ইবনে লুআইগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে মুররাহ ইবনে কা’ব এর

সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু আদি ইবনে কা'ব, বনু সাহ্ম ও বনু জুমাহ ইবনে আমর ইবনে হুসাইস ইবনে কা'ব ইবনে লুআইগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে কেলাব ইবনে মুররাহ এর সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু মাখযুম ইবনে ইয়াকযাহ ইবনে মুররাহ ও বনু তাইম ইবনে মুররাহগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে কুসাই এর সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু যোহরা ইবনে কেলাবগণ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, হে আবদে মানাফের সন্তানগণ! ইহা শুনিয়া বনু আব্দেদ দার ইবনে কুসাই, বনু আসাদ ইবনে আব্দিল ওয্যা ইবনে কুসাই ও বনু আব্দ ইবনে কুসাইগণ চলিয়া গেল। আবু লাহাব বলিল, এই যে আব্দে মানাফের সন্তানগণ আপনার নিকট উপস্থিত, কি বলিবেন, বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে হুকুম করিয়াছেন, যেন আমি আমার নিকট আত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করি। আর তোমরা কোরাইশের মধ্য হইতে আমার সর্বাপেক্ষা নিকট আত্মীয়। দুনিয়া–আখেরাতে আল্লাহর নিকট আমি তোমাদের জন্য কিছুই করিতে পারিব না যতক্ষণ না তোমরা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করিয়া লইবে। তোমরা যদি এই কলেমা স্বীকার করিয়া লও তবে আমি তোমাদের পক্ষে তোমাদের রব্বের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারিব এবং সমগ্র আরব তোমাদের অনুগত হইবে, সমগ্র অনারব তোমাদের সামনে নতিস্বীকার করিবে।

আবু লাহাব বলিল, (নাউযুবিল্লাহ) ধ্বংস হউক তোমার। এইজন্যই কি আমাদিগকে ডাকিয়াছ? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা 'তাব্বাত ইয়াদা' সূরা নাযিল করিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন, আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হইয়াছে। (কান্য)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া 'সাফা' পাহাড়ে চড়িলেন এবং উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন— يَا صَبَاحَاهْ

অর্থাৎ, হে লোকসকল, ভোর হইতেই শত্রু আক্রমণ করিয়া বসিবে। সুতরাং এখানে সমবেত হও। অতএব সকলেই সমবেত হইল। কেহ ত নিজেই উপস্থিত হইল, আর যে নিজে আসিতে পারিল না সে তাহার প্রতিনিধি পাঠাইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ! হে ফেহেরের সন্তানগণ! হে কা'বের সন্তানগণ! তোমরা বল, আমি যদি তোমাদিগকে এই সংবাদ দেই যে, 'এই পাহাড়ের পাদদেশে এক অশ্বারোহী শত্রুবাহিনী তোমাদের উপর আক্রমন করিতে চাহিতেছে', তবে কি তোমরা আমার কথা সত্য বলিয়া মনে করিবে? তাহারা বলিল, হাঁ, আপনার কথাকে সত্য মনে করিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আগত এক ভয়াবহ আযাবের ভয় প্রদর্শন করিতেছি। ইহা শুনিয়া আবু লাহাব বলিল, (নাউযুবিল্লাহ) ধ্বংস হউক তোমার সারাদিন। আমাদিগকে কি এইজন্য ডাকিয়াছ? এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা সূরা লাহাব নাযিল করিলেন। (বিদায়াহ)

হজ্জের মৌসুমে আরব গোত্রসমূহকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তিন বৎসর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াত প্রদান করিয়াছেন। চতুর্থ বৎসর প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। দশ বৎসরকাল তিনি এই প্রকাশ্য দাওয়াতের কাজ করিতে রহিলেন। হজ্জের মৌসুমে, উকায, মাজান্নাহ ও যিলমাজায নামক বাজারসমূহে লোকদের অবস্থানস্থলে গমন করিতেন এবং তাহাদিগকে আহবান করিতেন যেন, তাঁহাকে সাহায্য ও হেফাজত করে, যাহাতে তিনি আপন রবের পয়গাম পৌছাইতে পারেন, বিনিময়ে তাহারা বেহেশত পাইবে। কিন্তু তাঁহাকে সাহায্য করিবে এমন একজন লোকও তিনি পাইতেন না। এইরূপে তিনি এক এক গোত্রের পরিচয় ও

তাহাদের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ লইয়া তাহাদের নিকট গমন করিতেন। এইভাবে খোঁজ করিতে করিতে একবার তিনি বনু আমের ইবনে সা'সাআ নামক গোত্রের নিকট পৌঁছিলেন। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কষ্ট দিল যাহা তিনি আর কাহারও নিকট হইতে পান নাই। এমনকি তিনি যখন তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া চলিলেন তখন তাহারা পিছন হইতে তাঁহাকে পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

অতঃপর তিনি বনু মুহারিব ইবনে খাসাফাহ গোত্রের নিকট পৌঁছিলেন। তাহাদের মধ্যে একশত বিশ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পাইয়া তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন, আর তাহাকে এই আহবান জানাইলেন যে, আমাকে হেফাজত কর, যাহাতে আমি আমার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারি। বৃদ্ধ লোকটি বলিল, আরে মিয়া! তোমার কাওম তোমার সম্পর্কে ভাল জানে। খোদার কসম, যে ব্যক্তি তোমাকে লইয়া ঘরে ফিরিবে সে হজ্জে আগমনকারী সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপ জিনিস লইয়া ফিরিবে। (নাউযুবিল্লাহ) আমাদের নিকট হইতে দূর হও, এখান হইতে সরিয়া যাও। আবু লাহাব সেখানে দাঁড়াইয়া মুহারিবী বৃদ্ধটির কথাবার্তা শুনিতেছিল। সে বৃদ্ধকে বলিল, এই হজ্জ মৌসুমে সমবেত সকল লোক যদি তোমার ন্যায় হইত তবে সে যে দ্বীনের উপর কায়েম রহিয়াছে উহা পরিত্যাগ করিয়া দিত। (নাউযুবিল্লাহ) এই লোকটি বে-দ্বীন ও মিথ্যাবাদী। বৃদ্ধটি বলিল, খোদার কসম, তুমিই তাহার সম্পর্কে ভাল জানিবে, কারণ সে তোমারই ভাতিজা, তোমারই আত্মীয়। অতঃপর বৃদ্ধ বলিল, হে আবু ওতবাহ, আমার মনে হয় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। আমাদের সহিত স্বগোত্রীয় এক ব্যক্তি আছে, যে উহার চিকিৎসা করিতে পারে। আবু লাহাব তাহার কথার কোন জবাব দিল না। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখনই কোন আরব গোত্রের নিকট দাঁড়াইতে দেখিত, আবু লাহাব চিৎকার করিয়া বলিত, এই ব্যক্তি বে-দ্বীন, মিথ্যাবাদী। (আবু নুআঈম)

বনু আব্স গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

ওয়াবেসা আবসী (রহঃ)এর দাদা বলেন, আমরা মিনাতে জামরায়ে উলার নিকট মসজিদে খাইফের পাশে অবস্থান করিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উষ্ট্রীতে আরোহন করিয়া মিনায় আমাদের নিকট আসিলেন। তাঁহার উষ্ট্রীর পিছনে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে দাওয়াত দিলেন। খোদার কসম, আমরা কবুল করি নাই। আর আমরা কবুল না করিয়া ভাল করি নাই। আমরা পূর্বেই তাঁহার সম্পর্কে ও হজ্জের মৌসুমে তাঁহার দাওয়াত সম্পর্কে শুনিয়াছিলাম। অবশেষে তিনি আমাদের নিকট আসিয়া আমাদিগকে দাওয়াত দিলেন ; কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিলাম না। আমাদের সহিত মাইসারাহ ইবনে মাসরুক আব্সীও ছিল। সে বলিল, আমি আল্লাহর নামে হলফ করিয়া বলিতেছি, আমরা যদি এই ব্যক্তিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই এবং তাঁহাকে আমাদের এলাকায় লইয়া যাইয়া নিজেদের মাঝে রাখি তবে ইহা একটি বুদ্ধিমত্তার কাজ হইবে। আমি আল্লাহর নামে হলফ করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহার কথা অবশ্যই (একদিন) বিজয় লাভ করিবে এবং সমগ্র দুনিয়ায় পৌছিয়া যাইবে। কাওমের লোকেরা বলিল, রাখ তোমার কথা, এমন কথা কেন পেশ করিতেছ, যাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

হযরত মাইসারা (রাঃ)এর কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে তাহার প্রতি একটু আশার সঞ্চার হইল। অতএব তিনি তাহার সহিত কথা বলিলেন। হযরত মাইসারা (রাঃ) বলিলেন, আপনার কথা কতই না সুন্দর, কতই না নূরান্বিত ! কিন্তু (কি করিব) আমার কাওম আমার বিরোধিতা করিতেছে। আর আপন কাওমকে লইয়াই যখন মানুষকে চলিতে হয় তখন যদি কাওমই সাহায্য করিতে প্রস্তুত না হয় তবে শত্রুর নিকট আশা করা ত আরো দূরের ব্যাপার। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া

আসিলেন। আর উক্ত কাওমের লোকেরাও তাহাদের বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হইয়া গেল। পথিমধ্যে হযরত মাইসারা (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, চল আমরা 'ফাদাক'এ যাই। সেখানে ইহুদীরা আছে, তাহাদের নিকট এই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। সুতরাং তাহারা ইহুদীদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল। ইহুদীরা তাহাদের সম্মুখে একখানা কিতাব আনিয়া রাখিল এবং উহার মধ্য হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। উহাতে লেখা ছিল যে, (তিনি) নবী উম্মী (নিরক্ষর) ও আরবী হইবেন। উটের পিঠে আরোহন করিবেন, সাধারণ রুটির টুকরা খাইয়া কালাতিপাত করিবেন। (অর্থাৎ সাধারণভাবে জীবনযাপন করিবেন।) না অতি লম্বা হইবেন, না অতি খাট। তাঁহার চুল মুবারক না একেবারে কোঁকড়ানো আর না একেবারে সোজা হইবে। (বরং উভয়ের মাঝামাঝি হইবে।) তাঁহার চোখে রক্তিম ডোরা থাকিবে। শরীরের রং হইবে সাদা লাল মিশ্রিত।

অতঃপর ইহুদীরা বলিল, তোমাদিগকে যিনি দাওয়াত দিয়াছেন তিনি যদি এই রকমই হইয়া থাকেন তবে তোমরা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ কর এবং তাঁহার দ্বীনে দাখেল হইয়া যাও। আমরা হিংসার দরুন তাহার অনুসরণ করিতে পারিব না। উপরন্তু আমাদের সহিত তাঁহার অনেক বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। সমগ্র আরব দুই দলে বিভক্ত হইবে—একদল যাহারা তাঁহার অনুসারী হইবে, আরেক দল, যাহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে। তোমরা তাঁহার অনুসারীদের দলভুক্ত হইয়া যাও।

এই সকল কথা শুনিবার পর হযরত মাইসারাহ (রাঃ) বলিলেন, হে আমার কাওম, এখন তো সবকিছু পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। কাওমের লোকেরা বলিল, আমরা আগামী হজ্জের মৌসুমে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তারপর তাহারা দেশে ফিরিয়া গেল এবং তাহাদের গণ্যমান্য লোকদের সহিত উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিল। তাহাদের গণ্যমান্য লোকেরা ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল এবং নিষেধ করিল। সুতরাং তাহাদের কেহই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

অনুসরণ করিল না।

পরবর্তীকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনায় আগমন করিলেন এবং বিদায়ী হজ্জে গেলেন তখন হযরত মাইসারাহ (রাঃ) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেদিন আমাদের অবস্থানস্থলের নিকট উট বসাইয়া নামিয়াছিলেন আমি সেই দিন হইতে আপনার অনুসরণের আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু যাহা হইবার ছিল তাহাই হইয়াছে এবং আমার দেরীতে ইসলাম গ্রহণ করাই আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। সেইদিন যাহারা আমার সঙ্গে ছিল তাহাদের অনেকেই মারা গিয়াছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহাদের কোথায় ঠিকানা হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে কেহ দ্বীনে ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মের উপর মারা যাইবে তাহার ঠিকানা জাহান্নাম হইবে। হযরত মাইসারাহ (রাঃ) বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে (জাহান্নাম হইতে) বাঁচাইয়াছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং উত্তম মুসলমান হিসাবে জীবন অতিবাহিত করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার বড়ই সম্মান করিতেন। (আবু নুআঈম)

কিন্দাহ গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে রোমান ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, উকাযের মেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্দার লোকদের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাহাদের ন্যায় নম্র স্বভাবের আর কোন আরবগোত্র ইতিপূর্বে পান নাই। তিনি তাহাদের নম্র ও সহাস্য ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি যাহার কোন শরীক নাই এবং এই আহ্বান করিতেছি যে, তোমরা যেরূপ নিজেদের হেফাযত করিয়া থাক সেইরূপ আমার হেফাযত কর। অতঃপর

যদি আমি জয়লাভ করি তবে তোমাদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকিবে। (আমার পক্ষ হইতে তোমাদের প্রতি কোন জবরদস্তি করা হইবে না।) গোত্রের অধিকাংশ লোক বলিল, কতই না সুন্দর কথা! তবে আমরা আমাদের বাপ–দাদার মা'বুদদেরই পূজা করিব। তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, হে আমার কাওম, অন্যরা অগ্রগামী হইবার পূর্বে তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি অগ্রগামী হও। খোদার কসম, আহলে কিতাবগণ বলিয়া থাকে যে, হারাম শরীফ হইতে একজন নবী আবির্ভূত হইবেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। কাওমের মধ্যে এক চক্ষু বিশিষ্ট একজন কানা লোক ছিল। সে বলিল, আস, আমার কথা শুন, যাহাকে তাহার কাওম বাহির করিয়া দিয়াছে, তোমরা তাহাকে আশ্রয় দিবে? তোমরা কি সমগ্র আরবের সহিত যুদ্ধের ঝুঁকি লইতে চাও? না, এমন কাজ করিতে যাইওনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত বিষন্ন মনে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্দার লোকেরাও দেশে ফিরিয়া গেল। দেশে যাইয়া তাহারা কাওমের অন্যান্য লোকদের সহিত এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করিল। এক ইহুদী শুনিয়া বলিল, তোমরা এক সুবর্ণ সুযোগ হারাইয়াছ। তোমরা যদি সর্বাগ্রে তাঁহার কথা মানিয়া লইতে তবে আরবের নেতৃত্ব লাভ করিতে। আমরা আমাদের ধর্মীয় কিতাবে তাঁহার দেহাবয়ব ও গুণাগুন সম্পর্কে বর্ণনা পাই। তারপর সেই ইহুদী কিতাব হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহাবয়ব ও গুণাগুন পড়িয়া শুনাইতে লাগিল এবং যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছিল তাহারা কিতাবের বর্ণনার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুবহু মিল রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল। অতঃপর ইহুদী বলিল, আমরা আমাদের কিতাবে ইহাও পাই যে, তিনি মক্কায় আবির্ভূত হইবেন এবং ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনায় হিজরত করিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া তাহারা একমত হইল যে, আগামী হজ্জের মৌসুমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু তাহাদের এক সরদার তাহাদিগকে সেই বৎসর হজ্জে যাইতে

নিষেধ করিয়া দিল। অতএব তাহাদের কেহই আর সাক্ষাৎ করিতে পারিল না। উক্ত ইহুদী মারা গেল। মৃত্যুর সময় তাহাকে লোকেরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে এবং তাঁহার উপর ঈমান আনিতে শুনিল। (আবু নুআঈম)

বনু কা'ব গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

আবদুর রহমান আমেরী (রহঃ) তাহার কাওমের কয়েকজন বুযুর্গ ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন, তাহারা বলিয়াছেন যে, উকাযের বাজারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ কাওমের লোক? বলিলাম, আমরা বনু আমের ইবনে সা'সাআ গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বনু আমের হইতে কোন্ খান্দানের লোক? আমরা বলিলাম, বনু কা'ব ইবনে রাবীআহ খান্দানের। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ক্ষমতা ও প্রতাপ কেমন? আমরা বলিলাম, আমাদের সম্মুখ হইতে কোন জিনিস তুলিয়া নিবার অথবা আমাদের আগুনে হাত সেঁকিবার সাহস কাহারও নাই। (অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত বাহাদুর কাওম, কেহ আমাদের মুকাবিলা করিতে পারে না।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল, আমি যদি তোমাদের নিকট আসি তবে তোমরা আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে কি? যাহাতে আমি আমার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারি। আমি তোমাদের কাহাকেও কোন বিষয়ে জবরদস্তি করিব না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোরাইশের কোন্ খান্দান হইতে? তিনি বলিলেন, আবদুল মুত্তালিবের খান্দান হইতে। তাহারা বলিল, বনু আব্দে মানাফ আপনার সহিত কি ব্যবহার করিয়াছে? তিনি বলিলেন, তাহারাই ত সর্বপ্রথম আমাকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাড়াইয়া দিয়াছে। তাহারা বলিল, কিন্তু আমরা আপনাকে তাড়াইয়াও দিব না এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনিব না। তবে আমরা আপনার

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিব, যাহাতে আপনি আপনার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারেন। অতএব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের নিকট অবস্থান করিলেন। লোকেরা বাজারে বেচাকেনার কাজে মশগুল হইয়া গেল। এমন সময় বাইহারাহ ইবনে ফেরাস কুশাইরী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, আমি তোমাদের নিকট একজন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইতেছি। কে এই লোকটি? তাহারা বলিল, ইনি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ কোরাইশী। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার সহিত তোমাদের কি সম্পর্ক? তাহারা বলিল, তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং আমাদের নিকট এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, আমরা তাঁহাকে নিজের দেশে লইয়া যাইয়া তাঁহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করি, যাহাতে তিনি নিজের রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারেন। সে বলিল, তোমরা কি জবাব দিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা তাঁহাকে মারহাবা ও স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছি যে, আমরা আপনাকে আমাদের দেশে লইয়া যাইব এবং আমরা নিজেদের জন্য যেরূপ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিয়া থাকি সেরূপ আপনার জন্য করিব। বাইহারাহ বলিল, এই বাজারের লোকদের মধ্যে তোমাদের অপেক্ষা অধিক খারাপ জিনিস লইয়া কেহ ঘরে ফিরিতেছে বলিয়া আমার মনে হয় না। তোমরা এমন কাজ করিতে উদ্যত হইতেছ যাহাতে সমস্ত লোক তোমাদিগকে বয়কট করিবে এবং সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধভাবে তোমাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। তাহার কাওমই তাহাকে ভালরূপে জানে। কাওমের লোকেরা যদি তাহার মধ্যে কোন মঙ্গল দেখিত তবে তাহারাই সর্বাধিক ভাগ্যবান হইত। (নাউযুবিল্লাহ) সে কাওমের একজন কম আক্কেল লোক, যাহাকে তাহারা তাড়াইয়া দিয়াছে এবং মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে, আর তোমরা কিনা তাহাকে আশ্রয় দিবে এবং সাহায্য করিবে। কি ভুল সিদ্ধান্তই না তোমরা গ্রহণ করিয়াছ! অতঃপর বাইহারাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করিয়া বলিল, উঠ, তোমার কাওমের নিকট চলিয়া যাও। খোদার কসম, তুমি যদি

আমার কাওমের নিকট (আশ্রিত) না হইতে তবে আমি তোমার গর্দান উড়াইয়া দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া উটের পিঠে আরোহণ করিলেন। আর খবীস বাইহারাহ লাঠি দ্বারা তাঁহার উটের কোমরে খোঁচা মারিল, যাহাতে উট লাফাইয়া উঠিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

সেই সময় হযরত যুবাআহ বিনতে আমের ইবনে কুর্ত (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি তাহার বনু আমের গোত্রীয় চাচাত ভাইদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণকারিণী মহিলাদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, হে আমেরের সন্তানগণ! আজ হইতে আমের গোত্রের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এরূপ ব্যবহার করা হইতেছে অথচ তোমাদের কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে না। ইহা শুনিয়া হযরত যুবাআহ (রাঃ)এর তিনজন চাচাত ভাই বাইহারার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং দুই ব্যক্তি বাইহারার সাহায্যে আগাইয়া আসিল। প্রথমোক্ত তিন ভাইয়ের প্রত্যেকেই ইহাদের একেকজনকে ধরাশায়ী করিয়া বুকের উপর চাপিয়া বসিল এবং তাহাদের দুইগালে খুব করিয়া চড় কষিয়া দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ এই তিন ভাইয়ের উপর বরকত নাযিল করুন এবং ঐ তিনজনের উপর লা'নত বর্ষণ করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্যকারী তিনজনই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। আর অপর তিনজন অভিশপ্ত হইয়া ধ্বংস হইয়াছে। বাইহারাকে যে দুইজন সাহায্য করিয়াছিল

তাহাদের একজনের নাম হইল হাযান ইবনে আবদুল্লাহ এবং অপরজনের নাম মুআবিয়া ইবনে ওবাদাহ। আর যে তিনজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহাদের দুইজন হইলেন, সাহলের দুইপুত্র গিতরীফ ও গাতফান (রাঃ) এবং অপরজন হইলেন, ওরওয়া ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)। (বিদায়াহ্)

যুহরী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আমের ইবনে সা'সাআহ গোত্রের নিকট আসিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলেন এবং নিজেকে তাহাদের সম্মুখে পেশ করিলেন (যেন তাঁহাকে সাহায্য করে)। তাহাদের মধ্য হইতে বাইহারাহ ইবনে ফেরাস নামক এক ব্যক্তি বলিল, খোদার কসম, আমি যদি এই কোরাইশী যুবকের হাত ধরি তবে তাহার দ্বারা সমগ্র আরবকে শেষ করিয়া দিতে পারি। তারপর নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, আমরা যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি এবং অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আপনার প্রতিপক্ষের উপর বিজয় দান করেন তবে আপনার পর শাসন ক্ষমতা আমাদের জন্য হইবে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই ক্ষমতা আল্লাহর, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিবেন। বাইহারাহ বলিল, বাহ্, আমরা আপনার জন্য সমগ্র আরবের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিব আর যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে বিজয় দিবেন তখন ক্ষমতা অন্যের জন্য হইবে? আপনাকে সাহায্য করার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহারা সকলেই অস্বীকার করিল।

অতঃপর যখন লোকজন দেশে ফিরিয়া চলিল তখন বনু আমের ও তাহাদের এলাকায় ফিরিয়া গেল। তাহাদের এলাকায় একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিল। অত্যাধিক বয়স হওয়ার দরুন সে তাহাদের সহিত হজ্জে যাইতে অক্ষম ছিল। নিয়ম ছিল যে, তাহারা হজ্জ হইতে ফিরিয়া তাহাকে হজ্জ মৌসুমের সমস্ত ঘটনাবলী শুনাইত। অতএব এইবার হজ্জ হইতে ফিরিবার

পর সে তাহাদিগকে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, বনু আবদুল মুত্তালিবের এক কোরাইশী যুবক আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিতেছেন। আমাদিগকে এই আহবান জানাইয়াছেন যে, আমরা তাহাকে সাহায্য করি এবং তাহাকে নিজেদের দেশে লইয়া আসি। এই সংবাদ শুনিয়া বৃদ্ধলোকটি মাথায় হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, হে বনি আমের, এই ভুলেরও কি কোন প্রতিকার আছে? উড়িয়া যাওয়া এই পাখীর লেজ কি আর ধরিতে পারিবে? (অর্থাৎ তোমরা এই সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করিয়া দিয়াছ।) সেই পাক যাতের কসম, যার হাতে অমুকের প্রাণ, কোন ইসমাঈলী কখনও মিথ্যা (নবুওয়াতের) দাবী করে নাই। তাঁহার দাবী সত্য দাবী, তোমাদের বোধ–বুদ্ধি কোথায় হারাইয়া গিয়াছিল? (বিদায়াহ)

যুহরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্দাহ গোত্রের অবস্থানস্থলে আসিলেন। তাহাদের মধ্যে মালীহ নামক তাহাদের সর্দারও উপস্থিত ছিল। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট পেশ করিলেন (যে, তোমরা আমাকে নিজেদের এলাকায় লইয়া যাও যাহাতে আমি আমার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারি)। কিন্তু তাহারা সকলেই অস্বীকার করিল।

বনু কাল্‌বকে দাওয়াত প্রদান

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুন আবদুল্লাহ নামক বনু কালবের এক খান্দানের নিকট আসিলেন। তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট পেশ করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন, হে বনু আবদুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পিতার জন্য অতি উত্তম নাম পছন্দ করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিল না।

বনু হানীফাকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু হানীফার নিকট তাহাদের অবস্থানস্থলে গেলেন। তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজেকে তাহাদের নিকট পেশ করিলেন (যে, তোমরা আমাকে তোমাদের এলাকায় লইয়া যাও যাহাতে আমি আমার রব্বের পয়গাম পৌঁছাইতে পারি)। কিন্তু তাহারা এমন বিশ্রীরূপে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল যে, আরবের কোন গোত্র এরূপ করে নাই। (বিদায়াহ)

বনু বকর গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আমি আপনার ও আপনার ভাইয়ের নিকট আমার হেফাজতের কোন ব্যবস্থা দেখিতেছি না, অতএব আপনি আগামীকল্য আমাকে বাজারে লইয়া যাইবেন কি? যাহাতে আরব গোত্রসমূহের অবস্থানস্থলে যাইয়া তাহাদের নিকট স্বস্তি লাভ করিতে পারি। সে সময় বাজারে আরব গোত্রসমূহের সমাগম ছিল।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, এই যে কিন্দাহ গোত্র ও তাহাদের দলের লোকেরা। ইয়ামান হইতে হজ্জে আগমনকারী সকল লোকের মধ্যে ইহারা শ্রেষ্ঠ। আর এই যে, বনু বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের অবস্থানস্থল, আর এই যে বনু আমের ইবনে সা'সাআ গোত্রের অবস্থান স্থল। আপনি ইহাদের মধ্য হইতে যাহাকে পছন্দ করেন গ্রহণ করুন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি প্রথম কিন্দাহ গোত্রের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ কাওমের লোক? তাহারা বলিল, আমরা ইয়ামানের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়ামানের কোন্ বংশের লোক? তাহারা বলিল, আমরা কিন্দাহ গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কিন্দার কোন্ খান্দান? তাহারা বলিল, আমরা বনু আমর ইবনে মুআবিয়া খান্দানের। তিনি বলিলেন, কল্যাণকর

জিনিস লইতে তোমাদের আগ্রহ আছে কি? তাহারা বলিল, কি সেই জিনিস? তিনি বলিলেন, তোমরা এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, নামায কায়েম কর এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে উহার প্রতি ঈমান আনয়ন কর।

বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে আজলাহ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা তাঁহার কাওমের বয়োবৃদ্ধদের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কিন্দার লোকেরা বলিল, আপনি যদি সাফল্য লাভ করেন তবে আপনার পরে বাদশাহী আমাদেরকে দিবেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাদশাহী ত আল্লাহর, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দিবেন। তাহারা বলিল, আপনি যাহা লইয়া আসিয়াছেন আমাদের উহার দরকার নাই।

বর্ণনাকারী কালবী হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা বলিল, আপনি কি আমাদিগকে আমাদের মা'বুদগুলি হইতে বিরত রাখিতে এবং সমগ্র আরবের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাধাইতে আসিয়াছেন? আপনি নিজ কাওমের নিকট চলিয়া যান। আপনি যাহা লইয়া আসিয়াছেন আমাদের উহার কোন প্রয়োজন নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন এবং বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ কাওম? তাহারা বলিল, বকর ইবনে ওয়ায়েলের কাওম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বকর ইবনে ওয়ায়েলের মধ্য হইতে কাহার বংশ? তাহারা বলিল, কায়েস ইবনে সা'লাবার বংশ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সংখ্যা কত? তাহারা বলিল, বালুকণার ন্যায়, অনেক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের শক্তিসামর্থ্য কেমন? তাহারা বলিল, আমাদের কোন শক্তি সামর্থ্য নাই। আমরা পারস্যবাসীদের প্রতিবেশী, তাহাদের হাত হইতে না কাহাকেও রক্ষা করিতে পারি, আর না তাহাদের বিরুদ্ধে কাহাকেও আশ্রয় দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়ার নিয়ম বাঁধিয়া লও। যদি তিনি তোমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখেন তবে তোমরা পারস্যবাসীদের ঘর–বাড়ী দখল করিবে, তাহাদের মেয়েদেরকে বিবাহ করিবে এবং তাহাদের ছেলেদেরকে গোলাম বানাইবে। তাহারা ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হইলেন। বর্ণনাকারী কালবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু লাহাব সর্বদা তাঁহার পিছনে লাগিয়া থাকিত এবং সে লোকদেরকে বলিত, 'তোমরা তাহার কথা গ্রহণ করিও না।'

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলিয়া যাইবার পর সে উক্ত কাওমের নিকট আসিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এই লোকটির পরিচয় জান? সে বলিল, হাঁ, তিনি আমাদের বংশে সর্বোচ্চ ব্যক্তি। তোমরা তাঁহার সম্পর্কে কি জানিতে চাহিতেছ? তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিল এবং বলিল, তিনি এই দাবী করিতেছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আবু লাহাব বলিল, সাবধান, তাহার কথার কোন গুরুত্ব দিও না, (নাউযুবিল্লাহ) সে একজন পাগল, উলটপালট যাহা মাথায় আসে বকিতে থাকে। তাহারা বলিল, পারস্য সম্পর্কে তাহার কথাবার্তা শুনিয়া আমাদেরও তাহাই মনে হইয়াছে। (বিদায়াহ্)

মিনায় বিভিন্ন গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত রাবীআহ ইবনে এবাদ (রাঃ) বলেন, আমি পিতার সহিত মিনায় অবস্থান করিতেছিলাম। আমি তখন যুবক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন আরব গোত্রের অবস্থানস্থলে আসিয়া বলিতেন, হে অমুক গোত্রের লোকেরা। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসাবে আগমন করিয়াছি। তোমাদিগকে আদেশ

করিতেছি যে, আল্লাহর এবাদত কর, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরাপর যে সকল অংশীদারদের তোমরা এবাদত করিয়া থাক উহাদিগকে পরিত্যাগ কর, আমার উপর ঈমান আনয়ন কর, আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার কর এবং আমার হেফাজত কর, যাহাতে আমি আল্লাহ প্রদত্ত পয়গাম মানুষের নিকট স্পষ্টরূপে পৌঁছাইতে পারি।

হযরত রাবীআহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে টেরা চোখ বিশিষ্ট উজ্জ্বল বর্ণের এক ব্যক্তি ছিল, তাহার মাথায় দুইটি চুলের ঝুটি ও পরণে দুইটি আদনী চাদর ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার দাওয়াত ও কথা শেষ করিবার পর সে বলিল, হে অমুক গোত্রের লোকেরা! এই ব্যক্তি তোমাদিগকে এই আহবান জানাইতেছে যে, তোমরা লাত ও ওয্যা (এর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস)কে ঘাড় হইতে নামাইয়া ফেল এবং বনু মালেক ইবনে আক্ইয়াশের মিত্র জ্বীনদেরকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার আনিত বিদআত ও গোমরাহীকে গ্রহণ কর। তোমরা তাহার কথা মানিও না এবং উহার প্রতি কর্ণপাত করিও না।

হযরত রাবীআহ (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বাজান, কে এই ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে পিছনে চলিতেছে এবং তাহার কথাকে প্রতিহত করিতেছে? তিনি বলিলেন, সে তাঁহার চাচা আবদুল ওয্যা ইবনে আবদুল মুত্তালিব অর্থাৎ আবু লাহাব। (বিদায়াহ)

মুদরিক (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সহিত হজ্জে গেলাম। আমরা মিনায় পৌঁছিয়া দেখিলাম, একদল লোক ভীড় করিয়া আছে। আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ভীড় কিসের? পিতা বলিলেন, (নাউযুবিল্লাহ) এ ব্যক্তি একজন বে-দ্বীন। তারপর দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিতেছেন, হে লোকেরা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়, সফলকাম হইবে। (তাবরানী)

হারেস ইবনে হারেস গামেদী (রাঃ) বলেন, মিনায় অবস্থানকালে আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ভীড় কিসের? তিনি বলিলেন, ইহারা এক বে–দ্বীন ব্যক্তির চারিদিকে ভীড় করিয়া আছে। চাহিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন, আর লোকেরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেছে। (এসাবাহ)

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, আমি একবার হজ্জ করিলাম। দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন। আর তাঁহার সঙ্গীগণকে সাজা দেওয়া হইতেছে। আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলাম, (তিনি তখনও মুসলমান হন নাই) বনু আমর ইবনে মুআম্মালের এক দাসীকে সাজা দিতেছেন। তারপর যাইয়া যিন্নীরাহ (রাঃ)কে ধরিলেন এবং তাহাকেও সাজা দিতে লাগিলেন। (এসাবাহ)

বনু শাইবান গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই হুকুম দিলেন যে, 'আপনি নিজেকে আরব গোত্রসমূহের নিকট পেশ করুন', তখন তিনি মিনার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। আমি ও হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। আমরা আরবদের এক মজলিসের নিকট গেলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) অগ্রসর হইলেন এবং সালাম দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সর্বদা (নেককাজে) অগ্রগামী থাকিতেন এবং তিনি আরবদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন্ কাওমের লোক? তাহারা বলিল, আমরা রাবীআহ কাওমের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাবীআর কোন্ বংশ? অতঃপর আবু নুআঈম (রহঃ) দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তারপর আমরা শান্তি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ

এক মজলিসে উপস্থিত হইলাম। সেখানে অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) অগ্রসর হইয়া সালাম দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তিনি সর্বদাই (নেককাজে) অগ্রগামী থাকিতেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোন্ কাওমের লোক? তাহারা বলিলেন, আমরা বনু শাইবানা ইবনে সা'লাবার লোক। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, এই কাওমের মধ্যে ইহাদের অপেক্ষা সম্মানিত আর কেহ নাই।

উক্ত মজলিসে মাফরুক ইবনে আমর, হানী ইবনে কাবীসাহ, মুসান্না ইবনে হারেসাহ ও নো'মান ইবনে শরীক উপস্থিত ছিল এবং তন্মধ্যে মাফরুক ইবনে আমর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সর্বনিকটবর্তী ছিল। তাহাদের মধ্যে মাফরুকই কথাবার্তায় সকলের উপরে ছিল। তাহার চুলের দুইটি দীর্ঘ ঝুটি বুকের উপর ঝুলিয়া ছিল। যেহেতু মাফরুকই সকলের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকটবর্তী ছিল, সুতরাং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সংখ্যা কিরূপ? মাফরুক বলিল, আমরা হাজারের অধিক, তবে এক হাজার তেমন কমসংখ্যা নহে যে, পরাজিত হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ? মাফরুক বলিল, আমাদের কাজ হইল চেষ্টা করা, আর বিজয় লাভ করা ত প্রত্যেক কাওমের আপন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও তোমাদের শত্রুর মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ হয়? মাফরুক বলিল, যুদ্ধের সময় আমরা সর্বাধিক ক্রোধান্বিত হই। আর ক্রোধান্বিত হইলেই আমাদের আক্রমণ প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। আমরা উন্নতমানের যুদ্ধের ঘোড়াকে সন্তানের উপর এবং যুদ্ধাস্ত্রকে দুগ্ধবতী উটের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকি। তবে সাহায্য আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়া থাকে, কখনও আমাদিগকে সাহায্য করেন আবার কখনও আমাদের বিপক্ষকে করেন। আপনি মনে

হয় কোরাইশ বংশীয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, (কোরাইশ বংশে) একজন আল্লাহর রাসূল (আবির্ভূত) হইয়াছেন বলিয়া যদি তোমরা সংবাদ পাইয়া থাক তবে ইনিই সেই ব্যক্তি। মাফরুক বলিল, হাঁ, আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি যে, কোরাইশের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল বলিয়া দাবী করিতেছেন। তারপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ফিরিয়া চাহিল এবং বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আপনি কিসের প্রতি দাওয়াত দিয়া থাকেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইয়া বসিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া নিজ কাপড় দ্বারা তাঁহাকে ছায়া করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে এই দাওয়াত দিতেছি যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও যে, এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। আর তোমরা আমাকে আশ্রয় দাও, আমার হেফাজত কর এবং আমাকে সাহায্য কর যাহাতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে যাহা কিছু আদেশ করিয়াছেন তাহা আমি তাঁহার পক্ষ হইতে পৌঁছাইতে পারি। কোরাইশগণ আল্লাহর দ্বীনের বিরোধিতা করিয়াছে এবং তাঁহার রাসূলকে অস্বীকার করিয়াছে এবং হকের পরিবর্তে বাতিল লইয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবে আল্লাহ তায়ালাও কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন তিনি সর্বাবস্থায় প্রশংসার যোগ্য।

মাফরুক বলিল, হে কোরাইশী ভাই! আপনি আর কি দাওয়াত দিয়া থাকেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন শরীফ হইতে এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا .... فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ - (الانعام ١٥٣-١٥١)

অর্থ ঃ আপনি বলুন, আস, আমি তোমাদিগকে ঐ সকল বিষয়গুলি পড়িয়া শুনাই যেগুলি তোমাদের রব্ব তোমাদের জন্য হারাম করিয়া

দিয়াছেন, তাহা এই যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না, আর পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে এবং নিজেদের সন্তানদিগকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করিও না ; আমি তোমাদিগকে এবং ইহাদিগকে রিযিক দান করিব, আর নির্লজ্জতার নিকটেও যাইও না, তাহা প্রকাশ্যই হউক আর গোপনই হউক, আর যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন,তাহাকে হত্যা করিও না, কিন্তু হকভাবে (অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী) ; তিনি এ বিষয়ে তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, যেন তোমরা বুঝ। এতীমের ধনসম্পত্তির নিকটও যাইও না কিন্তু এইরূপে যাহা উত্তম হয়—যে পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয়, আর পরিমাপ ও ওজন ঠিক ঠিকভাবে সম্পন্ন করিও—ন্যায়ের সহিত, আমি কোন মানুষকে তাহার সাধ্যাতীত কষ্ট প্রদান করি না, আর যখন তোমরা (সাক্ষ্য বা মীমাংসার) কথা বল, তখন ন্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, যদি সেই ব্যক্তি আত্মীয়ও হয়, আর আল্লাহর সহিত যে অঙ্গীকার কর উহা পূর্ণ করিও। এই সকল বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তোমরা স্মরণ রাখ। আর ইহা (–ও বলুন) যে, নিশ্চয় ইহা আমার পথ—যাহা সোজা, অতএব এই পথের অনুসরণ কর এবং অন্যসব পথের অনুসরণ করিও না, কেননা ঐ সকল পথ তোমাদিগকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, এই সকল বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন তোমরা মুত্তাকী হও।

মাফরুক বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আর কি দাওয়াত দিয়া থাকেন? খোদার কসম, ইহা কোন যমীনবাসীর কালাম নহে, কারণ তাহাদের কালাম হইলে আমরা উহা সম্পর্কে পরিচিত হইতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ .... لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ -(النحل ٩٠)

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা ন্যায়–নিষ্ঠা ও পরোপকার করা এবং আত্মীয়–স্বজনকে দান করার আদেশ করিতেছেন, আর তিনি

অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করিতে নিষেধ করিতেছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে উপদেশ দেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

মাফরুক বলিল, হে কোরাইশী ভাই, খোদার কসম, আপনি উন্নত চরিত্রাবলী ও উত্তম আমলের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন। আর যাহারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং আপনার বিরুদ্ধে পরস্পর সাহায্য করিয়াছে তাহারা অবশ্যই ভ্রান্ত কথা বলিয়াছে।

মাফরুক যেন চাহিতেছিল যে, হানী ইবনে কাবীসাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করুক। সুতরাং সে বলিল, ইনি হানী ইবনে কাবীসাহ, আমাদের মুরুব্বী ও আমাদের ধর্মীয় বিষয়ের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যাস্ত।

হানী বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আপনার কথাবার্তা আমি শুনিয়াছি এবং উহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমার অভিমত এই যে, আপনার সহিত ইহা আমাদের প্রথম বৈঠক। ইতিপূর্বে আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই এবং আগামীতে কি হইবে জানা নাই। তদুপরি আমরা আপনার ব্যাপারে এবং আপনি যে দাওয়াত দিয়াছেন উহার পরিণতি সম্পর্কে এখনও কোনপ্রকার চিন্তা–ভাবনা করিবার অবকাশ পাই নাই। অতএব এই মুহূর্তে নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার দ্বীন গ্রহণ করতঃ আপনার অনুসরণ করা একটি ভুল সিদ্ধান্ত ও ক্ষীণবুদ্ধিমত্তার কাজ এবং অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইবে। তাড়াহুড়া করিলেই ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে। উপরন্তু আমাদের কাওমের অনেকেই এইখানে অনুপস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের অবর্তমানে আমরা কোন ওয়াদা অঙ্গীকার করাকে পছন্দ করি না। তবে আপনিও ফিরিয়া যান, আর আমরাও ফিরিয়া যাই। আপনিও চিন্তা করুন, আমরাও চিন্তা করি।

হানী যেন চাহিতেছিল যে, মুসান্না ইবনে হারেসাও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করুক। সুতরাং সে বলিল, ইনি মুসান্না। আমাদের মুরুব্বী ও আমাদের যুদ্ধ পরিচালনার ভার তাহার উপর ন্যাস্ত।

মুসান্না বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আমি আপনার কথাবার্তা

শুনিয়াছি। উহা আমার নিকট ভাল লাগিয়াছে এবং খুবই পছন্দ হইয়াছে। তবে আমার জবাবও তাহাই যাহা হানী ইবনে কবীসাহ দিয়াছে। কারণ আমরা ইয়ামামাহ ও সামামাহ এই দুই সীমান্তের মাঝে বসবাস করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুই সীমান্ত কি রকম? মুসান্না বলিল, একদিকে উপকূলীয় স্থলভাগ ও আরবের যমীন আর অপর দিকে পারস্য ভূখণ্ড ও কিসরার নহরসমূহ। আমরা কিসরার সহিত এই শর্তে আবদ্ধ হইয়া সেখানে বসবাস করিতেছি যে, আমরা নতুন কিছু উদ্ভাবন করিব না বা কোন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবককে সেখানে আশ্রয় দিব না। সুতরাং আপনি যে বিষয়ে আহবান জানাইতেছেন খুবসম্ভব বাদশাহগণ তাহা পছন্দ করিবেন না। অবশ্য আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ মার্জনা করা হয় এবং তাহার ওজরও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পারস্যদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করা হয় না বা তাহার কোন ওজরও গ্রহণ করা হয় না। অতএব আপনি যদি চান যে, আরবের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমরা আপনাকে সাহায্য করি তবে আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। (কিন্তু পারস্যদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আমরা আপনার সাহায্য করিতে পারিব না।)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার জবাব খারাপ হয় নাই, যেহেতু তুমি সত্য কথা পরিস্কারভাবে বলিয়া দিয়াছ। তবে আল্লাহর দ্বীন লইয়া সেই ব্যক্তিই দাঁড়াইতে পারিবে যে উহাকে সর্বদিক দিয়া হেফাযত করিতে প্রস্তুত হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তারপর আমরা আওস ও খাযরাজের মজলিসে গেলাম। আমরা উক্ত মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বেই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে (ইসলামের উপর) বাইআত হইলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এই গোত্রদ্বয়ের লোকেরা ছিলেন অতিশয় সত্যবাদী ও

অত্যন্ত ধৈর্যশীল। রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে আল্লাহর দ্বীন লইয়া সেই ব্যক্তিই দাঁড়াইতে পারিবে যে উহাকে সর্বদিক দিয়া হেফাযত করিতে প্রস্তুত হইবে। তারপর তিনি বলিলেন, আচ্ছা তোমরা বল,যদি কিছুদিনের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা তাহাদের (অর্থাৎ পারস্যদের) দেশ ও তাহাদের ধনসম্পদ তোমাদিগকে দান করেন এবং তাহাদের মেয়েদিগকে তোমাদের স্ত্রী ও দাসী বানাইয়া দেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ ও পবিত্রতা বর্ণনা করিতে প্রস্তুত আছ? নো'মান ইবনে শারীক বলিল, হে কোরাইশী ভাই, আল্লাহর পানাহ! আপনার জন্য ইহাও কি সম্ভবপর হইবে! অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا - وَ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا - (احزاب ٤٥-٤٦)

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশালীরূপে প্রেরণ করিয়াছি যে, আপনি সাক্ষী হইবেন ; আর আপনি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর দিকে আহবানকারী তাঁহারই আদেশে এবং একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হে আলী, জাহিলিয়াতের যুগেও আরবদের কি আখলাক! কতইনা উচ্চ আখলাকের অধিকারী তাহারা! এই উচ্চ আখলাকের দরুনই তাহারা দুনিয়ার যিন্দিগীতে একে অপরের (জান–মাল, আব্রু–ইয্যতের) হেফাযত করিয়া থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা আওস ও খাযরাজের

মজলিসে উপস্থিত হইলাম। আমরা উক্ত মজলিস হইতে উঠিবার পূর্বেই তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে (ইসলামের উপর) বাইআত হইয়া গেল। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, তাঁহারা অতিশয় সত্যবাদী ও অত্যন্ত ধৈর্যশীল ছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আরবদের বংশপরিচয় সম্পর্কিত এরূপ (গভীর) জ্ঞানের দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবা (রাঃ)দের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা কর ; কারণ বনু রাবিয়াহ গোত্র আজ পারস্যদের উপর বিজয় লাভ করিয়াছে। তাহারা পারস্যদের বাদশাহ্গণকে কতল করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদের সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। আর এই বনু রাবিয়াহ আমার কারণেই সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বনু রাবিয়াহ যখন ফোরাত নদীর নিকটবর্তী 'কুরাকির' নামক স্থানে পারস্য সৈন্যদের মুখামুখী হইয়াছিল তখন তাঁহার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নামকে নিজেদের মধ্যে পরিচয় সংকেত হিসাবে সাব্যস্ত করিয়াছিল। এই কারণেই তাহারা পারস্যদের বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং যুদ্ধজয়ের পর তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়া'লা (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) আনসার (রাঃ)দের সম্মান ও তাহাদের ইসলামে অগ্রগামীতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন, যে ব্যক্তি আনসারদের মুহব্বাত করে না এবং তাঁহাদের হক বা অধিকারকে স্বীকার করে না সে মুমিন নহে। খোদার কসম, তাঁহারা আপন তলোওয়ার দ্বারা, বাকশক্তি দ্বারা ও জান কোরবান করিয়া এমনভাবে ইসলামের প্রতিপালন

করিয়াছেন, যেমন কেহ ঘোড়শাবকের প্রতিপালন করিয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন মৌসুমে আরব গোত্রসমূহের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিত না। মাজান্নাহ ও ওকাযের মেলায় এবং মিনায় আরব গোত্রসমূহের অবস্থানস্থলে তিনি প্রতি বৎসরই যাইতেন। দীর্ঘদিন যাবৎ বার বার নিজেকে এইরূপে তাহাদের নিকট পেশ করার দরুন কোন গোত্রের কেহ এমনও বলিয়াছিল যে, এখনও কি আমাদের ব্যাপারে আপনার হতাশ হইবার সময় আসে নাই?

অবশেষে আনসারদের এই গোত্রের সহিত আল্লাহ তায়ালা যাহা এরাদা করিবার করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলে তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন, সাহায্য করিলেন এবং সহানুভূতি দেখাইলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে উত্তম বদলা দান করুন। অতঃপর আমরা তাঁহাদের নিকট আগমন করিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিয়াছি। খোদার কসম, আমাদিগকে নিজ ঘরে লইয়া যাইবার ব্যাপারে তাঁহাদের মধ্যে এমন প্রতিযোগিতা হইত যে, অবশেষে লটারি করিতে হইত। তারপর তাঁহারা খুশীমনে আপন ধনসম্পদের উপর নিজেদের অপেক্ষা আমাদিগকে অধিক হক প্রদান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলাইহিম আজমাঈন এর খাতিরে আপন বুকের রক্ত ঝরাইলেন। (আবু নুআঈম)

হযরত উম্মে সা'দ বিনতে সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে বিভিন্ন গোত্রকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিতেন। প্রতিউত্তরে তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া হইত, গালি দেওয়া হইত। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আনসারদের এই গোত্রকে (ইসলামের সাহায্যকারী হিসাবে) সম্মানিত করিবার ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং (মিনায় অবস্থিত) আকাবার নিকট রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কয়েকজনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মাথা মুণ্ডন করিতেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মাজান, তাঁহারা কে কে ছিলেন? তিনি বলিলেন, ছয়জন কি সাতজন লোক ছিলেন। তন্মধ্যে বনু নাজ্জারের তিনজন—হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) এবং আফরার দুই ছেলে। বাকি কয়জনের নাম তিনি বলেন নাই।

হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের নিকট বসিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিলেন, কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দাওয়াতকে গ্রহণ করিলেন এবং পরবর্তী বৎসর আবার সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাই (বাইয়াতে) আকাবায়ে উলা অর্থাৎ প্রথম আকাবার বাইয়াত ছিল। তারপর দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত সংঘটিত হইল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত উম্মে সা'দ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় কতদিন অবস্থান করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, তুমি কি আবু সিরমাহ কায়েস ইবনে আবি আনাস (রাঃ)এর কবিতা শুন নাই? আমি বলিলাম, তাহার কবিতা আমার জানা নাই। তিনি আমাকে তাহার কবিতার এই অংশটুকু শুনাইলেন—

ثَوَى فِيْ قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً ۝ يُذَكِّرُ لَوْلَا قَى صَدِيْقًا مُوَاتِيًا

অর্থ ঃ তিনি দশ বৎসরের অধিক কোরাইশদের মধ্যে অবস্থান করিয়া নসীহত ও তবলীগ করিয়াছেন। তিনি আশা করিতেছিলেন, হয়ত কোন সাহায্যকারী বন্ধু পাওয়া যাইবে।

উক্ত কবিতার আরো কতিপয় চরণ সামনে নুসরতের অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আসিতেছে।

হযরত আকীল ইবনে আবিতালেব ও হযরত যুহরী (রাঃ) বলেন, মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অত্যাধিক

কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহার চাচা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)কে বলিলেন, চাচা, নিঃসন্দেহ আল্লাহ তায়ালা এমন কাওমের দ্বারা তাঁহার দ্বীনের সাহায্য করিবেন যাহারা আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদার খাতিরে কোরাইশদের এই বর্বারোচিত বিরোধিতাকে অতি তুচ্ছ মনে করিবে। অতএব আপনি আমাকে ওকাযের মেলায় লইয়া চলুন এবং সেখানে আরব গোত্রসমূহের অবস্থানগুলি আমাকে দেখাইয়া দিন। আমি তাহাদিগকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিব এবং এই আহবান জানাইব যে, তাহারা আমার হেফাযত করে ও আমাকে আশ্রয় দান করে, যাহাতে আমি আল্লাহর দেওয়া পয়গাম পৌঁছাইতে সক্ষম হই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ভাতিজা, ওকাযের মেলায় চলুন, আমিও আপনার সহিত যাইব এবং আপনাকে আরবগোত্রগুলির অবস্থান দেখাইয়া দিব। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম 'বনু সাকীফ' গোত্রের নিকট গেলেন। তারপর সেই বৎসর অন্যান্য গোত্রের নিকট যাইয়াও দাওয়াত দিলেন। পরবর্তী বৎসর যখন আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিবার আদেশ করিলেন তখন হজ্জের মৌসুমে আওস ও খাযরাজ গোত্রের আসআদ ইবনে যুরারাহ, আবু হাইসাম ইবনে তাইয়েহান, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাহ, সা'দ ইবনে রাবী', নো'মান ইবনে হারেসাহ ও ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ)—এই ছয়জনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মিনায় অবস্থানের দিনগুলির কোন এক রাত্রিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরায়ে আকাবার নিকট তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদের নিকট বসিলেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালাও তাঁহার এবাদতের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং যে দ্বীনের জন্য তিনি আপন নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন উহার সাহায্যের প্রতি আহবান জানাইলেন। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত ওহীর কিছু অংশ পাঠ করিয়া শুনাইবার অনুরোধ জানাইলেন। তিনি সূরা ইবরাহীমের এই আয়াত

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا –

হইতে সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিলেন। কোরআনের এই মধুর বাণী শুনিয়া তাহাদের অন্তর বিগলিত হইল এবং তাঁহারা বিনয়াবনত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা চলিতেছিল এমন সময় হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শুনিয়া চিনিতে পারিলেন। নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাতিজা, আপনার নিকট ইহারা কাহারা? তিনি বলিলেন, চাচা, ইহারা ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনাবাসী—আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোক। ইতিপূর্বে আরবের অন্যান্য গোত্রকে আমি যেরূপ দাওয়াত দিয়াছি। ইহাদেরকেও সেরূপ দাওয়াত দিয়াছি। তাহারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং আমার কথাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাহারা বলিতেছে যে, আমাকে তাহারা আপন দেশে লইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া হযরত আব্বাস (রাঃ) নিজ বাহন হইতে নামিয়া উহাকে বাঁধিলেন। তারপর তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'হে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়, ইনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সকল মানুষ অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়। তোমরা যদি তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া থাক, তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া থাক এবং তাঁহাকে তোমাদের সহিত বাহির করিয়া লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাক তবে আমি তোমাদের নিকট হইতে এরূপ অঙ্গীকার লইতে চাই যাহাতে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। তোমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে না এবং তাঁহাকে ধোঁকা দিবে না। কারণ ইহুদীগণ তোমাদের প্রতিবেশী। আর ইহুদীরা তাঁহার চরম শত্রু। তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত নহি।'

হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের ব্যাপারে হযরত আব্বাস (রাঃ)এর এরূপ অনাস্থা প্রকাশে হযরত আসআদ (রাঃ) অত্যন্ত মনক্ষুন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি

অনুমতি দিন, আমরা তাঁহার কথার জবাব দিব। আপনি রাগান্বিত হন অথবা অপছন্দ করেন এমন কোন কথা বলিব না। আমরা শুধু আপনার দাওয়াত গ্রহণে আমাদের সত্যনিষ্ঠতা এবং আপনার প্রতি আমাদের ঈমানের কথাই ব্যক্ত করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের প্রতি আমার কোন খারাপ ধারণা নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার জবাব দিতে পার। অতঃপর হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, প্রত্যেক দাওয়াতের পদ্ধতি রহিয়াছে, কোনটা সহজ, আবার কোনটা কঠিন। আপনি আজ যে দাওয়াত দিয়াছেন তাহা লোকদের জন্য যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি কঠিন। আপনি আমাদিগকে পুরাতন ধর্ম ছাড়িয়া আপনার অনুসরণ ও আপনার দ্বীন গ্রহণের দাওয়াত দিয়াছেন। আর ইহা অত্যন্ত দুরুহ কাজ। তথাপি আমরা আপনার দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছি। আপনি আমাদেরকে প্রতিবেশী বা নিকট ও দূরের সকল আত্মীয় স্বজনের সহিত (দ্বীনের ব্যাপারে) সম্পর্ক ছিন্ন করিবার দাওয়াত দিয়াছেন। অথচ ইহাও একটি কঠিন কাজ। এতদসত্ত্বেও আমরা আপনার দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের মজবুত দল রহিয়াছে। স্বদেশে আমরা সম্মান ও প্রতিপত্তি সহকারে বসবাস করিতেছি। সেখানে কেহ এমন আশা করিতে পারে না যে, কোন ভিনদেশী ব্যক্তি আমাদের সর্দার হইবে যাহাকে তাহার স্বগোত্রীয় লোকেরা নিঃসঙ্গ করিয়া দিয়াছে এবং তাহার চাচারা তাহাকে শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে। এমতাবস্থায় আপনি আমাদিগকে দাওয়াত দিয়াছেন যেন আমরা আপনাকে (আমাদের সর্দার রূপে) গ্রহণ করি। ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছি। এই সকল কাজ একমাত্র সেই পছন্দ করিতে পারে যাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা হেদায়াতের ফয়সালা করিয়াছেন এবং যে এই সকল কাজের পিছনে ভাল পরিণতি কামনা করিয়াছে। অন্যথায় সকল মানুষের নিকটই এই সকল কাজ অপছন্দনীয়। আপনার আনীত সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান

রাখিয়া এবং আমাদের অন্তরে যে মা'রেফাত গাঁথিয়া গিয়াছে উহাকে সত্য স্বীকার করিয়া আমরা আমাদের যবান দ্বারা এই সকল কাজের দায়িত্ব স্বীকার করিতেছি এবং অন্তর দ্বারা উহা গ্রহণ করিতেছি। আমরা উহার জন্য আমাদের সর্বশক্তি ব্যয় করিব। আমরা আপনার নিকট ইহার উপর বাইআত হইব। আমাদের ও আপনার রব্বের নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হইব। আমাদের হাতের উপর আল্লাহর (সাহায্যের) হাত থাকিবে। আপনার রক্তের হেফাজত করিতে আমাদের রক্ত বহাইয়া দিব এবং আপনার জান রক্ষায় আমাদের জান কোরবান করিব। যে সকল বিষয় হইতে আমরা নিজেদের ও আপন স্ত্রী–পুত্রদের রক্ষা করিয়া থাকি সে সকল বিষয় হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। আমরা যদি এই অঙ্গীকারকে পালন করি তবে তাহা আল্লাহর জন্যই পালন করিব। আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা বা গাদ্দারী করি তবে তাহা আল্লাহর সহিত গাদ্দারী করার শামিল হইবে এবং আমরা বদবখত সাব্যস্ত হইব। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের এই নিবেদন সর্বাংশে সত্য, আমরা (এই অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে) আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করি।

অতঃপর হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আর আপনি! যিনি আমাদের ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝখানে নিজের কথা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহার দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য কি তাহা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। আপনি বলিয়াছেন, তিনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, আপনার নিকট সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয় তবে আমরাও তাঁহার খাতিরে নিকট ও দূরের সকল সম্পর্ক ও আত্মীয়তা ছিন্ন করিয়াছি। তিনি আল্লাহর রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে নিজের পক্ষ হইতে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি মিথ্যাবাদী নহেন। তিনি যাহা কিছু আনিয়াছেন উহার সহিত মানুষের কথার কোন মিল নাই। আর আপনি বলিয়াছেন, আমাদের নিকট হইতে মজবুত অঙ্গীকার গ্রহণ ব্যতীত আপনি তাঁহার

ব্যাপারে আমাদের উপর আস্থা রাখিতে পারিতেছেন না। ইহা আপনার একটি ন্যায্য দাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে কেহ আমাদের নিকট এরূপ দাবী করিবে আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিব না। আপনি যাহা ইচ্ছা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। (আমরা প্রস্তুত আছি।) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিজের জন্য যাহা ইচ্ছা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন এবং আপনার রব্বের পক্ষ হইতে যে কোন শর্ত আরোপ করিতে চাহেন করুন। এইভাবে বাইহাকী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (আবু নুআঈম)

নুসরতের উপর বাইআতের বর্ণনায় এবং নুসরতের অধ্যায়ে বাইআতের অপরাপর হাদীসের বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক বাজারে দাওয়াত প্রদান

যুল্‌মাজায বাজারে দাওয়াত প্রদান

বনী দীল গোত্রের হযরত রাবীআহ ইবনে এবাদ (রাঃ), যিনি জাহিলিয়াতের যুগ পাইয়াছিলেন এবং পরে মুসলমান হইয়াছেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাহিলিয়াতের যুগে যুলমাজাযের বাজারে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল, তোমরা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় সফলকাম হইবে। আর তাঁহার চারিপার্শ্বে বহু লোক সমবেত হইয়াছিল। তাঁহার পিছনে উজ্জ্বল চেহারা ও টেরা চক্ষুবিশিষ্ট মাথায় দুই ঝুঁটিধারী এক ব্যক্তি বলিতেছিল, এই ব্যক্তি বেদ্বীন, মিথ্যাবাদী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিকে যাইতেছিলেন লোকটিও সেদিকে এইসব বলিতে বলিতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল। আমি লোকটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে লোকেরা বলিল, এই ব্যক্তি তাঁহার চাচা, আবু লাহাব। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহিতেন, কিন্তু সে পিছনে লাগিয়া থাকিত।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার চারিপার্শ্বে প্রচণ্ড ভীড়ের দরুন লোকজন তাঁহার গায়ের উপর পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। কেহ কোন কথা বলিতে ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনবরত দাওয়াত দিতেছিলেন।

হযরত তারেক ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি যুলমাজাযের বাজারে ছিলাম। এমন সময় লালবর্ণের ডোরাদার একজোড়া চাদর পরিহিত এক যুবককে দেখিলাম, এই বলিতে বলিতে যাইতেছে—হে লোকসকল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়, তোমরা সফলকাম হইবে। আর এক ব্যক্তি যে তাঁহার পায়ের গোড়ালী সহ হাঁটুর নিম্নাংশকে রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাঁহার পিছনে এই বলিতেছিল—'হে লোকসকল, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, তোমরা তাহার কথা মানিও না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যুবক কে? একজন বলিল, প্রথমোক্ত ব্যক্তি একজন হাশেমী যুবক, যিনি নিজেকে আল্লাহর রাসুল বলিয়া দাবী করিতেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার চাচা—আবদুল ওয্যা (অর্থাৎ আবু লাহাব)।

(হাইছামী)

বনু মালেক ইবনে কেনানাহ এর এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুলমাজাযের বাজারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে শুনিয়াছি যে, হে লোকসকল, তোমরা লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় সফলকাম হইবে। উক্ত ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, আবু জেহেল তাঁহার উপর মাটি নিক্ষেপ করিতেছিল, আর বলিতেছিল, 'সাবধান, এই ব্যক্তি যেন তোমাদিগকে তোমাদের ধর্ম হইতে গোমরাহ করিয়া না দেয়। সে চাহিতেছে, তোমরা যেন তোমাদের মা'বুদগুলিকে পরিত্যাগ কর এবং লাত ও ওযযার উপাসনা ছাড়িয়া দাও।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করিতেছিলেন না।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের হুলিয়া মুবারক ও সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা করুন। তিনি বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালবর্ণের ডোরাদার দুইটি চাদর পরিহিত ছিলেন। তাঁহার উচ্চতা মাঝারি ধরনের, শরীর মাংসল, চেহারা সুন্দর, মাথার চুল অত্যাধিক কাল ছিল। তিনি অত্যন্ত গৌরবর্ণের ফর্সা ছিলেন। তাঁহার চুল ছিল পরিপূর্ণ ও ঘন।

ওকাযের বাজারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত প্রদানের ঘটনা আরবগোত্রসমূহকে দাওয়াত প্রদানের বর্ণনার পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

নিকটাত্মীয়দেরকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ফাতেমা ও সফিয়্যাহ (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

অর্থ ঃ এবং আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ, হে সফিয়্যাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণ, আল্লাহর নিকট হইতে তোমাদিগকে কিছু লইয়া দিবার আমার কোন ক্ষমতা নাই। তবে হাঁ, আমার মালামাল হইতে তোমরা যাহা ইচ্ছা চাহিতে পার। (মুসলিম)

দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ –

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারস্থ লোকদেরকে ডাকিলেন। তাহারা ত্রিশজন একত্রিত হইল এবং খাওয়া

দাওয়া করিল। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার ঋণ পরিশোধ এবং অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? যে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সে আমার সহিত বেহেশতে থাকিবে এবং সে আমার পরিবারের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত হইবে। একজন বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো দরিয়াদিল মানুষ, আপনার এই সকল দায়িত্বের ভার কে বহন করিতে পারিবে! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার পেশ করিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাগুলি আপন পরিবারস্থ লোকদের সম্মুখে পেশ করিলে আমি বলিলাম, আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিব।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আবদুল মুত্তালিবের সন্তানগণকে সমবেত করিলেন অথবা বলিয়াছেন—ডাকিলেন। তাহারা এমন লোক ছিল যে, তাহাদের একেকজন একটি গোটা বকরী হজম করিতে ও তিন সা' অর্থাৎ সাড়ে দশ সের পরিমাণ পানীয় পান করিতে পারিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সকলের জন্য এক মুদ অর্থাৎ চৌদ্দ ছটাক পরিমাণ খানা তৈয়ার করিলেন। (এই সামান্য খানাই) তাহারা পেট ভরিয়া খাইল, কিন্তু তারপরও খানা যেমন ছিল তেমনই অবশিষ্ট রহিয়া গেল, যেন কেহ উহা স্পর্শও করে নাই। অতঃপর তিনি একটি ছোট পেয়ালায় পানীয় আনিলেন। তাহারা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিবার পরও যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল, যেন কেহ উহা স্পর্শ করে নাই বা উহা হইতে পান করে নাই। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বনি আবদুল মুত্তালিব, আমি তোমাদের নিকট বিশেষভাবে এবং সকল মানুষের নিকট সাধারণভাবে প্রেরিত হইয়াছি। তোমরা (আমার কথার সত্যতার) এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছ। (অর্থাৎ সামান্য খানা তোমরা

পরিতৃপ্ত হইয়া খাইয়াছ, তথাপি উহাতে কোনরূপ কম হয় নাই।) অতএব তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার ভাই ও সঙ্গী হইবার জন্য আমার হাতে বাইআত হইবে? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কেহই দাঁড়াইল না। আমি যদিও সকলের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ ছিলাম তবুও আমি দাঁড়াইলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বস। অতঃপর তিনি তিনবার একই কথা বলিলেন। প্রতিবারই আমি উঠিয়া দাঁড়াইতাম আর তিনি বলিতেন বস। অবশেষে তৃতীয়বারে তিনি নিজের হাত মুবারক আমার হাতের উপর রাখিলেন (অর্থাৎ আমার বাইআত গ্রহণ করিলেন)।

(তফসীরে ইবনে কাসীর)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ -

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আলী, বকরীর একটি পা রান্না কর এবং সাড়ে তিনসের পরিমাণ রুটি পাকাইয়া লও। আর হাশেমীগণকে আমার নিকট একত্রিত কর। সে সময় হাশেমীগণ সংখ্যায় চল্লিশ অথবা উনচল্লিশজন ছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খানা আনাইয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিলেন। তাহারা উক্ত খানা পেট ভরিয়া খাইল। অথচ তাহাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যে, গোটা একটি বকরী উহার ঝোলসহ একাই খাইয়া ফেলিতে পারে। তারপর তিনি তাহাদিগকে ছোট এক পেয়ালা দুধ দিলেন। তাহারা সকলেই উহা পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল। তখন উপস্থিত কেহ একজন বলিল, আজকের ন্যায় এমন যাদু কখনও দেখি নাই। লোকদের ধারণা এই কথা আবু লাহাবই বলিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পরদিন আবার হযরত আলী (রাঃ)কে) বলিলেন, হে আলী, (আজ আবার) বকরীর একটি পা ও সাড়ে তিনসের পরিমাণ রুটি পাকাইয়া লও। আর বড় এক পেয়ালা দুধের

ব্যবস্থা কর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি সব ব্যবস্থা করিলাম। তিনি বলিলেন, হে আলী, বনু হাশেমকে আমার নিকট একত্রিত কর। আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিলাম। তাহারা সকলেই প্রথমদিনের ন্যায় পেট ভরিয়া খাইল এবং প্রথম বারের ন্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিল। এইবার ও প্রথম দিনের ন্যায় খানা অবশিষ্ট রহিয়া গেল। এইদিনও একজন বলিয়া উঠিল, আজকের ন্যায় যাদু কখনও দেখি নাই।

(তৃতীয় দিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে পুনরায় বলিলেন, হে আলী বকরীর একটি পা ও সাড়ে তিনসের পরিমাণ রুটি পাকাও এবং বড় এক পেয়ালা দুধের ব্যবস্থা কর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি সব ব্যবস্থা করিলাম। তিনি বলিলেন, বনু হাশেমকে আমার নিকট একত্রিত কর। আমি তাহাদিগকে একত্রিত করিলাম। তাহারা খাইল এবং পান করিল। তারপর তাহারা কোন কথা বলিবার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি চুপ করিয়া রহিলাম এবং উপস্থিত সকলেই চুপ করিয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বার বলিলেন, আমি বলিলাম, আমি প্রস্তুত আছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, তুমিই, হে আলী! তুমিই, হে আলী! (অর্থাৎ তুমিই এই কাজের উপযুক্ত।) (বাযযার)

ইবনে আবি হাতেম হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আমার ঋণ পরিশোধের এবং আমার অবর্তমানে আমার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সকলেই চুপ রহিল এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) ও চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঋণ পরিশোধ করিতে যাইয়া তাহার সব মালই না শেষ হইয়া যায়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর বয়োজ্যেষ্ঠতার দরুন

নীরব ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় বারও একই কথার পুনরুক্তি করিলেন। এইবারও হযরত আব্বাস (রাঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। আমি এই অবস্থা দেখিয়া বলিলাম, আমি (এই দায়িত্ব গ্রহণ করিব), ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত আলী (রাঃ) বলেন, অথচ আমার অবস্থা তখন সবার অপেক্ষা খারাপ ছিল। চক্ষুদ্বয় রোগাক্রান্ত হওয়ার দরুন অস্পষ্ট দেখিতাম। পেট বড় ও পাদ্বয় সরু হইয়া গিয়াছিল।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

পূর্বে জনসমাবেশে দাওয়াত প্রদানের বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে উপরোক্ত হাদীস ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সফরে দাওয়াত প্রদান

হিজরতের সফরে দাওয়াত প্রদান

হযরত সা'দ (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরতের সময় রাকুবাহ গিরিপথ দিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার ছেলে বলেন, আমার পিতা হযরত সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ আমাদের নিকট আসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একটি দুগ্ধপোষ্য মেয়ে আমাদের এখানে প্রতিপালিত হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষিপ্ত পথে মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করিতেছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, রাকুবাহ গিরিপথ দিয়া যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে উহা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী রাস্তা। তবে এই পথে মুহানান নামে আসলাম গোত্রীয় দুইজন ডাকাত রহিয়াছে। আপনি যদি বলেন, তবে তাহাদের এই রাস্তায় যাইতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই রাস্তায়ই আমাদিগকে লইয়া চল। হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমরা উক্ত রাস্তায় রওয়ানা হইয়া যখন ডাকাতদ্বয়ের নিকটবর্তী হইলাম তখন তাহাদের একজন অপরজনকে বলিতে লাগিল, এই যে ইয়ামানী আসিয়া গিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে ডাকিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন। তাহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিল। তারপর তিনি তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা মুহানান (অর্থাৎ দুইজন ঘৃণ্য ব্যক্তি)। তিনি বলিলেন, বরং তোমরা মুকরামান (অর্থাৎ দুইজন সম্মানিত ব্যক্তি)। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে মদীনায় তাঁহার নিকট আসিবার জন্য বলিলেন। (আহমদ)

সফরে এক বেদুঈনকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক সফরে ছিলাম। সামনের দিক হইতে এক আরব বেদুঈন আসিল। সে নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছ? সে উত্তর দিল, বাড়ী যাইতেছি। তিনি বলিলেন, একটি ভাল কথা শুনিবে কি? সে বলিল, কি সেই কথা? তিনি বলিলেন, সাক্ষ্য দিবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল।' সে বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন ইহার কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি বলিলেন, সামনের এই গাছটি সাক্ষী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছটিকে ডাকিলেন। উহা ময়দানের একপ্রান্তে ছিল। তাঁহার আহবানে গাছটি মাটি চিরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি উহার নিকট তিনবার সাক্ষ্য চাহিলে সে তিনবার সাক্ষ্য দিল যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন উহা সঠিক। অতঃপর পুনরায় গাছটি নিজের জায়গায় ফিরিয়া গেল। বেদুঈন নিজের কাওমের নিকট ফিরিয়া গেল এবং যাইবার সময় বলিয়া গেল যে, যদি আমার কাওম আমার কথা মানিয়া লয় তবে তাহাদিগকে লইয়া আপনার নিকট আসিব। আর না হয় আমি একাই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিব এবং আপনার সহিত থাকিব। (বিদায়াহ)

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণকে হিজরতের সফরে দাওয়াত প্রদান

হযরত আসেম আসলামী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের সময় গামীম নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি ও তাহার সহিত প্রায় আশি পরিবার সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এশার নামায আদায় করিলে তাহারাও তাঁহার পিছনে নামায আদায় করিলেন। (ইবনে সা'দ)

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পায়দল চলা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পায়দল তায়েফ গমন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, আবু তালেবের ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়ে হাঁটিয়া তায়েফ গেলেন। তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিল না। তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। পথে একটি গাছের ছায়ায় দুই রাকাত নামায আদায় করিয়া এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَشْكُوْا اِلَيْكَ ضُعْفَ قُوَّتِىْ وَ هَوَا نِىْ عَلَى النَّاسِ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اِلَى مَنْ تَكِلُنِىْ اِلَى عَدُوٍّيَتَجَهَّمُنِىْ اَمْ اِلَى قَرِيْبٍ مَلَّكْتَهُ اَمْرِىْ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَىَّ فَلَا اُبَالِى غَيْرَ اَنْ عَافِيَتَكَ اَوْسَعُ لِىْ اَعُوْذُبِوَجْهِكَ الَّذِى اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَ صَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَنْ يَنْزِلَ بِىْ غَضَبُكَ اَوْيَحِلَّ بِىْ سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبٰى

حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ –

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আপনার নিকট অভিযোগ করিতেছি, আমার দুর্বলতা ও মানুষের মাঝে আমার লাঞ্ছনা ও অবমাননার ব্যাপারে। ইয়া আরহামার রাহেমীন। আপনিই আরহামুর রাহেমীন, আমাকে কাহাদের হাতে ন্যাস্ত করিতেছেন? এমন কোন শত্রুর হাতে যে আমাকে দেখিয়া রুক্ষভাব প্রকাশ করে, মুখ বিকৃত করে, না এমন কোন আত্মীয়ের হাতে ন্যাস্ত করিতেছেন যাহাকে আমার উপর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন! আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন তবে আমি কাহারো পরওয়া করি না। আপনার হেফাযতই আমার জন্য যথেষ্ট। আপনার চেহারার যেই নূরে সকল অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে এবং যাহার দ্বারা দুনিয়া আখেরাতের সকল কাজ সম্পাদিত হয় সেই চেহারার তোফায়েলে পানাহ চাহিতেছি, যেন আপনি আমার প্রতি গোস্বা না হন, আপনি আমার উপর নারায না হন। আপনি রাযী না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে রাযী করা জরুরী। আল্লাহ ব্যতীত কেহই নেক কাজের শক্তি দান করিতে পারে না।

দাওয়াতের পথে কষ্ট সহ্য করার বর্ণনায় ইমাম যুহরী (রহঃ) হইতে উক্ত হাদীসের আরো বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসিতেছে।

যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত না দিয়া কোন কাওমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই। (নাসবুর রায়াহ)

যুদ্ধের পূর্বে দাওয়াত প্রদানের আদেশ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আয়েয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন লশকর বা জামাত পাঠাইবার পূর্বে তাহাদিগকে এই নসীহত করিতেন, মানুষের অন্তর জয় করিবে অর্থাৎ

তাহাদের সহিত ভালবাসা সৃষ্টি করিবে। দাওয়াত না দিয়া তাহাদের উপর হামলা করিবে না। যমীনের বুকে কাঁচা–পাকা যত ঘর (অর্থাৎ যত শহর ও গ্রাম) রহিয়াছে উহার অধিবাসীদের পুরুষদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের স্ত্রী–পুত্রগণকে (বন্দী) করিয়া লইয়া আস ইহা অপেক্ষা তাহাদের সকলকে মুসলমান বানাইয়া লইয়া আস ইহা আমার নিকট অধিক প্রিয়। (কান্‌য)

আমীরের উপর দাওয়াত দিবার নির্দেশ

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহাকেও কোন জামাত বা লশকরের আমীর নিযুক্ত করিতেন তখন তাহাকে বিশেষভাবে নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করিবার এবং তাহার সঙ্গী মুসলমানদের সহিত সদ্ব্যবহারের আদেশ করিতেন এবং বলিতেন, তুমি যখন তোমার শত্রু—মুশরিকদের সম্মুখীন হইবে তখন তাহাদিগকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার আহবান জানাইবে। তাহারা উহার যে কোন একটিকে গ্রহণ করিয়া লইলে তোমরা তাহা মানিয়া যাইবে এবং তাহাদের উপর হামলা করা হইতে বিরত থাকিবে। তাহাদিগকে (প্রথম) ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া লয় তবে তোমরা তাহা মানিয়া লইবে এবং তাহাদের উপর হামলা হইতে বিরত থাকিবে। তারপর তাহাদিগকে নিজেদের এলাকা ছাড়িয়া মুহাজিরীনদের এলাকায় (অর্থাৎ মদীনায়) চলিয়া যাইবার দাওয়াত দিবে। আর তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, যদি তাহারা এরূপ করে তবে মুহাজিরগণ যে সুবিধা ভোগ করিবে তাহারাও সেরূপ সুবিধা ভোগ করিবে এবং মুহাজিরদের উপর যে দায়িত্বভার ন্যাস্ত হইবে তাহাদের উপরও সেরূপ ন্যাস্ত হইবে। আর যদি তাহারা এরূপ (হিজরত) করিতে অস্বীকার করে এবং নিজেদের এলাকায় অবস্থান করাকে পছন্দ করে তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, তাহারা গ্রামাঞ্চলের অপরাপর মুসলমানদের মতই গণ্য হইবে। গ্রাম্য সাধারণ

মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তায়ালার যে হুকুম হইবে তাহাদের জন্যও তাহাই হইবে এবং ফাই (অর্থাৎ কাফেরদের যে মালসম্পদ বিনা যুদ্ধে অর্জন হয়) ও গনীমত হইতে তাহারা কোন অংশ পাইবে না। অবশ্য তাহারা যদি মুসলমানদের সহিত জেহাদে শরীক হয় তবে উহার অংশ লাভ করিবে। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদিগকে জিযিয়া বা কর প্রদানের প্রতি আহবান জানাইবে। যদি তাহারা জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হয় তবে তাহাদের এই স্বীকারোক্তিকে গ্রহণ করিয়া লইবে এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। আর যদি তাহারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে তবে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইবে।

আর যখন তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করিবে তখন যদি দুর্গের অধিবাসীরা আল্লাহর ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তাব দেয় তবে তুমি তাহাদের এই প্রস্তাবে রাজী হইও না। কারণ তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কি ফয়সালা হইবে তাহা তোমাদের জানা নাই। হাঁ, তাহাদিগকে তোমাদের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পণ করিতে বলিবে। অতঃপর তাহাদের ব্যাপারে তোমরা যাহা ইচ্ছা হয় ফয়সালা করিবে।

(মুসলিম, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী)

হযরত আলী (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে এক কাওমের সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন। পরে তাহার নিকট একজন দূত পাঠাইলেন। দূতকে নসীহত করিয়া দিলেন যে, তাহাকে অর্থাৎ হযরত আলীকে পিছন দিক হইতে আওয়াজ দিবে না, (বরং নিকটে যাইয়া) তাহাকে বলিবে, দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে যেন তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ না করে।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এক যুদ্ধে

পাঠাইলেন। তারপর এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি তাহার সহিত যাইয়া মিলিত হও। তাহাকে পিছন দিক হইতে ডাকিবে না, বরং নিকটে যাইয়া বলিবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে আদেশ করিতেছেন। আর তাহাকে ইহাও বলিও যে, 'কাওমকে দাওয়াত প্রদানের পূর্বে যেন যুদ্ধ আরম্ভ না করে।'

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন, কোন কাওমকে দাওয়াত দিবার পূর্বে তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে না।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে পূর্বে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিন হযরত আলী (রাঃ)কে বলিয়াছিলেন, শান্তভাবে অগ্রসর হও। যুদ্ধের ময়দানে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া প্রথম তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে যে সকল হক তাহাদের উপর ওয়াজিব হইয়াছে সে সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিবে। খোদার কসম, তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ তায়ালা একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন তবে ইহা তোমার জন্য লালবর্ণের উষ্ট্রপাল পাওয়া অপেক্ষা উত্তম হইবে।

হযরত ফারওয়া (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

হযরত ফারওয়া ইবনে মুসাইক গুতাইফী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি আমার কাওমের অনুগত লোকদেরকে লইয়া অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব না? তিনি বলিলেন, অবশ্যই করিবে। তারপর আমার মত পরিবর্তন হইয়া গেল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মনে হইতেছে যে, আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ না করি ; কারণ তাহারা সাবা কাওমের লোক।

তাহাদের প্রভাব ও শক্তি অনেক বেশী। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সেনানায়ক বানাইয়া দিলেন এবং 'কাওমে সাবা' এর সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমার রওয়ানা হইবার পর আল্লাহ তায়ালা কাওমে সাবা সম্পর্কে কোরআনের আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গুতাইফির কি হইল? এবং এক ব্যক্তিকে আমার ঘরে পাঠাইলেন। উক্ত ব্যক্তি আসিয়া দেখিল, আমি রওয়ানা হইয়া গিয়াছি। অতএব সে আমাকে (পথ হইতে) ফেরৎ ডাকিয়া আনিল। আমি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি বসিয়া আছেন এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে সাহাবীগণ রহিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিলেন, প্রথমতঃ কাওমের লোকদিগকে দাওয়াত দিবে। যাহারা দাওয়াত গ্রহণ করিবে তাহাদের এই (বাহ্যিক) গ্রহণ করাকে মানিয়া লইবে। আর যাহারা অস্বীকার করিবে তাহাদের ব্যাপারে আমার নিকট কোন সংবাদ পৌঁছা পর্যন্ত কোনরূপ তাড়াহুড়া করিবে না। উপস্থিত লোকদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'সাবা' কি কোন ভূখণ্ডের নাম, নাকি কোন মেয়েলোকের নাম? তিনি বলিলেন, কোন ভূখণ্ডেরও নাম নয় এবং কোন মেয়েলোকেরও নাম নয়, বরং আরবদের এক পূর্বপুরুষের নাম, যাহার দশটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ছয়জন ইয়ামানে এবং চারজন শাম অর্থাৎ সিরিয়ায় বসতিস্থাপন করিয়াছিল। যাহারা সিরিয়ায় বসতিস্থাপন করিয়াছিল তাহারা হইল—লাখ্ম, জুযাম, গাস্সান ও আমেলাহ। আর যাহারা ইয়ামানে বসতিস্থাপন করিয়াছিল তাহারা হইল—আয্দ, কিন্দাহ, হিময়ার, আশআরীগণ, আন্মার ও মাযহিজ। উক্ত ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আনমার কে? তিনি বলিলেন, খাসআম ও বাজীলাহ গোত্রদ্বয়ই হইল আনমারের বংশধর। (কানযুল উম্মাল)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ফারওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাওমের অনুগত লোকদেরকে লইয়া কাওমের অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করিব কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, তোমার কাওমের অনুগতদেরকে লইয়া অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। আমি যখন রওয়ানা হইলাম তখন পুনরায় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবার পূর্বে লড়াই আরম্ভ করিবে না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সাবা সম্পর্কে কি বলেন? ইহা কি কোন উপত্যকার নাম, না কোন পাহাড়ের নাম, না অন্য কোন কিছু? তিনি বলিলেন, না, বরং একজন আরবী পুরুষ যাহার দশটি পুত্রসন্তান ছিল। বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানের দিকে প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি যে কোন আরব গোত্রের সম্মুখীন হও, যদি তাহাদের মধ্যে আযানের ধ্বনি শুনিতে পাও তবে তাহাদিগকে কোনপ্রকার উত্যক্ত করিবে না। আর যদি আযানের ধ্বনি শুনিতে না পাও তবে তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। (তাবারানী)

দাওয়াত না দেওয়ার দরুন যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিদান

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, লাত ওয্যার পূজারী কতিপয় লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধবন্দী অবস্থায় উপস্থিত করা হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি তাহাদিগকে (যুদ্ধের পূর্বে) ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়াছিলে? সাহাবীগণ বলিলেন, না। তিনি বন্দীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি

তোমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়াছিল? তাহারা বলিল, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের রাস্তা ছাড়িয়া দাও যাহাতে তাহারা নিজ নিজ নিরাপদ স্থানে পৌছিয়া যায়। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত এই দুই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا - وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا -

অর্থ ঃ 'নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশালীরূপে প্রেরণ করিয়াছি যে, আপনি সাক্ষী হইবেন, আর (আপনি) সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর দিকে আহবানকারী তাহারই আদেশে এবং একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।'

وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى -

অর্থ ঃ 'এবং আমার নিকট এই কোরআন ওহীরূপে প্রেরিত হইয়াছে, যেন আমি এই কোরআন দ্বারা তোমাদিগকে এবং যাহাদের নিকট এই কোরআন পৌছিবে, সকলকে ভয় প্রদর্শন করি ; তোমরা সত্যই কি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহর সহিত অন্য আরও মা'বুদ রহিয়াছে? আপনি বলিয়া দিন, আমি ত সাক্ষ্য দিতেছি না, আপনি বলিয়া দিন, তিনিই ত একক মা'বুদ, আর নিশ্চয় আমি তোমাদের শরীক সাব্যস্ত করা হইতে পবিত্র।'

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাত ও ওয্যার পূজারীদের দিকে এক সেনাদল প্রেরণ করিলেন। উক্ত সেনাদল আরবের এক গোত্রের উপর হামলা করিয়া তাহাদের যুদ্ধোপযোগী লোকদিগকে সন্তান-সন্ততিসহ বন্দী করিয়া আনিল। বন্দীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

আরজ করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহারা দাওয়াত না দিয়াই আমাদের উপর আক্রমণ করিয়াছে। তিনি সেনাদলকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উহার সত্যতা স্বীকার করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদিগকে তাহাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দাও এবং তারপর তাহাদিগকে দাওয়াত দাও। (কান্‌য)

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য একেকজনকে প্রেরণ

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মদীনাবাসী আনসারীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহারা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন এবং তাঁহার দাওয়াতের প্রতি তাঁহাদের মন স্থির হইয়া গেল। অতএব তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিলেন এবং (সমগ্র দুনিয়ার মানুষের জন্য) কল্যাণের উসীলা হইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আগামী হজ্জের মৌসুমে সাক্ষাতের ওয়াদা করিয়া তাঁহারা আপন কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। (দেশে ফিরিয়া) তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, আপনার পক্ষ হইতে আমাদের নিকট এমন একজন লোক প্রেরণ করুন যিনি লোকদেরকে আল্লাহর কিতাবের প্রতি দাওয়াত দিবেন। কারণ আগত ব্যক্তির দাওয়াত লোকেরা সহজে গ্রহণ করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি আব্দে দার গোত্রের হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। তিনি বনি গান্‌ম গোত্রের হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর নিকট উঠিলেন। সেখানে তিনি লোকদিগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ও কোরআন পড়িয়া শুনাইতেন। তারপর তিনি হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর নিকট

থাকিয়া দাওয়াত দিতে লাগিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও লোকদেরকে তাহার হাতে হেদায়াত দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে আনসারদের প্রায় প্রতিটি ঘরেই কিছু না কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদের সর্দারগণ ও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ)ও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আর তাহাদের মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। অতঃপর হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে মুক্‌রী (অর্থাৎ শিক্ষক) নামে ডাকা হইত। (আবু নুআঈম)

তাবারানী গ্রন্থে হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত উক্ত হাদীস আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আনসারদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত পেশ করিবার ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন। সামনে 'আনসারদের ইসলামের সূচনা' এর বর্ণনায় বিস্তারিত হাদীস আসিতেছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর উপস্থিত আনসারীগণ তাহাদের কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাহাদিগকে গোপনে দাওয়াত দিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যে দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, উহা সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন। তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। ইহাতে আনসারদের প্রায় প্রতিটি ঘরেই কিছু না কিছু লোক অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আপনার পক্ষ হইতে আমাদের নিকট এমন একজন লোক প্রেরণ করুন যিনি লোকদেরকে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে দাওয়াত দিবেন। কারণ এইরূপ আগত ব্যক্তির দাওয়াত লোকেরা সহজে গ্রহণ করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু আব্দে দার গোত্রের হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি বনু গান্‌ম গোত্রের হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)

নিকট যাইয়া উঠিলেন এবং লোকদেরকে দাওয়াত দিতে লাগিলেন। ইসলামের প্রসার হইতে লাগিল এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর এই দাওয়াতের কাজ তখনও তাহারা গোপনেই করিতেছিলেন।

অতঃপর উক্ত হাদীসে হযরত মুসআব (রাঃ) কর্তৃক হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান এবং তাঁহার ও বনু আবদুল আশহাল গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত মুসআব (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদানের হাদীসে উহার বর্ণনা আসিতেছে।

পরিশেষে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তারপর বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বলিল এবং এই ব্যাপারে তাহারা হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর উপরও কড়াকড়ি করিল। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তখন স্থান পরিবর্তন করিয়া হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর ঘরে আসিয়া উঠিলেন এবং দাওয়াতের কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা বহুলোককে তাঁহার হাতে হেদায়াত দান করিলেন এবং আনসারদের প্রায় প্রতিটি ঘরেই অবশ্যই কিছু না কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) ও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। মদীনাতে মুসলমানগণ সর্বাপেক্ষা সম্মানিত বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন এবং তাহাদের অবস্থাও ভাল হইয়া গেল। অতঃপর হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তিনি 'মুক্‌রী' নামে খ্যাত হইলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তাঁহারা হযরত মুআয ইবনে আফরা ও হযরত ইবনে রাফে' মালেক (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এই পয়গাম দিয়া পাঠাইলেন যে, আপনার পক্ষ হইতে আমাদের নিকট এমন একজনকে প্রেরণ করুন

যিনি লোকদিগকে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে দাওয়াত দিবেন। কারণ এইরূপ ব্যক্তির দাওয়াত লোকেরা অবশ্যই গ্রহণ করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)কে বাহেলাহ কাওমের নিকট প্রেরণ

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাওমের লোকজনকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত প্রদান এবং তাহাদের সম্মুখে শরীয়তের বিধান ইত্যাদি পেশ করিবার জন্য আমাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি তাহাদের নিকট এমন সময় পৌঁছিলাম যখন তাহারা নিজেদের উটগুলিকে পানিপান করাইয়া উহার দুধ দোহন করিয়া পান করিয়া লইয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখামাত্র বলিয়া উঠিল, সুদাই ইবনে আজলানকে মারহাবা! (সুদাই হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর আসল নাম।) তাহারা বলিল, আমাদের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ। আমি বলিলাম, না, বরং আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট ইসলাম ও উহার বিধানসমূহ পেশ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে এই কথাবার্তা চলিতেছিল এমন সময় তাহারা বড় এক পেয়ালায় খাবার সাজাইয়া আনিল এবং মাঝখানে রাখিয়া তাহারা উহার চারিদিকে গোল হইয়া বসিল। অতঃপর খাইতে আরম্ভ করিল এবং আমাকে বলিল, হে সুদাই, তুমিও আস। আমি বলিলাম, তোমাদের নাশ হউক! আমি তোমাদের নিকট এমন এক মহান ব্যক্তির পক্ষ হইতে আসিয়াছি যিনি আল্লাহর

নাযিল করা হুকুম অনুসারে এই জবাইবিহীন পশু তোমাদের উপর হারাম করিয়াছেন। অবশ্য জবাই করিলে তাহা হালাল। তাহারা বলিল, তিনি এই বিষয়ে কি বলিয়াছেন? আমি বলিলাম, এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ..... وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ .

অর্থ ঃ তোমাদের প্রতি হারাম করা হইয়াছে মৃতজীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে সকল জন্তু গায়রুল্লাহর নামে উৎসর্গিত হইয়াছে এবং যে জন্তু শ্বাসরোধ করার দরুন মরিয়াছে এবং যাহা আঘাতের কারণে মরিয়াছে এবং যাহা উচ্চস্থান হইতে পড়িয়া মরিয়াছে এবং যাহা শিংএর আঘাতের দরুন মরিয়াছে এবং যাহাকে কোন হিংস্রজন্তু খাইয়াছে, কিন্তু যাহাকে তোমরা যবেহ করিয়া লইয়াছ (তাহা হারাম নহে)। আর যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হইয়াছে (তাহাও হারাম) এবং ইহা (–ও হারাম) যে, (গোশত ইত্যাদি) বন্টন কর লটারীর তীরের মাধ্যমে।

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, আমি তাহাদিগকে বারবার দাওয়াত দিতেছিলাম, আর তাহারা অস্বীকার করিতেছিল। আমি বলিলাম, 'তোমাদের নাশ হউক', আমি খুবই পিপাসিত আমাকে একটু পানি দাও। তাহারা বলিল, না, আমরা তোমাকে পানি দিব না। তুমি এইভাবে পিপাসায় কাতর হইয়া মরিবে। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, আমার মাথায় পাগড়ি ছিল। আমি উহাকে ভালরূপে মাথায় পেঁচাইয়া লইলাম এবং কঠিন গরমের মধ্যে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়া পড়িলাম। ঘুমের ভিতর স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমার নিকট একটি কাঁচের পাত্র লইয়া আসিল। পাত্রটি এমনই সুন্দর ছিল যে, এরূপ সুন্দর পাত্র কেহ কোনদিন দেখে নাই। উহাতে এমন সুস্বাদু পানীয় ছিল যে, উহার ন্যায় সুস্বাদু পানীয় কেহ কোনদিন দেখে নাই। উক্ত ব্যক্তি সেইপাত্র

আমাকে দিল এবং আমি উহা পান করিলাম। পানি পান শেষ করিতেই আমি জাগিয়া গেলাম। খোদার কসম, সেই পানি পান করিবার পর আর কখনও আমি পিপাসিত হই নাই এবং পিপাসা কেমন হইয়া থাকে, তাহাও বলিতে পারি না।

অপর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কাওমের লোকদের বলিল, কাওমের এক সর্দার তোমাদের নিকট আসিল, আর তোমরা তাহার কোন সমাদর করিলে না! ইহা শুনিয়া তাহারা আমার নিকট এক পেয়ালা দুধ আনিল। আমি বলিলাম, আমার ইহার কোন প্রয়োজন নাই এবং আমি তাহাদিগকে আমার (স্বপ্নের ঘটনা শুনাইলাম এবং নিজের) ভরা পেট উন্মুক্ত করিয়া দেখাইলাম। (ইহা দেখিয়া) তাহারা সকলেই মুসলমান হইয়া গেল।

এক ব্যক্তিকে বনু সা'দ গোত্রের নিকট প্রেরণ

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি একবার হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করিতেছিলাম, এমন সময় বনু লাইস গোত্রীয় এক ব্যক্তি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ দিব? আমি বলিলাম, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, তোমার (সেই দিনের কথা) মনে পড়ে কি? যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার কাওমের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আমি তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করিতেছিলাম, তাহাদিগকে উহার প্রতি দাওয়াত দিতেছিলাম। তখন তুমি বলিয়াছিলে যে, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদিগকে ভালকাজের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন এবং ভালকাজের আদেশ করিতেছেন ; আর তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ভাল কাজের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার এই উক্তি জানিতে পারিয়া (তোমার সম্পর্কে) এই দোয়া করিয়াছিলেন, 'আয়া আল্লাহ, আহনাফকে

মাফ করিয়া দিন।'

পরবর্তীকালে হযরত আহনাফ (রাঃ) বলিতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়াই আমার নিকট আমার সকল আমল অপেক্ষা অধিক আশার বস্তু। (এসাবাহ)

ইমাম আহমাদ ও তাবারানী এই রেওয়ায়াতের শেষাংশে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বনু লাইস গোত্রীয় ব্যক্তি বলিলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার কাওম বনু সা'দের নিকট তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেদিন তুমি বলিয়াছিলে যে, তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাল কথাই বলিয়াছেন, অথবা এইরূপ বলিয়াছিলে যে, আমি ত সুন্দর কথাই শুনিতে পাইতেছি। তারপর আমি ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তোমার এই কথা ব্যক্ত করিলে তিনি এই দোয়া দিয়াছিলেন, 'আয় আল্লাহ, আহনাফকে মাফ করিয়া দিন।'

পরবর্তীকালে হযরত আহনাফ (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দোয়া অপেক্ষা আমি আর কোন জিনিসের প্রতি অধিক আশাবাদী নহি।

এক ব্যক্তিকে বড় এক সর্দারের নিকট প্রেরণ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এক সাহাবীকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে জাহিলিয়াত যুগের বড় এক সর্দারের নিকট প্রেরণ করিলেন। (দাওয়াত শুনিয়া) উক্ত সর্দার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সেই রব্ব যাহার প্রতি আমাকে আহবান জানাইতেছ, তিনি কিসের তৈয়ারী? লোহা, তামা, রূপা না স্বর্ণের? সেই সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া লোকটির বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিলে তিনি তাহাকে দ্বিতীয়বার প্রেরণ করিলেন। সে আবারও পূর্বের

ন্যায় উক্তি করিল। সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া জানাইলে তিনি তাহাকে তৃতীয় বার প্রেরণ করিলেন। তৃতীয় বারেও সে একই কথা বলিল। সাহাবী আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলে তিনি বলিলেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা তোমার সেই সর্দারের উপর বজ্রপাত নাযিল করিয়াছেন যাহা তাহাকে জ্বালাইয়া দিয়াছে। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হইল—

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ -

অর্থ ঃ 'আর তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাহার উপর ইচ্ছা তাহা নিক্ষেপ করেন ; তথাপি তাহারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।'

আবু ইয়ালা ও বায্যার হইতেও অনুরূপ একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উক্ত রেওয়ায়াতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে আরবের ফেরআউনদের মধ্য হইতে এক ফেরআউনের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং সেই সাহাবী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এই ব্যক্তি ত ফেরআউন অপেক্ষা অধিক অবাধ্য। অতঃপর এই রেওয়ায়াতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত সাহাবী তৃতীয় বার তাহার নিকট যাইয়া পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তিনি তাহার সহিত কথা বলিতেছিলেন এমন সময় আল্লাহ তায়ালা তাহার মাথা বরাবর একখণ্ড মেঘ প্রেরণ করিলেন। সাহাবী বলেন, সেই মেঘ গর্জন করিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে এমন ভীষণ এক বজ্রপাত হইল যে, লোকটির মাথার খুলি উড়াইয়া লইয়া গেল।

এই বিষয়ে হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর হাদীস পূর্বে 'যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদানের' বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি

বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠাইলেন এবং বলিলেন, 'তুমি যে কোন আরব গোত্রের সম্মুখীন হও, যদি তাহাদের মধ্যে আযানের ধ্বনি শুনিতে পাও তবে তাহাদিগকে কোন প্রকার উত্যক্ত করিবে না। আর যদি আযানের ধ্বনি শুনিতে না পাও তবে তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে।' এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ)কে তাহার কাওমের নিকট প্রেরণের ঘটনা সামনে আসিতেছে।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে জামাত প্রেরণ

দুমাতুল জান্দালে জামাত প্রেরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি প্রস্তুত হও, আমি তোমাকে এক জামাতের সহিত পাঠাইব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এইরূপে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, অতঃপর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) রওয়ানা হইয়া তাঁহার সঙ্গীদের সহিত যাইয়া মিলিত হইলেন এবং চলিতে চলিতে দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি তাহাদিগকে তিন দিন পর্যন্ত ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তৃতীয় দিন সেখানকার সর্দার হযরত আসবাগ ইবনে আমর কালবী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন এবং সেখানকার সর্দার ছিলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) রাফে ইবনে মাকীস নামে জুহাইনা গোত্রীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে পরিস্থিতির খবর দিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে একটি পত্র লিখিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পত্রের জবাবে লিখিলেন যে, তুমি

আসবাগের মেয়েকে বিবাহ করিয়া লও। তিনি আসবাগের তুমাদির নামী মেয়েকে বিবাহ করিলেন। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান তাহারই গর্ভজাত সন্তান। (এসাবাহ)

বালী গোত্রের নিকট জামাত প্রেরণ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান তামীমী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে আরবের লোকদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। আস ইবনে ওয়ায়েলের মাতা অর্থাৎ হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর দাদী যেহেতু বালী গোত্রের ছিলেন, সেহেতু তাহাদিগকে আপন করিবার ও তাহাদের মন জয় করিবার উদ্দেশ্যে হযরত আমর (রাঃ)কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন।

হযরত আমর (রাঃ) জুযাম এলাকার সালাসিল নামক ঝর্ণার নিকট পৌঁছিলেন। এই ঝর্ণার নামেই এই জেহাদ গাযওয়ায়ে যাতুস্ সালাসিল নামে পরিচিতি লাভ করে। সেখানে পৌঁছিবার পর হযরত আমর (রাঃ) বিপদের আশঙ্কা করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরীন হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) প্রমুখ সহ হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে তাহার সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। পরবর্তী অংশ সহ এই হাদীস ইমারত বা আমীর হইবার বর্ণনায় আসিতেছে। (বিদায়াহ)

ইয়ামানে জামাত প্রেরণ

হযরত বারা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবার জন্য হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে ইয়ামানে প্রেরণ করিয়াছেন। হযরত বারা (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর উক্ত জামাতে আমিও

শামিল ছিলাম। আমরা সেখানে ছয়মাস যাবৎ অবস্থান করিলাম। হযরত খালেদ (রাঃ)কে ইয়ামানবাসীকে দীর্ঘদিন যাবৎ দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)কে এই নির্দেশ দিয়া প্রেরণ করিলেন যে, হযরত খালেদ (রাঃ) ফেরৎ পাঠাইয়া দিবে এবং তাহার জামাতের যে কেহ ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে সেও চলিয়া আসিবে। অবশ্য যে হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত থাকিতে ইচ্ছা করে সে তাহার সহিত থাকিয়া যাইবে।

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, যাহারা হযরত আলী (রাঃ)এর সহিত সেখানে রহিয়া গিয়াছিল তন্মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা ইয়ামানবাসীদের নিকটবর্তী হইলে তাহারাও বাহির হইয়া আসিল। হযরত আলী (রাঃ) অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে নামায পড়াইলেন। নামাযের পর তিনি আমাদিগকে এক কাতারে দাঁড় করাইলেন। তারপর তিনি সামনে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। (চিঠি শুনিয়া) হামদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হইয়া গেলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চিঠি লিখিলেন। তিনি চিঠি পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় পতিত হইলেন। তারপর মাথা উঠাইয়া বলিলেন, আসসালামু আলা হামদান! আসসালামু আলা হামদান! (অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক হামদান গোত্রের উপর।) (বিদায়াহ)

নাজরানে জামাত প্রেরণ

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে নাজরানের বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, 'যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে তিনবার

ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে তুমিও তাহা মানিয়া লইবে। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে।'

হযরত খালেদ (রাঃ) রওয়ানা হইয়া উক্ত এলাকাবাসীর নিকট পৌঁছিলেন এবং ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে চারিদিকে আরোহীদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা দাওয়াত দিতে লাগিলেন, হে লোকসকল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা লাভ করিবে। সুতরাং লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিল এবং তাহাদিগকে যে দাওয়াত দেওয়া হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ (রাঃ)কে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা যুদ্ধ না করিয়া যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে ইসলামী বিষয়াদি, আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাত শিক্ষা দিবে। সুতরাং তিনি নির্দেশানুযায়ী তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এই মর্মে চিঠি লিখিলেন—

হযরত খালেদ (রাঃ)এর চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহর নবী ও রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাঃ)এর প্রতি খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে,

আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহু, আমি আপনার নিকট আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আম্মাবাদ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক, আপনি আমাকে বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, আমি তাহাদের নিকট পৌঁছিবার পর তিন দিন যেন তাহাদের সহিত যুদ্ধ না করি এবং ইসলামের প্রতি তাহাদিগকে দাওয়াত প্রদান করি। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে যেন আমিও তাহা মানিয়া লই এবং

তাহাদিগকে ইসলামের হুকুম ইত্যাদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁহার নবীর সুন্নাত শিক্ষা দান করি। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধকরি। অতএব আমি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশানুযায়ী তাহাদিগকে তিন দিন ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিয়াছি এবং এই ব্যাপারে আমি তাহাদের মধ্যে চারিদিকে আরোহী প্রেরণ করিয়া এইরূপে দাওয়াত দিয়াছি যে, 'হে বনু হারেস, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করিবে।' সুতরাং তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, যুদ্ধ করে নাই। বর্তমানে আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছি এবং আল্লাহ তায়ালা যাহা আদেশ করিয়াছেন উহার প্রতি তাহাদিগকে আদেশ এবং যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা হইতে নিষেধ করিতেছি। আর তাহাদিগকে ইসলামের আহকাম ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দান করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম। ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওয়া রাহমাতুল্লাহী ওয়া বারাকাতুহু।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর চিঠি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে তাহার চিঠির উত্তর দিলেন—

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহর নবী ও রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে খালেদ ইবনে ওলীদের প্রতি।

সালামুন আলাইকা, আমি তোমার নিকট এক আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। আম্মাবাদ, বাহক মারফৎ তোমার চিঠি আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। তুমি জানাইয়াছ যে, বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রীয়গণ যুদ্ধের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা তোমার দেওয়া ইসলামের দাওয়াতকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সাক্ষ্য

দিয়াছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে আপন হেদায়াত দান করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদিগকে সুসংবাদ দান কর এবং ভীতিপ্রদর্শন কর। তারপর তুমি ফিরিয়া আস এবং তোমার সহিত তাহাদের প্রতিনিধিদল লইয়া আস। ওয়াসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

প্রতিনিধিদল সহ হযরত খালেদ (রাঃ)এর প্রত্যাবর্তন

হযরত খালেদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার সহিত বনু হারেস ইবনে কা'বের প্রতিনিধিদলও আসিল। তাহাদের আগমনের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, ইহারা কোন্ কাওমের লোক! ইহাদেরকে ত হিন্দুস্থানী লোকদের মত মনে হইতেছে? বলা হইল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহারা বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রের লোক। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম দিল এবং বলিল, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমিও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তারপর বলিলেন, তোমরা ত সেইসব লোক যাহাদিগকে হুমকি দেওয়া হইলে (কাজ করিতে) অগ্রসর হয়। তাহারা চুপ করিয়া রহিল, কেহ কোন জবাব দিল না। তিনি দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার একই কথা বলিলেন। তাহাদের কেহ কোন জবাব দিল না। তারপর তিনি চতুর্থবার বলিলে ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মাদান বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সেইসব লোক যাহারা হুমকির পর আগাইয়া আসিয়াছি। তিনি এই কথা চারবার বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি খালেদ আমার নিকট এই কথা না লিখিত যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, যুদ্ধ কর নাই, তবে আমি তোমাদের মাথাগুলি কাটিয়া তোমাদের পদতলে লুটাইয়া দিতাম। ইয়াযীদ ইবনে আবদুল মাদান বলিলেন, জানিয়া রাখুন, খোদার কসম, আমরা (আমাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে) আপনারও প্রশংসা করি না এবং খালেদেরও প্রশংসা করিনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কাহার প্রশংসা কর? তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আল্লাহর প্রশংসা করি যিনি আপনার মাধ্যমে আমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তোমরা ঠিক বলিয়াছ। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, জাহিলিয়াত যুগে তোমরা তোমাদের বিপক্ষের উপর কিভাবে জয়লাভ করিতে? তাহারা বলিলেন, আমরা কাহারো উপর জয়লাভ করিতাম না। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় তোমরা বিপক্ষের উপর জয়লাভ করিতে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আমাদের বিপক্ষের উপর এইজন্য জয়লাভ করিতাম যে, আমরা একতাবদ্ধ হইয়া থাকিতাম, বিচ্ছিন্ন হইতাম না এবং আমরা কাহারো উপর জুলুমের সূচনা করিতাম না। তিনি বলিলেন, তোমরা ঠিক বলিয়াছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কায়েস ইবনে হুসাইন (রাঃ)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

(বিদায়াহ)

ফরযসমূহের প্রতি দাওয়াত

হযরত জারীর (রাঃ)কে দাওয়াত প্রদান

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে জারীর, তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, তিনি আমার গায়ের উপর একখানা চাদর দিয়া দিলেন। তারপর

সাহাবা (রাঃ)দের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের নিকট কোন কাওমের সম্মানিত ব্যক্তি আসিলে তোমরা তাহার (এইরূপে) সম্মান করিও। অতঃপর বলিলেন, হে জারীর, আমি তোমাকে এই দাওয়াত দিতেছি, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। আর দাওয়াত দিতেছি যে, তুমি আল্লাহ, আখেরাতের দিন ও ভালমন্দ তকদীরের প্রতি ঈমান আনিবে, (পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করিবে, ফরয যাকাত আদায় করিবে। হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি এইগুলি সব পালন করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই আমাকে দেখিতেন আমার প্রতি চাহিয়া মুচকি হাসিতেন। (বিদায়াহ)

ফরয কাজের প্রতি দাওয়াত প্রদানের পদ্ধতি শিক্ষাদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ)কে ইয়ামান পাঠাইবার সময় বলিলেন, অতিসত্বর তুমি এমন কাওমের নিকট উপস্থিত হইবে যাহারা আহলে কিতাব। তুমি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া প্রথমে তাহাদিগকে এই সাক্ষ্য প্রদানের দাওয়াত দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। যদি তাহারা তোমার এই দাওয়াত স্বীকার করিয়া লয় তবে তাহাদিগকে অবহিত করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যহ রাত্র দিনে তাহাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করিয়াছেন। যদি তাহারা ইহা স্বীকার করিয়া লয়, তবে তাহাদিগকে জানাইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর যাকাত ফরয করিয়াছেন, যাহা তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে লইয়া তাহাদের গরীবদেরকে দেওয়া হইবে। যদি তাহারা তোমার কথা মানিয়া লয় তবে যাকাত বাবদ তাহাদের উৎকৃষ্ট মাল বাছিয়া লওয়া হইতে বিরত থাকিবে এবং মজলুমের বদদোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকিবে ;

কারণ মজলুমের বদদোয়া ও আল্লাহ্ তায়ালার মাঝে কোন অন্তরায় থাকে না। (বিদায়াহ)

হাওশাবের প্রতিনিধিদলকে ফরয কার্যাদির প্রতি দাওয়াত প্রদান

হযরত হাওশাব যী যুলাইম (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিজয় দান করিলেন তখন আমি তাঁহার নিকট আব্দে শার এর সহিত চল্লিশ জনের এক অশ্বারোহী দল প্রেরণ করিলাম। তাহারা আমার চিঠি লইয়া মদীনায় পৌঁছিবার পর আব্দে শার লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? সাহাবা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। সে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া) জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আমাদের নিকট কি লইয়া আসিয়াছেন? যদি উহা সত্য হয় তবে আমরা আপনার অনুসরণ করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, খুন–খারাবী পরিত্যাগ করিবে এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করিবে। আব্দে শার বলিল, এইসব কথা ত খুবই উত্তম। আপনি হাত বাড়ান আমি আপনার নিকট বাইআত হইব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, আব্দে শার। তিনি বলিলেন, বরং তোমার নাম আব্দে খায়ের। অতঃপর তিনি তাহাকে ইসলামের উপর বাইআত করিয়া লইলেন এবং হাওশাব যী যুলাইমের চিঠির জবাবও প্রতিনিধিদলের মারফৎ প্রেরণ করিলেন। তারপর হাওশাবও ঈমান আনিলেন। (কানযুল উম্মাল)

আব্দে কায়েসের প্রতিনিধিদলকে ফরযের প্রতি দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আব্দে কায়েসের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া পৌঁছিলে তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া স্বাগতম জানাইলেন, এই কাওমকে মারহাবা। (তোমরা যেহেতু সন্তুষ্টচিত্তে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিতে আসিয়াছ, সুতরাং) তোমাদের জন্য (দুনিয়াতেও) কোন লাঞ্ছনা নাই, (আখেরাতেও) কোন অনুশোচনা নাই।

তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের ও আপনার মাঝে যেহেতু মুদার গোত্রের মুশরিকগণ বাস করে, সেহেতু যে সকল মাসে আরবের লোকেরা যুদ্ধ করা হারাম মনে করে কেবল সে সকল মাসেই আমরা আপনার নিকট আসিতে পারি। অতএব আপনি আমাদিগকে সংক্ষিপ্তভাবে এমন কিছু বলিয়া দিন যাহার উপর আমল করিলে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারি এবং আমাদের মধ্যে যাহারা আসিতে পারে নাই তাহাদিগকে দাওয়াত দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে চারটি বিষয়ে আদেশ করিতেছি এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করিতেছি। যে চারটি বিষয়ের আদেশ করিতেছি, তাহা এই—আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবে, অর্থাৎ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দান করিবে, নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে এবং রমযান মাসে রোযা রাখিবে। আর গনীমতের পঞ্চমাংশ (আল্লাহ ও রাসূলের নিকট) প্রদান করিবে। আর যে চারটি বিষয় হইতে নিষেধ করিতেছি তাহা এই যে, চারটি পাত্রে নাবীয (খেজুর ভিজানো পানি বা শরবত) প্রস্তুত করিও না, — লাউয়ের খোল, খেজুর গাছের গুঁড়ি দ্বারা তৈরী পাত্র, তৈলের প্রলেপযুক্ত চীনামাটির ঘড়া এবং আলকাতরার প্রলেপযুক্ত ঘড়া। (এই সকল পাত্রে শরাব প্রস্তুত করা হইত বলিয়া উহাতে নাবীয তৈয়ার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।)

অপর এক রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিশেষে বলিয়াছেন, এই কথা কয়টি ভালরূপে স্মরণ রাখিও এবং যাহারা আসিতে পারে নাই তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিও। (বিদায়াহ)

ঈমানের হাকীকত ও ফরযের প্রতি দাওয়াত প্রদানের হাদীস

হযরত আলকামা ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন, আমার কাওমের সাতজনের একটি দল যাহার সপ্তম ব্যক্তি আমি ছিলাম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমরা তাঁহাকে সালাম দিলাম এবং তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন। আমরা যখন তাঁহার সহিত কথা বলিলাম তিনি আমাদের কথাবার্তা পছন্দ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? বলিলাম, আমরা মুমিনীন। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক কথার একটি তাৎপর্য থাকে তোমাদের ঈমানের তাৎপর্য কি? আমরা বলিলাম, পনেরটি জিনিস আমাদের ঈমানের তাৎপর্য। তন্মধ্যে পাঁচটি যাহা আপনি আমাদিগকে হুকুম করিয়াছেন, পাঁচটি আপনার প্রেরিত দূতগণ আমাদিগকে বলিয়াছেন এবং পাঁচটি বিষয় যাহা আমরা জাহিলিয়াতের যুগ (অর্থাৎ ইসলামের পূর্বযুগ) হইতে এখন পর্যন্ত অবলম্বন করিয়া আছি। তবে ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিষেধ করিলে আমরা উহা পরিত্যাগ করিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পাঁচটি জিনিস কি যাহা আমি তোমাদিগকে হুকুম করিয়াছি? আমরা বলিলাম, আপনি আমাদিগকে আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতাগণ, তাঁহার (আসমানী) কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ ও ভালমন্দের ব্যাপারে তাঁহার তকদীরের উপর ঈমান আনিতে আদেশ করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পাঁচটি জিনিস কি যাহা আমার প্রেরিত দূতগণ তোমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন? আমরা বলিলাম, আপনার প্রেরিত

দূতগণ আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। আর আমরা ফরয নামায কায়েম করি, ফরয যাকাত আদায় করি, রমযান মাসে রোযা রাখি এবং সামর্থ্য থাকিলে যেন হজ্জ পালন করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পাঁচটি বিষয় কি, যাহা তোমরা জাহিলিয়াতের যুগ হইতে অবলম্বন করিয়া আছ? আমরা বলিলাম, সুখের সময় শোকর করা, দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণ করা, যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকা, তকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং শত্রুর উপর বিপদ দেখিয়া খুশী না হওয়া।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাদের এই সকল গুণাবলীর কথা শুনিয়া) বলিলেন, (ইহারা) অত্যন্ত বিজ্ঞ ও সুসভ্য জাতি। এই সকল উত্তম গুণাবলীর দরুন ইহারা ত নবী হইবার কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছে। (অর্থাৎ নবীদের গুণাবলী তাহাদের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।) এই সকল গুণ কতই না উন্নত। অতঃপর আমাদের প্রতি চাহিয়া মুচকি হাসিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদিগকে পাঁচটি নসীহত করিতেছি, যেন আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকর সকল গুণাবলীকে তোমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেন। যাহা খাইবে না তাহা জমা করিয়া রাখিবে না, (অর্থাৎ উদ্বৃত্ত খাবার দান করিয়া দিবে।) প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর বানাইবে না, যে দুনিয়া আগামীকাল ছাড়িয়া যাইতে হইবে তাহা লইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতা করিবে না, আল্লাহকে ভয় করিবে, যাহার নিকট তোমরা সমবেত হইবে এবং যাহার সম্মুখে তোমরা উপস্থিত হইবে, আর যে আখেরাতে তোমাদিগকে যাইতে হইবে এবং চিরকাল যেখানে থাকিতে হইবে উহার প্রতি আগ্রহশীল হইবে। (কান্‌য)

আবু নুআঈম উক্ত হাদীস হযরত সুওয়াইদ ইবনে হারেস (রাঃ) হইতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার কাওমের সাতজনের একটি দল যাহার সপ্তম ব্যক্তি আমি ছিলাম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কাওমের

প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হইলাম। আমরা তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলাম। তিনি আমাদের কথাবার্তা, উঠাবসা ও লেবাস–পোশাক দেখিয়া খুবই পছন্দ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? আমরা বলিলাম, মুমিনীন। তিনি মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রত্যেক কথার তাৎপর্য থাকে, তোমাদের কথা ও ঈমানের তাৎপর্য কি? হযরত সুওয়াইদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা বলিলাম, পনেরটি বিষয়। তন্মধ্যে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আপনার প্রেরিত প্রতিনিধিগণ আমাদিগকে ঈমান আনিতে বলিয়াছেন এবং পাঁচটি বিষয়ের উপর আপনার প্রেরিত প্রতিনিধিগণ আমল করিতে বলিয়াছেন। আর পাঁচটি বিষয় যাহা আমরা জাহিলিয়াতের যুগ হইতে অবলম্বন করিয়া আছি এবং বর্তমানেও উহার উপর অবিচল আছি। তবে উহার মধ্য হইতে কোনটা যদি আপনি অপছন্দ করেন তবে আমরা উহা পরিত্যাগ করিব। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়াছেন, তবে ইহাতে 'ভাল–মন্দের ব্যাপারে আল্লাহর তকদীরের উপর ঈমান আনিবে' এর পরিবর্তে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনিবে এর উল্লেখ করিয়াছেন এবং 'শত্রুর বিপদে খুশী না হওয়ার' পরিবর্তে শত্রুর খুশীতে ধৈর্যধারণ করা এর উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্বে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তিকে দাওয়াত প্রদানের বর্ণনায় (ফরযের প্রতি দাওয়াত প্রদানের) একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাল আদাভিয়া গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার দাদার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, 'আমার দাদা বলিলেন, আপনি কোন জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি। আমার দাদা বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, আপনি কি বলিয়া এই দাওয়াত দেন? তিনি বলিলেন, 'তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর আল্লাহ তায়ালা আমার উপর যাহা কিছু নাযিল করিয়াছেন উহার

উপর ঈমান আনয়ন কর এবং লা–ত ও ওয্যাকে অস্বীকার কর। নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও।'

নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আল্লাহ্ তায়ালা ও ইসলামের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের নামে সাহাবাদের মাধ্যমে পত্র প্রেরণ

নবী করীম (সাঃ)এর পক্ষ হইতে দাওয়াত পৌঁছাইবার প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সাহাবা (রাঃ)দের নিকট আসিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সকল মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহম করুন, তোমরা আমার পক্ষ হইতে (মানুষের নিকট আমার এই দ্বীন) পৌঁছাও। তোমরা (এই ব্যাপারে) মতবিরোধ করিও না, যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীগণ তাঁহার সম্মুখে মতবিরোধ করিয়াছিল। আমি তোমাদিগকে যে কাজের জন্য আহবান করিতেছি, তিনিও তাহাদিগকে সেইকাজের জন্য আহবান করিয়াছিলেন। (অর্থাৎ তাহাদিগকে দাওয়াতের কাজে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিতে চাহিয়াছিলেন।) কিন্তু যাহার জন্য কোন দূরবর্তীস্থানে যাওয়া সাব্যস্ত হইল সে (দূরত্ব বা সেখানকার ভাষা না জানার দরুন) তাহা অপছন্দ করিল। (আর যাহার জন্য কোন নিকটবর্তী স্থানে যাওয়া সাব্যস্ত হইল সে তাহা খুশীমনে গ্রহণ করিল।) হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার নিকট এই বিষয়ে অভিযোগ করিলেন। সুতরাং পরদিন সকালে দেখা গেল যে, যাহার জন্য যে কাওমের নিকট যাওয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছিল সে সেই কাওমের ভাষায় কথা বলিতে পারিতেছে। তখন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর এই কাজ জরুরী করিয়া দিয়াছেন। অতএব তোমরা অবশ্যই ইহা পালন কর।

সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা আপনার পক্ষ হইতে (দাওয়াত) পৌঁছাইব। আপনি আমাদিগকে যেখানে ইচ্ছা প্রেরণ করুন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফাহ (রাঃ)কে কিসরার নিকট, হযরত সালীত ইবনে আমর (রাঃ)কে ইয়ামামার শাসক হাওযাহ্ ইবনে আলীর নিকট, হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ)কে হাজারের শাসক মুনযির ইবনে সাওয়ার নিকট, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)কে আম্মানের দুই বাদশাহ জাইফার ইবনে জুলান্দা ও আব্বাদ ইবনে জুলান্দা এর নিকট, হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)কে কায়সারের নিকট, হযরত সুজা' ইবনে ওহাব আসাদী (রাঃ)কে মুনযির ইবনে হারেস ইবনে আবি শিমার গাসসানীর নিকট এবং হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ)কে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ) ব্যতীত ইহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পূর্বেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় বাহরাইনে ছিলেন।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, সীরাত গ্রন্থকারগণ ইহাও লিখিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাজির ইবনে আবি উমাইয়াহ (রাঃ)কে হারেস ইবনে আব্দে কূলালের নিকট, হযরত জারীর (রাঃ)কে যিলকালা' এর নিকট, হযরত সায়েব (রাঃ)কে মুসাইলামার নিকট এবং হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআহ (রাঃ)কে মুকাওকিসের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বেই কিসরা, কায়সার, নাজাশী ও সকল অহংকারী বাদশাহদের নিকট আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিয়া পত্র

প্রেরণ করিয়াছিলেন। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নাজাশীর গায়েবানা জানাযা পড়িয়াছিলেন, এই নাজাশী সেই নাজাশী নয়। (বিদায়াহ)

হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের পূর্বেই কিসরা, কায়সার এবং সকল অহংকারী বাদশাহদের নিকট দাওয়াতনামা প্রেরণ করিয়াছেন। (আহমদ)

হাবশার বাদশাহ নাজাশীর নিকট পত্র প্রেরণ

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রাঃ)এর হাতে হযরত জাফর ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীদের ব্যাপারে হাবশার বাদশাহ্ নাজাশীর নামে এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে হাবশার বাদশাহ নাজাশী আসহামের প্রতি।

সালামুন আলাইকা, আমি তোমার নিকট আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিতেছি, যিনি একমাত্র মালিক, পবিত্র, নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) আল্লাহর (সৃষ্ট) রূহ এবং তাঁহার সেই কলেমা যাহা তিনি কুমারী, পূত–পবিত্রা, সতী সাধ্বী মারইয়ামের নিকট পৌঁছাইয়াছেন। অতঃপর তিনি (হযরত) ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে আপন (বিশেষ) রূহ এবং আপন (ফেরেশতার) ফুঁকের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন, যেমন (হযরত) আদম (আলাইহিস সালাম)কে আপন কুদরতী হাত ও ফুঁকের দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমি তোমাকে এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতেছি, যাঁহার কোন শরীক নাই এবং তাঁহার এবাদতে একে অন্যের সাহায্য করিবার প্রতি

আহবান জানাইতেছি। আর এই দাওয়াত দিতেছি যে, তুমি আমার অনুসরণ কর, আমার উপর এবং আমার নিকট যাহা কিছু আসিয়াছে উহার উপর ঈমান আনয়ন কর। নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর রাসূল। আমি তোমার নিকট আমার চাচাত ভাই জাফর এবং তাহার সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানদিগকে প্রেরণ করিয়াছি। তাহারা তোমার নিকট পৌঁছিলে তাহাদের খাতির–যত্ন করিবে এবং অহংকার পরিত্যাগ করিবে। আমি তোমাকে এবং তোমার সেনাবাহিনীর সকলকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিতেছি। আমি তোমার নিকট (আল্লাহর পয়গাম) পৌঁছাইয়াছি এবং তোমাকে নসীহত করিয়াছি। সুতরাং তুমি আমার নসীহত গ্রহণ কর। সালাম হউক তাহাদের প্রতি যাহারা হেদায়াতের পথ অনুসরণ করে।

নাজাশীর পত্র

নাজাশী জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই পত্র লিখিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)র প্রতি নাজাশী আসহাম ইবনে আবজারের পক্ষ হইতে।

হে আল্লাহর নবী, আল্লাহর পক্ষ হইতে আপনার উপর সালাম ও তাঁহার রহমত ও বরকত নাযিল হউক, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, যিনি আমাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পত্র আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। উহাতে আপনি (হযরত) ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, আসমান ও যমীনের রব্বের কসম, তিনি নিঃসন্দেহে তাহার অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না। আপনি আমাদের নিকট যে পয়গাম প্রেরণ করিয়াছেন তাহা আমরা ভালভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। আপনার চাচাত ভাই ও তাহার সঙ্গীদের খাতির–যত্ন করিয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি

আল্লাহর সত্য ও স্বীকৃত রাসূল। আর আমি আপনার ও আপনার চাচাত ভাইয়ের নিকট বাইআত হইয়াছি এবং তাহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি।

হে আল্লাহর নবী, আমি আমার পুত্র আরহা ইবনে আসহাম ইবনে আবজারকে আপনার খেদমতে প্রেরণ করিতেছি। কেননা আমি শুধু নিজের উপর ক্ষমতা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, তথাপি আপনি চাহিলে আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হইব। কারণ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্য। (বিদায়াহ)

রোমের বাদশাহ কায়সারের নিকট পত্র

হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পত্র দিয়া কায়সারের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমি তাহার নিকট পৌঁছিয়া পত্রখানা তাহাকে দিলাম। সেখানে কায়সারের নিকট লালবর্ণের চেহারা ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র বসিয়াছিল। তাহার মাথার চুলগুলি ছিল একেবারে সোজা। সে পত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিল। পত্রে লেখা ছিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে রোম প্রধান হেরাকলের নামে।

এই পর্যন্ত পড়িতেই তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র গর্জিয়া উঠিল এবং বলিল, এই পত্র আজ পাঠ করা যাইবে না। কায়সার জিজ্ঞাসা করিল, কেন? সে বলিল, প্রথমতঃ পত্রলেখক নিজের নাম প্রথমে লিখিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ রোম সম্রাট না লিখিয়া রোম প্রধান লিখিয়াছে। কায়সার বলিল, তোমাকে অবশ্যই এই পত্র পাঠ করিতে হইবে।

অতঃপর যখন সে উহা পাঠ করা শেষ করিল এবং দরবারীগণ সকলেই সেখান হইতে চলিয়া গেল, তখন কায়সার আমাকে এবং তাহার

বিশেষ উপদেষ্টার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত পাদ্রীকে ভিতরে নিজের কাছে ডাকিয়া লইয়া গেল। লোকেরা পাদ্রীকে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত করিয়াছিল। সুতরাং কায়সার ও তাহাকে সব বিষয়ে অবহিত করিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পড়িতে দিল। (পত্র পাঠান্তে) পাদ্রী বলিল, ইনিই ত সেই নবী আমরা যাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলাম এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যাঁহার সম্পর্কে আমাদিগকে সুসংবাদ দিয়াছিলেন। কায়সার বলিল, এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি করিতে বলেন? পাদ্রী বলিল, অবশ্য আমি তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিব এবং তাঁহার অনুসারী হইব। কায়সার বলিল, তবে আমি যদি এমন করি তাহা হইলে আমার রাজত্ব হাতছাড়া হইয়া যাইবে।

হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, তারপর আমরা তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) সেসময় ব্যবসার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়াছিলেন। কায়সার তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের এলাকায় যে ব্যক্তি (নবুওয়াতের দাবী লইয়া) আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কেমন? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তিনি একজন যুবক। কায়সার জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে তাঁহার বংশমর্যাদা কিরূপ? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, বংশমর্যাদায় তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমাদের মধ্যে আর কেহ নাই। কায়সার বলিল, ইহা নবুওয়াতের আলামত। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার সত্যবাদিতা কেমন? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই। কায়সার বলিল, ইহাও নবুওয়াতের একটি নিদর্শন। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সঙ্গীদের কেহ তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করার পর তোমাদের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে কি? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, না। কায়সার বলিল, ইহাও নবুওয়াতের একটি নিদর্শন। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তিনি যখন তাঁহার সঙ্গীগণ সহ যুদ্ধ করেন তখন কি কখনও পরাজিত হন? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তাঁহার কাওমের

লোকেরা তাঁহার সহিত কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছে। উক্ত যুদ্ধসমূহে কখনও তিনি কাওমের লোকদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, আবার কখনও কাওমের লোকেরা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছে। কায়সার বলিল, ইহাও নবুওয়াতের একটি নিদর্শন।

হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, অতঃপর কায়সার আমাকে ডাকিয়া বলিল, তুমি তোমার নবীকে বলিবে যে, আমি খুব ভালভাবে জানি যে, তিনি নবী, কিন্তু আমি আমার রাজত্ব ছাড়িতে পারিব না।

হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, পাদ্রীর অবস্থা এই হইল যে, প্রতি রবিবার তাহার নিকট লোকজন সমবেত হইত এবং সে সমবেত লোকদের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে ওয়াজ নসীহত করিত। এই ঘটনার পরবর্তী রবিবারে পাদ্রী নিজ হুজরা হইতে বাহির হইল না এবং এইরূপে পরবর্তী রবিবার পর্যন্ত হুজরার ভিতর বসিয়া রহিল। হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, শুধু আমি ভিতরে তাহার নিকট যাইতাম। সে আমার সহিত কথাবার্তা বলিত এবং আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিত। তৎপরবর্তী রবিবারেও সমবেত লোকজন পাদ্রীর বাহির হইয়া আসিবার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু সে অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া হুজরায় বসিয়া রহিল। কয়েকবার এইরূপ করিবার পর লোকেরা পাদ্রীর নিকট বলিয়া পাঠাইল যে, আপনি আমাদের নিকট বাহির হইয়া আসিবেন, নতুবা আমরা জোরপূর্বক প্রবেশ করিয়া আপনাকে কতল করিব। আরবদেশীয় লোকটি আসা অবধি আমরা আপনার অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি।

হযরত দেহইয়া (রাঃ) বলেন, পাদ্রী আমাকে বলিল, এই চিঠি নিন, ইহা আপনার হযরতকে দিবেন এবং তাঁহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিবেন, নিঃসন্দেহে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি এবং তাঁহার অনুসারী হইয়াছি। আর ইহাও

বলিবেন যে, আমার ঈমান আনয়নকে এখানকার লোকেরা পছন্দ করিতেছে না। আর আপনি এখানে যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহাও বলিবেন। অতঃপর পাদ্রী (হুজরা হইতে) বাহির হইয়া আসিল এবং সমবেত লোকেরা তাহাকে শহীদ করিয়া দিল।

কোন কোন ওলামা বলেন, হেরাকল (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাঠ করিয়া) বলিল, তোমার ভাল হউক! খোদার কসম, আমি ভালভাবেই জানি তোমার হযরত প্রেরিত নবী এবং ইনিই আমাদের সেই প্রতিক্ষীত ব্যক্তি। আমরা আমাদের কিতাবে তাঁহার বর্ণনা পাইতেছি। কিন্তু রোম অধিবাসীদের পক্ষ হইতে আমি আমার প্রাণনাশের আশংকা করিতেছি। যদি এই আশংকা না হইত আমি অবশ্যই তাঁহার অনুসারী হইতাম। অতএব তুমি দাগাতির পাদ্রীর নিকট যাও এবং তাহার নিকট তোমাদের হযরতের বিষয়টি ব্যক্ত কর। কারণ সে রোম দেশে আমার অপেক্ষা বড় এবং তাহার কথা অধিক মান্য করা হয়। হযরত দেহইয়া (রাঃ) উক্ত পাদ্রীর নিকট আসিলেন এবং তাহাকে সব কথা বলিলেন। পাদ্রী (শুনিয়া) বলিল, খোদার কসম, তোমার হযরত প্রেরিত নবী। আমরা তাঁহার গুণাবলী ও নাম সহ তাঁহাকে চিনি। অতঃপর সে ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের পোশাক পরিবর্তন করিল এবং সাদা পোশাক পরিধান করতঃ বাহিরে রোমবাসীদের সম্মুখে আসিয়া কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিল। লোকেরা তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে শহীদ করিয়া দিল। (এসাবাহ)

সাঈদ ইবনে আবি রাশেদ (রহঃ) বলেন, হেরাকলের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরিত দূত তানূখীকে হেমস শহরে দেখিয়াছি। তিনি খুবই বয়ঃবৃদ্ধ ও মুমূর্ষু অবস্থায় পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন এবং আমার প্রতিবেশী ছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, হেরাকলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র বিনিময়ের ঘটনা সম্পর্কে আমাকে বলিবেন কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুকে পৌঁছার

পর হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)কে হেরাকলের নিকট প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাইয়া হেরাকল রোমের ছোট বড় সকল পাদ্রীগণকে দরবারে ডাকাইয়া আনিল এবং দরবারের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অতঃপর বলিল, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে স্থানে (অর্থাৎ তবূকে) আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তোমরা অবগত আছ। তিনি আমাকে তিনটির একটি গ্রহণ করিবার আহবান জানাইয়া সংবাদ পাঠাইয়াছেন। তিনি এই আহবান জানাইতেছেন যে, আমি তাঁহার দ্বীন গ্রহণপূর্বক তাহার অনুসরণ করি, আর না হয় কর প্রদান করি। এমতাবস্থায় আমাদের যমীন আমাদের হাতে থাকিবে। অন্যথায় আমরা যুদ্ধ করি। খোদার কসম, তোমরা নিজেদের কিতাবের মাধ্যমে অবগত আছ যে, এই ব্যক্তি আমার পায়ের নীচের এই যমীন অবশ্যই অধিকার করিবেন। অতএব আস, আমরা তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করতঃ তাঁহার অনুসরণ করি, আর না হয় কর প্রদান করি।'

ইহা শুনিয়া তাহারা একযোগে চিৎকার করিয়া উঠিল এবং গোস্বায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া মাথার টুপি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। অতঃপর তাহারা বলিল, আপনি আমাদিগকে খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করিয়া হেজাজ হইতে আগত এক আরব বেদুঈনের গোলাম হইতে বলিতেছেন? হেরাকল তখন বুঝিতে পারিল যে, ইহারা এখান হইতে এই অবস্থায় বাহির হইলে অন্যান্যদেরকে বিদ্রোহী বানাইয়া ফেলিবে এবং দেশের শাসন ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবে তখন সে তাহাদিগকে বলিল, প্রকৃতপক্ষে নিজ ধর্মমতের উপর তোমরা কতখানি মজবুত তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে আমি এই কথা বলিয়াছি। তারপর সে তুজীবা গোত্রের আরবদেশীয় খৃষ্টানদের সর্দারকে ডাকিয়া বলিল, ভাল স্মরণশক্তি রাখে এরূপ একজন আরবীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। আমি তাহাকে এই ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট তাঁহার পত্রের জবাব দিয়া প্রেরণ করিব। সুতরাং উক্ত সর্দার আমার নিকট আসিল। (অতঃপর আমি

হেরাকলের নিকট উপস্থিত হইলে) সে আমাকে হাড়ের উপর লিখিত একখানা পত্র দিয়া বলিল, তুমি আমার পত্র লইয়া এই ব্যক্তি (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাও। সেখানে তুমি তাঁহার যে সকল কথাবার্তা শুনিবে তন্মধ্য হইতে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবে—এক, খেয়াল রাখিবে আমার নিকট প্রেরিত তাঁহার পত্রের বিষয়ে তিনি কি বলেন? দুই, লক্ষ্য করিবে, আমার এই পত্র পাঠ করিয়া তিনি রাত্রি সম্পর্কে কিছু বলেন কি না? তিন, তাঁহার পিঠের দিকে খেয়াল করিয়া দেখিবে, কোন বিশেষ কিছু দেখিতে পাও কিনা যাহাতে তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

তনূখী বৃদ্ধ বলেন, আমি তাহার পত্র লইয়া রওয়ানা হইলাম এবং তবূক পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঝর্ণার পাশে তাঁহার সাহাবীদের মাঝে বসিয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের হযরত কোথায়? বলা হইল, এই যে তিনি। আমি হাঁটিয়া অগ্রসর হইলাম এবং তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। অতঃপর আমি তাঁহাকে পত্রখানা দিলাম। তিনি উহা নিজের কোলের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? বলিলাম, আমি একজন তনূখ গোত্রীয় লোক। তিনি বলিলেন, তুমি তোমাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দ্বীন যাহা সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি হইতে পবিত্র, গ্রহণ করিবে কি? আমি বলিলাম, আমি এক কাওমের দূত হিসাবে আসিয়াছি এবং এক কাওমের ধর্মের উপর বিদ্যমান আছি। তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাওয়া পর্যন্ত আমি উহা ত্যাগ করিতে পারি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

إِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

অর্থ ঃ আপনি যাহাকে চাহেন হেদায়াত করিতে পারিবেন না, বরং আল্লাহ তায়ালা যাহাকে চাহেন হেদায়াত করেন, আর হেদায়াতপ্রাপ্তদের

সম্পর্কে তিনিই ভালরূপে অবগত আছেন।

হে তনূখী ভাই! আমি নাজাশীর নিকট পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু সে আমার পত্রখানা ছিড়িয়া ফেলিয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালাও তাহাকে এবং তাহার দেশকে টুকরা টুকরা করিয়া দিবেন। (এই নাজাশী সেই নাজাশী নহে, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহার গায়েবানা জানাযা পড়িয়াছিলেন।) আর তোমাদের বাদশাহ (কায়সার)এর নিকটও পত্র লিখিয়াছি, সে আমার পত্রকে হেফাজত করিয়াছে (অর্থাৎ ছিড়িয়া ফেলে নাই) অতএব যতদিন তাহার জীবনে কল্যাণ লেখা রহিয়াছে ততদিন জনগণ তাহাকে ভয় করিতে থাকিবে।'

আমি মনে মনে বলিলাম, হেরাকল আমাকে যে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিল, ইহা তন্মধ্য হইতে একটি। সুতরাং আমি আমার তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া উহার অগ্রভাগ দ্বারা আমার চামড়ার তৈরী তরবারীর খাপের উপর তাহা লিখিয়া লইলাম।

অতঃপর তিনি তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট একজনকে পত্রখানা দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, পত্র পাঠকারী এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, ইনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) পত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল যে, 'তিনি আমাকে এমন বেহেশতের প্রতি আহবান জানাইতেছেন যাহার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন সমতুল্য, যাহা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।' (বেহেশতই যদি আসমান ও যমীন সমতুল্য হয়) তবে দোযখ কোথায় হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'সুবহানাল্লাহ! যখন দিন হয় তখন রাত্র কোথায় থাকে?'

আমি তৎক্ষণাৎ আমার তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া এইকথা আমার তরবারীর খাপের চামড়ায় লিখিয়া লইলাম।

অতঃপর পত্রপাঠ শেষ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি একজন

দূত হিসাবে আসিয়াছ, তোমার (আমাদের উপর) হক রহিয়াছে। আমাদের নিকট কিছু থাকিলে অবশ্যই আমরা তোমাকে তোহফাস্বরূপ দিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা সফরে রহিয়াছি, আমাদের পাথেয় সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গিয়াছে। তনূখী বলেন, এমন সময় লোকদের মধ্য হইতে একজন আওয়াজ দিয়া বলিল, আমি তাহাকে তোহফা দিব। অতঃপর সে তাহার সামানপত্র খুলিয়া সাফ্ফুরিয়া নামক প্রসিদ্ধ একজোড়া কাপড় বাহির করিয়া আনিল এবং আমার কোলের উপর রাখিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কাপড় দাতা কে? বলা হইল, হযরত ওসমান (রাঃ)। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে এই দূতকে মেহমান হিসাবে রাখিবে? একজন আনসারী যুবক বলিলেন, আমি। অতঃপর আনসারী মজলিস হইতে উঠিলে আমি তাহার সহিত উঠিলাম। আমি মজলিস হইতে বাহিরে আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হে তনূখী ভাই, বলিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি পুনরায় আসিয়া পূর্বের জায়গায় দাঁড়াইলাম। তিনি পৃষ্ঠদেশ হইতে চাদর সরাইয়া বলিলেন, তোমাকে যাহা আদেশ করা হইয়াছে তাহা এইদিকে আসিয়া সমাধা করিয়া লও। আমি তাঁহার পিছন দিকে আসিয়া কাঁধের নরম হাড্ডির উপর কবুতরের ডিমের ন্যায় মোহরে নবুওয়াত দেখিতে পাইলাম। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) তাহাকে বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত হযরত আবু সুফিয়ান ও কোরাইশী কাফেরগণের সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হইবার পর হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কোরাইশী এক তেজারতী কাফেলার সাথে সিরিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা ‘ইলিয়া’ শহরে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় হেরাকল লোক মারফৎ তাহাদিগকে আপন দরবারে ডাকাইয়া আনিল। দরবারে হেরাকলের চারিপার্শ্বে রোমের বড় বড় সর্দারগণ উপস্থিত ছিল। তাহারা দরবারে উপস্থিত হইলে হেরাকল একজন দোভাষীকে ডাকিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের দেশে

যিনি নবুওয়াতের দাবী করিয়াছেন বংশগতভাবে তোমাদের মধ্যে কে তাহার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী?

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি বংশগতভাবে তাহার অধিক নিকটবর্তী। হেরাকল বলিল, এই ব্যক্তিকে আমার নিকটে বসাও এবং তাহার সঙ্গীগণকে তাহার পিছনে নিকটেই বসাও।

অতঃপর হেরাকল তাহার দোভাষীকে বলিল, তাহাদিগকে বল যে, আমি এই ব্যক্তিকে (অর্থাৎ হযরত আবু সুফিয়ানকে) নবুওয়াতের দাবীদার ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিব। যদি এই ব্যক্তি আমার সহিত কোন কথা মিথ্যা বলে, তবে তোমরা তাহা ধরাইয়া দিবে। হযরত (আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন) খোদার কসম, যদি এই আশঙ্কা না হইতে যে, আমার সঙ্গীগণ আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রচার করিবে তবে অবশ্যই সেদিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মিথ্যা বলিতাম।

অতঃপর হেরাকল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাকে প্রথম প্রশ্ন এই করিল যে, তোমাদের মধ্যে তাহার বংশমর্যাদা কিরূপ? আমি উত্তর দিলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে আর কেহ এরূপ দাবী করিয়াছে কি? আমি বলিলাম, না। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিলেন কি? আমি বলিলাম, না। সে জিজ্ঞাসা করিল, সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে নাকি সাধারণ ও দুর্বল লোকেরা তাহার অনুসরণ করিয়াছে? আমি বলিলাম, বরং সাধারণ ও দুর্বল লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অনুসারীদের সংখ্যা দৈনন্দিন বাড়িতেছে, না কমিতেছে? আমি বলিলাম, বাড়িতেছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাদের মধ্যে কেহ দ্বীন গ্রহণ করিবার পর উহার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পুনরায় উহা পরিত্যাগ করিয়াছে কি? আমি বলিলাম, না। সে

জিজ্ঞাসা করিল, তাহার এই দাবী উত্থাপনের পূর্বে তোমরা তাঁহাকে কখনও মিথ্যা বলার দোষে দোষী করিয়াছ কি? আমি বলিলাম, না। সে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন কি? আমি বলিলাম, না, তবে বর্তমানে তাঁহার ও আমাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, জানি না এ ব্যাপারে তিনি কি করিবেন? হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, এই সকল কথাবার্তার মধ্যে এই কথাটুকু ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে আমি আর কোন কথা বলিতে পারি নাই।

হেরাকল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এযাবৎ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ কি? আমি বলিলাম, হাঁ, করিয়াছি। সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার সহিত যুদ্ধের পরিণতি কি হইল? আমি বলিলাম, তাঁহার ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল সমান সমান। কখনও তিনি জয়যুক্ত হইয়াছেন, কখনও আমরা জয়যুক্ত হইয়াছি। সে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি তোমাদেরকে কি কি বিষয়ে আদেশ করিয়া থাকেন? আমি বলিলাম, তিনি বলেন, এক আল্লাহর এবাদত কর, তাহার সহিত কোন বস্তুকে শরীক করিও না। তোমাদের বাপ–দাদাদের কথা পরিত্যাগ কর। তিনি আমাদিগকে নামায পড়িতে, সত্যকথা বলিতে সচ্চরিত্র হইতে এবং আত্মীয়–স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করেন।

অতঃপর হেরাকল তাহার দোভাষীকে বলিল, তাহাকে বল, আমি তোমাকে তাঁহার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তুমি বলিয়াছ, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চ বংশীয়। রাসূলগণ এইভাবে তাঁহাদের কাওমের উচ্চ বংশেই প্রেরিত হইয়া থাকেন। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে আর কেহ এরূপ দাবী করিয়াছে কিনা? তুমি বলিয়াছ, আর কেহ করে নাই। আমি মনে মনে বলিলাম, যদি তাহার পূর্বে আর কেহ এরূপ দাবী করিত তবে বলিতাম, এই ব্যক্তি তাহার পূর্ববর্তী ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিল কিনা? তুমি বলিয়াছ, না।

আমি চিন্তা করিলাম, যদি তাহার পূর্বপুরুষ কেহ বাদশাহ হইত তবে মনে করিতাম, এই ব্যক্তি হয়ত তাহার পিতার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে চাহিতেছে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার এই দাবীর পূর্বে তোমরা তাহাকে কখনও মিথ্যাবলার দোষে দোষী করিয়াছ কিনা? তুমি বলিয়াছ, না। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, যে ব্যক্তি মানুষের সহিত মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করিয়াছে সে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলিতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, না সাধারণ ও দুর্বল লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে? তুমি বলিয়াছ, দুর্বল ও সাধারণ লোকেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। এরূপ লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হইয়া থাকে।' আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে, না কমিতেছে? তুমি বলিয়াছ, তাহাদের সংখ্যা বাড়িতেছে। ঈমানের অবস্থা এরূপই হইয়া থাকে, অতঃপর উহা পূর্ণতা লাভ করে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ দ্বীন গ্রহণ করিবার পর উহার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পুনরায় উহা পরিত্যাগ করে কিনা? তুমি বলিয়াছ, কেহ তাহা করে না। ঈমানের স্বাদ হৃদয়ের গভীরে প্রবেশের পর এরূপই হইয়া থাকে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি কি ওয়াদা ভঙ্গ করেন? তুমি বলিয়াছ, না। রসূলগণ এইরূপই হইয়া থাকেন, তাহারা কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি তোমাদিগকে কি বিষয়ে আদেশ করেন? তুমি বলিয়াছ, তিনি তোমাদিগকে আল্লাহর এবাদত করিতে এবং তাঁহার সহিত অন্য কিছুকে শরীক না করিতে আদেশ করেন এবং মূর্তিপূজা করিতে নিষেধ করেন। আর তিনি তোমাদিগকে নামায পড়িতে, সত্যকথা বলিতে এবং সচ্চরিত্রতার আদেশ করেন। যদি তোমার কথা সত্য হইয়া থাকে তবে অতিসত্বর তিনি আমার পায়ের নীচের এই যমীনের মালিক হইবেন। আমি ভালভাবেই জানিতাম, তিনি আবির্ভূত হইবেন, তবে তিনি তোমাদের মধ্য হইতে হইবেন, এরূপ ধারণা করি নাই। আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিব

জানিলে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভের জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করিতাম। আর যদি আমি তাঁহার নিকট থাকিতাম তবে তাঁহার পা মোবারক ধৌত করিতাম।

তারপর হেরাকল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই পত্রখানা আনাইল যাহা হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) বুসরার শাসনকর্তার নিকট পৌঁছাইয়া ছিলেন এবং বুসরার শাসনকর্তা তাহা হেরাকলের নিকট পৌঁছাইয়াছিল। পত্রের বিষয়বস্তু এরূপ ছিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ এর পক্ষ হইতে রোমের প্রধান হেরাকলের প্রতি।

শান্তি হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের পথ অবলম্বন করিয়াছে। আম্মাবাদ, আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিতেছি। ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা লাভ করিবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করিবেন। আর যদি তুমি মুখ ফিরাও তবে তোমার প্রজাদের গুনাহ ও তোমার উপর থাকিবে। হে আহলে কিতাবগণ ! একটি বিষয়ের দিকে আস—যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান—যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও এবাদত করিব না, তাঁহার সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করিব না এবং একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আমাদের কেহ অন্য কাহাকেও পালনকর্তা বানাইব না। তারপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে তোমরা বলিয়া দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা ত মুসলমান।'

হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, হেরাকল আমাদের সহিত আলোচনার পর পত্র পাঠ শেষ করিলে তাহার দরবারে প্রচণ্ড শোরগোল ও হৈচৈ আরম্ভ হইয়া গেল এবং আমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। বাহিরে আসিবার পর আমি সঙ্গীদেরকে বলিলাম, ইবনে আবি কাবশার (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কার কাফেরগণ ইবনে আবি কাবশা বলিয়া ডাকিত) বিষয়টি এমন জোরদার হইয়া উঠিয়াছে

যে, বনুল আসফার অর্থাৎ রোমকদের বাদশাহও তাঁহাকে ভয় করিতেছে!

এই ঘটনার পর হইতে আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, অতিসত্বর তিনি জয়যুক্ত হইবেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাকেও ইসলাম দান করিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হেরাকলের একান্ত বন্ধু ইলিয়ার শাসক ইবনে নাতূর সিরিয়ায় খৃষ্টানদের বড় পাদ্রী ছিল। এই ইবনে নাতূর বর্ণনা করিয়াছে যে, হেরাকল একবার যখন ইলিয়ায় (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসে) আসিল তখন একদিন সকালবেলা তাহাকে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা গেল। বড় পাদ্রীদের একজন তাহাকে বলিল, আপনার শরীর ভাল নয় বলিয়া মনে হইতেছে। হেরাকল জ্যোতির্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল এবং গ্রহনক্ষত্রাদির হিসাব জানিত। সে পাদ্রীর কথার উত্তরে বলিল, আমি তারকারাজির প্রতি লক্ষ্য করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, দুনিয়াতে খাৎনাকারীদের বাদশাহের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। বিশ্বে কোন জাতির মধ্যে খাৎনার প্রচলন রহিয়াছে, তোমরা বলিতে পার কি? পাদ্রীগণ বলিল, ইহুদীরা ব্যতীত অন্য কোন জাতির মধ্যে খাৎনার প্রচলন নাই এবং ইহুদীদের ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার শাসনাধীন সকল শহরে ইহুদীদের হত্যা করার নির্দেশজারি করিয়া দিন। তাহাদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল এমন সময় গাসসানের বাদশাহের প্রেরিত দূত হেরাকলের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সংবাদ দিল। দূতের নিকট হইতে সমুদয় সংবাদ অবগত হইয়া হেরাকল এই আগন্তুকের খাৎনা করা হইয়াছে কিনা পরীক্ষা করিবার আদেশ দিল। পরীক্ষার পর তাহাকে অবহিত করা হইল যে, লোকটি খাৎনাকৃত। অতঃপর হেরাকল লোকটিকে আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে জানাইল যে, আরবদের মধ্যে খাৎনার প্রচলন রহিয়াছে। ইহা শুনিয়া হেরাকল বলিল, ইনিই এই উম্মাতের (অর্থাৎ আরবের) বাদশাহ, যাঁহার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

অতঃপর হেরাকল রোমিয়া শহরে তাহার এক বন্ধুর নিকট যে জ্যোতিষ্শাস্ত্রে তাহার সমকক্ষ ছিল এ ব্যাপারে একটি পত্র লিখিয়া পাঠাইল এবং স্বয়ং হেম্‌স শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেল। হেরাকল হেমসে পৌঁছার পরপরই তাহার বন্ধুর জবাব আসিয়া পৌঁছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের ব্যাপারে সেও হেরাকলের সহিত একমত।

হেরাকল রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হেমসে তাহার একটি মহলে সমবেত হইবার আদেশ দিল। তাহাদের সমবেত হইবার পর মহলের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দিবার হুকুম দিল এবং তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সে অন্দর মহল হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং বলিল, হে রোমবাসী, তোমরা সাফল্য ও হেদায়াত লাভ করিতে চাও কি? তোমরা কি চাও যে, তোমাদের দেশ তোমাদের হাতে থাকুক? যদি তাহা চাও তবে এই নবীর আনুগত্য স্বীকার কর। ইহা শুনিয়া তাহারা জঙ্গলী গাধার ন্যায় দরজার দিকে ছুটিল। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় বাহির হইতে সক্ষম হইল না। হেরাকল তাহাদের এইরূপ পলায়ন ভাব দেখিয়া তাহাদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হইল এবং বলিল, ইহাদেরকে আমার নিকট ফিরাইয়া আন। তারপর (তাহারা ফিরিয়া আসিলে) বলিল, আমি এইমাত্র যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা শুধু তোমাদের যাচাই করিবার জন্য বলিয়াছি। আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম যে, তোমরা আপন ধর্মের উপর কতখানি মজবুত। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তোমরা আপন ধর্মের উপর মজবুত আছ। ইহা শুনিয়া সমবেত সকলেই হেরাকলকে সেজদা করিল এবং তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া গেল। ইহাই ছিল হেরাকলের শেষ অবস্থা যে, সে ঈমান গ্রহণ করিল না। (বিদায়াহ)

পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পত্র

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবী (রাঃ)এর হাতে কিসরার

নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন যে, পত্রখানা বাহ্‌রাইনের গভর্নরের নিকট দিবে। উক্ত গভর্নর পত্রখানা কিসরার নিকট পৌঁছাইল। কিসরা পত্র পাঠ করিয়া উহা ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা হয় যে, হযরত ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খবর পাওয়ার পর এই বদদোয়া করিয়াছেন, 'তাহাদিগকেও সম্পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হউক।'

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আব্দে কারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খোতবার উদ্দেশ্যে মিম্বারে দাঁড়াইয়া আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতঃ বলিলেন, আম্মাবাদ, আমি তোমাদের কিছুসংখ্যক লোককে অনারব বাদশাহদের নিকট প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সুতরাং তোমরা আমার সহিত মতবিরোধ করিও না যেমন বনী ইসরাঈলগণ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সহিত করিয়াছিল। মুহাজিরগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কখনও কোন বিষয়ে আপনার সহিত মতবিরোধ করিব না। আপনি আমাদিগকে আদেশ করুন এবং প্রেরণ করুন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সুজা' ইবনে ওহব (রাঃ)কে কিসরার নিকট প্রেরণ করিলেন। (হযরত সুজা' (রাঃ)এর আগমন সংবাদ পাইয়া) কিসরা তাহার মহলকে সুসজ্জিত করিবার আদেশ করিল। তারপর পারস্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সমবেত করিয়া হযরত সুজা' ইবনে ওহব (রাঃ)কে ডাকাইল। তিনি মহলে প্রবেশ করিলে কিসরা একজন দরবারীকে তাঁহার নিকট হইতে পত্রখানা হস্তগত করিবার আদেশ দিল। হযরত সুজা'(রাঃ) পত্র হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া বাদশাহকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী আমি নিজ হাতে স্বয়ং তোমাকে পত্র দিব। কিসরা বলিল, কাছে আস। তিনি কাছে যাইয়া তাহাকে পত্র দিলেন।

কিসরা তাহার হীরাবাসী এক মুনশীকে ডাকাইয়া পত্র পাঠ করাইল। পত্রে এরূপ লেখা ছিল—

'আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে পারস্য প্রধান কিসরার প্রতি।'

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রের শুরুতে কিসরার নামের পূর্বে নিজের নাম লিখিয়াছেন শুনিয়া সে রাগে চিৎকার করিয়া উঠিল এবং পত্রখানা পড়া হইবার পূর্বেই উহা লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল। হযরত সুজা' ইবনে ওহব (রাঃ)কে বাহির করিয়া দিবার আদেশ দিল। হযরত সুজা' (রাঃ) এই অবস্থা দেখিয়া নিজ বাহনে আরোহন পূর্বক রওয়ানা হইয়া গেলেন এবং মনে মনে বলিলেন, খোদার কসম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিয়াছি, কাজেই এখন কিসরা সন্তুষ্ট হইল কি অসন্তুষ্ট হইল, আমি ইহার কোন পরওয়া করি না।

বর্ণনাকারী বলেন, পরে রাগ প্রশমিত হইলে কিসরা হযরত সুজা' (রাঃ)কে ডাকিতে পাঠাইল। কিন্তু তাহাকে তালাশ করিয়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হীরা শহর পর্যন্ত তাহার পিছনে লোক প্রেরণ করা হইল, কিন্তু তিনি তখন হীরা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। হযরত সুজা' (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিয়া কিসরার পত্র ছিঁড়িয়া ফেলা ও তাহার অন্যান্য সকল ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিসরা তাহার আপন রাজত্বকে টুকরা টুকরা করিয়াছে। (বিদায়াহ)

হযরত আবু সালামাহ ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, কিসরার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পৌঁছিলে সে উহা পড়িয়া ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল এবং ইয়ামানে নিযুক্ত তাহার গভর্নর বাযানের নিকট এই মর্মে নির্দেশ পাঠাইল যে, মজবুত দেখিয়া শক্তিশালী দুইজন লোককে হেজাযের এই (পত্রলেখক) লোকটির নিকট প্রেরণ কর, তাহারা যেন উক্ত ব্যক্তিকে আমার নিকট ধরিয়া আনে।

সুতরাং বাযান তাহার দারোগা আবু নাওহ্ এর সহিত কিসরার নির্দেশ সম্বলিত চিঠি সহ পারস্যদেশীয় জাদ্দ জামীরাহ নামী এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিল। আবু নাওহ্ লেখা ও হিসাবের কাজে পারদর্শী ছিল। বাযান নিজেও এই দুই ব্যক্তির হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে এই মর্মে একখানা পত্র দিল যে, আপনি এই দুইজনের সহিত কিসরার নিকট গমন করুন। বাযান তাহার দারোগাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, তাঁহার (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করিবে, তিনি কেমন লোক এবং তাঁহার সহিত কথা বলিবে। তারপর আসিয়া আমাকে সব জানাইবে।

উক্ত দুই ব্যক্তি রওয়ানা হইয়া তায়েফে পৌঁছিল। সেখানে তাহারা কয়েকজন কোরাইশী ব্যবসায়ীর সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাদিগকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল, তিনি ইয়াসরাবে (অর্থাৎ মদীনায়) আছেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিসরার নিকট ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইবে শুনিয়া) কোরাইশী ব্যবসায়ীগণ যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল, এইবার স্বয়ং কিসরা তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না।

পত্রবাহক দুইজন তায়েফ হইতে মদীনা পৌঁছিল। আবু নাওহ্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, কিসরা (ইয়ামানের গভর্নর) বাযানের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিয়াছেন যে, বাযান যেন আপনার নিকট এমন কাহাকেও পাঠায়, যে আপনাকে কিসরার নিকট লইয়া যাইবে। অতএব বাযান আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন আপনি আমার সঙ্গে চলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখন তোমরা যাও, আগামীকাল আমার নিকট আসিও। অতঃপর তাহারা সকালে আসিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা অমুক মাসের অমুক রাত্রে কিসরার ছেলে শীরওয়াইকে কিসরার উপর ক্ষমতাশালী করিয়া

দিয়াছেন এবং সে তাহাকে কতল করিয়া রাজ্য দখল করিয়া লইয়াছে। তাহারা উভয়ে বলিল, আপনি কি জানেন যে, আপনি কি বলিতেছেন? আমরা কি ইহা বাযানকে লিখিয়া পাঠাইব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, হাঁ, লিখিয়া দাও এবং তাহাকে ইহাও বলিয়া দাও যে, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহার আয়ত্বাধীন এলাকা আমি তাহাকে দান করিয়া দিব। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিয়াস্বরূপ প্রাপ্ত স্বর্ণ–রূপা খচিত একটি কোমরবন্ধ জাদ্দ জমীরাকে দান করিলেন। তাহারা উভয়ে বাযানের নিকট ফেরৎ আসিয়া তাহাকে সমস্ত বিষয়ে অবহিত করিল। বাযান সব শুনিয়া বলিল, খোদার কসম, এইগুলি কোন বাদশাহের কথা বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা অবশ্যই যাচাই করিয়া দেখিব। ইহার অল্পকাল পরেই তাহার নিকট এই মর্মে শীরওয়াই এর পত্র পৌঁছিল—

'অতঃপর আমি পারস্যবাসীর স্বপক্ষে কিসরার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে কতল করিয়া দিয়াছি। কারণ সে পারস্যের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে অকারণে হত্যা করা নিজের জন্য বৈধ মনে করিয়া লইয়াছিল। তুমি তোমার এলাকায় সকলের নিকট হইতে আমার আনুগত্যের অঙ্গীকার গ্রহণ কর। আর কিসরা যাহাকে গ্রেফতারের জন্য তোমাকে লিখিয়াছিল, তাহাকে কোন প্রকার উত্যক্ত করিও না।' (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিও না।)

বাযান পত্র পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিল নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তি খোদা প্রেরিত নবী। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করিল এবং ইয়ামানে বসবাসকারী পারস্যদেশীয় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। (দালায়েল)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ)কে কিসরার নিকট পত্র দিয়া প্রেরণ করিলেন। পত্রে কিসরাকে তিনি ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়াছিলেন। কিসরা পত্র পাঠ করিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং

ইয়ামানে তাহার গভর্নর বাযানের নিকট পত্র দিল। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই রেওয়ায়াতের শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর বাযানের প্রেরিত দুই ব্যক্তি মদীনায় পৌছিলে বাবওয়াই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, শাহানশাহ কিসরা নওয়াব বাযানকে পত্র মারফৎ এই নির্দেশ দিয়াছেন যে, লোক পাঠাইয়া আপনাকে যেন কিসরার নিকট লইয়া যাওয়া হয়। আপনি যদি স্বেচ্ছায় যাইতে প্রস্তুত হন তবে বাযান বলিয়াছে, আমি আপনার সঙ্গে একখানা পত্র লিখিয়া দিব যাহা কিসরার নিকট আপনার কাজে আসিবে। আর যদি আপনি যাইতে প্রস্তুত না হন তবে কিসরা আপনাকে ও আপনার কাওমকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং আপনার দেশকে বরবাদ করিয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে বলিলেন, তোমরা এখন যাও, আগামীকাল আমার নিকট আসিও। পরবর্তী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (এসাবাহ)

যায়েদ ইবনে আবিহাবীব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা (রাঃ)কে পারস্যের বাদশাহ কিসরা ইবনে হুরমুযের নিকট এইরূপ পত্র সহ প্রেরণ করিয়াছেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

‘আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে পারস্য প্রধান কিসরার প্রতি, সালাম হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক ও তাহার কোন শরীক নাই, এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতেছি। নিঃসন্দেহে আমি সমগ্র মানবকুলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যেন আমি ভয় প্রদর্শন করি প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে যাহাতে কাফেরদের

বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে নিরাপদ থাকিবে। আর যদি অস্বীকার কর তবে সকল অগ্নিপূজকদের গুনাহ তোমার উপর থাকিবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, কিসরা পত্র পাঠ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং বলিল, আমার গোলাম হইয়া আমার নিকট এরূপ পত্র লেখে! অতঃপর কিসরা (ইয়ামানের গভর্ণর) বা–দা–মকে পূর্ববর্ণিত নির্দেশ দিয়া পত্র লিখিল।

এই রেওয়ায়াতে বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, বা–দা–ম কর্তৃক প্রেরিত দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল। তাহারা উভয়ে দাড়ি মুণ্ডন করিয়া গোঁফ লম্বা করিয়া রাখিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের (এরূপ চেহারার) প্রতি তাকাইতে বিরক্তবোধ করিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক! কে তোমাদেরকে এরূপ করিতে আদেশ করিয়াছে? তাহারা বলিল, আমাদের রব্ব অর্থাৎ কিসরা আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু আমার রব্ব আমাকে দাড়ি লম্বা করিতে এবং গোঁফ ছাঁটিতে আদেশ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্ত হইবার পর কিসরা ইয়ামান ও তৎপার্শ্ববর্তী আরব এলাকায় নিযুক্ত বা–দা–ম নামক তাহার গভর্ণরের নিকট পয়গাম পাঠাইল যে, 'তোমার এলাকায় এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে। তাঁহাকে বলিয়া দাও, তিনি যেন এই দাবী হইতে বিরত হন। অন্যথায় আমি তাহার বিরুদ্ধে এমন সৈন্যদল প্রেরণ করিব যাহারা তাহাকে ও তাহার কাওমকে কতল করিয়া দিবে।'

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং বা–দা–মের প্রেরিত দূত আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ব্যাপারে অবহিত করিলে

তিনি বলিলেন, আমি নিজের পক্ষ হইতে এই কাজ করিয়া থাকিলে বিরত হইতাম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে (এই কাজের জন্য) প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত দূত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করিয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগার কিসরাকে কতল করিয়া দিয়াছেন। আজকের পর কিসরা উপাধি আর কাহারো হইবে না এবং আমার পরওয়াদিগার কায়সারকে কতল করিয়া দিয়াছেন। আজকের পর কায়সার উপাধি আর কাহারো হইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় এই কথা বলিলেন, দূত সেই সময় দিন ও মাস লিখিয়া লইল। তারপর সে বা–দা–মের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিল যে, বাস্তবিকই কিসরা মারা গিয়াছে এবং কায়সার কতল হইয়া গিয়াছে।

হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কায়সারের নিকট পত্র দিয়া প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি কায়সারের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র প্রেরণের পূর্ব বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত হাদীসের শেষে এইরূপ রহিয়াছে যে, তারপর হযরত দেহইয়া (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার নিকট কিসরা কর্তৃক নিযুক্ত সানআর গভর্নরের প্রেরিত লোকদেরকে দেখিতে পাইলেন। কিসরা তাহার গভর্নরকে শাসাইয়া পত্র লিখিয়াছিল যে, তুমি সেই লোকটিকে (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাউযুবিল্লাহ) শেষ করিয়া দাও, যে তোমার এলাকায় আবির্ভূত হইয়া আমাকে এই আহবান জানাইতেছে যে, হয় আমি তাহার দ্বীন গ্রহণ করি, নতুবা তাহাকে জিযিয়া (অর্থাৎ কর) প্রদান করি। অন্যথায় আমি তোমাকে কতল করিয়া দিব এবং তোমার সহিত এই করিব, সেই করিব। সুতরাং সানআর গভর্নর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পঁচিশজন লোক পাঠাইয়াছিল। হযরত

দেহ্ইয়া (রাঃ) তাহাদিগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। তাহাদের প্রতিনিধি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পত্র পাঠ করিয়া শুনাইবার পর তিনি পনের দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে কিছুই বলিলেন না। পনের দিন পর তাহারা পুনরায় তাহার খেদমতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া ডাকিলেন এবং বলিলেন, তোমরা তোমাদের গভর্নরের নিকট যাইয়া বলিয়া দাও যে, অদ্য রাত্রে আমার রব্ব তাহার রব্বকে কতল করিয়া দিয়াছেন। অতএব তাহারা চলিয়া গেল এবং যাইয়া গভর্নরের নিকট সব কথা ব্যক্ত করিল। গভর্নর বলিল, উক্ত রাত্রির তারিখ দেখিয়া রাখ। তারপর বলিল, তোমরা তাহাকে কেমন দেখিয়াছ? তাহারা বলিল, আমরা তাঁহার ন্যায় সহজ–সরল ও নরম প্রকৃতির বাদশাহ আর দেখি নাই। তিনি সাধারণ লোকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করেন। কোন ভয় করেন না। সাদাসিধা ও সাধারণ পোশাক পরিধান করেন। তাঁহার কোন পাহারাদার নাই। লোকেরা তাঁহার সম্মুখে উচ্চ আওয়াজে কথা বলে না। হযরত দেহ্ইয়া (রাঃ) বলেন, তারপর খবর আসিল যে, উক্ত রাত্রেই কিসরাকে কতল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ 'মুকাওকেসের' নিকট পত্র

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দে কারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাতেব ইবনে আবি বাল্‌তাআহ (রাঃ)কে আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকেসের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র লইয়া তাহার নিকট পৌঁছিলে সে পত্র মুবারককে চুম্বন করিল এবং হযরত হাতেব (রাঃ)কে যথোচিত সম্মান করিল। তাহার উত্তমরূপে মেহমানদারী করিল। বিদায়ের সময় তাহার সহিত উত্তম ব্যবহার করিল এবং তাহার হাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য

একজোড়া কাপড়, জিনসহ একটি খচ্চর ও দুইজন বাঁদী হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করিল। বাঁদী দুইজনের একজন (হযরত মারিয়া কিবতিয়াহ (রাঃ), যিনি পরবর্তীকালে) হযরত ইবরাহীম (ইবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মাতা হইয়াছিলেন এবং অপরজনকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস আবদী (রাঃ)কে দান করিয়াছিলেন।

হযরত হাতেব ইবনে আবি বাল্তাআহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকেসের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র লইয়া তাহার নিকট পৌঁছিলে সে আমাকে তাহার আপন মহলে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। তারপর সে তাহার সকল পাদ্রীগণকে সমবেত করিয়া আমাকে ডাকিল এবং বলিল, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আশা করি, তুমি আমার কথা ভালভাবে বুঝিয়া লইবে। আমি বলিলাম, যাহা ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিতে পার। সে বলিল, আচ্ছা বল, তোমার হযরত কি নবী নহেন? আমি বলিলাম, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল। সে বলিল, যদি তিনি এমনই হইয়া থাকেন তবে তাঁহার কাওম যখন তাহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল তখন তিনি তাহাদের জন্য বদদোয়া কেন করিলেন না? হযরত হাতেব (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, তুমি কি হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস্ সালাম সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলিয়া সাক্ষ্য দাও না? সে বলিল, নিশ্চয়! আমি বলিলাম, তবে তাঁহার কাওম যখন তাঁহাকে ধরিয়া শূলী দিতে চাহিল তখন তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ধ্বংস হইয়া যাওয়ার বদদোয়া কেন করিলেন না? বরং আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নিলেন। (আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া) সে বলিল, তুমি অত্যন্ত বিজ্ঞ লোক, বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছ। আমি তোমার হাতে কিছু উপঢৌকন (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর জন্য প্রেরণ করিতেছি এবং তোমার সঙ্গে একজন

প্রহরীও দিতেছি, যে তোমাকে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌছাইয়া আসিবে।

হযরত হাতেব (রাঃ) বলেন, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তিনটি বাঁদী দিল। তন্মধ্যে একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাঃ)এর মা হইয়াছিলেন। অপর একজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)কে দান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও শাহ মুকাওকেস আরো কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ও বিশেষ জিনিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিল।

নাজরানবাসীদের প্রতি পত্র

আব্দে ইয়াসু' এর দাদা পূর্বে ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী ছিলেন পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, সূরায়ে তোয়াসীন—সুলাইমান (অর্থাৎ সূরায়ে নামল) নাযিল হইবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসীদের নিকট (নিম্নরূপ) পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

(অর্থাৎ সূরায়ে নাম্‌ল এর মধ্যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নাযিল হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পত্রাদির শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই পত্র যেহেতু উক্ত সূরা নাযিল হইবার পূর্বে লেখা হইয়াছে সেহেতু ইহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' না লিখিয়া অন্যরূপ লিখিয়াছেন।)

(হযরত) ইবরাহীম, (হযরত) ইসহাক এবং (হযরত) ইয়াকুব (আলাইহিমুস সালাম)এর পরওয়ারদিগারের নামে আরম্ভ করিতেছি।

আল্লাহর রাসূল ও নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে নাজরানের সকল পাদ্রীগণ এবং সকল অধিবাসীদের নামে। তোমরা শান্তিতে থাক। আমি তোমাদের নিকট (হযরত) ইবরাহীম, (হযরত) ইসহাক এবং (হযরত) ইয়াকুব (আলাইহিমুস সালাম)এর পরওয়ারদিগারের প্রশংসা করিতেছি।

আম্মাবা'দ, আমি তোমাদিগকে এই আহবান জানাইতেছি যে, বান্দাদের এবাদত পরিত্যাগ করিয়া তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং মানুষের সহিত বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর বন্ধুত্ব গ্রহণ কর। যদি তোমরা ইহা অস্বীকার কর তবে জিযিয়া (অর্থাৎ কর) প্রদান কর। আর যদি ইহাও অস্বীকার কর তবে আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি। ওয়াস্সালাম।

পাদ্রীর নিকট এই পত্র পৌঁছিলে সে উহা পাঠ করিয়া ঘাবড়াইয়া গেল এবং অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সে (তৎক্ষণাৎ) শুরাহ বীল ইবনে ওদাআহ নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইল। এই ব্যক্তি হামদান নিবাসী ছিল। কোন জটিল সমস্যা দেখা দিলে তাহাকেই সর্বপ্রথম পরামর্শের জন্য ডাকা হইত। তাহার পূর্বে আইহাম, সাইয়েদ বা আকেব এই ধরনের কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে ডাকা হইত না।

অতএব শুরাহবীল উপস্থিত হইলে পাদ্রী তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র দিল। সে উহা পড়িয়া শেষ করিলে পাদ্রী বলিল, হে আবু মারইয়াম, তোমার অভিমত কি? শুরাহবীল বলিল, তুমি ত জান যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, তিনি হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করিবেন। ইনিই হয়ত সেই ব্যক্তি। আমি নবুওয়াতের ব্যাপারে কোন রায় দিতে পারিব না। যদি দুনিয়াবী কোন বিষয় হইত তবে আমি তোমাকে কোন পরামর্শ দিতাম এবং তোমার জন্য চেষ্টা করিতাম। পাদ্রী বলিল, তুমি এক পার্শ্বে সরিয়া বস। সুতরাং শুরাহবীল সরিয়া এক পার্শ্বে যাইয়া বসিল। অতঃপর পাদ্রী নাজরানের হিম্ইয়ার গোত্রের যি আসবাহ শাখার বিশিষ্ট ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে শুরাহবীলকে ডাকাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাঠ করিয়া শুনাইল এবং এই ব্যাপারে তাহার রায় জিজ্ঞাসা করিল। সেও শুরাহবীল ইবনে ওদাআহ এর ন্যায় উত্তর দিল। পাদ্রী বলিল, তুমি এক পার্শ্বে সরিয়া বস। সুতরাং আবদুল্লাহ এক পার্শ্বে

সরিয়া বসিল। অতঃপর পাদ্রী নাজরানের বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রের শাখা বনুল হিমাসের জাব্বার ইবনে ফয়েয নামক এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পাঠ করিয়া শুনাইল এবং এই ব্যাপারে তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিল। সেও শুরাহবীল ও আবদুল্লাহর ন্যায় মতামত ব্যক্ত করিল। পাদ্রী তাহাকেও এক পার্শ্বে সরিয়া বসিতে বলিলে সে এক পার্শ্বে যাইয়া বসিল। অতঃপর পাদ্রী যখন দেখিল ইহারা সকলেই এই ব্যাপারে একমত হইয়াছে তখন পাদ্রীর হুকুমে ঘন্টা বাঁজান হইল, আগুন জ্বালান হইল এবং গির্জার উপর চটের পতাকা উড়ান হইল। দিনের বেলায় কোন ভয়–ভীতি বা সঙ্কট দেখা দিলে সাধারণতঃ এরূপ করা হইত। রাত্রিকালে এরূপ পরিস্থিতিতে গির্জায় ঘন্টা বাজান হইত এবং আগুন জ্বালান হইত।

গীর্জায় ঘন্টা বাজান ও আগুন জ্বালাইবার পর নাজরান উপত্যকার সকল লোক গির্জা প্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইল। নাজরান উপত্যকা একজন দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ারের একদিনের পথ সমান লম্বা ছিল। উহাতে তিয়াত্তরটি গ্রাম এবং সমগ্র উপত্যকায় যুদ্ধবাজ সিপাহীর সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার। পাদ্রী সমবেত সকলের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রপাঠ করিয়া শুনাইল এবং এই ব্যাপারে তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ একমত হইয়া বলিল, শুরাহবীল ইবনে ওদাআহ হামদানী, আবদুল্লাহ ইবনে শুরাহবীল আসবাহী ও জাব্বার ইবনে কয়েস হারেসী এই তিনজনকে পাঠান হউক এবং তাহারা যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমুদয় বিষয় অবগত হইয়া আসিবেন। অতএব প্রতিনিধিদল রওয়ানা হইয়া যখন মদীনায় পৌঁছিল তখন তাহারা সফরের পোশাকাদি খুলিয়া স্বর্ণের আংটি ও দীর্ঘ বহরযুক্ত কারুকার্য করা ইয়ামানী পোশাক পরিধান করিল এবং মাটির উপর কাপড় হেঁচড়াইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম করিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সালামের জবাব দিলেন না। তাহারা সারাদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিল, কিন্তু তিনি এই পোশাক ও স্বর্ণের আংটি পরিধানের দরুন তাহাদের সহিত কোন কথা বলিলেন না। নিরুপায় হইয়া তাহারা পূর্ব পরিচিত হযরত ওসমান ইবনে আফফান ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)এর নিকট গেল। সেখানে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা বলিল, হে ওসমান, হে আবদুর রহমান, তোমাদের নবী আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন এবং আমরা পত্র পাইয়া এখানে আগমন করিয়াছি। আমরা তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের সালামের উত্তর দিলেন না। সারাদিন আমরা তাঁহার সহিত কথা বলিবার সুযোগ তালাশ করিলাম, কিন্তু তিনি আমাদিগকে কোন সুযোগই দিলেন না। আমরা তো ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন তোমাদের কি রায়? আমরা কি ফিরিয়া যাইব? হযরত ওসমান ও হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুল হাসান, ইহাদের সম্পর্কে আপনার কি রায়? হযরত আলী (রাঃ) তাহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমার মনে হয় তাহারা এই সকল পোশাকাদি ও স্বর্ণের আংটি খুলিয়া তাহাদের সফরের পোশাক পরিধান করতঃ পুনরায় খেদমতে উপস্থিত হউক।

সুতরাং তাহারা পোশাক পরিবর্তন করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সালাম করিল। তিনি তাহাদের সালামের উত্তর দিলেন। তারপর বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আমাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা যখন প্রথমবার আমার নিকট আসিয়াছিল তখন ইবলীসও তাহাদের সঙ্গে ছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহারাও বিভিন্ন প্রশ্ন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা প্রশ্ন করিল যে, আপনি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম

সম্পর্কে কি বলেন? কারণ আমরা যেহেতু ঈসায়ী (খৃষ্টান) এবং আমরা আমাদের কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইব। অতএব আপনি যদি নবী হইয়া থাকেন তবে আপনার মুখে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কিছু শুনিয়া গেলে আমরা খুশী হইতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ তো আমার নিকট তাঁহার সম্পর্কে তেমন কোন তথ্যাবলী নাই, তোমরা আজ অপেক্ষা কর। আমার রব্ব হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আমাকে যাহা কিছু বলিবেন আমি তোমাদিগকে জানাইব। পরদিন সকালে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিবেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ .... الْكَٰذِبِينَ .

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকট আদমের ন্যায়। তাঁহাকে মাটি দ্বারা তৈয়ার করিলেন, তৎপর তাহাকে বলিলেন, হইয়া যাও, তখনই হইয়া গেলেন। এই বাস্তব ঘটনা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে, সুতরাং আপনি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না। অতএব, যে ব্যক্তি ঈসা সম্বন্ধে আপনার সহিত বিতর্ক করে আপনার নিকট সত্য সংবাদ আসিবার পর, তবে আপনি বলিয়া দিন, আস আমরা ডাকিয়া লই আমাদের সন্তানগণকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে, আর আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে এবং স্বয়ং আমাদের নিজেদেরকে ও স্বয়ং তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা সমবেতভাবে দোয়া করি এবং তাহাদের প্রতি আল্লাহর লানত (অভিসম্পাত) করি যাহারা মিথ্যাবাদী।

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদিগকে এই আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন তখন) তাহারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এইরূপ কথা মানিতে অস্বীকৃতি জানাইল (এবং মোবাহালা অর্থাৎ পরস্পর অভিসম্পাত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।) অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরদিন হযরত হাসান

ও হযরত হুসাইন (রাঃ)কে আপন চাদরে জড়াইয়া লইয়া মোবাহালার উদ্দেশ্যে চলিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছন পিছন চলিতেছিলেন। (তাঁহার বিবিগণের মধ্যে কাহাকেও এই মোবাহালাতে শরীক করেন নাই) অথচ সে সময় তাঁহার একাধিক বিবি ছিলেন।

শুরাহবীল (এই অবস্থা দেখিয়া) তাহার সঙ্গীগণকে বলিল, তোমরা জান, আমাদের উপত্যকার উপর নীচের সমস্ত লোক যখন কোন বিষয়ে সমবেত হয় তখন তাহারা একমাত্র আমার সিদ্ধান্তের উপরই নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। খোদার কসম, আমি বড় কঠিন সমস্যা দেখিতেছি। খোদার কসম, যদি বাস্তবিকই এই ব্যক্তি ক্ষেপিয়া যায় তবে আরব জাতির মধ্যে আমরাই প্রথম তাহার চোখের কাঁটা হইব এবং সর্বপ্রথম আমরাই তাহার বিরুদ্ধাচারী সাব্যস্ত হইব। আর তখন তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের অন্তর হইতে আমাদের প্রতি এই ক্ষোভ ততক্ষণ দূর হইবে না যতক্ষণ তাহারা আমাদিগকে সমূলে শেষ করিয়া না দিবে। আর সমগ্র আরবের মধ্যে আমরাই তাহাদের নিকটতম প্রতিবেশী। আর যদি এই ব্যক্তি প্রেরিত নবী হইয়া থাকেন এবং আমরা তাহার সহিত মোবাহালা করি তবে যমীনের বুকে আমাদের চুল ও নখ কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না, সবই ধ্বংস হইয়া যাইব। শুরাহবীলের এই বক্তব্য শুনিয়া তাহার সঙ্গীদ্বয় বলিল, হে আবু মারইয়াম, এখন আপনার অভিমত কি? সে বলিল, আমার অভিমত হইল, তাঁহার উপরই ফয়সালার ভার ন্যাস্ত করি। কারণ আমার বিশ্বাস এই ব্যক্তি কখনও মাত্রাতিরিক্ত কিছু ফয়সালা করিবেন না। সঙ্গীদ্বয় বলিল, আপনার যেমন ইচ্ছা হয় করুন। অতএব শুরাহবীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আপনার সহিত মোবাহালা (অর্থাৎ পরস্পর অভিসম্পাত) অপেক্ষা একটি উত্তম পন্থা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি? সে বলিল, (আমরা আপনার সহিত সন্ধি করিব। অতএব) আপনি অদ্যরাত্রি চিন্তা করিয়া

আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আমাদের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবেন আমরা তাহা মানিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিন্তু তোমার কাওমের লোকেরা যদি উহা না মানে এবং আপত্তি করে? শুরাহবীল বলিল, আপনি আমার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন। সুতরাং তিনি তাহার সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, আমাদের উপত্যকার সকলেই শুরাহবীলের কথাকে মনেপ্রাণে মান্য করিয়া চলে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া গেলেন এবং মোবাহালা করিলেন না। অবশেষে পরদিন সকালবেলা তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে নিম্নরূপ চুক্তিপত্র লিখিয়া দিলেন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইহা সেই চুক্তিপত্র যাহা আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাজরানবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিয়াছেন। তাহাদের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ফয়সালা এই যে, সকল প্রকার ফলপাকড়, সোনা, রূপা ও গোলাম ইত্যাদি সবই তাহাদের নিকট থাকিবে। আর ইহা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ। তবে এই সকলের বিনিময়ে তাহারা দুই হাজার বস্ত্রজোড়া প্রদান করিবে। এক হাজার জোড়া প্রত্যেক রজব মাসে এবং এক হাজার জোড়া প্রত্যেক সফর মাসে প্রদান করিবে।'

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বাকী শর্তসমূহও উল্লেখ করিয়াছেন। আল বিদায়াহ গ্রন্থে উক্ত শর্তসমূহের পর ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হযরত গায়লান ইবনে আমর, বনু নযীর গোত্রের হযরত মালেক ইবনে আওফ, হযরত আকরা' ইবনে হারেস হানযালী ও হযরত মুগীরাহ (রাঃ) উক্ত চুক্তিপত্রে সাক্ষী হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুক্তিপত্র লিখিয়া তাহাদিগকে দিলেন। তাহারা উহা লইয়া নাজরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইল।

তাহারা যখন নাজরানে পৌঁছিল তখন সেখানে পাদ্রীর নিকট আবু আলকামা বশীর ইবনে মুআবিয়া নামক একই মায়ের ঘরের তাহার এক চাচাত ভাই উপস্থিত ছিল। প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক লিখিত চুক্তিপত্র পাদ্রীর নিকট দিল। পাদ্রী ও তাহার ভাই বশীর উটের পিঠে পথ চলিতেছিলেন। পাদ্রী আরোহন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই চুক্তিপত্র পাঠ করিতে লাগিলে হঠাৎ বশীরের উট তাহাকে লইয়া হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল।বশীর ইহাতে কোনরূপ ইশারা ইঙ্গিত ব্যতিরেকে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট নাম উচ্চারণ করিয়া বদদোয়া করিল। পাদ্রী বলিল, খোদার কসম, তুমি একজন প্রেরিত নবীকে বদদোয়া করিয়াছ। বশীর (পাদ্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া) বলিয়া উঠিল, যদি সত্যই তিনি নবী ও রাসূল হইয়া থাকেন তবে খোদার কসম, আল্লাহর রাসূলের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আমি আমার উটের পিঠে বাঁধা হাওদার একটা গিরাও খুলিব না। এই বলিয়া সে তাহার উটের মুখ মদীনার দিকে ঘুরাইয়া দিল। পাদ্রীও আপন উটের মুখ তাহার দিকে ঘুরাইল এবং বলিল, তুমি আমার কথার অর্থ তো বুঝিতে চেষ্টা কর। আমার এই কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমার কথাটা আরব (মুসলমান)দের নিকট পৌঁছিয়া যাক। কারণ আমার ভয় হইতেছিল যে, তাহারা আবার এমন মনে না করে যে, আমরা (তাহার নবুওয়াতকে অস্বীকার করিয়া) তাহার প্রাপ্য হক বা মর্যাদা কাড়িয়া লইয়াছি। তুমি কি মনে কর যে, আমরা তাহার এই (নবুওয়াতের) দাবীকে সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইয়াছি? আর সমগ্র আরব (অমুসলমানগণ) যে ব্যাপারে নতি স্বীকার করে নাই আমরা কি সেই বিষয়ে এই ব্যক্তির সম্মুখে নতি স্বীকার করিয়াছি? অথচ আমরা সমগ্র আরব (অমুসলমান) অপেক্ষা মর্যাদায় ও ঘর বসতি হিসাবে অনেক বেশী।'

বশীর বলিল, না, খোদার কসম, তোমার মস্তিষ্ক হইতে নির্গত এখনকার এই কথা আমি কখনও মানিব না। অতঃপর সে পাদ্রীকে

পিছনে ফেলিয়া তাহার উটকে জোরে হাঁকাইল এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল—

إِلَيْكَ تَغْدُوْ قَلِقًا وَضِيْنُهَا - مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِيْنُهَا -

مُخَالِفًا دِيْنَ النَّصَارَىٰ دِيْنُهَا -

অর্থ ঃ (হিয়া রাসূলাল্লাহ!) আমার এই উট আপনারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। (দ্রুতগতিতে চলার দরুন) উহার লাগাম দুলিতেছে এবং উহার পেটে বাচ্চা আড় হইয়া পড়িয়া আছে। উহার (অর্থাৎ উহার আরোহীর) দ্বীন নাসারাদের দ্বীনের বিপরীত হইয়া গিয়াছে।

অবশেষে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি কোন এক যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

বর্ণনাকারী বলেন, নাজরানের সেই প্রতিনিধিদল ইবনে আবি শিমার যাবীদী সন্ন্যাসীর নিকট পৌঁছিল। সন্ন্যাসী তাহার গির্জার উপর এবাদতখানায় ছিল। প্রতিনিধিদল তাহাকে বলিল, তেহামা (অর্থাৎ মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী) এলাকায় একজন নবী প্রেরিত হইয়াছেন। অতঃপর তাহাদের (নাজরানবাসীদের) পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁহার পক্ষ হইতে মুবাহালার প্রস্তাব ও তাহাদের উহাতে অস্বীকৃতি এবং বশীর ইবনে মুআবিয়ার ইসলাম গ্রহণ ইত্যাদি সকল ঘটনা তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। সন্ন্যাসী সকল ঘটনা শুনিয়া বলিল, আমাকে তোমরা এই গির্জা হইতে নামাও, নতুবা আমি নিজেকে এই গির্জা হইতে মাটিতে নিক্ষেপ করিব।

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং লোকেরা তাহাকে নিচে নামাইয়া আনিল। অতঃপর সে উপহারস্বরূপ কিছু জিনিস লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিল। তাহার আনিত উপহারের মধ্যে একটি চাদর, একটি পেয়ালা ও একটি লাঠি ছিল। উক্ত

চাদরখানাই পরবর্তীকালে খলীফাগণ ব্যবহার করিতেন। সন্ন্যাসী দীর্ঘদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অবস্থান করিল। ওহী নাযিল হইলে সে উহা মনোযোগ সহকারে শুনিত, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করা তাহার ভাগ্যে জুটিল না। সে অতিসত্বর পুনরায় ফিরিয়া আসিবার ওয়াদা করিয়া কাওমের নিকট ফিরিয়া গেল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পূর্বে দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসাও তাহার ভাগ্যে হইল না।

পাদ্রী আবুল হারেসও সাইয়্যেদ ও আকেব সহ তাহার কাওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আগমন করিয়াছিল। তাহারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে থাকিয়া যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালা অবতীর্ণ করিতেন তাহা মনোযোগ সহকারে শুনিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য ও তাহার পরবর্তী নাজরানের অন্যান্য পাদ্রীদের জন্য নিম্নে বর্ণিত এই আদেশনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন—

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম,

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে পাদ্রী আবুল হারেস ও নাজরানের অপরাপর পাদ্রী সহ সকল জ্যোতিষী ও সন্ন্যাসীদের জন্য (এই অঙ্গীকারপত্র লিখিত হইল)।

তাহাদের আয়ত্বাধীন কম বা বেশী সকল জিনিস তাহাদেরই নিকট থাকিবে। তাহাদের সকলের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পানাহ্। কোন পাদ্রী বা জ্যোতিষী বা সন্ন্যাসীকে তাহার পদমর্যাদা হইতে সরানো যাইবে না। তাহাদের কোন অধিকার, ক্ষমতা বা কোন পদমর্যাদা হরণ করা যাইবে না। তাহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের এই পানাহ্ বা আশ্রয় ততদিন বলবৎ থাকিবে যতদিন তাহারা সঠিকভাবে চলিতে থাকিবে এবং মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করিতে থাকিবে। তাহাদের উপর কেহ জুলুম করিবে না, আর তাহারাও কাহারো উপর জুলুম করিবে না।"

হযরত মুগীরাহ ইবনে শো'বা (রাঃ) এই পত্র লিখিয়াছিলেন। (বিদায়াহ)

বকর ইবনে ওয়ায়েলের প্রতি পত্র

হযরত মারসাদ ইবনে যিবইয়ান (রাঃ) বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র পৌঁছিল। কিন্তু পত্রখানি পাঠ করিবার মত কেহ আমাদের মধ্যে ছিল না। অবশেষে যাবীআহ গোত্রের এক ব্যক্তি আমাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইল। (পত্রখানি নিম্নরূপ ছিল)

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে বক্র ইবনে ওয়ায়েলের প্রতি। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপত্তা লাভ করিবে।" (আহমদ)

বনু জুযামার প্রতি পত্র

হযরত মা'বাদ জুযামী (রাঃ) বলেন, হযরত রিফাআহ ইবনে যায়েদ জুযামী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন যাহার বিষয়বস্তু এইরূপ ছিল ঃ

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রিফাআহ ইবনে যায়েদের জন্য এই পত্র লিখিয়াছেন। আমি তাহাকে নিজ কাওম ও তাহাদের মধ্যে গণ্য হয় এমন সকলকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করিতেছি। যে ব্যক্তি ঈমান আনয়ন করিবে সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দলভুক্ত হইবে। আর যে অস্বীকার করিবে তাহাকে দুইমাস কাল সময় দেওয়া হইল।"

হযরত রিফাআহ (রাঃ) এই পত্র লইয়া কাওমের নিকট আসিলে তাহারা সকলেই তাহার কথা স্বীকার করিয়া লইল। (তাবারানী)

নবী করীম (সাঃ)এর সেই সকল আখলাক ও আমলের ঘটনা যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে

ইহুদী আলেম যায়েদ ইবনে সু'নার ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন যায়েদ ইবনে সু'নাকে হেদায়াত দান করিতে চাহিলেন তখন যায়েদ ইবনে সু'না আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই আমি নবুওয়াতের সকল নিদর্শন উহাতে বিদ্যমান পাইয়াছি। কিন্তু দুইটি বিষয় এখনও অবগত হইতে পারি নাই। এক—নবীর ধৈর্য তাঁহার মূর্খতার উপর প্রবল হইবে। দুই—তাঁহার সহিত যতই মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা হইবে ততই তাঁহার ধৈর্য বৃদ্ধি পাইবে।

হযরত যায়েদ ইবনে সু'না (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) ছিলেন। এমন সময় তাঁহার নিকট একজন উষ্ট্রারোহী আসিল। লোকটি দেখিতে বেদুইন মনে হইতেছিল। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গ্রামে অমুক গোত্রে আমার কিছু সঙ্গী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম যে, ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাদের রিযিক বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এখন সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। মোটেই বৃষ্টি হইতেছে না। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তাহারা যেমন (রিযিকের) লোভে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তেমনি আবার লোভের কারণে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া না যায়। আপনি যদি সমীচীন মনে করেন তবে তাহাদের জন্য সাহায্য প্রেরণ করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়ানো ব্যক্তির প্রতি তাকাইলেন। আমার মনে হয় তিনি হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন। উক্ত ব্যক্তি (এই দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিয়া) বলিলেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই মালামালের কিছুই তো এখন আর অবশিষ্ট নাই।

হযরত যায়েদ ইবনে সু'না (রাঃ) বলেন, আমি তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, আপনি এখনই নগদ মূল্য গ্রহণ করিয়া অমুকের বাগানের এত পরিমাণ খেজুর এই মেয়াদে পরিশোধের শর্তে আমার নিকট বিক্রয় করিবেন কি? তিনি বলিলেন, অমুকের বাগান বলিয়া কোন বাগান নির্দিষ্ট করিও না। আমি বলিলাম, ঠিক আছে, তাহাই হইবে। অতএব তিনি বিক্রয়ে সম্মত হইলে আমি আমার থলি খুলিয়া আশি মিসকাল স্বর্ণ তাঁহাকে প্রদান করিলাম। তিনি সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা আগত সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে দিয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা তাহাদের সাহায্য কর এবং তাহাদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করিও।

হযরত যায়েদ ইবনে সু'না (রাঃ) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদের দুই তিন দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবাদের সঙ্গে বাহির হইয়া একটি জানাযার নামায পড়াইলেন। নামাযের পর তিনি যখন একটি দেয়ালের পাশে বসিবার জন্য অগ্রসর হইলেন তখন আমি তাঁহার বুকের জামা ও চাদর ধরিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিলাম এবং বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, আপনি কি আমার পাওনা পরিশোধ করিবেন না? খোদার কসম, তোমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশ শুধু টালবাহানাই করিতে শিখিয়াছ। তোমাদের সঙ্গে চলিয়া এই ব্যাপারে আমার খুব শিক্ষা হইয়াছে। এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িতেই লক্ষ্য করিলাম যে, (ক্রোধে) তাহার চক্ষুদ্বয় গোল আকাশের ন্যায় ঘুরপাক খাইতেছে। তিনি আমার প্রতি চোখ পাকাইয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, 'ওরে খোদার দুশমন, তুই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন কথা বলিতেছিস যাহা আমি শুনিতেছি? আর তাঁহার সহিত এমন ব্যবহার করিতেছিস যাহা আমি দেখিতেছি? সেই পাক যাতের কসম, যাহার

কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের আদবের কথা চিন্তা না করিতাম তবে এখনি আমার তলোয়ার দ্বারা তোর গর্দান উড়াইয়া দিতাম।'

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত শান্তসৌম্য দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং (হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা শুনিয়া) বলিলেন, হে ওমর! আমার ও তাহার ইহা অপেক্ষা অন্যকিছুর অধিক প্রয়োজন ছিল। আমাকে তুমি উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধের কথা বলিতে এবং তাহাকে সুন্দরভাবে দাবী জানাইতে বলিতে। হে ওমর, তাহাকে লইয়া যাও এবং তাহার পাওনা দিয়া দাও। আর যেহেতু তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়াছ সেইজন্য বিশ সা' খেজুর অতিরিক্ত দিবে।

হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে লইয়া গেলেন এবং আমার পাওনা হক দিবার পর অতিরিক্ত আরো বিশ সা' খেজুর আমাকে দিলেন। আমি বলিলাম, হে ওমর! এই অতিরিক্তগুলি কেন দিলেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেহেতু তোমাকে ভয় দেখাইয়াছি সেহেতু এই অতিরিক্ত খেজুর যেন প্রদান করি। আমি বলিলাম, হে ওমর! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, না। বলিলাম, আমি যায়েদ ইবনে সু'না। তিনি বলিলেন, ইহুদীদের সেই বড় আলেম? আমি বলিলাম, হাঁ, সেই বড় আলেম। তিনি বলিলেন, (এত বড় আলেম হইয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এইরূপ আচরণ কেন করিলে? তাঁহাকে এইরূপ কথা কেন বলিলে? আমি বলিলাম, হে ওমর! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই উহার মধ্যে নবুওয়াতের সকল নিদর্শন চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু দুইটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হইতে পারি নাই। এক—নবীর ধৈর্য তাঁহার মূর্খতার উপর প্রবল হইবে। দুই—তাঁহার সহিত যতই মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা হইবে ততই

তাঁহার ধৈর্য বৃদ্ধি পাইবে। আর এই দুইটাই আমি এখন পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। হে ওমর, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি রব্ব হিসাবে আল্লাহর উপর, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর এবং নবী হিসাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম। আর আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি মদীনায় সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যক্তি। সুতরাং আমার অর্ধেক মাল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমগ্র উম্মতের জন্য দান করিয়া দিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সমগ্র উম্মতের পরিবর্তে উম্মতের কিছু অংশের জন্য বল, কারণ তোমার জন্য সমগ্র উম্মতকে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি বলিলাম, ঠিক আছে, উম্মতের কিছু অংশের জন্য দান করিলাম।

অতঃপর হযরত ওমর ও হযরত যায়েদ (রাঃ) সেখান হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিলেন, হযরত যায়েদ (রাঃ) খেদমতে উপস্থিত হইয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলা–হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনিলেন, তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার হাতে বাইআত হইলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বহু জেহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। অবশেষে তবূকের যুদ্ধে ফিরিবার পথে নহে বরং অগ্রসর হইবার কালে তিনি ইন্তেকাল করেন। 'আল্লাহ তায়ালা হযরত যায়েদের প্রতি রহমত নাযিল করুন।'

(তাবারানী)

হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা
কোরাইশ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বাইতুল্লার যিয়ারতে বাধা প্রদান

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ (রাঃ) ও হযরত মারওয়ান (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা হইতে রওয়ানা হইলেন। পথে এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ গামীম নামক স্থানে কোরাইশদের একদল ঘোড় সওয়ারের সহিত খবর সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং তোমরা ডান দিকের পথে অগ্রসর হও। খোদার কসম, হযরত খালেদ (রাঃ) মোটেও টের পাইলেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম কাফেলা সহ তাহার মাথার উপর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হঠাৎ (এই বিশাল) বাহিনীর ধুলাবালি উড়িতে দেখিয়া তিনি কোরাইশকে সাবধান করিবার জন্য ঘোড়া হাঁকাইলেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিতে চলিতে মক্কাভিমুখী পথের বাঁকে উপনীত হইলেন। এই পর্যন্ত আসিবার পর (কাসওয়া নামক) তাঁহার বাহন বসিয়া পড়িল। লোকেরা হাল্ হাল্ বলিয়া উহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু উটনী বসিয়াই রহিল। লোকেরা বলিল, কাসওয়া জিদ ধরিয়াছে, কাসওয়া জিদ ধরিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাসওয়া জিদ ধরে নাই। জিদ ধরা তাহার স্বভাব নহে, বরং হস্তিবাহিনীর গতিরোধকারী সত্তা উহার গতিরোধ করিয়া দিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোরাইশগণ আমার নিকট যে কোন প্রস্তাব পেশ করিবে আমি তাহা মানিয়া লইব। অতঃপর তিনি উটনীকে তাড়া দিতেই উহা উঠিয়া দাঁড়াইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার রাস্তা হইতে সরিয়া হুদাইবিয়ার শেষপ্রান্তে একটি ঝরনার নিকট আসিয়া অবস্থান করিলেন। ঝরনার পানি খুবই কম

ছিল এবং অল্প অল্প বাহির হইতেছিল। সাহাবা (রাঃ) সকলেই সেই পানি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে কিছুক্ষণের মধ্যে পানি শেষ হইয়া গেল। অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পিপাসার কথা জানাইলেন। তিনি আপন তীরদান হইতে একটি তীর বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, ইহাকে ঝরনার ভিতর গাড়িয়া দাও। খোদার কসম, উক্ত তীর গাড়িয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন প্রবলবেগে পানি উঠিতে আরম্ভ করিল যে, সেখানে অবস্থানের শেষদিন পর্যন্ত উহা দ্বারা তাহারা পরিতৃপ্তির সহিত নিজেদের প্রয়োজন মিটাইতে থাকিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) হুদাইবিয়াতে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় বুদাইল ইবনে ওয়ারকা খুযায়ী তাহার কাওম খুযাআর একদল লোক লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তেহামাবাসীদের মধ্যে ইহারাই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্খী। বুদাইল বলিল, আমি কা'ব ইবনে লুয়াই ও আমের ইবনে লুয়াই এর নিকট হইতে আসিয়াছি। তাহারা (অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া) হুদাইবিয়ার জলাশয়সমূহের নিকট অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং (দীর্ঘ সময়ের রসদ ব্যবস্থা হিসাবে) বাচ্চাসহ দুগ্ধবতী উটনী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং আপনাকে বাইতুল্লাহ হইতে বাধা প্রদান করিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা কাহারো সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। আমরা তো ওমরা করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। যুদ্ধ তো (এ যাবৎ) কোরাইশকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে এবং তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছে। তাহারা যদি রাজী হয় তবে আমি তাহাদের সহিত মেয়াদ নির্ধারণপূর্বক সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি। উক্ত মেয়াদের মধ্যে তাহারা আমার ও লোকদের মাঝে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। (আমি লোকদিগকে দাওয়াত দিতে থাকিব।) যদি লোকদের উপর আমার বিজয় হয় (এবং তাহারা আমার দ্বীন গ্রহণ করিয়া লয়) তবে কোরাইশদের ইচ্ছা হয় তো তাহারাও সেই দ্বীন গ্রহণ করিয়া লইবে যাহা লোকেরা গ্রহণ

করিয়াছে। আর যদি আমি লোকদের উপর জয়যুক্ত না হই, (বরং লোকরাই আমার উপর জয়লাভ করে এবং আমাকে শেষ করিয়া দেয়) তবে তাহাদের আর কোন কষ্ট হইল না। কোরাইশগণ যদি এই সন্ধি প্রস্তাবে রাজী না হয় তবে সেই পাক যাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, শরীর হইতে আমার গর্দান (কাটিয়া) পৃথক হইয়া যাওয়া পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইব। আর আল্লাহর দ্বীন অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হইবে।'

বুদাইল বলিল, আমি তাহাদিগকে আপনার কথা পৌঁছাইয়া দিব। অতঃপর সে কোরাইশের নিকট আসিয়া বলিল, আমরা এই ব্যক্তির (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) নিকট হইতে তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আসিয়াছি। তোমরা (শুনিতে চাহিলে) আমরা তাহা ব্যক্ত করিতে পারি। অদূরদর্শী ও নির্বোধ লোকেরা বলিল, তাঁহার কোন কথা শুনিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকেরা বলিল, বল, তাঁহার কি কথা শুনিয়া আসিয়াছ? বুদাইল বলিল, আমরা তাঁহাকে এই এই কথা বলিতে শুনিয়াছি। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা সবই ব্যক্ত করিল।

(বুদাইল কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য শুনিবার পর সকলের মধ্য হইতে) ওরওয়া ইবনে মাসউদ দাঁড়াইয়া (উপস্থিত বয়স্কদের উদ্দেশ্যে) বলিল, হে আমার কাওম, তোমরা আমার পিতৃস্থানীয় নও কি? তাহারা বলিল, হাঁ, অবশ্যই। (কমবয়স্কদের উদ্দেশ্যে) বলিল, তোমরা আমার সন্তানতুল্য নও কি? তাহারা বলিল, হাঁ, অবশ্যই। ওরওয়া বলিল, তোমরা কি আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ কর? তাহারা বলিল, না। ওরওয়া বলিল, তোমাদের কি মনে নাই যে, আমি (একবার) তোমাদের সাহায্যের জন্য ওকায মেলায় সকলকে আহবান করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহারা সাহায্য করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে আমি আমার পরিবার, আমার সন্তানগণ ও যাহারা আমার

কথা মান্য করিয়াছিল তাহাদিগকে লইয়া (তোমাদের সাহায্যে) আগাইয়া আসিয়াছিলাম? তাহারা বলিল, হাঁ, আমাদের মনে আছে। ওরওয়া বলিল, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের সামনে একটি উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তোমরা উহা গ্রহণ কর এবং আমাকে সুযোগ দাও, আমি তাহার সহিত আলোচনা করিয়া আসিব। লোকেরা বলিল, অবশ্যই যাও। অতএব ওরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুদাইলকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকেও তাহাই বলিলেন। অতঃপর ওরওয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আপনার কাওমকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন তবে আপনার পূর্বে আরবের আর কেহ এরূপ আপন কাওমকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে, শুনিয়াছেন কি? আর যদি পরিস্থিতি ভিন্নরূপ হয় অর্থাৎ কুরাইশ জয়যুক্ত হয় তবে ত খোদার কসম, আমি আপনার সহিত তেমন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কাহাকেও দেখিতেছি না ; বরং আপনার চারিপার্শ্বে এদিক সেদিকের এমন সকল আজেবাজে লোকের ভীড় দেখিতেছি যাহারা যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই পলায়ন করিবে এবং আপনাকে পরিত্যাগ করিবে। (ওরওয়ার এই উক্তি শুনিয়া) হযরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তুই যাইয়া লাত দেবীর লজ্জাস্থান চোষণ কর? আমরা পলায়ন করিব? আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব? ওরওয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ব্যক্তি কে? লোকেরা বলিল, ইনি আবু বকর। ওরওয়া বলিল, সেই পাক যাতের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমার প্রতি তোমার সেই এহ্সান যদি না হইত যাহার কোন প্রতিদান আমি তোমাকে দিতে পারি নাই, তবে অবশ্যই তোমার এই উক্তির জবাব দিতাম।

বর্ণনাকারী বলেন, ওরওয়া কথা বলার সময় বারবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মুবারকে হাত লাগাইতে ছিল। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিয়া তরবারী হাতে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। ওরওয়া যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি মুবারকের প্রতি হাত বাড়াইত তিনি তরবারীর হাতল দ্বারা তাহার হাতে আঘাত করিয়া বলিতেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি হইতে তোমার হাত দূরে রাখ।' ওরওয়া মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে? লোকেরা বলিল, ইনি মুগীরা ইবনে শো'বা। ওরওয়া বলিল, ওরে গাদ্দার! আমি কি তোর সেই গাদ্দারির দায়দায়িত্ব এখনও বহন করিয়া বেড়াইতেছি না? (অর্থাৎ তুই যে খুন করিয়াছিলি উহার রক্ত—বিনিময় এবং মাল লুট করিয়াছিলি উহার ক্ষতিপূরণ কি আমি আজও আদায় করিতেছি না?) হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) ইসলামের পূর্বে এক কাওমের লোকদের সহিত সফরে গিয়াছিলেন। পথে তাহাদিগকে খুন করিয়া তাহাদের মালামাল লুটিয়া লইলেন। তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার ইসলাম তো আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তুমি যে মালামাল আনিয়াছ উহার সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। (ওরওয়া তাহার কথায় এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছিল।)

(এই সকল কথাবার্তার পর) ওরওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। পরবর্তীকালে ওরওয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, খোদার কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন থুথু ফেলিতেন তখন কোন না কোন সাহাবী তাহা হাত পাতিয়া লইতেন এবং নিজ চেহারায় ও শরীরে উহা মাখিয়া লইতেন। তিনি কোন কাজের আদেশ করিলে সাহাবা (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করিতেন। তিনি যখন অযূ করিতেন তখন তাঁহার অযূর পানি লইবার জন্য তাহাদের মধ্যে এমন কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত যে, লড়াইয়ের উপক্রম হইত। আর যখন তিনি কথা বলিতেন তখন তাহারা আপন কণ্ঠস্বরকে নীচু করিতেন এবং তাঁহাকে এরূপ তা'যীম করিতেন

যে, কেহ পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইতেন না।

অতঃপর ওরওয়া আপন সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া যাইয়া বলিল, হে আমার কাওম, খোদার কসম, আমি বহু বাদশাহের দরবারে গিয়াছি, কায়সার, কিসরা ও নাজাশীর দরবারেও গিয়াছি, খোদার কসম, আমি কোন বাদশাহের প্রতি তাহার দরবারীদের এরূপ তা'যীম করিতে দেখি নাই যেরূপ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি তাঁহার সাহাবাদের করিতে দেখিয়াছি। খোদার কসম, তিনি যখন থুথু ফেলেন তখন কোন না কোন সাহাবী তাহা হাত পাতিয়া লইয়া আপন চেহারা ও শরীরে মাখিয়া লয়। আর যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন তখন তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তাহা পালন করে। যখন তিনি অযূ করেন তখন তাঁহার অযূর পানি লইবার জন্য তাহাদের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তিনি যখন কথা বলেন, তাহারা আপন কণ্ঠস্বরকে নীচু করিয়া লয় এবং অত্যাধিক তা'যীমের দরুন তাহারা পূর্ণ দৃষ্টি উঠাইয়া তাঁহার প্রতি তাকাইতে পারে না। অতএব তিনি তোমাদের নিকট উত্তম প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। তোমরা তাহা মানিয়া লও।

বনু কেনানার এক ব্যক্তি বলিল, আমাকে তাঁহার নিকট যাইবার সুযোগ দাও। কোরাইশগণ বলিল, যাও। সে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের কাছাকাছি পৌছিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই লোকটি অমুক। তাহার গোত্রের লোকেরা কোরবানীর জানোয়ারকে অত্যন্ত সম্মান করে। অতএব তোমাদের কোরবানীর জানোয়াগুলি তাহার সামনে লইয়া আস। সুতরাং কোরবানীর জানোয়ারগুলি তাহার সম্মুখে করিয়া দেওয়া হইল এবং লোকেরা তালবিয়া (অর্থাৎ লাব্বায়েক) পড়িতে আরম্ভ করিল। উক্ত ব্যক্তি এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, সুবহানাল্লাহ! ইহাদেরকে বাইতুল্লায় যাইতে বাধা দেওয়া উচিত নহে। অতঃপর সে আপন সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি দেখিয়া আসিয়াছি কোরবানীর জানোয়ারকে মালা পরানো হইয়াছে এবং উঁটের কুঁজকে (কোরবানীর চিহ্ন হিসাবে) যখম

করিয়া রক্ত মাখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইহাদিগকে বাইতুল্লায় যাইতে বাধা দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না। এমন সময় তাহাদের মধ্য হইতে মিকরায ইবনে হাফ্স নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আমাকে একটু তাহার নিকট হইয়া আসিতে দাও। লোকেরা বলিল, হইয়া আস। সে নিকটে পৌঁছিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই লোকটির নাম মিকরায। লোকটি নিতান্ত বদকার। মিকরায আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। এমন সময় সুহাইল ইবনে আমর আসিয়া উপস্থিত হইল।

বর্ণনাকারী মা'মার (রহঃ) বলেন, আইয়ুব (রহঃ) হযরত ইকরামা (রহঃ) হইতে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন সুহাইল ইবনে আমর আসিল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার নাম দ্বারা শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতঃ) বলিলেন, এইবার তোমাদের কাজ সহজ হইয়া গিয়াছে।

বর্ণনাকারী মা'মার (রহঃ) বলেন, ইমাম যুহরী (রহঃ) তাহার বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সুহাইল আসিয়া বলিল, আসুন, আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র লিখিয়া দিন। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখককে ডাকিলেন। তারপর বলিলেন, লেখ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সুহাইল বলিল, 'রাহমান' আবার কে? খোদার কসম, আমি তাহাকে জানি না। বরং 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' এইভাবে লিখুন, যেমন আপনি পূর্বে লিখিতেন। মুসলমানগণ বলিলেন, খোদার কসম, আমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ব্যতীত অন্য কিছু লিখিব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে, 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখিয়া দাও। তারপর বলিলেন, লেখ, 'ইহা সেই সন্ধিপত্র যাহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ফয়সালা করিয়াছেন।' সুহাইল বলিল, খোদার কসম, আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলিয়া স্বীকার করিতাম তবে আপনাকে

বাইতুল্লায় যাইতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সহিত যুদ্ধও করিতাম না। বরং 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। যদিও তোমরা স্বীকার না কর। ঠিক আছে, 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখিয়া দাও।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু ইতিপূর্বে তাঁহার উটনী বসিয়া পড়িলে বলিয়াছিলেন যে, আল্লাহর সম্মানযোগ্য বিধানাবলীর সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোরাইশগণ আমার নিকট যে কোন প্রস্তাব পেশ করিবে আমি তাহা মানিয়া লইব। সেহেতু তিনি তাহাদের এই সকল আপত্তিকর দাবী মানিয়া লইতে ছিলেন।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুহাইলকে বলিলেন, (সন্ধির একটি শর্ত এই হইবে যে,) তোমরা আমাদিগকে বাইতুল্লার তওয়াফ করিতে বাধা দিবে না। সুহাইল বলিল, খোদার কসম, (এই বৎসর) আমরা আপনাকে বাইতুল্লায় যাইতে দিব না। কারণ ইহাতে সমগ্র আরবে প্রচারিত হইবে যে, আমাদিগকে জোরপূর্বক বাধ্য করা হইয়াছে। তবে আগামী বৎসর তওয়াফ করিতে পারিবেন। অতএব এই শর্ত লেখা হইল। অতঃপর সুহাইল বলিল, (এক শর্ত এই হইবে যে,) আমাদের যে কোন লোক আপনার নিকট পৌঁছিবে তাহাকে আমাদের নিকট ফেরৎ দিবেন। যদিও সে আপনার দ্বীন গ্রহণ করিয়া থাকে। মুসলমানগণ বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! মুসলমান হইয়া আসিবার পরও তাহাকে কিভাবে মুশরিকদের নিকট ফেরৎ দেওয়া হইবে? এমন সময় সুহাইল ইবনে আমর এর পুত্র হযরত আবু জান্দাল (রাঃ) পায়ের শিকল টানিতে টানিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মক্কার নীচু এলাকায় বন্দী ছিলেন। সেখান হইতে কোন রকমে ছুটিয়া আসিয়া মুসলমানদের নিকট পৌঁছিলেন। সুহাইল বলিল, হে মুহাম্মাদ, সন্ধির এই শর্ত অনুযায়ী সর্বপ্রথম আমার এই লোক আপনি ফেরৎ দিন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমরা তো এখনও সন্ধিপত্র লেখা শেষ করি নাই। সুহাইল বলিল, খোদার কসম, তবে তো কখনও আপনার সহিত কোন সন্ধিই হইবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার খাতিরে ছাড়িয়া দাও। সুহাইল বলিল, আমি আপনার খাতিরে তাহাকে ছাড়িব না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন করিও না, ছাড়িয়া দাও। সুহাইল বলিল, না, আমি ছাড়িতে পারিব না। মিকরায বলিল, আচ্ছা, আমরা আপনার খাতিরে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। আবু জান্দাল (রাঃ) বলিলেন, হে মুসলমানগণ, আমি মুসলমান হইয়া আসা সত্ত্বেও আমাকে মুশরিকদের নিকট ফেরৎ দেওয়া হইতেছে? তোমরা কি দেখিতেছ না, আমি কি নির্যাতন সহ্য করিতেছি? বাস্তবিকই তাহাকে আল্লাহর (দ্বীন গ্রহণের) কারণে অত্যাধিক নির্যাতন করা হইয়াছিল।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলাম, আপনি কি সত্য নবী নহেন? তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে আমি সত্য নবী। আমি বলিলাম, আমরা হকের উপর এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের উপর নহে কি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়। আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নত হইয়া সন্ধি করিব? তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং আমি তাঁহার নাফরমানী করিতে পারি না। তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি বলিলাম, আপনি কি বলেন নাই যে, আমরা বাইতুল্লায় যাইয়া উহার তওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, অবশ্যই বলিয়াছি। কিন্তু আমি কি এই বৎসরই যাইব বলিয়াছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, না, তাহা বলেন নাই। তিনি বলিলেন, তুমি অবশ্যই বাইতুল্লায় যাইবে এবং উহার তওয়াফ করিবে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলাম, হে আবু বকর! ইনি কি আল্লাহর সত্য নবী নহেন? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়! আমি বলিলাম, আমরা হকের

উপর এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলের উপর নহে কি? তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে। আমি বলিলাম, তবে কেন আমরা আপন দ্বীনের ব্যাপারে এরূপ নত হইয়া সন্ধি করিব? তিনি বলিলেন, ওহে শুন, তিনি আল্লাহর রাসূল, সুতরাং তিনি আপন রব্বের নাফরমানী করিতে পারেন না। তাঁহার রব্ব তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। তুমি তাঁহার ঘোড়ার পা–দানী মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক। খোদার কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন। আমি বলিলাম, তিনি কি বলেন নাই যে, আমরা বাইতুল্লায় যাইব এবং উহার তওয়াফ করিব? তিনি বলিলেন, নিঃসন্দেহে, কিন্তু তিনি কি এই বৎসরই যাইবে বলিয়াছেন? আমি বলিলাম, না, তাহা বলেন নাই। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি অবশ্যই বাইতুল্লায় যাইবে এবং উহার তওয়াফ করিবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এই দুঃসাহসিকতা ও বেয়াদবির কাফফারা স্বরূপ পরবর্তীতে বহু নেক আমল করিয়াছি।

বর্ণনাকারী বলেন, সন্ধিপত্র লেখা শেষ হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)কে বলিলেন, উঠ, তোমরা কোরবানীর জানোয়ার জবাই কর এবং মাথা মুণ্ডন কর। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম, তাহাদের মধ্যে একজনও এ কাজের জন্য উঠিলেন না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বলার পরও কেহ উঠিল না বিধায় তিনি হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর নিকট যাইয়া লোকদের এই ব্যবহারে আপন পেরেশানীর কথা ব্যক্ত করিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি কি লোকদের দ্বারা উক্ত কাজ করাইতে চাহিতেছেন? তবে আপনি বাহির হউন এবং কাহারো সহিত কোন কথা না বলিয়া আপন কোরবানীর জানোয়ার জবাই করিয়া দিন এবং আপনার মাথা মুণ্ডনকারীকে ডাকিয়া নিজের মাথা মুণ্ডন করিয়া ফেলুন। অতএব তিনি বাহিরে আসিয়া কাহারো সহিত কোন কথা বলিলেন না এবং উক্ত কাজগুলি সমাধা করিলেন। নিজের কোরবানী জবাই করিলেন এবং মাথা মুণ্ডনকারীকে ডাকিয়া নিজ মাথা

মুণ্ডন করিলেন। সাহাবা (রাঃ) ইহা দেখিয়া নিজেদের কোরবানীর জানোয়ার জবাই করিলেন এবং পরস্পর একে অপরের মাথা মুণ্ডন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্ষোভে দুঃখে তাহাদের অবস্থা এমন হইয়াছিল, যেন একে অপরকে কতল করিয়া ফেলিবেন।

অতঃপর (মক্কা হইতে) কতিপয় ঈমানদার মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। এই সকল মহিলাদের সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ

.... بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ-

অর্থ ঃ হে মুমিনগণ, যখন তোমাদের নিকট ঈমানদার নারীগণ হিজরত করিয়া আসে, তখন তোমরা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লও। তাহাদের (প্রকৃত) ঈমান সম্পর্কে আল্লাহই ভালভাবে জানেন, অনন্তর যদি তাহাদিগকে ঈমানদার মনে কর, তবে তাহাদিগকে কাফেরদের নিকট ফিরাইয়া দিও না, (কেননা) না এই নারীগণ ঐ কাফেরদের জন্য হালাল, আর না ঐ কাফেরগণ এই নারীদের জন্য হালাল ; আর ঐ কাফেরগণ যাহা কিছু ব্যয় করিয়াছে, তাহা তাহাদিগকে দিয়া দাও ; আর এই নারীদিগকে বিবাহ করাতে তোমাদের কোন গুনাহ হইবে না, যখন তোমরা তাহাদের মোহরানা তাহাদিগকে প্রদান কর ; আর তোমরা কাফের পত্নীদের সহিত সম্পর্ক কায়েম রাখিও না।

এই আয়াত নাযিল হইবার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পূর্বেকার মুশরিকা দুই স্ত্রীকে তালাক দিয়া দিলেন। অতঃপর তাহাদের দুইজনের একজনকে মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান ও অপরজনকে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিবাহ করিলেন। (ইহারা দুইজন তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না।)

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরিয়া

আসিলেন। অতঃপর আবু বসীর নামক একজন কোরাইশী মুসলমান হইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। কোরাইশগণ তাহাকে ফেরৎ আনিবার জন্য দুইজন লোক পাঠাইল এবং বলিল, আপনার কৃত অঙ্গীকার পালন করুন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উক্ত দুই ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করিলেন। উভয়ে তাহাকে লইয়া রওয়ানা হইল এবং যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া তাহারা থামিল। সেখানে নামিয়া তাহারা সঙ্গে আনিত খেজুর খাইতে লাগিল। আবু বসীর (রাঃ) তাহাদের একজনকে বলিলেন, হে অমুক, খোদার কসম, তোমার তরবারী তো আমার কাছে খুবই উত্তম মনে হইতেছে। ইহা শুনিয়া অপরজন উহা কোষমুক্ত করিয়া বলিল, হাঁ, খোদার কসম, ইহা অতি উত্তম তরবারী। আমি ইহাকে বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। হযরত আবু বসীর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে একটু দেখাও তো দেখি। লোকটি তাহার হাতে তরবারী দিল। তিনি উহা হাতে লইয়াই এমনভাবে কোপ মারিলেন যে, সে একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া অপরজন ছুটিয়া মদীনায় আসিয়া উঠিল এবং দৌড়াইয়া মসজিদে প্রবেশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে দেখিয়া বলিলেন, লোকটি ভয়ানক কিছু দেখিয়াছে। অতঃপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া বলিল, খোদার কসম, আমার সঙ্গী কতল হইয়া গিয়াছে এবং আমিও কতল হইয়া যাইব। ইতিমধ্যে হযরত আবু বসীর (রাঃ)ও আসিয়া পৌঁছিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, খোদার কসম, আল্লাহ তায়ালা আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। কারণ, আপনি আমাকে তাহাদের নিকট ফেরৎ দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাহাদের হাত হইতে নিস্কৃতি দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার মায়ের সর্বনাশ হউক। এতো যুদ্ধ বাধাইবে। হায়, যদি কেহ তাহাকে সামলাইত। হযরত আবু বসীর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তি শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, (মক্কার লোকেরা

যদি তাহাকে আবারও ফেরৎ নিতে আসে তবে) তিনি তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন। অতএব তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র উপকূলবর্তী এক জায়গায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) ও মক্কাবাসীদের হাত হইতে ছুটিয়া হযরত আবু বসীর (রাঃ)এর সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এইভাবে কোরাইশদের যে কেহই মুসলমান হইয়া পালাইতে সক্ষম হইত সে আসিয়া হযরত আবু বসীর (রাঃ)এর সহিত মিলিত হইত। অবশেষে তাহাদের এক বিরাট দল গড়িয়া উঠিল। খোদার কসম, সিরিয়ার পথে কোরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলার সংবাদ পাইলেই এইদলের লোকেরা তাহাদিগকে হত্যা করিত এবং তাহাদের মালামাল লুট করিয়া লইত। অবশেষে কোরাইশগণ নিজেরাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, আপনি তাহাদিগকে (মদীনায়) নিজের কাছে ডাকিয়া নিন। (যাহাতে তাহারাও সন্ধির অন্তর্ভুক্ত হইয়া রাস্তা নিরাপদ হইয়া যায়।) এখন হইতে যে কেহ আপনার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে সে নিরাপদ হইবে। (অর্থাৎ আমরা আর তাহাকে ফেরৎ লইব না।) অতএব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট লোক মারফৎ সংবাদ পাঠাইলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَ هُوَالَّذِى كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ
بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ .... اَلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ .

অর্থ ঃ আর তিনি তাহাদের হস্ত তোমাদের হইতে এবং তোমাদের হস্ত তাহাদের হইতে প্রতিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন মক্কার সরেজমিনে, তাহাদিগকে তোমাদের আয়ত্তে আনিয়া দেওয়ার পর, আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কার্যাবলী দেখিতেছেন। ইহারা ঐ লোক যাহারা কুফর করিয়াছে এবং তোমাদিগকে মসজিদে হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে

এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুগুলিকে যথাস্থানে পৌছিতে বাধাদান করিয়াছে ; যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকিত, যাহাদের সম্বন্ধে তোমরা জানিতে না, অর্থাৎ তাহাদের নিষ্পেষিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকিত, যদ্দরুন তাহাদের কারণে অজ্ঞাতসারে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে, তবে সমস্ত ব্যাপারই চুকাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা এইজন্য করা হয় নাই, যেন আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে দাখিল করেন, যদি তাহারা (অর্থাৎ সেই মুসলমানগণ মক্কা হইতে) সরিয়া পড়িত, তবে আমি তাহাদের মধ্যকার কাফেরদিগকে যন্ত্রণাময় আযাব প্রদান করিতাম। যখন ঐ কাফেররা নিজেদের অন্তরে মূর্খতা যুগের জিদকে স্থান দিল।

তাহাদের মূর্খতা যুগের জিদ এই ছিল যে, তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবী বলিয়া স্বীকার করিল না, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানাইল এবং মুসলমানদিগকে বাইতুল্লায় যাইতে বাধা প্রদান করিল। (বুখারী)

হযরত ওসমান (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুদাইবিয়ায় অবতরণের ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ায় অবতরণ করিলে কোরাইশগণ ঘাবড়াইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মধ্য হইতে কোন একজনকে মক্কাবাসীদের নিকট (দূত হিসাবে) প্রেরণ করিতে চাহিলেন। সুতরাং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে তাহাদের নিকট পাঠাইবার জন্য ডাকিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি আপনার আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানাইতেছি না, তবে) আমার প্রতি তাহাদের সর্বাপেক্ষা বেশী আক্রোশ। আর আমার উপর কোনরূপ অত্যাচার হইলে (আমার খান্দান) বনু কা'বের এমন কেহ নাই যে (তাহা প্ররিরোধ করিবে এবং) আমার জন্য (তাহাদের প্রতি)

অসন্তুষ্ট হইবে। বরং আপনি হযরত ওসমান (রাঃ)কে প্রেরণ করুন। কারণ তাহার খান্দানের লোকজন সেখানে রহিয়াছে। আর তিনি আপনার পয়গাম তাহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম হইবেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)কে ডাকিলেন এবং তাহাকে কোরাইশদের নিকট এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যে, 'তাহাদিগকে জানাইয়া দাও যে, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই, বরং আমার ওমরা পালন করিতে আসিয়াছি। আর তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে।'

হযরত ওসমান (রাঃ)কে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, মক্কায় অবস্থানরত ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে (মক্কা) বিজয়ের সুসংবাদ দিবে এবং তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা অতিসত্বর মক্কায় আপন দ্বীনকে এরূপ বিজয় দান করিবেন যে, কাহারো আর আপন ঈমান গোপন রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানরত দুর্বল মুসলমানদিগকে ঈমানের উপর মজবুত করিবার জন্য এই সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। পথে বালদাহ নামক স্থানে কোরাইশের কতিপয় লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় (যাইতেছ)? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে আমি তোমাদিগকে আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি আহবান জানাই এবং তোমাদিগকে অবহিত করি যে, আমরা কাহারো সহিত যুদ্ধ করিতে আসি নাই, বরং আমরা ওমরা পালন করিতে আসিয়াছি। হযরত ওসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ অনুযায়ী তাহাদিগকে দাওয়াত প্রদান করিলেন। তাহারা বলিল, তুমি যাহা বলিয়াছ, আমরা তাহা শুনিয়াছি। যাও, তুমি নিজের কাজ কর। কিন্তু আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস দাঁড়াইয়া হযরত ওসমান (রাঃ)কে

অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। তারপর নিজের ঘোড়ার পিঠে জিন বাঁধিয়া তাহাকে আরোহন করাইলেন এবং স্বয়ং তাহার পিছনে বসিয়া মক্কায় আসিয়া পৌঁছিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) মক্কা পৌঁছার পর কোরাইশগণ বুদাইল ইবনে ওয়ারকা খুযায়ী ও বনু কেনানার এক ব্যক্তিকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট) প্রেরণ করিল। ইহাদের পর ওরওয়া ইবনে মাসউদ আসিল। পূর্বেকার রেওয়ায়াত অনুযায়ী এই হাদীসের বাকি অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

(কান্যুল উম্মাল)

হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর অভিমত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের সহিত (নত হইয়া) সন্ধি করিলেন এবং তাহাদের সমস্ত শর্ত মানিয়া লইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই কাজের জন্য অপর কাহাকেও আমার উপর আমীর নিযুক্ত করিতেন আর সে এইরূপ করিত যেরূপ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করিয়াছেন তবে আমি তাহা শুনিতাম না এবং মানিতামও না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের যে সকল শর্তাবলী মানিয়া লইয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে, কাফেরদের কেহ ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের নিকট আসিলে তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। আর কোন মুসলমান (নাউযুবিল্লাহ) ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া কাফেরদের নিকট চলিয়া গেলে কাফেরগণ তাহাকে ফেরৎ দিবে না। (কানযুল উম্মাল)

হুদাইবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর অভিমত

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিতেন, ইসলামে হুদাইবিয়ার বিজয় অপেক্ষা বড় বিজয় আর হয় নাই। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার রব্বের মধ্যেকার ব্যাপার তখন কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। বান্দাগণ তাড়াহুড়া করিয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের ন্যায় তাড়াহুড়া করেন না। বরং সকল কাজই আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত সময়ে সুসম্পন্ন হয়। আমি বিদায়ী হজ্জের সময় সুহাইল ইবনে আমরকে কোরবানীর স্থলে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোরবানীর জানোয়ার আগাইয়া দিতেছিল, আর তিনি তাহা নিজ হাতে জবাই করিতেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীকে ডাকিয়া মাথা মুণ্ডন করিলেন। আর সুহাইল ইবনে আমরকে দেখিতেছিলাম যে, সেই চুল মোবারক কুড়াইয়া লইয়া (ভক্তিভরে) আপন চক্ষুদ্বয়ের উপর রাখিতেছিল। তখন আমি হুদাইবিয়ার দিন তাহার 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লিখিতে অস্বীকার করিবার কথা স্মরণ করিতেছিলাম। সুতরাং আমি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলাম যিনি তাহাকে ইসলাম গ্রহণের হেদায়াত নসীব করিয়াছেন। (কানযুল উম্মাল)

আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসার পর কোরাইশদের মধ্যে যাহাদের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল এবং যাহারা আমার কথা মানিত তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া বলিলাম, খোদার কসম, তোমরা তো জান, আমি দেখিতেছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দ্বীন সকল দ্বীনের উপর অপ্রীতিকররূপে বিজয় লাভ করিতেছে। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি একটি কথা চিন্তা করিয়াছি। তোমরা কি চিন্তা করিয়াছ? তাহারা বলিল, তুমি কি চিন্তা করিয়াছ? বলিলাম, আমি এই চিন্তা করিয়াছি যে, আমরা (হাবশার বাদশাহ) নাজাশীর নিকট চলিয়া যাই এবং তাহার নিকট

বসবাস করি। তারপর যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাওমের উপর বিজয় লাভ করেন তবে আমরা নাজাশীর নিকট (নিরাপদে) থাকিব। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অধীনে বসবাস অপেক্ষা নাজাশীর অধীনে বসবাস করা আমাদের নিকট অধিক পছন্দনীয়। আর যদি আমাদের কাওম বিজয় লাভ করে তবে তো আমরা (মক্কার) সুপরিচিত লোক। সুতরাং তাহারা আমাদের সহিত ভাল ব্যবহারই করিবে। সমবেত সকলেই বলিল, অতি উত্তম কথা। আমি বলিলাম, তবে নাজাশীকে উপঢৌকন দিবার মত কিছু জিনিস সংগ্রহ কর। আমাদের এলাকার চামড়া নাজাশীর নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। অতএব আমরা তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণ চামড়া সংগ্রহ করিয়া রওয়ানা হইলাম এবং তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। খোদার কসম, আমরা তাহার নিকট অবস্থান করিতেছিলাম, ইতিমধ্যে একদিন হযরত আমর ইবনে উমাইয়া দামরী (রাঃ) বাদশাহের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হযরত জাফর (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের ব্যাপারে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) সাক্ষাতের জন্য বাদশাহের নিকট গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বলিলাম, এই যে, আমর ইবনে উমাইয়া আসিয়াছে। আমি যদি নাজাশীর নিকট যাইয়া আমর ইবনে উমাইয়াকে চাহিয়া লই, আর বাদশাহ তাহাকে আমার হাতে অর্পণ করেন—তারপর আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই তবে কোরাইশগণ মনে করিবে যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দূতকে কতল করিয়া আমি তাহাদের পক্ষ হইতে একটি উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছি।

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, অতএব আমি নাজাশীর দরবারে হাজির হইয়া পূর্বনিয়ম অনুসারে তাহাকে সেজদা করিলাম। বাদশাহ বলিলেন, মারহাবা, আমার বন্ধু, আমার জন্য কি তোমার দেশ

হইতে কোন উপঢৌকন আনিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ, হে বাদশাহ! আপনার জন্য অনেক চামড়া উপঢৌকন হিসাবে আনিয়াছি। তারপর উপঢৌকনগুলি তাহার নিকট পেশ করিলাম। বাদশাহ অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং পছন্দ করিলেন। অতঃপর আমি বলিলাম, হে বাদশাহ, আমি আপনার নিকট হইতে একজন লোককে বাহির হইতে দেখিলাম। লোকটি আমাদের শত্রুর প্রেরিত দূত। তাহাকে আমার হাতে অর্পণ করুন, আমি তাহাকে কতল করিয়া দিব। কারণ সে আমাদের সর্দারদের এবং সম্মানিত লোকদের কতল করিয়াছে। হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, (ইহা শুনিতেই) বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এমন জোরে আপন নাকের উপর মুষ্টাঘাত করিলেন যে, আমার মনে হইল উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভয়ে আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে, যদি মাটি ফাটিয়া যাইত তবে আমি উহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িতাম। তারপর বলিলাম, হে বাদশাহ! খোদার কসম, আপনি অপছন্দ করিবেন মনে করিলে আমি এরূপ কথা আরজ করিতাম না। বাদশাহ বলিলেন, তুমি কি আমার নিকট এমন লোকের দূতকে কতল করিবার জন্য আবেদন করিতেছ, যাহার নিকট সেই মহান বার্তাবহ (অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম) আগমন করিয়া থাকেন, যিনি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট আগমন করিতেন? হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে বাদশাহ! সত্যই কি তিনি এমন? বাদশাহ বলিলেন, তোমার নাশ হউক! হে আমর, তুমি আমার কথা মানিয়া লও এবং তাহার অনুসারী হইয়া যাও। খোদার কসম, তিনি সত্যের উপর আছেন এবং তিনি তাঁহার সকল প্রতিপক্ষের উপর অবশ্যই বিজয়ী হইবেন, যেমন হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালাম ফেরআউন ও তাহার বাহিনীর উপর বিজয়ী হইয়াছিলেন। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আপনি কি তাঁহার পক্ষ হইতে আমাকে ইসলামের উপর বাইআত করিবেন? বাদশাহ বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি হাত বাড়াইলেন এবং আমি তাহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করতঃ বাইআত হইলাম। ইসলাম গ্রহণের পর আমি

সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু আমার পরিবর্তিত মনোভাব অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের কথা তাহাদের নিকট গোপন রাখিলাম। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। পথে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মক্কা হইতে আসিতেছিলেন। আর ইহা মক্কাবিজয়ের কিছুদিন পূর্বের ঘটনা। আমি বলিলাম, হে আবু সুলাইমান, কোথায় যাইতেছ? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, সকল বিষয় পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে (আল্লাহর) নবী। খোদার কসম, আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে চলিয়াছি। আর কতকাল দূরে সরিয়া থাকিব। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, খোদার কসম, আমিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছি।

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমরা উভয়ে মদীনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। প্রথম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) অগ্রসর হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতঃ বাইআত হইলেন। তারপর আমি নিকটবর্তী হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এই শর্তে আপনার হাতে বাইআত হইব যে, আপনি আমার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। পরবর্তী গুনাহের কথা আমার স্মরণ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমর, বাইআত হইয়া যাও, কারণ ইসলাম পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয় এবং হিজরত পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

ইমাম বাইহাকী উক্ত রেওয়ায়াত ওয়াকেদী হইতে আরো বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলিয়াছেন, তারপর আমি রওয়ানা হইয়া গেলাম। হাদ্দ নামক স্থানে পৌঁছিয়া দুই ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইলাম। তাহারা

অনতিদূরে অবস্থানের ব্যবস্থা করিতেছে। একজন তাঁবুর ভিতরে ও অপরজন উভয়ের সাওয়ারী ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই চিনিতে পারিলাম যে, তিনি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)। জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইবার এরাদা? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট। কারণ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে। বিজ্ঞ লোকদের কেহ আর বাকী নাই। খোদার কসম, এই অবস্থায় থাকিলে আমাদিগকে এমনভাবে ঘাড়ে ধরিয়া পাকড়াও করা হইবে যেমন হায়েনাকে তাহার গর্ত হইতে ঘাড়ে ধরিয়া পাকড়াও করা হয়। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমিও হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। এমন সময় তাঁবুর ভিতর হইতে হযরত ওসমান ইবনে তালহা(রাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন এবং আমাকে মারহাবা বলিলেন। সুতরাং আমরা তিনজন সেখানে অবস্থান করিলাম। অতঃপর আমরা এক সঙ্গেই মদীনায় আসিলাম। কিন্তু বীরে আবি ওতবার নিকট যে ব্যক্তির সহিত আমাদের সক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার কথা তখনো ভুলি নাই। সে হে রাবাহ, হে রাবাহ বলিয়া কাহাকেও ডাকিতেছিল। (রাবাহ শব্দের অর্থ মুনাফা) অতএব আমরা এই কথাকে শুভলক্ষণ মনে করিয়া অগ্রসর হইলাম। তারপর লোকটি যখন আমাদের প্রতি চাহিল তখন তাহাকে বলিতে শুনিলাম যে, এই দুইব্যক্তির পর মক্কার যমীন তাহার নেতৃত্ব (আমাদের হাতে) অর্পণ করিয়া দিয়াছে। আমার ধারণা, সে আমাকে ও হযরত খালেদ ইবনে ওলীদকে উদ্দেশ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছে। লোকটি এই কথা বলার পর আমাদিগকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুত মসজিদের দিকে ছুটিয়া গেল। আমি ধারণা করিলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিবার জন্যই গিয়াছে। পরে আমার ধারণাই সত্য হইল। আমরা হাররা নামক স্থানে উট বসাইয়া নামিলাম এবং ভাল জামা–কাপড় পরিধান করিলাম। তারপর আসর নামাযের আযান হইল। আমরা

অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার পবিত্র চেহারা মুবারক (খুশীতে) চমকাইতেছিল। তাঁহার চারিপার্শ্বে উপস্থিত মুসলমানগণও আমাদের ইসলাম গ্রহণে আনন্দিত হইলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) অগ্রসর হইয়া বাইআত হইলেন। তারপর হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ) বাইআত হইলেন। তারপর আমি অগ্রসর হইলাম। খোদার কসম, তাঁহার সম্মুখে বসিবার পর লজ্জায় চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারিতেছিলাম না। আমি এই শর্তে বাইআত হইলাম যে, আমার পূর্বকৃত সকল অপরাধ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। সেসময় ভবিষ্যত গুনাহের কথা আমার মনে আসে নাই (বলিয়া উহার শর্ত করি নাই)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইসলাম পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। হিজরত পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমাদের ইসলাম গ্রহণের পর যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাহাবীকে আমার ও খালেদ ইবনে ওলীদের সমকক্ষ মনে করেন নাই। (বিদায়াহ)

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আমার মঙ্গলের এরাদা করিলেন তখন আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিলেন এবং আমার সম্মুখে হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, আমি হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পর প্রতিবারই মনে হইয়াছে যে, আমার এই দৌড়–ধাপ একটি নিরর্থক কাজ। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই বিজয়লাভ করিবেন। তারপর যখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন তখন আমিও মুশরিকদের একদল ঘোড় সওয়ারের সহিত রওয়ানা হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবাদের সহিত 'উসফান' নামক স্থানে আমার মুখামুখী হইল। আমি তাঁহার মোকাবেলায় দাঁড়াইয়া গেলাম এবং তাঁহাকে কিছু উত্যক্ত করিতে চাহিলাম (কিন্তু পারিলাম না)। তিনি আপন সাহাবীদেরকে লইয়া আমাদের সম্মুখে যোহরের নামায আদায় করিতে লাগিলেন। আমরা ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, নামাযরত অবস্থায় তাহাদের উপর আক্রমন করি, কিন্তু আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারি নাই বলিয়া আক্রমন করিতে পারিলাম না। আর এই না পারার মধ্যেই (আমাদের জন্য) কল্যাণ নিহিত ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই দূরভিসন্ধির কথা (ওহীর মাধ্যমে) জানিতে পারিলেন। অতএব তিনি সাহাবীগণ সহ আসরের নামায 'সালাতুল খাওফের' পদ্ধতিতে আদায় করিলেন। এই ব্যাপারটি আমাদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। আমি মনে মনে বলিলাম, এই ব্যক্তিকে (গায়েবীভাবে) হেফাজত করা হইতেছে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পথ হইতে এক পার্শ্বে সরিয়া গেলেন এবং আমাদের ঘোড়ার রাস্তা ছাড়িয়া ডান দিকের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। তারপর তিনি যখন হুদাইবিদাতে কোরাইশদের সহিত সন্ধি করিলেন এবং কোরাইশগণ তাঁহাকে (বিনা যুদ্ধে) ফিরাইয়া দিয়া নিজেদের প্রাণ বাঁচাইল তখন আমি মনে মনে বলিলাম, (এখন) আর কি বাকি রহিল? আমি কোথায় যাইব? নাজাশীর নিকট কি? সেখানেই বা কি করিয়া যাই! নাজাশী তো স্বয়ং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসারী হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সাহাবীগণ সেখানে নিরাপদ আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেছে। নাকি হেরাকল এর নিকট চলিয়া যাইব? সেখানে গেলে তো নিজের ধর্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান নচেৎ ইহুদী ধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে এবং অনারব দেশে জীবন কাটাইতে হইবে। আর না অবশিষ্ট যাহারা আছে তাহাদের

সহিত নিজ বাড়ীতেই থাকিয়া যাইব? আমি এইরূপ চিন্তা ভাবনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গত বৎসরের) কাযা ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। আমি গা–ঢাকা দিলাম এবং তাঁহার মক্কায় প্রবেশকালে উপস্থিত থাকিলাম না। আমার ভাই ওলীদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিয়া আমাকে তালাশ করিলেন। আমাকে না পাইয়া এই মর্মে একখানা চিঠি আমার নিকট লিখিলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আম্মাবাদ, এখনও ইসলাম গ্রহণে তোমার মত হইল না, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় আমি আর দেখি নাই। অথচ তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক। ইসলামের ন্যায় দ্বীন সম্পর্কেও কি মানুষ অজ্ঞ থাকিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, খালেদ কোথায়? আমি বলিয়াছি, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আনিবেন। তিনি বলিয়াছেন, 'তাহার মত মানুষ ইসলাম সম্পর্কে কি করিয়া অজ্ঞ থাকিতে পারে? সে যদি তাহার সকল প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম মুসলমানদের সহিত সংযুক্ত করিত তবে তাহার জন্য অনেক ভাল হইত এবং আমরা তাহাকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিতাম।' হে আমার ভাই, এযাবৎ নেক কাজের যে সকল সুযোগ তুমি হারাইয়াছ, এখন তো অন্তত তাহা পূরণ করিয়া লও।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, ভাইয়ের চিঠি পাওয়ার পর মদীনায় যাওয়ার জন্য আমার মন উদগ্রীব হইয়া উঠিল এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়া গেল। আরো খুশী লাগিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এমন সময় একদিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, যেন আমি দুর্ভিক্ষ কবলিত সংকীর্ণ একস্থানে রহিয়াছি। অতঃপর সেখান হইতে আমি সবুজ শ্যামল ও প্রশস্ত একস্থানে বাহির হইয়া আসিলাম। ভাবিলাম, ইহা নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন

হইবে। অতএব মদীনায় পৌঁছিয়া ভাবিলাম, হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এই স্বপ্নের কথা বলিব। তিনি শুনিয়া বলিলেন, তোমাকে যে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন ইহাই তোমার সবুজ শ্যামল ও প্রশস্ত এলাকায় বাহির হইয়া আসার ব্যাখ্যা। আর নিজেকে যে সংকীর্ণ স্থানে দেখিয়াছ, তাহা তোমার পূর্বেকার শিরকের অবস্থা।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইবার দৃঢ়সংকল্প করিলাম তখন চিন্তা করিলাম, কাহাকে সঙ্গে লইব? এই ব্যাপারে সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, হে আবু ওহব! তুমি কি আমাদের অবস্থা দেখিতেছ না? বর্তমানে আমাদের সংখ্যা মাড়িদাঁতের ন্যায় কমিয়া গিয়াছে। অপরদিকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব অনারব সকলের উপর জয়ী হইয়া গিয়াছেন। অতএব আমাদেরও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট যাইয়া তাঁহার অনুগত হইয়া যাওয়া উচিৎ। কারণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর সম্মান আমাদেরই সম্মান। সফওয়ান আমার প্রস্তাব অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল, আমি যদি একাকীও থাকিয়া যাই তবুও তাহার আনুগত্য কখনই করিব না। এই কথার পর আমি তাহার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম এবং ভাবিলাম, লোকটির পিতা ও ভাই বদরযুদ্ধে নিহত হইয়াছে। এইজন্য সে মানিতে পারিতেছে না। অতঃপর ইকরামা ইবনে আবি জাহলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকেও সেরূপ বলিলাম যেরূপ সফওয়ানকে বলিয়াছিলাম। ইকরামাও সফওয়ানের মতই জবাব দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, আমার কথাগুলি গোপন রাখিও। সে বলিল, আচ্ছা, কাহাকেও বলিব না। তারপর আমি ঘরে আসিয়া আমার সওয়ারী প্রস্তুত করিতে বলিলাম এবং সওয়ারী লইয়া বাহির হইলাম। চলার পথে ওসমান ইবনে তালহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মনে মনে ভাবিলাম, সে তো আমার বন্ধু। তাহার কাছেই মনের কথা খুলিয়া বলিব। কিন্তু (মুসলমানদের হাতে) তাহার

বাপ–দাদা নিহত হওয়ার কথা স্মরণ হওয়াতে তাহার সহিত আলোচনা করা সমীচীন মনে করিলাম না। আবার মনে হইল, আমার কি আর ক্ষতি হইবে? আমি তো এখনই রওয়ানা হইয়া যাইব। সুতরাং তাহার সহিত বর্তমান পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলিলাম, আমাদের অবস্থাতো গর্তের ভিতর আত্মগোপনকারী সেই শৃগালের ন্যায় হইয়া গিয়াছে যে, এক বালতি পানি গর্তের মুখে ঢালিয়া দিলেই বাহির হইয়া আসিবে। কথা প্রসঙ্গে উপরোক্ত দুইজনের সহিত যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাও বলিলাম। শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেল। আমি বলিলাম, আমি তো আজই রওয়ানা হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার সওয়ারী 'ফাজ্জ' নামক স্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তারপর আমরা উভয়ে স্থির করিলাম যে, ইয়াজুজ নামক স্থানে আমরা পরস্পর মিলিত হইব। সে আগে পৌঁছিয়া গেলে আমার জন্য এবং আমি আগে পৌঁছিয়া গেলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিব।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, আমরা ভোররাত্রে ফজরের পূর্বেই রওয়ানা হইয়া গেলাম এবং ফজর পর্যন্ত ইয়াজুজে পৌঁছিয়া আমরা পরস্পর মিলিত হইলাম। সেখান হইতে আমরা ভোরে রওয়ানা হইলাম এবং হাদ্দায় পৌঁছিয়া হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, তোমাদেরকে মারাহাবা! আমরা বলিলাম, আপনাকেও মারহাবা! তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোথায় যাইতেছ? আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তোমরা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ? আমরা বলিলাম, ইসলাম গ্রহণ ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমাকেও এই একই উদ্দেশ্য এখানে আনিয়াছে।

অতঃপর আমরা তিনজন একসঙ্গে মদীনায় আসিলাম এবং হাররায় আমাদের উটগুলিকে বসাইয়া অবতরণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত খুশী

হইলেন। আমি আমার (সফরের পোশাক পরিবর্তন করিয়া) ভাল পোশাক পরিধান করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চলিলাম। পথে আমার ভাইয়ের সহিত দেখা হইলে সে বলিল, তাড়াতাড়ি যাও, তোমার আগমন সংবাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হইয়াছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমরা দ্রুত চলিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দূর হইতে নজর পড়িতেই দেখিলাম যে, তিনি আমার প্রতি চাহিয়া মুচকি হাসিতেছেন। আমি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া নবীআল্লাহ! তিনি হাসিমুখে আমার সালামের উত্তর দিলেন। আমি বলিলাম, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।'

তিনি বলিলেন, কাছে আস। তারপর বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তোমার বুদ্ধি বিবেচনা দেখিয়া আমি ইহারই আশা করিয়াছিলাম যে, তুমি ইসলামের তৌফিক লাভ করিবে। হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হকের প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া আপনার বিরুদ্ধে যে সকল যুদ্ধ করিয়াছি, আমার উহা স্মরণ হইতেছে। আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন আমাকে মাফ করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইসলাম পূর্বেকার সকল গুনাহ মিটাইয়া দেয়। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তবুও আপনি দোয়া করুন। তিনি দোয়া করিলেন, হে আল্লাহ, খালেদ ইবনে ওলীদ আল্লাহর পথে বাধা প্রদানের যত প্রচেষ্টা করিয়াছে তাহা সবই আপনি মাফ করিয়া দিন।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, অতঃপর হযরত ওসমান ও হযরত আমর (রাঃ) অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, আমরা অষ্টম

হিজরীর সফর মাসে মদীনায় গিয়াছিলাম। খোদার কসম, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন সাহাবীকে আমার সমকক্ষ মনে করিতেন না। (বিদায়াহ্)

মক্কা বিজয়ের ঘটনা

(আল্লাহ তায়ালা প্রতিনিয়ত এই নগরীর সম্মানকে বৃদ্ধি করুন)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু রুহ্ম কুলসুম ইবনে হুসাইন গিফারী (রাঃ)কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করিয়া দশই রমযান (মক্কার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা হইলেন। তিনি নিজে এবং তাঁহার সঙ্গে লোকেরাও রোযা রাখিয়াছিলেন। উসফান ও আমাজ্জ এর মধ্যবর্তী কাদীদ নামক ঝর্ণার নিকট পৌঁছিবার পর তিনি রোযা পরিত্যাগ করিলেন। সেখান হইতে দশ হাজার সৈন্য সহ রওয়ানা হইয়া মাররায যাহরান নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। মুযাইনা ও সুলাইম গোত্রদ্বয়েরও এক হাজার লোক তাঁহার সহিত ছিলেন। প্রতিটি গোত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। মুহাজিরীন ও আনসার সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। কেহই অনুপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোরাইশদের অজান্তে মাররায যাহরান পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলেন তখনও তাহারা কোন সংবাদ পায় নাই। এমনকি তাহারা ইহাও জানিতে পারে নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে যাইতেছেন।

আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, হাকীম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওয়ারকা সেই রাত্রে খবর সংগ্রহ করিতে ও (পরিস্থিতি) অনুমান করিতে বাহির হইল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন খবর পাওয়া যায় কিনা। অথবা কোন কিছু শুনা যায় কিনা। হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পথিমধ্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে

হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া ইবনে মুগীরাহ ইহারা দুইজনও মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একস্থানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ তালাশ করিতে লাগিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) তাহাদের দুইজনের ব্যাপারে সুপারিশ করিতে যাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন আপনার চাচাত ভাই, অপরজন আপনার ফুফাত ভাই ও শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়। (অতএব তাহাদিগকে সাক্ষাতের অনুমতি দান করুন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদের সহিত সাক্ষাতের আমার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ আমার চাচাত ভাই সে তো মক্কায় আমাকে যথেষ্ট অপমান করিয়াছে। আর আমার ফুফাত ভাই ও শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়, সেও আমাকে মক্কায় যাহা ইচ্ছা বলিয়াছে। তাহারা উভয়ে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রতিউত্তর সম্পর্কে জানিতে পারিলেন তখন আবু সুফিয়ানের সহিত তাহার একটি ছোট্ট ছেলে ছিল, তিনি বলিলেন, খোদার কসম, হয় আমাকে তিনি সাক্ষাতের অনুমতি দান করিবেন, আর না হয় আমি আমার এই ছেলের হাত ধরিয়া খোলা ময়দানের দিকে চলিয়া যাইব এবং ক্ষুধা–তৃষ্ণায় স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করিব।

এই কথা শুনিয়া তাহাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন নরম হইল। তিনি তাহাদিগকে অনুমতি দান করিলেন। তাহারা সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাররায যাহরানে অবতরণের পর হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হায় কোরাইশের ধ্বংস! খোদার কসম, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেন এবং কোরাইশগণ ইহার পূর্বে নিজেদের জন্য নিরাপত্তা চাহিয়া না লয় তবে কোরাইশ চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইয়া যাইবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদা রঙের খচ্চরের পিঠে চড়িয়া

চলিলাম। আরাক নামক স্থানে পৌঁছিয়া ভাবিলাম, হয়ত কোন লাকড়ি সংগ্রহকারী বা দুধওয়ালা (অর্থাৎ রাখাল) অথবা কোন প্রয়োজনে মক্কা যাইতেছে এমন কোন ব্যক্তির দেখা পাইয়া যাইব এবং সে যাইয়া মক্কাবাসীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কে সংবাদ দিয়া দিবে। যাহাতে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশের পূর্বেই তাঁহার নিকট হইতে নিরাপত্তা চাহিয়া লয়।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি এই খেয়ালে চলিতেছিলাম এবং কোন লোক পাই কি না তালাশ করিতেছিলাম, এমন সময় আবু সুফিয়ান ও বুদাইল ইবনে ওয়ারকার কথাবার্তার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তাহারা পরস্পর কথা বলিতেছিল। আবু সুফিয়ান বলিতেছিল, আমি আজকের ন্যায় এরূপ অসংখ্য আগুন জ্বলিতে দেখি নাই এবং এত বিরাট বাহিনীও কখনও দেখি নাই। বুদাইল বলিল, খোদার কসম, ইহা খোযাআ গোত্রের আগুন হইবে। মনে হয়, যুদ্ধাভিলাশই তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। আবু সুফিয়ান বলিল, খোদার কসম, এত অধিক সংখ্যক আগুন এবং এত বিরাট বাহিনী খোযাআর হইতে পারে না। কারণ তাহারা ইহা অপেক্ষা অনেকটা দুর্বল ও নগন্য। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাহার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া বলিলাম, হে আবু হানযালাহ! সে আমার আওয়াজ চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিল, আবুল ফযল নাকি? আমি বলিলাম, হাঁ। আবু সুফিয়ান বলিল, আমার মাতাপিতা তোমার উপর কোরবান হউক, তুমি এখানে,কি ব্যাপার? আমি বলিলাম, তোমার নাশ হউক! হে আবু সুফিয়ান, এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজন সহকারে আসিয়া পড়িয়াছেন, খোদার কসম! হায় কোরাইশের ধ্বংস! আবু সুফিয়ান বলিল, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, এখন উপায়? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, তোমাকে গ্রেফতার করিতে পারিলে তো অবশ্যই তোমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কাজেই তুমি

আমার সহিত এই খচ্চরের পিঠে সওয়ার হইয়া চল। তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া যাই এবং তোমার জন্য নিরাপত্তা চাহিয়া লই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবু সুফিয়ান আমার পিছনে চড়িয়া বসিল এবং তাহার দুই সঙ্গী ফিরিয়া গেল। আমি তাহাকে লইয়া দ্রুত চলিলাম। পথে মুসলিম বাহিনীর স্থানে স্থানে জ্বালানো আগুনের পাশ দিয়া অতিক্রম কালে তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, কে যায়? পরক্ষণেই তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খচ্চর দেখিয়া বলিতেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা তাঁহার খচ্চরে চড়িয়া যাইতেছেন। এমনিভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর আগুনের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই লোক? তারপর তিনি আমার নিকট উঠিয়া আসিলেন এবং আবু সুফিয়ানকে খচ্চরের পিছনে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আবু সুফিয়ান, আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই সকল প্রশংসা যিনি কোনরূপ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও শর্ত ব্যতিরেকেই তোমাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন। আমি খচ্চরকে জোরে চালাইলাম এবং আরোহী ব্যক্তি যেমন পায়দলের উপর অগ্রগামী হয় তেমনি আমি তাহার পূর্বেই পৌঁছিয়া গেলাম। খচ্চরের উপর হইতে লাফাইয়া নামিয়া দ্রুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ)ও সেখানে পৌঁছিয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই দেখুন আবু সুফিয়ান। কোনরূপ পূর্ব প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ব্যতিরেকেই আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর আয়ত্ত দান করিয়াছেন। অনুমতিদান করুন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দেই। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছি। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়া বলিলাম, না,

খোদার কসম, আজকের রাত্রিতে আমি একাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা বলিব। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) আবু সুফিয়ানের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, থাম, হে ওমর! খোদার কসম, এই ব্যক্তি যদি (তোমার গোত্র) বনি আদি ইবনে কা'বের কেহ হইত তবে তুমি এরূপ বলিতে না। কিন্তু সে বনি আব্দে মানাফের লোক বলিয়া তুমি এরূপ বলিতেছ।

হযরত ওমর (রাঃ) (এই কথা শুনিয়া) বলিলেন, থামুন, হে আব্বাস! খোদার কসম, আপনার ইসলাম গ্রহণের দিন আমি যে পরিমাণ আনন্দিত হইয়াছি সেদিন আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করিলেও আমি এত আনন্দিত হইতাম না। কারণ আমি জানি যে, আপনার ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আব্বাস, তুমি এখন তাহাকে তোমার তাঁবুতে লইয়া যাও। সকালে আমার নিকট লইয়া আসিও। অতএব আমি তাহাকে আমার তাঁবুতে লইয়া আসিলাম এবং রাত্রে সে আমার নিকট রহিল। পরদিন সকালে আমি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমার ভাল হোক! তোমার কি এখনও এই সাক্ষ্য দেওয়ার সময় আসে নাই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই? আবু সুফিয়ান বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক! আপনি কতই না সম্মানিত, কতইনা ধৈর্যশীল, আর কতইনা উত্তম সম্পর্ক স্থাপনকারী! এখন ত আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে, যদি আল্লাহর সহিত আর কোন মা'বুদ শরীক থাকিত তবে অবশ্যই আমার কোন কাজে আসিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান! তোমার ভাল হোক! এখনও কি তোমার সময় আসে নাই যে, আমাকে আল্লাহর রাসূল বলিয়া বিশ্বাস করিবে? আবু সুফিয়ান বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান

হউক! আপনি কতই না ধৈর্যশীল, কতইনা সম্মানিত, আর কতইনা (আত্মীয়তার) সম্পর্ক স্থাপনকারী। এই ব্যাপারে এখনও মনে কিছুটা খটকা রহিয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমার নাশ হোক! তোমার গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার আগেই মুসলমান হইয়া যাও এবং সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আর (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। অতএব আবু সুফিয়ান কলেমায়ে শাহাদাত পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেলেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আবু সুফিয়ান কিছুটা সম্মানপ্রিয় মানুষ। সুতরাং তাহাকে বিশেষ একটা কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে, যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে সে নিরাপদ হইবে, এবং যে মসজিদে (হারামে) প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে। অতঃপর আবু সুফিয়ান (রাঃ) চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আব্বাস, তাহাকে নাকের মত পাহাড়ের সেই বাড়তি অংশের উপর দাঁড় করাও (যেখান দিয়া পাহাড়ী সরুপথ গিয়াছে) যাহাতে সে আল্লাহর বাহিনীগুলি অতিক্রম করিবার দৃশ্য অবলোকন করিতে পারে।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে লইয়া বাহির হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে দাঁড় করাইতে বলিয়াছিলেন তাহাকে ময়দানের সেই সরুপথের উপর দাঁড় করাইয়া দিলাম। একের পর এক গোত্র তাহাদের নিজ নিজ ঝাণ্ডা হাতে সরু পথ ধরিয়া অতিক্রম করিতে লাগিল। যখনই কোন গোত্র অতিক্রম করিত তখনই আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন, হে আব্বাস, ইহারা কাহারা? আমি বলিতাম, ইহারা বনু সুলাইম গোত্র। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিতেন, বনু সুলাইমের সহিত আমার কি সম্পর্ক? তারপর অপর এক

গোত্র অতিক্রম করিতে লাগিলে জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহারা কাহারা? আমি বলিতাম, ইহারা মুযাইনা গোত্র। তিনি বলিতেন, মুযাইনার সহিত আমার কি সম্পর্ক? এইরূপে সমস্ত গোত্র অতিক্রম করিল। প্রত্যেক গোত্রের অতিক্রমকালে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহারা কাহারা? আর আমি জবাবে বলিতাম, ইহারা অমুক গোত্র। তিনি বলিতেন, আমার সহিত এই গোত্রের কি সম্পর্ক?

অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরীন ও আনসারদের সমন্বয়ে (বর্মাবৃত ও সর্বপ্রকার সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত) কৃষ্ণবর্ণ দলের সহিত অতিক্রম করিলেন। (আপাদমস্তক বর্মাবৃত হওয়ার দরুন) তাহাদের শুধু চোখ দেখা যাইতেছিল। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সুবহানাল্লাহ, হে আব্বাস, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইনিই হইলেন, মুহাজিরীন ও আনসারদের সমন্বয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল ফযল! খোদার কসম, ইহাদের মুকাবিলা করিবার মত সাধ্য ও শক্তি কাহারো নাই। আজ তো তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের রাজত্ব অনেক বিরাট হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, হে আবু সুফিয়ান, (ইহা রাজত্ব নহে বরং) ইহা নবুওয়াত। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তাহাই।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে বলিলাম, এইবার নিজের কাওমের নিকট চলিয়া যান। তিনি রওয়ানা হইলেন এবং কাওমের নিকট পৌঁছিয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, হে কোরাইশগণ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের নিকট এত বিরাট বাহিনী লইয়া আসিতেছেন যে, উহার মুকাবিলা করিবার শক্তি তোমাদের নাই। অতএব যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে সে নিরাপত্তা লাভ করিবে। (ইহা শুনিয়া) তাহার স্ত্রী হিন্দ বিনতে ওতবা উঠিয়া তাহার গোঁফ ধরিয়া বলিতে লাগিল, এই কালো কমজাতকে মারিয়া ফেল। (তাহাকে শত্রুর সংবাদ আনিতে পাঠানো

হইয়াছিল কিন্তু) সে তো কাওমের বড় খারাপ সংবাদদাতা! আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন,তোমাদের নাশ হউক! এই মেয়েলোকের কথায় তোমরা ধোকায় পড়িও না। কারণ সত্যই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন বিরাট বাহিনী লইয়া আসিয়াছেন যে, তোমরা উহার মুকাবিলা করিতে পারিবে না। অতএব যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে সে নিরাপত্তা লাভ করিবে। লোকেরা বলিল, তোমার নাশ হউক! তোমার ঘর কি আমাদের সকলের জন্য যথেষ্ট হইবে? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি আপন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে সে নিরাপদ থাকিবে এবং যে মসজিদে (হারামে) ঢুকিয়া পড়িবে সে নিরাপদ থাকিবে। এই ঘোষণা শুনিবার পর লোকেরা নিজ নিজ ঘর ও মসজিদে (হারামের) দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলেন, তাহাকে ময়দানের সেই সরুপথের নিকট দাঁড় করাও যেখানে নাকের মত পাহাড়ের কিছু অংশ বাহির হইয়া রহিয়াছে, যাহাতে সে আল্লাহর বাহিনীগুলি অতিক্রম করিবার দৃশ্য অবলোকন করিতে পারে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাহাকে লইয়া পাহাড়ের সেই নাকের মত বাড়তি অংশের নিকট সরুপথের দিকে চলিলাম। অতঃপর আমি যখন তাহাকে সেখানে দাঁড় করাইলাম তখন (তিনি ভাবিলেন তাহাকে মারিবার জন্য হয়ত এখানে আনিয়া আটক করা হইয়াছে। সুতরাং) তিনি বলিলেন, হে বনু হাশিম, আমার সহিত কি বিশ্বাসঘাতকতা করিবার ইচ্ছা করিতেছ? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, নবুওয়াতের অনুসারীগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে না, তোমার সহিত আমার কিছু কাজ আছে। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তবে আগে কেন বলিলে না যে, তোমার সহিত আমার কিছু কাজ আছে? তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত

থাকিতাম। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তোমার এমন ধারণা হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)কে সুশৃঙ্খল করিলেন। প্রত্যেক গোত্র আপন আপন দলপতির সহিত এবং প্রত্যেক সৈন্যদল নিজ নিজ ঝাণ্ডা উত্তোলন করিয়া রওয়ানা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাগ্রে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর নেতৃত্বে বনু সুলাইম গোত্রের দল প্রেরণ করিলেন। তাহাদের সংখ্যা এক হাজার ছিল। এই দলের একটি ঝাণ্ডা হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ)এর হাতে ও একটি হযরত খুফাফ ইবনে নুদবাহ (রাঃ)এর হাতে এবং অপর একটি হযরত হাজ্জাজ ইবনে ইলাত (রাঃ)এর হাতে ছিল। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইনি খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, সেই নওজোয়ান ছেলেটা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে নিজের পার্শ্বে লইয়া যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন হযরত খালেদ (রাঃ) যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন তাহার দল 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া তিনবার তাকবীর দিল এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেল। তাহাদের পিছনে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) পাঁচশত জনের একটি দল লইয়া অতিক্রম করিলেন। ইহাদের মধ্যে কিছু মুহাজিরীন ও কিছু বিভিন্ন গোত্রের অপরিচিত লোক ছিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)এর হাতে কাল রঙের একটি বড় ঝাণ্ডা ছিল। তিনি যখন আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিলেন তখন আপন দল সহকারে 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইনি যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তোমার ভাতিজা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। অতঃপর গিফার গোত্রীয় তিনশত জনের একটি দল অতিক্রম করিল। তাহাদের ঝাণ্ডা হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বহন

করিতেছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের ঝাণ্ডা হযরত ঈমা ইবনে রাহাদাহ (রাঃ)এর হাতে ছিল। তাহারাও আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিয়া তিন বার তাকবীর দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুল ফযল, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু গিফার। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, বনু গিফারের সহিত আমার কি সম্পর্ক? তারপর আসলাম গোত্রীয় চারশত জনের দল অতিক্রম করিল। এই দলের দুইটি ঝাণ্ডা ছিল। একটি হযরত বুরাইদাহ ইবনে হুসাইব (রাঃ) ও অপরটি হযরত নাজিয়া ইবনে আ'জম (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। ইহারাও বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা আসলাম গোত্র। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আসলাম গোত্রের সহিত আমার কি সম্পর্ক? আমাদের ও তাহাদের মধ্যে ত কখনও কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা একটি মুসলমান কাওম, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

অতঃপর বনু কা'ব ইবনে আমর গোত্রীয় পাঁচশত জনের দল অতিক্রম করিল। তাহাদের ঝাণ্ডা হযরত বিশর ইবনে শাইবানা (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু কা'ব ইবনে আমর গোত্র। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইহারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মিত্র দল। ইহারাও বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। তারপর মুযাইনা গোত্রীয় এক হাজারের একটি দল অতিক্রম করিল। তাহাদের মধ্যে একশত ঘোড়া ও তিনটি ছোট ছোট ঝাণ্ডা ছিল। হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ), হযরত বেলাল ইবনে হারেস (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) এই ঝাণ্ডাগুলি বহন করিতেছিলেন। তাহারা আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা

কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা মুযাইনা গোত্র। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হে আবুল ফযল, মুযাইনার সহিত আমার কি সম্পর্ক যে, তাহারা অস্ত্র খটখটাইয়া পাহাড়ের চূড়া হইতে আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে?

তারপর জুহাইনা গোত্রীয় আটশত জন তাহাদের দলপতিসহ অতিক্রম করিল। তাহাদের মধ্যে চারটি ছোট ছোট ঝাণ্ডা ছিল। একটি হযরত আবু যুরআহ মা'বাদ ইবনে খালেদ (রাঃ)এর হাতে, একটি হযরত সুয়াইদ ইবনে সাখর (রাঃ)এর হাতে, একটি হযরত রাফে' ইবনে মাকীস (রাঃ)এর হাতে ও একটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বদর (রাঃ)এর হাতে ছিল। ইহারা আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর দিলেন। অতঃপর কেনানাহ, বনু লাইস, যামরাহ ও সা'দ ইবনে বকরের দুইশত জনের দল অতিক্রম করিল। ইহাদের ঝাণ্ডা হযরত আবু ওয়াকেদ লাইসী (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। ইহারাও আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর বরাবরে আসিয়া তিনবার তাকবীর ধ্বনি করিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু বকর? আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইহারা বড় অশুভ লোক। খোদার কসম, ইহাদের কারণেই (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের উপর আক্রমন করিতে আসিয়াছেন।

(হুদাইবিয়ার সন্ধির পর খোযাআহ গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এবং বনু বকর গোত্র কোরাইশদের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। সন্ধির পর কোরাইশদের মিত্র বনু বকর খোযাআহ গোত্রের উপর আক্রমন চালাইয়া অকথ্য অত্যাচার করিল এবং কোরাইশগণও উহাতে মদদ যোগাইল। ফলে কোরাইশদের পক্ষ হইতে সন্ধি ভঙ্গ হওয়ার দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মক্কা অভিযানের পথ উন্মুক্ত হইল। আবু সুফিয়ান (রাঃ) এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন)

শুন, খোদার কসম, (কোরাইশদের) খোযাআহ গোত্রের উপর

আক্রমনের ব্যাপারে আমার সহিত কোন পরামর্শ করা হয় নাই, আর আমি জানিতামওনা এবং পরে যখন আমি জানিতে পারিয়াছি তখন উহা পছন্দও করি নাই। কিন্তু বিষয়টি তকদীরে লেখা ছিল বলিয়া ঘটিয়া গিয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তোমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের মধ্যেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। আর তাহা এই যে, তোমরা সকলেই এখন ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিলে।

বর্ণনাকারী ওয়াকেদী বলেন, আবু আমর ইবনে হিমাস হইতে আবদুল্লাহ ইবনে আমের (রহঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আড়াইশত জনের একটি দল অতিক্রম করিল। ইহারা সকলেই বনু লাইস গোত্রীয় ছিলেন এবং হযরত সা'ব ইবনে জাসসামাহ (রাঃ) এই গোত্রের ঝাণ্ডা বহন করিতেছিলেন। তাহারা অতিক্রমকালে তিনবার তাকবীর ধ্বনি করিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু লাইস। তারপর সর্বশেষ আশজা' গোত্রীয় তিনশত জনের দল অতিক্রম করিল। ইহাদের একটি ঝাণ্ডা হযরত মা'কিল ইবনে সিনান (রাঃ) ও অপর একটি ঝাণ্ডা হযরত নুআইম ইবনে মাসউদ (রাঃ) বহন করিতেছিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, সমগ্র আরবের মধ্যে ইহারাই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। আর ইহা আল্লাহ তায়ালার একটি অনুগ্রহ। আবু সুফিয়ান (রাঃ) এই কথার পর কিছুক্ষণ নিরব রহিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি এখনো যান নাই? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, তিনি এখনও যান নাই। তুমি যদি সেই বিশাল বাহিনী দেখ যাহাতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন তবে তুমি শুধু লোহাই লোহা, ঘোড়াই ঘোড়া এবং বড় বড় বাহাদুরকে দেখিবে। উহা এমন বাহিনী যে, তাহাদের

মুকাবিলা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম! হে আবুল ফযল, আমারও মনে হইতেছে যে, ইহাদের সহিত মুকাবিলা কে করিতে পারিবে? তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহিনী দৃষ্টিগোচর হইল তখন (বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রের দরুন) উহা কালোবর্ণ দেখাইতেছিল। ঘোড়ার পদাঘাতে উত্থিত ধুলিতে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল। দলের পর দল অতিক্রম করিতে লাগিল। প্রত্যেক দলের অতিক্রম কালে আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিতেন যে, এখনও কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যান নাই? হযরত আব্বাস (রাঃ) জবাবে বলিতেন, না। ঠিক এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাসওয়া নামক উটে চড়িয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইব (রাঃ)এর মধ্যস্থলে উভয়ের সহিত আলাপরত অবস্থায় অগ্রসর হইতেছিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন কালোবর্ণের দলের সহিত যাইতেছেন। এইদলে মুহাজির ও আনসারগণ রহিয়াছেন। ছোট বড় বহু ঝাণ্ডা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রত্যেক আনসারী বীরের হাতে একটি বড় ও একটি ছোট ঝাণ্ডা শোভা পাইতেছিল। লোহার বর্ম ও শিরস্ত্রাণের দরুন তাহাদের চোখ ব্যতীত কিছুই দেখা যাইতেছিল না। হযরত ওমর (রাঃ) আপাদমস্তক লোহার পোশাকে আবৃত ছিলেন। তিনি উচ্চ ও গুরুগম্ভীর আওয়াজে বাহিনীকে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালনা করিতেছিলেন। আবু সুফিয়ান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুল ফযল, উচ্চ আওয়াজে কথা বলিতেছে, লোকটি কে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইনি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)। আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, একসময় বনি আদি (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর বংশ) নিতান্তই কমসংখ্যক ও দুর্বল ছিল। এখন তাহারা বেশ উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান! আল্লাহ তায়ালা যাহাকে যেইভাবে ইচ্ছা করেন উচ্চতর মর্যাদা দান করেন।

হযরত ওমর (রাঃ) সেই সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাহাদিগকে ইসলাম উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এই বাহিনীতে দুই হাজার বর্ম পরিহিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন ঝাণ্ডা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর হাতে দিয়াছিলেন। তিনি ঝাণ্ডা হাতে বাহিনীর অগ্রভাগে চলিতেছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঝাণ্ডা হাতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিলেন, তখন তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে আবু সুফিয়ান, আজকের দিন রক্তারক্তির দিন। আজকের দিনে (মক্কার) হুরমত রহিত করা হইবে। আজ আল্লাহ তায়ালা কোরাইশকে অপদস্থ করিবেন।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অগ্রসর হইয়া আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর কাছাকাছি পৌঁছিলে তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি নিজ কাওমের লোকদের কতল করিবার আদেশ দিয়াছেন? সা'দ এবং তাহার সঙ্গীগণ আমার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, আজকের দিন রক্তারক্তির দিন। আজকের দিনে (মক্কার) হুরমত রহিত করা হইবে। আজকের দিনে আল্লাহ তায়ালা কোরাইশকে অপদস্থ করিবেন। আমি আপনার কাওমের ব্যাপারে আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিতেছি। আপনি সকল মানুষ অপেক্ষা নেক ও সর্বাপেক্ষা সৎসম্পর্কস্থাপনকারী। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সা'দ সম্পর্কে আশঙ্কা করিতেছি যে, তিনি কোরাইশের উপর হামলা না করিয়া বসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান, আজকের দিন অনুগ্রহের দিন। আজকের দিন আল্লাহ তায়ালা কোরাইশকে সম্মান দান করিবেন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত

সা'দ (রাঃ)কে অপসারণপূর্বক তাহার পুত্র কায়েস (রাঃ)এর নিকট ঝাণ্ডা হস্তান্তরের নির্দেশ দিলেন। তাঁহার এই নির্দেশের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আপন পুত্রের নিকট ঝাণ্ডা হস্তান্তরের দরুন হযরত সা'দ (রাঃ)এর অন্তরে ঝাণ্ডা হারাইবার ক্ষোভ থাকিবে না। কিন্তু হযরত সা'দ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে কোন নিদর্শন ব্যতীত ঝাণ্ডা হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানাইলেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পাগড়ি মোবারক তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) উহা চিনিতে পারিলেন এবং নিজ পুত্র হযরত কায়েস (রাঃ)এর নিকট ঝাণ্ডা দিয়া দিলেন। (বিদায়াহ্)

তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু লায়লা (রাঃ) বলিয়াছেন, (মক্কা বিজয়ের সফরে) আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি বলিলেন, আবু সুফিয়ান এখন আরাক নামক স্থানে অবস্থান করিতেছে। আমরা সেখানে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। মুসলমানগণ তাহাকে তলোয়ার দ্বারা ঘিরিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমার ভাল হউক! আমি তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখেরাত (এর কল্যাণ) লইয়া আসিয়াছি, মুসলমান হইয়া যাও নিরাপদে থাকিবে। হযরত আব্বাস (রাঃ) ও আবু সুফিয়ানের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সুফিয়ান খ্যাতি প্রিয় লোক। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ঘোষণাকারীকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন। সে এই ঘোষণা করিতে লাগিল, যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবে সে নিরাপদ থাকিবে, যে ব্যক্তি অস্ত্র সমর্পণ করিবে সে নিরাপদ থাকিবে এবং যে আবু সুফিয়ানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে সেও নিরাপদ থাকিবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাঃ)কে

তাহার সহিত প্রেরণ করিলেন। তাহারা উভয়ে গিরিপথের কিনারায় যাইয়া বসিলেন। বনু সুলাইম গোত্রের বাহিনী সম্মুখে অগ্রসর হইলে আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস! ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা বনু সুলাইম। আবু সুফিয়ান বলিলেন, বনু সুলাইমের সহিত আমার কি সম্পর্ক! তারপর মুহাজিরীনদের এক জামাতের সহিত হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) অগ্রসর হইলে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস! ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, মুহাজিরীনদের জামাতের সহিত আলী ইবনে আবি তালিব। অতঃপর আনসারদের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইলে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহারা রক্তবর্ণ মৃত্যু। আনসারদের সহিত স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবু সুফিয়ান বলিলেন, আমি কিসরা ও কায়সারের রাজত্ব দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ভাতিজার রাজত্বের ন্যায় কখনও দেখি নাই। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহা রাজত্ব নহে, নবুওয়াত। (তাবারানী)

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরীন ও আনসার, আসলাম, গিফার, জুহাইনা ও বনু সুলাইম গোত্রের সমন্বয়ে বার হাজারের এক বিশাল বাহিনী লইয়া রওয়ানা হইলেন। এই অশ্বারোহী বাহিনী এরূপ দ্রুত অগ্রসর হইল যে, তাহারা (মক্কার নিকটবর্তী) মাররায যাহরান নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। অথচ কোরাইশগণ জানিতেও পারিল না। বরং কোরাইশগণ ইতিপূর্বে হাকিম ইবনে হিযাম ও আবু সুফিয়ানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মদীনায়) এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছিল যে, হয় আমাদের জন্য তাঁহার নিকট হইতে নিরাপত্তা লইয়া আসিবে, আর না হয় তাঁহার সহিত আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আসিবে। অতএব আবু সুফিয়ান ও হাকিম ইবনে হিযাম এতদুদ্দেশ্যে

রওয়ানা হইলে পথে বুদাইল ইবনে ওরকার সহিত তাহাদের দেখা হইল। উভয়ে বুদাইলকেও সঙ্গে লইল। তাহারা মক্কা হইতে রওয়ানা হইয়া এশা পর্যন্ত আরাক নামক স্থানে পৌঁছিল। সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা (ময়দানে) বহু তাঁবু ও এক বিশাল বাহিনী দেখিতে পাইল এবং ঘোড়ার ডাক শুনিতে পাইল। ইহাতে তাহারা ভীত হইল এবং তাহাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ইহারা সম্ভবতঃ বনু কা'ব গোত্রের লোক হইবে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বুদাইল বলিল, 'এই বাহিনীর লোক সংখ্যা বনু কা'ব গোত্র অপেক্ষা অনেক বেশী। সম্পূর্ণ বনু কা'ব মিলিয়াও এত পরিমাণ হইবে না। তবে কি হাওয়াযেন গোত্র তাহাদের জানোয়ারের জন্য ঘাসের তালাশে আমাদের এলাকায় আসিয়া পড়িয়াছে? খোদার কসম, আমার তো এমনও মনে হয় না। ইহারা তো হজ্জ পালনকারীদের সংখ্যার ন্যায় (অগণিত)।'

অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুপ্তচরদের গ্রেফতার করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিত্র পক্ষ) খোযাআহ গোত্রের বসতিও এই পথেই ছিল। তাহারা কাহাকেও এই পথে যাতায়াত করিতে দিতেছিল না। আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীদ্বয় যখন মুসলিম বাহিনীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, তখন রাতের অন্ধকারে ঘোড়সওয়ারগণ তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া আসিল।

আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীদ্বয় আশঙ্কা করিতেছিল যে, তাহাদিগকে কতল করিয়া দেওয়া হইবে। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) উঠিয়া আসিয়া আবু সুফিয়ানের ঘাড়ের উপর জোরে এক ঘা বসাইয়া দিলেন। মুসলমানগণ চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করিবার জন্য লইয়া চলিল। আবু সুফিয়ান কতল হইয়া যাইবার আশঙ্কা করিতে লাগিল। হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের যুগ হইতে তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেহেতু আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে বলিলেন, তোমরা

আমার বিষয়টি আব্বাসের হাতে ছাড়িয়া দাও না কেন? হযরত আব্বাস (রাঃ) (আওয়াজ শুনিয়া) আসিলেন এবং লোকদিগকে তাহার নিকট হইতে সরাইয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন জানাইলেন যেন আবু সুফিয়ানকে তাহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সমগ্র মুসলিম বাহিনীর মধ্যে আবু সুফিয়ানের আগমন সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। হযরত আব্বাস (রাঃ) সেই রাত্রেই আবু সুফিয়ানকে সওয়ারীতে বসাইয়া সমগ্র বাহিনী ঘুরাইয়া আনিলেন এবং লোকেরাও সকলে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিল।

হযরত ওমর (রাঃ) আবু সুফিয়ানের ঘাড়ের উপর হাত মারিবার সময় বলিয়াছিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেই মারা পড়িবে। সুতরাং আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রাঃ)এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি কতল হইয়া যাইতেছি, (আমাকে সাহায্য কর)। লোকেরা তাহার উপর হামলা করিবার পূর্বেই হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে নিজ হেফাজতে লইয়া ফেলিলেন।

আবু সুফিয়ান অগণিত লোকসংখ্যা ও তাহাদের আনুগত্য দেখিয়া বলিল, আমি অদ্যরাত্রির ন্যায় কোন কাওমের এত বিরাট বাহিনী দেখি নাই। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে লোকদের হাত হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া বলিলেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর এবং এই সাক্ষ্য না দাও যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল তবে তুমি অবশ্যই মারা পড়িবে। আবু সুফিয়ান (এই কথা শুনিয়া) হযরত আব্বাস (রাঃ)এর কথামত বলিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু তাহার মুখে কথা সরিতে ছিল না। সেই রাত তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)এর সহিত কাটাইলেন। আর তাহার সঙ্গীদ্বয় হাকিম ইবনে হিযাম ও বুদাইল ইবনে ওরকা', তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট মক্কাবাসীদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তারপর যখন ফজরের নামাযের আযান হইল

তখন সমস্ত লোক সমবেত হইয়া নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আবু সুফিয়ান ঘাবড়াইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস, তোমরা কি করিতে চাহিতেছ? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। আবু সুফিয়ান মুসলমানদিগকে দেখিয়া বলিলেন, হে আব্বাস, তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাহাই আদেশ করেন ইহারা কি তাহাই পালন করে? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, যদি তিনি তাহাদিগকে পানাহার হইতে নিষেধ করেন তবে তাহাও পালন করিবে। আবু সুফিয়ান বলিলেন, হে আব্বাস, তুমি আপন কাওমের জন্য তাঁহার সহিত কথা বলিয়া দেখ, তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন কিনা? সুতরাং হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আবু সুফিয়ান। আবু সুফিয়ান বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আমি আমার মা'বুদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি আর আপনি আপনার মা'বুদের নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখিতেছি আপনিই আমার উপর বিজয় লাভ করিয়াছেন। যদি আমার মা'বুদ সত্য হইত আর আপনার মা'বুদ মিথ্যা হইত তবে আমিই আপনার উপর বিজয় লাভ করিতাম। অতঃপর তিনি কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করতঃ সাক্ষ্য দিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় যে, আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন যেন আপনার কাওমের নিকট যাইয়া তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করি এবং তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আহবানকরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দান করিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ! আমি তাহাদিগকে কি বলিব? আপনি আমাকে তাহাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলিয়া দিন যাহাতে তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাদিগকে বলিয়া দিবে, 'যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একক, তাহার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল, সে নিরাপদ থাকিবে। যে ব্যক্তি অস্ত্র ফেলিয়া কা'বার নিকট বসিয়া পড়িবে সে নিরাপদ থাকিবে এবং যে ব্যক্তি নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে সে নিরাপদ থাকিবে।'

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবু সুফিয়ান আমাদের চাচাত ভাই, আমার ইচ্ছা হয়, সেও আমার সহিত চলুক। আপনি যদি তাহাকে কিছু স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ থাকিবে।' আবু সুফিয়ান এই কথার মর্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার উদ্দেশ্যে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল। আবু সুফিয়ানের ঘর যেহেতু মক্কার উপরের অংশে ছিল এবং হাকিম ইবনে হিযামের ঘর মক্কার নিচের অংশে ছিল সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও বলিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি আপন হাত সংবরণ করিয়া হাকিম ইবনে হিযামের ঘরে ঢুকিয়া পড়িবে সে নিরাপদ থাকিবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) কর্তৃক উপঢৌকন হিসাবে প্রাপ্ত সাদা খচ্চরের উপর আরোহন করাইয়া হযরত আব্বাস (রাঃ)কে মক্কায় প্রেরণ করিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) আবু সুফিয়ানকে নিজের পিছনে খচ্চরে বসাইয়া রওয়ানা হইলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) রওয়ানা হইবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার পিছনে লোক প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট ফেরৎ লইয়া আস। আবু সুফিয়ান

সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল তাহা তিনি সাহাবাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রেরিত লোকটি হযরত আব্বাস (রাঃ)কে ফিরিয়া আসিতে বলিলে তিনি ফেরৎ যাওয়া পছন্দ করিলেন না বরং বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে এই আশঙ্কা করিতেছেন যে, সে (মক্কার) সামান্য কতিপয় (কাফের) লোকের মায়ায় মন পরিবর্তন করিয়া ফেলিবে এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কাফের হইয়া যাইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাকে সেখানেই আটক করিয়া রাখ। সুতরাং তিনি তাহাকে সেখানেই থামাইয়া রাখিলেন। আবু সুফিয়ান বলিলেন, হে বনি হাশেম, আমার সহিত কি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহিতেছ? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করি না ; তবে তোমার সহিত আমার একটু কাজ আছে। আবু সুফিয়ান বলিলেন, কি কাজ তাহা বল, আমি তোমার সেই কাজ করিয়া দিব। হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ ও হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) তোমার নিকট আসিলেই তুমি তাহা বুঝিতে পারিবে।

হযরত আব্বাস (রাঃ) মাররায যাহরান ও আরাকের পূর্বে সরু গিরিপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেলেন। আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রাঃ)এর পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া রাখিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একের পর এক ঘোড়সওয়ার দল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ঘোড়সওয়ার দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)কে অগ্রভাগে প্রেরণ করিলেন। তাহার পিছনে আসলাম, গিফার ও কুযাআহ গোত্রের ঘোড়সওয়ার দল ছিল। (হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সহিত হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)ও ছিলেন।) আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস! ইনিই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, না, ইনি হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দলের পূর্বে হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর নেতৃত্বে আনসারদের একটি দল প্রেরণ করিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, 'আজকের দিন রক্তারক্তির দিন, আজ (মক্কার) হুরমাত রহিত করা হইবে।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের দল অর্থাৎ মুহাজিরীন ও আনসারের দলের সহিত অগ্রসর হইলেন। আবু সুফিয়ান এইদলে অপরিচিত অনেক লোককে দেখিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি নিজ কাওমের পরিবর্তে এই লোকদেরকে প্রাধান্য দিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা তোমার এবং তোমার কাওমেরই কার্যকলাপের পরিণতি। যখন তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছ তখন ইহারা আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। যখন তোমরা আমাকে (মক্কা হইতে) বাহির করিয়া দিয়াছ তখন ইহারাই আমাকে সাহায্য করিয়াছে। সে সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আকরা' ইবনে হারেস (রাঃ), হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ) ও হযরত উআইনা ইবনে হিসন ইবনে বদর ফাযারী (রাঃ) ছিলেন। আবু সুফিয়ান ইহাদিগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিপার্শ্বে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আব্বাস, ইহারা কাহারা? হযরত আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, ইহাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দল। এই দলের সহিত রক্তবর্ণ মৃত্যু রহিয়াছে। ইহারাই মুহাজিরীন ও আনসার। আবু সুফিয়ান বলিলেন, এইবার চল, হে আব্বাস, আমি আজকের ন্যায় এরূপ সেনাবাহিনী ও দল কখনও দেখি নাই।

হযরত যুবাইর (রাঃ) আপন বাহিনী লইয়া জাহুন নামক স্থানে আসিয়া থামিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) আপন বাহিনী লইয়া মক্কার নিচু এলাকা দিয়া প্রবেশ করিলেন। বনু বকরের কতিপয় বখাটে ছোকরার দল তাহার সহিত মুকাবিলা করিল। হযরত খালিদ (রাঃ) তাহাদের সহিত লড়াই করিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন এবং

তাহাদের কিছু লোক হাযওয়ারাহ নামক স্থানে মারা পড়িল আর কিছু নিজ নিজ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল, আর কিছু ঘোড়সওয়ার খান্দামাহ পাহাড়ে যাইয়া উঠিল। মুসলমানগণ তাহাদিগকে ধাওয়া করিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলের শেষে মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিল যে, যে ব্যক্তি আপন হাত সংবরণ করিয়া নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিবে, সে নিরাপদ থাকিবে। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)ও মক্কায় প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে। প্রকৃতপক্ষে সেদিন আল্লাহ তায়ালা হযরত আব্বাস (রাঃ)এর দ্বারা মক্কাবাসীর হেফাজত করিলেন।(হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)এর স্ত্রী) হিন্দ বিনতে উতবাহ (এই ঘোষণা শুনিয়া) আগাইয়া আসিল এবং তাহার দাড়ি ধরিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে গালেবের বংশধরগণ, এই আহাম্মক বৃদ্ধকে কতল করিয়া দাও। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমার দাড়ি ছাড়িয়া দে। খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, যদি তুই ইসলাম গ্রহণ না করিস তবে তোর গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। তোর নাশ হউক! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাণী লইয়া আসিয়াছেন। আপন ঘরে পালঙ্কের উপর যাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাক। (তাবারানী)

সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সুহাইল ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং (মক্কাবাসীর উপর) বিজয় লাভ করিলেন তখন আমি নিজ ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। অতঃপর আমার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে সুহাইলের নিকট সংবাদ পাঠাইলাম যে, আমার জন্য (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট হইতে নিরাপত্তা চাহিয়া লও। কারণ আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, আমাকে কতল করা হইবে। আবদুল্লাহ ইবনে

সুহাইল যাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতাকে কি নিরাপত্তা দান করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, সে আল্লাহর নিরাপত্তায় রহিয়াছে। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসুক। অতঃপর আশেপাশে উপস্থিত সকলকে বলিলেন, সুহাইলের সহিত তোমাদের কাহারো সাক্ষাৎ হইলে তাহার প্রতি চোখ পাকাইয়া তাকাইবে না, যেন সে (নির্ভয়ে) বাহিরে আসা যাওয়া করিতে পারে। আমার জীবনের কসম, (তখনও গায়রুল্লাহর নামে কসম করা নিষেধ হইয়াছিল না বিধায় এরূপ কসম খাইয়াছেন) সুহাইল তো অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সম্মানী লোক। তাহার মত লোক কি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিতে পারে? আর এখন ত দেখিয়াই লইয়াছে, যে পথে সে এযাবৎ পরিশ্রম করিয়াছে তাহা কোনই কাজে আসে নাই।

আবদুল্লাহ আসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য নিজ পিতার নিকট ব্যক্ত করিলে সুহাইল ইবনে আমর বলিলেন, খোদার কসম, তিনি ছোটবেলায়ও নেক ছিলেন এবং বড় হইয়াও নেক। অতঃপর সুহাইল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন এবং মুশরিক অবস্থায়ই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হুনাইনের যুদ্ধে গেলেন এবং জিইররানায় যাইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন হুনাইনের গনীমত হইতে তাহাকে একশত উট দান করিয়াছিলেন। (কান্‌য)

বিজয়ের দিন মক্কাবাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর ব্যবহার

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন, বিজয়ের দিন মক্কায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও হারেস ইবনে হিশামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি মনে মনে বলিলাম, আজ

আল্লাহ তায়ালা ইহাদিগকে আয়ত্তে আনিয়া দিয়াছেন। অতএব আমি ইহাদিগকে তাহাদের পূর্বেকার সকল দুষ্কর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিব। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার ও তোমাদের উদাহরণ হইতেছে ইউসুফ (আঃ) ও তাঁহার ভাইদের ন্যায়। আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করুন। তিনি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিক মেহেরবান।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এই মাফের ঘোষণা শুনিয়া) আমি অত্যাধিক লজ্জিত হইলাম। ভাবিলাম, আমি যাহা চিন্তা করিতে ছিলাম যদি এরূপ কোন কথা আমার মুখ ফসকাইয়া বাহির হইয়া পড়িত তবে কতই না খারাপ হইত। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে কতই না সুন্দর কথা বলিলেন। (কান্‌য)

ইবনে আবি হুসাইন (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পর বাইতুল্লায় প্রবেশ করিলেন। অতঃপর বাহির হইয়া দরজার চৌকাঠের দুইপ্রান্তে হাত রাখিয়া (কাফেরদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, তোমরা (এখন) কি বলিবে? সুহাইল ইবনে আমর বলিলেন, আমরা সদ্ব্যবহারের আশা রাখিব এবং বলিব আপনি দয়াবান ভাই এবং দয়াবান ভাইয়ের পুত্র, আমাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার ভাই ইউসুফ (আঃ) যেমন বলিয়াছিলেন আমিও তেমনই বলিব, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। (এসাবাহ্)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফে আসিলেন এবং দরজার চৌকাঠের দুইপ্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা কি বল, তোমাদের কিরূপ ধারণা হয়? তাহারা বলিল, আমরা বলি, আপনি আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং চাচাত ভাই, অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দয়াবান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন,তাহারা এই

কথা তিনবার বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইউসুফ (আঃ) যেমন বলিয়াছেন আমিও তেমনই বলিব। আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুন। তিনি সকল মেহেরবান অপেক্ষা অধিক মেহেরবান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, (এইকথা শুনিয়া) মক্কার কাফেরগণ মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহারা এত খুশী হইল যেন তাহাদিগকে কবর হইতে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে। তারপর তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফী (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) হইতে ঘটনার এই অংশ নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মক্কার কাফেরগণ মসজিদে হারামে সমবেত হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব বলিয়া তোমরা মনে কর? তাহারা বলিল, সদ্ব্যবহার করিবেন বলিয়া মনে করি। (কারণ) আপনি মেহেরবান ভাই ও মেহেরবান ভাইয়ের পুত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাও, (আজ) তোমরা সকলেই মুক্ত। (বাইহাকী)

হযরত ইকরামা (রাঃ) ইবনে আবি জাহলের ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন ইকরামা ইবনে আবি জাহলের স্ত্রী হযরত উম্মে হাকীম বিনতে হারেস ইবনে হিশাম ইসলাম গ্রহণ করিবার পর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইকরামা আপনার নিকট হইতে ইয়ামানের দিকে পালাইয়া গিয়াছে। সে আশঙ্কা করিতেছিল যে, আপনি তাহাকে কতল করিয়া দিবেন। অতএব তাহাকে নিরাপত্তা দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে নিরাপদ।

ইকরামার স্ত্রী হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) তাহার রোমদেশীয়

গোলামকে সঙ্গে লইয়া স্বামীর সন্ধানে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে গোলাম তাহাকে অপকর্মের জন্য ফুসলাইতে আরম্ভ করিল। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) তাহাকে আশা দিয়া দিয়া আক্কের এক গোত্রের নিকট যাইয়া উঠিলেন এবং তাহাদের নিকট গোলামের ব্যাপারে সাহায্য চাহিলেন। গোত্রের লোকেরা গোলামকে উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিল। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) ইকরামার নিকট এমন সময় পৌঁছিলেন যখন তিনি তেহামার সমুদ্রোপকূলে পৌঁছিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিলেন। নৌকার মাঝি বলিতে লাগিল, এখলাসের কলেমা পড়িয়া লও। ইকরামা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিব? মাঝি বলিল, লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইকরামা বলিলেন, আমি তো এই কলেমা হইতেই পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ)ও সেখানে পৌঁছিলেন এবং কাপড় নাড়াইয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং এই বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন যে, হে আমার চাচাত ভাই, আমি তোমার কাছে এমন ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি যিনি সর্বাধিক সম্পর্ক স্থাপনকারী, সর্বাপেক্ষা সদাচারী ও উত্তম ব্যক্তি। তুমি নিজেকে নিজে ধ্বংস করিও না। ইকরামা এই সকল কথা শুনিয়া থামিলে হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তোমার জন্য নিরাপত্তা চাহিয়া লইয়াছি। ইকরামা (অবাক হইয়া) বলিলেন, সত্যই তুমি নিরাপত্তা লইয়াছ? হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আমি তাঁহার সহিত এই ব্যাপারে আলাপ করিয়াছি। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। অতএব ইকরামা তাহার সহিত ফেরৎ রওয়ানা হইলেন। হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) পথিমধ্যে রুমী গোলামের ঘটনা সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিলেন। ইকরামা (ক্ষুব্ধ হইয়া) গোলামটিকে কতল করিয়া দিলেন। তিনি তখনও মুসলমান হইয়াছিলেন না।

ইকরামা যখন মক্কার নিকটবর্তী হইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, ইকরামা ইবনে

আবি জাহল মুমিন ও মুহাজির হিসাবে তোমাদের নিকট আগমন করিতেছে। তোমরা তাহার পিতাকে গালমন্দ করিও না ; কারণ মৃতকে গালমন্দ করিলে তাহার জীবিত আত্মীয়–স্বজন কষ্ট পায়, মৃতের নিকট তাহা পৌঁছায় না।

বর্ণনাকারী বলেন, (মক্কায় চলার পথে) ইকরামা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্ত্রী অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং বলিলেন, তুমি কাফের আর আমি মুসলমান, এমতাবস্থায় ইহা সম্ভব নহে। ইকরামা বলিলেন, যে বিষয়টি তোমাকে আমার সহিত মিলন হইতে বাধা দিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে একটি বিরাট বিষয়। অতঃপর (মক্কা পৌঁছিবার পর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকরামাকে দেখিয়া আনন্দের আতিশয্যে এরূপ দ্রুত উঠিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন যে, চাদর গায়ে দিবার কথাও খেয়াল রহিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলে ইকরামা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পাশে মুখে নেকাব ঢাকা তাহার স্ত্রী। ইকরামা বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, (আমার) এই স্ত্রী আমাকে বলিয়াছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে সত্য বলিয়াছে, তুমি নিরাপদ। ইকরামা বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি কিসের প্রতি আহবান জানাইয়া থাকেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এই আহবান জানাই যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আর নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে এবং এই এই কাজ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় ইসলামী আমলের উল্লেখ করিলেন। ইকরামা বলিলেন, খোদার কসম, আপনি হক ও অতি উত্তম এবং সুন্দর কথার প্রতিই দাওয়াত দিয়াছেন। খোদার কসম, আপনার এই দাওয়াতের পূর্বেও আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ও সদাচারী ছিলেন। অতঃপর ইকরামা বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ

নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তারপর হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে ভাল কিছু শিখাইয়া দিন যাহা আমি পড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বল—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ –

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, আর কি বলিব? তিনি বলিলেন, তুমি বল, আমি আল্লাহ ও উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি যে, আমি একজন মুসলমান মুজাহিদ মুহাজির। হযরত ইকরামা (রাঃ) তাহা বলিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ তুমি আমার নিকট যে কোন জিনিস চাহিবে, যদি তাহা আমরা সাধ্যে থাকে তবে অবশ্যই আমি তোমাকে দান করিব। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, আমি আপনার নিকট ইহাই চাহিতেছি যে, (আজ পর্যন্ত) আমি আপনার সহিত যত শত্রুতা করিয়াছি বা আপনার বিরুদ্ধে সফর করিয়াছি, অথবা আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি এবং আপনার সম্মুখে বা অনুপস্থিতিতে আপনার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, আমার এই সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিবেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! সে (অর্থাৎ ইকরামা) আমার সহিত যত শত্রুতা করিয়াছে বা সে আপনার নূরকে নিভাইবার উদ্দেশ্যে যে কোন সফর করিয়াছে তাহা মাফ করিয়া দিন এবং আমার সাক্ষাতে অসাক্ষাতে আমাকে যে কোন প্রকার অপমান করিয়াছে তাহা মাফ করিয়া দিন। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তারপর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজ পর্যন্ত আল্লাহর পথে

অন্তরায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ ব্যয় করিয়াছি এখন উহার দ্বিগুণ আল্লাহর পথে ব্যয় করিব এবং যে পরিমাণ আল্লাহর পথে বাধা দানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়াছি এখন উহার দ্বিগুণ আল্লাহর পথে জিহাদ করিব। অতএব পরবর্তীতে হযরত ইকরামা (রাঃ) জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদাত বরণ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইকরামা (রাঃ) ও তাহার স্ত্রীকে পূর্ববিবাহের উপর বহাল রাখিয়াছেন। নতুনভাবে বিবাহ পড়ান নাই।

ওয়াকেদী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন (প্রথম দিকে মুসলমানদের পরাজয়ের দৃশ্য দেখিয়া) সোহাইল ইবনে আমর বলিল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার সাহাবীদের জন্য এই পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ (কখনও) সম্ভব হইবে না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইকরামা (রাঃ) তখন প্রতিউত্তরে বলিয়াছিলেন যে, এমন কথা নহে বরং জয়–পরাজয় আল্লাহর হাতে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা নাই। আজ যদি তাঁহার পরাজয় হয় তবে কাল আবার বিজয় হইবে। সুহাইল বলিল, খোদার কসম, তুমি ত কিছুদিন পূর্বেও তাঁহার বিরোধিতা করিয়াছ। (এখন আবার তাঁহার পক্ষে কথা বলিতেছ!) হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, হে আবু ইয়াযীদ! খোদার কসম, আমরা ভুলপথে প্রচেষ্টা চালাইতে ছিলাম। আমরা কেমন নির্বোধ ছিলাম যে, পাথর পূজা করিতাম যাহা না ক্ষতি করিতে পারে, না উপকার করিতে পারে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হযরত ইকরামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারে উপস্থিত হইলে তিনি তাহার আগমনে অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে উঠিয়া তাহার প্রতি আগাইয়া গেলেন।

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ (আমার) এই স্ত্রী আমাকে বলিয়াছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি নিরাপদ। আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তাহার কোন শরীক নাই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আর আপনি মানবকূলে সর্বাপেক্ষা সদাচারী, সত্যবাদী ও ওয়াদাপালনকারী। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি কথাগুলি বলিবার সময় অতিশয় লজ্জার দরুন মাথা তুলিতে পারিতেছিলাম না। তারপর বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার সহিত যতরকম শত্রুতা করিয়াছি এবং শিরিককে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে যত সফর করিয়াছি তাহা মাফ করিয়া দিবার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ এই দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! ইকরামা আমার সহিত যত শত্রুতা করিয়াছে এবং আপনার পথে বাধাদানের উদ্দেশ্যে যত সফর করিয়াছে, আপনি তাহার এই সকল গুনাহকে মাফ করিয়া দিন।

হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার জানামতে যাহা উত্তম তাহা আমাকে বলিয়া দিন, যেন আমিও তাহা জানিতে পারি। তিনি বলিলেন, বল, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল।' আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিতে থাক।

অতঃপর হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, খোদার কসম, আমি আজ পর্যন্ত আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ ব্যয় করিয়াছি এখন আল্লাহর পথে উহার দ্বিগুণ ব্যয় করিব এবং যে পরিমাণ আল্লাহর পথে বাধাদানের জন্য যুদ্ধ করিয়াছি এখন উহার দ্বিগুণ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিব। অতএব হযরত ইকরামা (রাঃ) পূর্ণোদ্যমে

জিহাদে শরীক হইতে লাগিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে আজনাদাইনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ী হজ্জের বৎসর হযরত ইকরামা (রাঃ)কে হাওয়াযেন গোত্রের সদকা উসূল করিবার উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় তিনি (ইয়ামানের) তাবালাহ নামক স্থানে ছিলেন। (হাকেম)

হযরত সফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কেনানা গোত্রীয়া স্ত্রী বাগুম বিনতে মুআদ্দাল (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্বয়ং সফওয়ান ইবনে উমাইয়া পালাইয়া একটি পাহাড়ী ঘাঁটিতে আত্মগোপন করিলেন। সফওয়ানের সহিত তাহার ইয়াসার নামীয় গোলাম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তিনি গোলামকে বলিতে লাগিলেন, তোর নাশ হউক! দেখতো সামনের দিক হইতে কে আসিতেছে? গোলাম বলিল, ইনি ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ)। সফওয়ান বলিলেন, ওমায়েরকে দিয়া কি করিব? খোদার কসম, সে নিশ্চয় আমাকে কতল করিবার উদ্দেশ্যেই আসিতেছে। সে তো আমার বিরুদ্ধে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সাহায্য করিয়াছে। ইতিমধ্যে হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। সফওয়ান বলিলেন, হে ওমায়ের, তুমি এ যাবৎ আমার সহিত যাহা কিছু করিয়াছ, তাহা কি যথেষ্ট হয় নাই? তুমি নিজের ঋণ ও পরিবার পরিজনের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাইয়াছ, তারপর এখন আমাকে কতল করিতে আসিয়াছ। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, হে আবু ওহব, আমার প্রাণ তোমার জন্য উৎসর্গিত হউক। আমি মানবকুলে সর্বাপেক্ষা সদাচারী ও সৎসম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির নিকট হইতে তোমার নিকট

আসিয়াছি। হযরত ওমায়ের (রাঃ) ইতিপূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিয়াছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাওমের সরদার নিজেকে সমুদ্রে ডুবাইয়া শেষ করিবার জন্য পালাইয়া গিয়াছে। সে এই আশঙ্কা করিতেছিল যে, আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দিবেন না। আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করিলাম।

হযরত ওমায়ের (রাঃ) সফওয়ানের সন্ধানে বাহির হইলেন এবং তাহার নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেন। সফওয়ান বলিলেন, না, খোদার কসম, যতক্ষণ না তুমি তাঁহার নিকট হইতে এমন কোন চিহ্ন আনিবে যাহা আমি চিনিতে পারি, ততক্ষণ আমি তোমার সহিত কিছুতেই যাইব না। (হযরত ওমায়ের (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া ইহা ব্যক্ত করিলেন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার পাগড়ী লইয়া যাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় যে চাদরখানি তাঁহার মাথায় বাঁধা ছিল উহা সেই ইয়ামানী চাদর ছিল। হযরত ওমায়ের (রাঃ) উহা লইয়া দ্বিতীয়বার সফওয়ানের সন্ধানে বাহির হইলেন এবং তাহার নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, হে আবু ওহব! আমি তোমার কাছে এমন ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি যিনি সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম, সৎসম্পর্ক স্থাপনকারী, সকল মানুষ অপেক্ষা সদাচারী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল। তাঁহার মর্যাদা তোমারই মর্যাদা, তাঁহার সম্মান তোমারই সম্মান। তাঁহার রাজত্ব তোমারই রাজত্ব। তোমারই বংশের লোক। আমি তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করাইতেছি। সফওয়ান বলিলেন, আমি নিজের ব্যাপারে কতল হইবার আশঙ্কা করিতেছি। হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, তিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের

দাওয়াত দিয়াছেন। যদি তুমি খুশীমনে তাহা গ্রহণ কর তবে তো কোন কথাই নাই, অন্যথায় তিনি তোমাকে দুইমাস সময় দান করিবেন। তিনি সর্বাপেক্ষা ওয়াদা পালনকারী ও সদাচারী। তিনি তোমার নিকট তাঁহার সেই চাদর প্রেরণ করিয়াছেন যাহা মাথায় বাঁধিয়া তিনি মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তুমি উহা দেখিলে চিনিতে পারিবে কি? সফওয়ান বলিলেন, হাঁ, চিনিতে পারিব। হযরত ওমায়ের (রাঃ) উহা বাহির করিলে সফওয়ান বলিলেন, হাঁ, ইহা সেই চাদর।

অতঃপর সফওয়ান ফিরিয়া আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিয়া দেখিলেন তিনি মসজিদে লোকদেরকে আসরের নামায পড়াইতেছেন। তাহারা উভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সফওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, মুসলমানগণ দিনে রাতে কতবার নামায আদায় করে? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, পাঁচ বার। সফওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ই কি তাহাদের নামায পড়ান? হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, হাঁ।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরাইবার পর সফওয়ান উচ্চস্বরে বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, ওমায়ের ইবনে ওহব আমার নিকট আপনার চাদর লইয়া আসিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, আপনি আমাকে আপনার নিকট আসিতে বলিয়াছেন। আমার ইচ্ছা হইলে আমি ইসলাম গ্রহণ করিব, অন্যথায় আপনি আমাকে দুই মাসের সময় প্রদান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু ওহব, সওয়ারী হইতে নামিয়া আস। সফওয়ান বলিলেন, না, খোদার কসম, আগে আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তোমাকে চার মাসের সময় দেওয়া হইল। এই কথা শুনিয়া সফওয়ান সওয়ারী হইতে নামিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদের সঙ্গে লইয়া) হাওয়াযেন গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। সফওয়ানও এই সফরে

তাঁহার সহিত গেলেন। তিনি তখনও মুসলমান হন নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফওয়ানের নিকট লোক মারফৎ তাহার যুদ্ধাস্ত্র ধার হিসাবে চাহিলে তিনি একশত লৌহবর্ম ও উহার সাজসরঞ্জাম ধার দিলেন। ধার দিবার সময় সফওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এই যুদ্ধাস্ত্র স্বেচ্ছায় দিব না আপনি জোরপূর্বক নিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নিকট হইতে ধার হিসাবে লইতেছি যাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। সুতরাং বর্মগুলি ধার হিসাবে দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে বর্মগুলি তিনি নিজেই আপন উটের উপর বহন করিয়া হুনাইনে গেলেন এবং হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে শরীক থাকিলেন। তায়েফের যুদ্ধ শেষে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেএররানায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া গনীমতের মালামাল দেখিতেছিলেন তখন সফওয়ানও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। সফওয়ান ইবনে উমাইয়া উট বকরী ও উহার রাখাল দ্বারা পরিপূর্ণ জেএররানার পাহাড়ঘেরা ময়দানের দিকে দেখিতে লাগিলেন এবং একদৃষ্টে ময়দানের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাকে আড়চোখে দেখিতেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু ওহব! (গনীমতের মালামালে পরিপূর্ণ) এই ময়দান কি তোমার পছন্দ হইতেছে? সফওয়ান বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই ময়দান ও উহাতে যত মালামাল আছে সবই তোমাকে দেওয়া হইল। (ইহা শুনিয়া) সফওয়ান বলিলেন, নবী ব্যতীত আর কেহ এরূপ দানের হিম্মৎ করিতে পারে না। অতঃপর সেখানেই কালিমায়ে শাহাদাৎ—

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

পাঠ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (কান্‌য)

অপর এক রেওয়ায়াতে উমাইয়া ইবনে সফওয়ান নিজ পিতা

সফওয়ান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধের সময় সফওয়ানের নিকট হইতে কিছু বর্ম ধার চাহিলে তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ, জোরপূর্বক নিবেন কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং নিজ দায়িত্বে ধার হিসাবে লইতেছি। (অর্থাৎ নষ্ট বা হারাইয়া গেলে উহার ক্ষতিপূরণ দিব।) বর্ণনাকারী বলেন, কিছুসংখ্যক বর্ম যুদ্ধে হারাইয়া গিয়াছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সকল হারানো বর্মের ক্ষতিপূরণ দিতে চাহিলে সফওয়ান বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ তো আমার অন্তরে ইসলামের আগ্রহ জন্মিয়াছে। (সুতরাং আমি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিব না।)

হযরত হুওয়াইতিব ইবনে আব্দিল ওয্যা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

মুনযির ইবনে জাহাম (রহঃ) বলেন, হুওয়াইতিব ইবনে আব্দিল ওয্যা বর্ণনা করিয়াছেন যে, মক্কা বিজয়ের বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন, তখন আমি ভীষণ ভয় পাইয়া গেলাম। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া পরিবার পরিজনকে বিভিন্ন স্থানে সরাইয়া দিলাম। যাহাতে তাহারা নিরাপদ থাকে এবং আমি নিজে আওফের বাগানে যাইয়া উঠিলাম। একদিন হঠাৎ হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার সহিত আমার এককালে খুব বন্ধুত্ব ছিল, আর বন্ধুত্ব সবসময় কাজে আসে। কিন্তু আমি তাহাকে দেখিয়াই (ভয়ে) পালাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি বলিলেন, হে আবু মুহম্মাদ! আমি বলিলাম, লাববায়েক (অর্থাৎ হাজির)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ভয়ের কারণে পালাইতেছি। তিনি বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। তুমি আল্লাহর নিরাপত্তায় নিরাপদ আছ। অতএব আমি তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া সালাম দিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি তোমার ঘরে যাও। আমি বলিলাম,

আমার ঘরে যাইবার কোন পথ আছে কি? খোদার কসম, আমার মনে হয় না আমি ঘর পর্যন্ত জীবিত পৌঁছিতে পারিব। আমি তো পথেই মারা পড়িব অথবা আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমাকে কতল করিয়া দেওয়া হইবে। আর আমার পরিবার পরিজন বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে এক জায়গায় একত্রিত কর, আমি তোমার সহিত তোমার ঘর পর্যন্ত যাইব। অতএব তিনি আমার সহিত ঘর পর্যন্ত গেলেন এবং পথে উচ্চস্বরে আওয়ায দিতে লাগিলেন, 'হুওয়াইতিব নিরাপত্তা লাভ করিয়াছে, কেহ যেন তাহার উপর আক্রমন না করে।'

অতঃপর হযরত আবু যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি যাহাদিগকে কতল করিবার আদেশ দিয়াছি তাহার ব্যতীত সমস্ত লোকজন কি নিরাপত্তা লাভ করে নাই? হযরত হুওয়াইতিব বলেন, এই কথা শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম এবং আমার পরিবার পরিজনকে ঘরে লইয়া আসিলাম। হযরত আবু যার (রাঃ) পুনরায় আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, কতদিন আর এইভাবে কাটাইবে? কতক্ষণ এইরূপ থাকিবে? তুমি সকল জেহাদের ময়দান হইতে পিছনে পড়িয়া গিয়াছ। কল্যাণের অনেক সুযোগ তোমার হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তথাপি অনেক সুযোগ এখনো বাকী আছে। কাজেই তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ থাকিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষ অপেক্ষা সদাচারী, সৎ সম্পর্ক স্থাপনকারী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল। তাঁহার মর্যাদা তোমারই মর্যাদা, তাঁহার সম্মান তোমারই সম্মান। হুওয়াইতিব বলেন, আমি বলিলাম, আমি আপনার সহিত যাইব এবং তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইব। অতএব আমি তাহার সহিত বাহির হইলাম এবং বাতহা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহার মাথার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম এবং হযরত আবু যার (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাকে কিভাবে সালাম দিতে হয়। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, বল—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ -

হুওয়াইতিব বলেন, আমি তাঁহাকে সালাম দিলে তিনি জবাবে বলিলেন, তোমার উপর সালাম হউক, হে হুওয়াইতিব! আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন।

হযরত হুওয়াইতিব (রাঃ) বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তিনি আমার নিকট কিছু ঋণ চাহিলেন। আমি তাহাকে চল্লিশ হাজার দেরহাম ঋণ হিসাবে প্রদান করিলাম। হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে হুনাইনের গনীমত হইতে একশত উট দান করিলেন।

জাফর ইবনে মাহমূদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সালামাহ আশহালী (রহঃ) হইতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, অতঃপর হযরত হুওয়াইতিব (রাঃ) বলিয়াছেন যে, কোরাইশের যে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মক্কা বিজয় পর্যন্ত নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাসের উপর অটল ছিল তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে মক্কা বিজয়কে আমার ন্যায় এত অধিক অপছন্দ করে। কিন্তু তকদীরে যাহা থাকে তাহাই ঘটে। বদরের যুদ্ধে আমিও মুশরিকদের সঙ্গে ছিলাম। সেই যুদ্ধে আমি অনেক শিক্ষণীয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি আসমান–যমীনের মাঝখানে ফেরেশতাদিগকে

অবতরণ করিতে এবং কাফেরদিগকে কতল করিতে ও বন্দী করিতে দেখিয়াছি। আমি তখন মনে মনে বলিয়াছি যে, গায়েবী ভাবে এই ব্যক্তিকে হেফাজত করা হইতেছে এবং আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা কাহারো নিকট প্রকাশ করি নাই। অতঃপর আমরা পরাজিত হইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলাম এবং কোরাইশগণও একে একে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং উহাতে শরীক ছিলাম। সন্ধির ব্যাপারে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছি। অবশেষে সন্ধি চূড়ান্ত হইল। এই সকল ঘটনার দ্বারা ইসলাম উন্নতি লাভ করিতে থাকিল এবং আল্লাহ তায়ালা যাহা চাহিলেন তাহাই করিলেন। সন্ধিপত্র লেখা হইবার পর আমি উহার সর্বশেষ সাক্ষী হইলাম। আমি তখন মনে মনে বলিলাম, যদিও কোরাইশগণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে (আজ) মুখের জোরে ফিরাইয়া দিয়া আনন্দলাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর পক্ষ হইতে এমন জিনিসই দেখিবে যাহা তাহাদের মোটেও ভাল লাগিবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাযা ওমরা আদায় করিবার জন্য আসিলেন এবং কোরাইশগণ মক্কা হইতে বাহির হইয়া গেল তখন কোরাইশের কতিপয় লোক সহ আমি ও সুহাইল ইবনে আমর মক্কায় রহিয়া গেলাম। আমাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সময় শেষ হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাহির হইয়া যাইতে বলিব। সুতরাং তিন দিন পর আমি ও সুহাইল ইবনে আমর যাইয়া বলিলাম, শর্ত অনুযায়ী আপনার সময় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আপনি এখন আমাদের শহর হইতে বাহির হইয়া যান। তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, হে বেলাল, (এই ঘোষণা করিয়া দাও যে,) যে সকল মুসলমান আমাদের সহিত আসিয়াছে তাহাদের কেহ যেন সূর্যাস্ত পর্যন্ত মক্কায় না থাকে। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বেই যেন মক্কা হইতে বাহির হইয়া যায়।) (হাকেম)

হযরত হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইকরামা (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হারেস ইবনে হেশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিআহ হযরত উম্মে হানী বিনতে আবি তালিব (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহিয়া বলিলেন, আমরা উভয়ে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। তিনি তাহাদের উভয়কে আশ্রয় দান করিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) সেখানে আসিলেন এবং তিনি উভয়কে দেখিয়া তলোয়ার উত্তোলন করতঃ তাহাদের উপর আক্রমন করিতে উদ্যত হইলেন। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) (তাহাদিগকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে) হযরত আলী (রাঃ)কে জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, সমস্ত লোকদের মধ্যে তুমিই আমার সহিত এই ব্যবহার করিতেছ? তাহাদিকে যদি মারিতে হয় তবে প্রথমে আমাকে শেষ করিয়া দাও। হযরত আলী (রাঃ) এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন যে, তুমি মুশরিকদিগকে আশ্রয় দান করিতেছ?

হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপন মায়ের পেটের ভাই আলী আমার সহিত এমন ব্যবহার করিয়াছে যে, তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি আমার দুই মুশরিক দেওরকে আশ্রয় দান করিয়াছি আর আলী তাহাদিগকে কতল করিবার জন্য আক্রমন করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহার এরূপ করা উচিত হয় নাই। তুমি যাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছ আমরাও তাহাদেরকে আশ্রয় দান করিলাম। তুমি যাহাদিগকে নিরাপত্তা দিয়াছ আমরাও তাহাদেরকে নিরাপত্তা দান করিলাম। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, আমি ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের উভয়কে এই সংবাদ দিলে তাহারা নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেলেন।

অতঃপর কেহ আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ দিল যে, হারেস ইবনে হেশাম ও আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিআহ তো জাফরানী চাদর পরিধান করিয়া গর্বভরে নিজের মজলিসে বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তাহাদের সহিত কোনপ্রকার দুর্ব্যবহার করিতে পারিবে না। কারণ আমরা তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করিয়াছি।

হারেস ইবনে হেশাম বলেন, আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সকল ময়দানে মুশরিকদের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছেন। এখন আমি যখন তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইব এবং তিনি আমার প্রতি দৃষ্টি করিবেন তখন আমার কতই না লজ্জা হইবে। কিন্তু আবার তাঁহার সদ্ব্যবহার ও দয়ার কথা স্মরণ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করিতে ছিলেন, এমন সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি অত্যন্ত হাসিমুখে আমার প্রতি চাহিলেন এবং থামিয়া গেলেন। আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া সালাম দিলাম এবং কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলাম। তিনি বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তোমার ন্যায় ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকিতে পারে না। হযরত হারেস (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমিও মনে করি যে, ইসলামের ন্যায় দ্বীন হইতে অজ্ঞ থাকা উচিত নহে। (হাকেম)

হযরত নুযায়ের ইবনে হারেস আবদারী (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে শুরাহবীল আবদারী (রাঃ) বলেন, হযরত নুযায়ের ইবনে হারেস (রাঃ) লোকদের মধ্যে বড় আলেম ছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি বাপ–দাদার ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করিবার পূর্বেই আমাদিগকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত

করিয়াছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করিয়া আমাদের উপর দয়া করিয়াছেন। আমি (তাঁহার বিপক্ষে) কোরাইশদের সহিত সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়াছি। অবশেষে মক্কা বিজয়ের বৎসর তিনি যখন হুনাইনের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন তখন আমরাও তাহার সহিত বাহির হইলাম। আমাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরাজিত হন তবে আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিব। কিন্তু আমরা তাহা করিতে পারিলাম না। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জেএররানায় গেলেন, খোদার কসম, আমি তখনও পূর্বের ন্যায় ইচ্ছা পোষণ করিতে ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে খুবই আনন্দিত দেখিলাম। তিনি বলিলেন, হে নুযায়ের! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক (অর্থাৎ উপস্থিত, জনাব)। তিনি বলিলেন, তুমি হুনাইনের দিন যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলে তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক উত্তম। নুযায়ের বলেন, আমি দ্রুত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলাম। তিনি বলিলেন, এখন তোমার আপন ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করিবার সময় আসিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, এই ব্যাপারে আমি পূর্ব হইতেই চিন্তা করিতেছি। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ, তাহার দৃঢ়তাকে বৃদ্ধি করিয়া দিন। নুযায়ের বলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি তাঁহাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, (তাঁহার এই দোয়ার বরকতে) দ্বীনের উপর দৃঢ়তায় ও হকের সাহায্যের ব্যাপারে আমার অন্তর পাথরের ন্যায় অবিচল (ও অটল) হইয়া গেল। তারপর আমি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। বাড়ী আসিবার কিছুক্ষণ পরই বনু দুআলের এক ব্যক্তি আসিয়া বলিতে লাগিল য, হে আবুল হারেস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে একশত উট প্রদানের হুকুম দিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে তুমি আমাকে কিছু দাও, কারণ আমি ঋণগ্রস্ত।

নুযায়ের বলেন, আমি এই উটগুলি গ্রহণ না করিবার ইচ্ছা করিলাম।

ভাবিলাম, নিশ্চয় ইহা একমাত্র আমার মন আকর্ষণ করিবার জন্য করা হইয়াছে। ইসলামের উপর আমি কোন রিশওয়াত (অর্থাৎ ঘুষ) গ্রহণ করিব না। তারপর ভাবিলাম, খোদার কসম, আমি তো তাঁহার নিকট ইহার কোন আশা করি নাই এবং ইহার জন্য আবেদনও জানাই নাই। (কাজেই উটগুলি গ্রহণ করিতে অসুবিধা কোথায়!) সুতরাং আমি উহা গ্রহণ করিলাম এবং তন্মধ্য হইতে বনু দুআলের উক্ত ব্যক্তিকে দশটি উট দিয়া দিলাম। (এসাবাহ)

তায়েফবাসী সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু সাকীফের বিরুদ্ধে (তায়েফের) যুদ্ধ হইতে ফেরৎ রওয়ানা হইলে (বনু সাকীফের) ওরওয়া ইবনে মাসউদ তাঁহার পিছনে রওয়ানা হইলেন এবং মদীনায় পৌঁছিবার পূর্বেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি ইসলামের দাওয়াত লইয়া নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা তোমাকে কতল করিয়া দিবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পূর্বেকার আচার–আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে জানিতেন যে, তাহাদের স্বভাবে একপ্রকার অহঙ্কার ও জিদ রহিয়াছে। কিন্তু হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা আমাকে তাহাদের কুমারী মেয়েদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। আর আসলেও তিনি তাহাদের মধ্যে প্রিয় ও মান্যবর ছিলেন।

অতএব তিনি নিজ কাওমকে ইসলামের দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। কাওমের নিকট আপন পূর্ব মর্যাদার উপর ভরসা করিয়া তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাহারা বিরোধিতা করিবে না। তিনি নিজ ঘরের উপর তলায় আরোহনপূর্বক কাওমকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের কথাও প্রকাশ করিলেন।

কাওমের লোকেরা চারিদিক হইতে তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। একটি তীর তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইলে তিনি শাহাদাত বরণ করিলেন। আহত হইবার পর কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার এই খুনের ব্যাপারে কি বলেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইহা এমন এক সম্মান যাহা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন এবং ইহা এমন এক শাহাদাত যাহা আল্লাহ তায়ালা আমার ভাগ্যে লিখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এইখান অর্থাৎ তায়েফ হইতে ফিরিয়া যাইবার পূর্বে যাহারা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া শাহাদাত বরণ করিয়াছেন, তাহাদের জন্য যে মর্যাদা আমার জন্যও একই মর্যাদা। অতএব আমাকে ও তাহাদের সহিত দাফন করিবে। (তাহার এই ওসিয়ত অনুযায়ী) লোকেরা তাহাকে অন্যান্য শহীদানের সহিত দাফন করিল। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওরওয়া (রাঃ) সম্পর্কেই বলিয়াছিলেন যে, সূরায়ে ইয়াসীনে বর্ণিত ব্যক্তি (হাবীবে নাজ্জার)এর সহিত তাঁহার কাওম যে ব্যবহার করিয়াছিল ওরওয়ার কাওমও তাহার সহিত একই ব্যবহার করিল।

হযরত ওরওয়া (রাঃ)এর শাহাদাতের কয়েক মাস পর বনু সাকীফের লোকেরা পরামর্শের জন্য বসিল এবং তাহারা ভাবিয়া দেখিল যে, আশেপাশে সমস্ত আরব গোত্রগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত হইয়া গিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই আশেপাশের এইসকল আরবদের সহিত যুদ্ধ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। তারপর তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাহারা আব্দে ইয়ালীল ইবনে আমর সহ 'আহলাফ'ভুক্ত (অর্থাৎ অঙ্গীকারাবদ্ধ) গোত্রসমূহ হইতে দুইজন ও বনু মালেক গোত্রের তিনজনকে প্রেরণ করিল। তাহারা মদীনার নিকটবর্তী কানাতে অবতরণ করিলে সেখানে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা

(রাঃ)এর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনি পর্যায়ক্রমে নিজের পালায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের উট চরাইতেছিলেন। বনু সকীফের এই প্রতিনিধি দলকে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের এই আগমনের সুসংবাদ দিবার জন্য তিনি দ্রুত রওয়ানা হইলেন। পথে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর সহিত দেখা হইলে তিনি তাহাকে সাকীফের প্রতিনিধি দলের সংবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কিছু শর্ত মানিয়া লইলে এবং তাহাদের কাওমের নিকট পত্র লিখিয়া দিলে তাহারা বাইআত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত মুগীরা (রাঃ)কে বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিতেছি যে, তুমি আমার আগে যাইবে না, বরং আমিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিব। হযরত মুগীরা (রাঃ) ইহাতে সম্মত হইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের আগমন সংবাদ দিলেন। অপরদিকে হযরত মুগীরা (রাঃ) প্রতিনিধি দলের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং শেষবেলায় নিজের উটগুলি সহ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ফিরিলেন। ইতিমধ্যে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিবার নিয়ম পদ্ধতি তাহাদিগকে শিখাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা জাহিলিয়াতের নিয়মেই সালাম দিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের জন্য মসজিদের ভিতর তাঁবু টানানো হইল এবং হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ) তাহাদের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে কথা আদান–প্রদানের দায়িত্ব পালন করিলেন। হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তাহাদের জন্য খাবার আনিয়া নিজে প্রথম না খাইলে তাহারা উহা হইতে খাইত না। হযরত খালেদ (রাঃ)ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য চিঠি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, বনু সাকীফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যে সকল শর্তাবলী উল্লেখ করিয়াছিল, তন্মধ্যে একটি এই ছিল যে, তাগিয়া নামক মূর্তি তাহাদের জন্য তিন বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকিবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে সম্মত হইলেন না। তাহারা এক এক বৎসর করিয়া কম করিতে থাকিল। অবশেষে তাহারা কাওমের নির্বোধ লোকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তাহাদের মদীনায় আগমনের দিন হইতে একমাস কাল সময় চাহিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনরূপ সময় দিতে রাজী হইলেন না। বরং হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ও হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত প্রেরণ করিলেন। তাহারা ইহাও শর্ত রাখিয়াছিল যে, নামায পড়িবে না এবং নিজেদের মূর্তিগুলি তাহারা নিজ হাতে ভাঙ্গিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের নিজ হাতে মূর্তি না ভাঙ্গার বিষয়টি মানিয়া লইলাম, তবে নামায পড়িবে না ইহা হইতে পারে না। কারণ যে দ্বীনে নামায নাই উহাতে কোন প্রকার কল্যাণ নাই। তাহারা বলিল, ঠিক আছে, আমরা নামায পড়িব যদিও তাহা একটি নীচ কাজ।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সকীফ গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাহাদিগকে মসজিদে অবস্থান করাইলেন, যেন তাহাদের মন নরম হয়। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে শর্ত আরোপ করিল যে, তাহাদিগকে জেহাদের উদ্দেশ্যে সমবেত করা হইবে না, তাহাদের নিকট হইতে ওশর (ফসলের দশমাংশ) উসুল করা হইবে না, তাহারা নামায পড়িবে না এবং ভিন্নগোত্রের কাহাকেও তাহাদের উপর আমীর নিযুক্ত করা হইবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের তিনটি শর্ত মঞ্জুর করা হইল।

অর্থাৎ—তোমাদিগকে জেহাদে যাইতে বলা হইবে না, তোমাদের ওশর উসুল করা হইবে না এবং ভিন্ন গোত্রের কাহাকেও তোমাদের উপর আমীর নিযুক্ত করা হইবে না। (তবে নামায পড়িতে হইবে।) কারণ, যে দ্বীনে নামায নাই সে দ্বীনে কোন প্রকার কল্যাণ নাই। হযরত ওসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে কোরআন শিক্ষা দিন এবং আমাকে আমার কাওমের ইমাম বানাইয়া দিন।

ওহব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের (রাঃ)এর নিকট সকীফ গোত্রের বাইআতের ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই শর্ত পেশ করিয়াছিল যে, তাহারা যাকাত প্রদান করিবে না এবং জেহাদে অংশগ্রহণ করিবে না। পরবর্তীতে হযরত জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথাও বলিতে শুনিয়াছেন যে, ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহারা যাকাতও দিবে জেহাদও করিবে। (বিদায়াত)

হযরত আওস ইবনে হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আমরা সকীফের প্রতিনিধিদলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আহলাফের (অর্থাৎ অঙ্গীকারাবদ্ধ গোত্রের) লোকেরা হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর নিকট অবস্থান করিল এবং বনু মালেক গোত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একটি তাঁবুতে স্থান করিয়া দিলেন। তিনি প্রত্যহ এশার নামাযের পর আমাদের নিকট আসিতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় আমাদের সহিত কথা বলিতেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানোর দরুন তিনি বারবার পা বদল করিতেন। নিজের কাওম কোরাইশের পক্ষ হইতে তিনি যে সকল কষ্ট পাইয়াছেন তাহাই বেশীর ভাগ আলোচনা করিতেন। তারপর বলিতেন, 'আমি (এই সকল কষ্টের কারণে) কোন দুঃখ করি না। কারণ তখন মক্কায় আমাদিগকে দুর্বল ও অসহায় মনে করা হইত। কিন্তু মদীনায় আসিবার পর তাহাদের সহিত আমাদের যুদ্ধের পালা আরম্ভ হইল। কখনও আমরা জয়লাভ করিতাম কখনও তাহারা জয়লাভ করিত।'

হযরত আওস (রাঃ) বলেন, একরাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট নির্দিষ্ট সময় হইতে কিছু দেরী করিয়া আসিলেন। আমরা বলিলাম, আপনি আজ দেরী করিয়া আসিয়াছেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আমি প্রত্যহ যে পরিমাণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি আজ উহার কিছু অংশ বাকী রহিয়া গিয়াছিল। তাহা শেষ না করিয়া আসিতে মন চাহিল না। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের ব্যক্তিগতভাবে একেকজনকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর নিজের ইসলামকে প্রকাশ করিলেন এবং আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কাওমের সকলের নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিলেন এবং স্বভাব প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল ছিল। তিনি কোরাইশের মধ্যে তাহাদের বংশ পরিচয় ও তাহাদের মধ্যেকার ভাল–মন্দ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখিতেন। নিতান্ত সচ্চরিত্র ও সৎকর্মশীল ব্যবসায়ী ছিলেন। কাওমের লোকেরা তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহার জ্ঞানের প্রসারতা, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও সদাচারণ ইত্যাদি বহু কারণে মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিত। এইভাবে যাহারা তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহার মজলিসে বসিত তাহাদের মধ্য হইতে নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে তিনি আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমার জানামতে হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে

উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন, কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন এবং তাহাদিগকে ইসলামের হক সম্পর্কে অবহিত করিলেন। তাহারা সকলেই ঈমান আনয়ন করিলেন। ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এইদলের সংখ্যা আটজন ছিল। যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে আনিত তাঁহার সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনয়ন করিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

আসবাক বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর গোলাম ছিলাম এবং খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলাম। তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতেন এবংবলিতেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে তবে আমি আমার আমানতের ব্যাপারে তোমার সাহায্য গ্রহণ করিতাম। কারণ তুমি অমুসলমান থাকা অবস্থায় মুসলমানদের আমানতের ব্যাপারে তোমার সাহায্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে জায়েয নহে। আসবাক বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম। তিনি বলিলেন, দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই। তারপর যখন তাঁহার ইন্তেকালের সময় হইল তখন তিনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। আমি তখনও খৃষ্টান ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমার যেখানে খুশী চলিয়া যাও। (অবশ্য হযরত আসবাক পরে মুসলমান হইয়াছিলেন।)

হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন, আমরা যখন সিরিয়াতে ছিলাম তখন একদিন আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য অযূর পানি আনিলাম। তিনি উহা দ্বারা অযূ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা হইতে এই পানি আনিয়াছ? এমন মিষ্টি পানি আমি কখনও দেখি নাই, বৃষ্টির পানিও এরূপ উত্তম নহে। আমি বলিলাম, এই খৃষ্টান বুড়ির ঘর হইতে এই পানি আনিয়াছি। তিনি অযূ করিয়া বুড়ির নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, ওহে বুড়ি, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। কারণ আল্লাহ তায়ালা (হযরত)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দ্বীন দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। বুড়ি তাহার মাথার কাপড় সরাইতেই দেখা গেল যে, তাহার মাথার চুল একেবারে সাগামা (ফুলে)র ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। তারপর বলিল, আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি, আমার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। (অর্থাৎ এখন আর ইসলাম গ্রহণের সময় কোথায়?) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ! সাক্ষী থাকুন (আমি দাওয়াত দিয়াছি)। (কান্‌য)

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (রাঃ) ও আরো অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে সঙ্গে করিয়া বনি আব্দিল আশহাল ও বনি যাফরের মহল্লায় লইয়া গেলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর খালাতো ভাই ছিলেন। হযরত আসআদ (রাঃ) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)কে লইয়া বনু যাফরের একটি বাগানের ভিতর মারাক নামক কূপের নিকট যাইয়া বসিলেন। কিছুলোক যাহারা মুসলমান হইয়াছিলেন, সেখানে আসিয়া সমবেত হইলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয ও হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) সে সময় নিজ কাওম বনু আব্দিল আশহালের সরদার ছিলেন এবং উভয়ে তখনও মুশরিক ও আপন কাওমের ধর্মের উপর ছিলেন। উভয় সর্দার যখন বনি যাফরের বাগানে উক্ত মজলিসের খবর পাইলেন তখন সা'দ উসায়েদকে বলিলেন, 'তোমার বাপ না হোক! তুমি এই দুই ব্যক্তির নিকট যাও, যাহারা আমাদের মহল্লায় আসিয়া আমাদের দুর্বল লোকদিগকে বোকা বানাইতেছে। তাহাদিগকে ধমকাইয়া দাও এবং নিষেধ করিয়া দাও, যেন আমাদের মহল্লায় না আসে। আসআদ ইবনে যুরারার সহিত আমার আত্মীয়তার কথা ত তোমারও জানা আছে। তাহা না হইলে আমি

নিজেই এই কাজ করিতাম। সে আমার খালাতো ভাই। এই কারণে আমি তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস পাই না।'

সুতরাং উসায়েদ ইবনে হুযায়ের নিজের বর্শা হাতে লইয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) তাহাকে আসিতে দেখিয়া হযরত মুসআব (রাঃ)কে বলিলেন, এই লোকটি আপন কাওমের সরদার, তোমার নিকট আসিতেছে। তুমি তাহার সঙ্গে এখলাসের সহিত কথা বল এবং তোমার সকল শক্তি ব্যয় কর। হযরত মুসআব (রাঃ) বলিলেন, যদি সে বসে তবে তাহার সহিত কথা বলিব।

উসায়েদ ইবনে হুযায়ের আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাহাদের উভয়কে গালাগাল দিয়া বলিলেন, তোমরা আমাদের এখানে কেন আসিয়াছ? আমাদের দুর্বল লোকদেরকে বোকা বানাইতেছ? যদি তোমাদর প্রাণের মায়া থাকে তবে এখান হইতে কাটিয়া পড়। হযরত মুসআব (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি বসিয়া কিছু কথা শুনিবেন? কথা শুনিবার পর যদি আপনার পছন্দ হয় তবে আপনি তাহা গ্রহণ করিবেন ; আর যদি আপনার অপছন্দ হয় তবে আমরা আপনার অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত থাকিব। উসায়েদ বলিলেন, তুমি খুবই ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছ। সুতরাং মাটির উপর বর্শা গাড়িয়া তিনি তাহাদের নিকট বসিয়া পড়িলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) তাহাকে ইসলাম সম্পর্কে বলিলেন এবং কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত মুসআব ও হযরত আসআদ (রাঃ) বলেন, কোরআন শুনিতেই তাহার চেহারা উজ্জ্বল ও মেজাজ নরম হইয়া গেল এবং তাহার কোন কথা বলিবার পূর্বেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করিবেন। অতএব উসায়েদ (রাঃ) বলিলেন, এই দ্বীন কতই না উত্তম, কতই না সুন্দর! এই দ্বীন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তোমরা কি কর? তাহারা উভয়ে বলিলেন, আপনি গোসল করিয়া পবিত্র হউন এবং আপন কাপড় পাক করুন। তারপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করুন এবং নামায পড়ুন। উসায়েদ (রাঃ) উঠিয়া গোসল করিলেন এবং নিজের কাপড় পাক করিয়া কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলেন। তারপর

উঠিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিবার পর বলিলেন, আমার পিছনে আরো এক ব্যক্তি রহিয়াছেন। তিনি যদি তোমাদের কথা মানিয়া লন তবে তাহার কাওমের আর কেহ অমান্য করিবে না। আমি এখনই তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইতেছি। তিনি হইলেন সা'দ ইবনে মুআয।

অতঃপর তিনি আপন বর্শা লইয়া সা'দ ও তাহার কাওমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাহারা নিজেদের মজলিসে বসিয়াছিলেন। সা'দ ইবনে মুআয দূর হইতে হযরত উসায়েদ (রাঃ)কে আসিতে দেখিয়াই বলিলেন, আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয় উসায়েদ তোমাদের নিকট হইতে যে চেহারা লইয়া গিয়াছিল উহার পরিবর্তে ভিন্ন চেহারা লইয়া তোমাদের নিকট আসিতেছে। হযরত উসায়েদ (রাঃ) যখন তাহাদের মজলিশের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন সা'দ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া আসিয়াছ? হযরত উসায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাদের উভয়ের সহিত কথা বলিয়াছি। খোদার কসম, তাহাদের কথাবার্তায় আশঙ্কাজনক কোন কিছুই আমি দেখি নাই। আমি তাহাদিগকে নিষেধও করিয়াছি। তাহারা বলিয়াছে, আপনার যাহা মর্জি হয় আমরা তাহাই করিব। কিন্তু আমি এই সংবাদ পাইয়াছি যে, বনু হারেসাহ আসআদ ইবনে যুরারাহকে কতল করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছে। কারণ তাহারা জানিতে পারিয়াছে যে, আসআদ ইবনে যুরারাহ তোমার খালাতো ভাই। (আসআদকে কতল করার দ্বারা) তোমাকে অপমান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ইহা শুনিয়া সা'দ ইবনে মুআয ক্রোধে অগ্নিশর্ম হইয়া বর্শা হাতে দ্রুত ছুটিলেন। বনু হারেসার সংবাদে তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন এবং হযরত উসায়েদ (রাঃ)কে বলিলেন, খোদার কসম, তোমার দ্বারা কোন কাজই হয় নাই।

অতঃপর সা'দ তাহাদের উভয়ের নিকট আসিলেন। তাহাদিগকে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, হযরত উসায়েদ (রাঃ) তাহাকে উভয়ের কথা শুনাইবার জন্য এই ফন্দি করিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইয়া গালাগাল দিতে আরম্ভ করিলেন এবং হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ

(রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আবু উমামাহ! শুনিয়া রাখ, খোদার কসম, তোমার ও আমার মধ্যে আত্মীয়তা না থাকিলে তুমি কখনও এইরূপ কাজ করিবার কথা ভাবিতেও পারিতে না। তুমি কি আমাদের মহল্লায় এমন জিনিস আনিতে চাও যাহা আমরা পছন্দ করি না। হযরত আসআদ (রাঃ) সা'দকে আসিতে দেখিয়া পূর্বেই হযরত মুসআব (রাঃ)কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, হে মুসআব, খোদার কসম, তোমার নিকট কাওমের এমন এক সরদার আসিতেছেন, যদি তিনি তোমার কথা মানিয়া লন তবে কাওমের মধ্যে দুইজন লোকও আর তোমার বিরোধিতা করিবার মত থাকিবে না।

সুতরাং হযরত মুসআব (রাঃ) সাদকে বলিলেন, আপনি বসিয়া একটু কথা শুনিবেন? শুনিয়া আপনার যদি পছন্দ হয় এবং উহার প্রতি আগ্রহ হয় তবে গ্রহণ করিবেন। আর যদি আপনি পছন্দ না করেন তবে আমরাও আপনার অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত থাকিব। সা'দ বলিলেন, ন্যায়সঙ্গত কথা বলিয়াছ। তারপর বর্শা গাড়িয়া বসিয়া গেলেন। হযরত মুসআব (রাঃ) তাহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন এবং কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন।

বর্ণনাকারী মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বলেন, হযরত মুসাঅব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে সূরা যুখরুফের প্রথম হইতে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হযরত মুসআব ও হযরত আসআদ (রাঃ) ব.লন, কোরআন শুনিতেই তাহার চেহারা উজ্জ্বল ও মেজাজ নরম হইয়া গেল এবং তাহার কোন কথা বলিবার পূর্বেই আমরা তাহার চেহারায় ইসলাম গ্রহণের পূর্বাভাষ লক্ষ্য করিলাম। অতঃপর সা'দ বলিলেন, এই দ্বীন কবুল করিয়া মুসলমান হইতে তোমরা কি কর? তাহারা উভয়ে বলিলেন, গোসল করিয়া পবিত্র হউন এবং নিজ কাপড় পাক করুন। তারপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করুন। তিনি উঠিয়া গোসল করিলেন, কাপড় পাক করিলেন এবং কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। তারপর নিজ বর্শা

হাতে লইয়া কাওমের মজলিসের উদ্দেশ্যে চলিলেন। তাহার সহিত হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ)ও গেলেন। কাওমের লোকেরা তাহাকে আসিতে দেখিয়া বলিল, আমরা খোদার কসম করিয়া বলিতেছি যে, সা'দ তোমাদের নিকট হইতে যে চেহারা লইয়া গিয়াছিল উহার পরিবর্তে ভিন্ন চেহারা লইয়া তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিতেছে। হযরত সা'দ (রাঃ) তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, হে বনি আব্দিল আশহাল, তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে কেমন মনে কর? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের সরদার, রায় প্রদানে আমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট এবং স্বভাব চরিত্রে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তিনি বলিলেন, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান আনিবে ততক্ষণ তোমাদের নারী পুরুষের সহিত কথা বলা আমার জন্য হারাম হইবে।

বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম, সন্ধ্যার পূর্বেই বনু আব্দিল আশহালের সমস্ত নারী পুরুষ মুসলমান হইয়া গেল। হযরত সা'দ ও মুসআব (রাঃ) হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর ঘরে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে অবস্থান করিয়া লোকদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকিলেন। ফলে আনসারদের প্রতিটি মহল্লায় নারী পুরুষ অনেকেই মুসলমান হইয়া গেলেন। শুধু আওস গোত্রের কয়েকটি মহল্লা যেমন, বনু উমাইয়া ইবনে যায়েদ, খাতমাহ, ওয়ায়েল ও ওয়াকেফ বাকী রহিয়া গেল। এই সকল মহল্লায় তখনও কেহ মুসলমান হন নাই।

(বিদায়াহ)

তাবারানী গ্রন্থে ও আবু নাআঈম তাহার দালায়েলুন নুবুওয়াত গ্রন্থে হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্মুখে ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলে তাহারা ঈমান আনয়ন করেন। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা 'আনসারদের ইসলামের সূচনা' এর বর্ণনায় সামনে আসিতেছে। অতঃপর আনসারদের নিজ কাওমের লোকদেরকে গোপনে দাওয়াত প্রদান এবং দাওয়াতের কাজের

জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠাইবার আবেদনের কথা ও উক্ত হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের নিকট হযরত মুসআব (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য একেকজনকে প্রেরণের বর্ণনায় এই বিষয়ে হাদীস উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তারপর হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) সহ বীরে মারাক (অর্থাৎ মারাক কূপের) নিকট অথবা উহার কাছাকাছি কোন এক জায়গায় আসিলেন। সেখানে বসিয়া তাহারা স্থানীয় লোকদিগকে খবর দিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা গোপনে আসিয়া তাহাদের নিকট সমবেত হইলেন। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন এবং তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) তাহাদের সম্পর্কে সংবাদ পাইয়া সশস্ত্র অবস্থায় বর্শা হাতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ)এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি আমাদের এলাকায় এই নিঃসঙ্গ একা ও বিতাড়িত বিদেশীকে কেন লইয়া আসিয়াছ? আমাদের দুর্বল লোকদিগকে ভ্রান্তকথা বলিয়া বোকা বানাইতেছে এবং ভ্রান্তপথের দাওয়াত দিতেছে। আজকের দিনের পর আমি যেন তোমাদিগকে এই এলাকার আশেপাশেও না দেখি। এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই চলিয়া গেলেন। তারপর পুনরায় তাহারা বীরে মারাকের নিকট অথবা উহার কাছাকাছি এক জায়গায় সমবেত হইলেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ও আবার খবর পাইয়া সেখানে আসিলেন এবং পূর্বাপেক্ষা একটু নরম ভাষায় তাহাদিগকে ধমকাইলেন। হযরত আসআদ (রাঃ) তাহার মধ্যে এই নম্রভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে আমার খালাতো ভাই! আপনি তাহার কথা শুনুন। যদি কোন খারাপ কথা শুনিতে পান

তবে তাহা অপেক্ষা উত্তম কথা আপনি বলিয়া দিবেন। আর যদি ভাল কথা হয় তবে আল্লাহর কথা মানিয়া লইবেন। হযরত সা'দ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি বলেন? হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) সূরা যুখরুফের প্রথম হইতে পড়িয়া শুনাইলেন।

حٰمٓ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ - اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

অর্থ ঃ হা–মীম, সেই সুস্পষ্ট কিতাবের কসম, আমি উহাকে আরবী ভাষায় কোরআন করিয়াছি, যেন তোমরা বুঝ।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমি তো পরিচিত কথা শুনিতে পাইতেছি। অতঃপর তিনি সেখান হইতে ফিরিলেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে হেদায়াত দান করিলেন। কিন্তু তিনি আপন কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইবার পর নিজের ইসলামের বিষয় প্রকাশ করিলেন। কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তিনি বনু আব্দিল আশহালকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং নিজের ইসলামকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ছোট–বড়, মেয়ে–পুরুষ কাহারো যদি ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ্ থাকে তবে সে ইহা অপেক্ষা উত্তম দ্বীনের কথা বলুক, আমরা তাহা গ্রহণ করিব। খোদার কসম, এখন তো এমন এক (সত্য) বিষয় উদঘাটিত হইয়াছে যাহার জন্য গলা কাটানো যাইতে পারে। হযরত সা'দ (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণে এবং তাহার দাওয়াতে বনু আশহালের কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত যাহারা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে বাকী সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। আনসারদের ইহাই সর্বপ্রথম মহল্লা যাহার সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

এই হাদীসের বাকী অংশ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য একেকজনকে প্রেরণের বর্ণনায় উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং পরিশেষে ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, অতঃপর হযরত মুসাআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অর্থাৎ মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন।

হযরত তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর ব্যক্তিগত দাওয়াত প্রদান

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে হারেস তাইমী (রাঃ) বলেন, হযরত তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাহার মাতা আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিবের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছি। তারপর তিনি আপন ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করেন না এবং তাহার আনুগত্য স্বীকার করেন না? অথচ আপনার ভাই হামযা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। মা বলিলেন, আমি আমার বোনদের অপেক্ষা করিতেছি। দেখি তাহারা কি করে? তাহারা যাহা করিবে আমি তাহাদের সহিত শামিল হইয়া যাইব। হযরত তুলাইব (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিয়া বলিতেছি যে, আপনি অবশ্যই তাঁহার নিকট যান, তাঁহাকে সালাম করুন, তাঁহাকে সত্য (নবী) বলিয়া স্বীকার করুন এবং সাক্ষ্য দিন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই।

মা বলিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজ কথার দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য করিতেন এবং নিজের ছেলেকে তাঁহার কাজে সাহায্য করিবার ও উহাতে অংশগ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। (ইসতীআব)

হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রাঃ) বলেন, হযরত তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) দারে আরকামে মুসলমান হইলেন। তারপর সেখান হইতে বাহির হইয়া তাহার মাতা হযরত আরওয়া বিনতে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হইয়াছি এবং

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তাহার মাতা বলিলেন, তোমার মামাতো ভাই (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ই তোমার মদদ ও সাহায্যের সর্বাধিক হকদার। খোদার কসম, আমরা (মেয়েরা) যদি পুরুষদের ন্যায় শক্তি রাখিতাম তবে আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিতাম এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া প্রতিরোধ করিতাম। হযরত তুলাইব (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে আম্মাজান, আপনি কেন ইসলাম গ্রহণ করেন না? পরবর্তী অংশ পূর্বোল্লেখিত হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (মুসতাদরাক)

হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব জুমাহী (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান ও তাহার ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, বদরযুদ্ধে পরাজিত হইবার কিছুদিন পর ওমায়ের ইবনে ওহব জুমাহী সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সহিত (কা'বা শরীফের) হাতীমে বসিয়াছিলেন। কোরাইশী শয়তানদের মধ্যে ওমায়ের ইবনে ওহব ছিলেন একজন বড় শয়তান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের প্রতি নির্যাতনকারীদের অন্যতম। মক্কায় থাকাকালীন মুসলমানগণ তাহার পক্ষ হইতে বহু নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। তাহার ছেলে ওহব ইবনে ওমায়ের বদরে মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। (হাতীমে বসিয়া) ওমায়ের ইবনে ওহব বদরের 'কালীব' নামক কূপের আলোচনা করিলেন। (যুদ্ধশেষে সত্তরজন কাফেরের লাশ উহার ভিতর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।)

সফওয়ান বলিলেন, খোদার কসম, এই সকল লোকদের (নিহত হইবার) পর আর জীবনে কোন স্বাদ নাই। ওমায়ের বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ। খোদার কসম, যদি আমার কিছু ঋণ যাহা পরিশোধ করিবার মত ব্যবস্থা বর্তমানে আমার কাছে নাই, আর এই সন্তান সন্ততি যাহাদের ব্যাপারে আমার অবর্তমানে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা করিতেছি, না

হইত তবে এখনই সওয়ার হইয়া যাইতাম এবং (নাউযুবিল্লাহ) (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কতল করিয়া আসিতাম। আমার ছেলে তাহাদের হাতে বন্দী আছে হেতু আমার সেখানে যাওয়ার একটা অজুহাতও রহিয়াছে।

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া বলিলেন, আমি তোমার ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম, উহা পরিশোধ করিয়া দিব এবং তোমার সন্তানগণ আমার সন্তানদের সহিত থাকিবে। যতদিন তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে আমি সাধ্যমত তাহাদের দেখাশুনা করিব। ওমায়ের বলিলেন, আমাদের এই কথাবার্তা গোপন রাখিবে। সফওয়ান বলিলেন, ঠিক আছে, গোপন রাখিব।

অতঃপর ওমায়েরের কথামত তাহার তরবারী ধারাইয়া উহাতে বিষ মাখানো হইল। তারপর ওমায়ের রওয়ানা হইলেন এবং মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) কয়েকজন মুসলমানের সহিত বসিয়া বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগকে কেমনভাবে বিজয় দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন এবং শত্রুদের পরাজয় দেখাইয়াছেন, এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেছিলেন।

এমন সময় ওমায়ের ইবনে ওহবকে দেখিলেন, মসজিদের দরজায় উট বসাইয়া নামিতেছেন এবং তাহার গলায় তরবারী ঝুলিতেছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, এই কুকুর, খোদার দুশমন ওমায়ের ইবনে ওহব। নিশ্চয় সে কোন খারাপ উদ্দেশ্যে আসিয়াছে। এই সেই ব্যক্তি যে আমাদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং বদরের দিন আমাদের সংখ্যা সম্পর্কে নিজ কাওমকে ধারণা দিয়াছিল। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, এই যে খোদার দুশমন ওমায়ের ইবনে ওহব গলায় তরবারী ঝুলাইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট লইয়া আস।

হযরত ওমর (রাঃ) আগাইয়া যাইয়া তাহার তরবারীর রশি সহ জামার বুকে ধরিয়া টানিয়া আনিলেন এবং আনসারী সাহাবীদিগকে বলিলেন, তোমরা যাইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বস এবং এই খবীসের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকিবে, কারণ ইহার কোন বিশ্বাস নাই। তারপর তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির করিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) তাহার গর্দানে পেঁচানো তরবারীর রশি সহ ধরিয়া রাখিয়াছেন তখন বলিলেন, হে ওমর, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। ওমায়েরকে বলিলেন, হে ওমায়ের কাছে আস। তিনি নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন, "আন্ইম সাবাহান' (অর্থাৎ সুপ্রভাত)! ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের লোকেরা পরস্পর এইভাবে অভিবাদন করিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমায়ের! আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে তোমার অভিবাদন অপেক্ষা উত্তম অভিবাদন দান করিয়াছেন। আর তাহা হইল 'আসসালাম', যাহা বেহেশতীদের অভিবাদন হইবে। ওমায়ের বলিলেন, খোদার কসম, হে মুহাম্মাদ, আমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমায়ের! কেন আসিয়াছ? ওমায়ের বলিলেন, আপনাদের হাতে আমার এই বন্দীর উদ্দেশ্যে আসিয়াছি। তাহার প্রতি দয়া করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গলায় এই তরবারী কেন ঝুলাইয়া আনিয়াছ? ওমায়ের বলিলেন, আল্লাহ এই সকল তরবারীকে বিনাশ করুন, এই তরবারী কোন কাজে আসিয়াছে কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সত্য কথা বল, কেন আসিয়াছ? ওমায়ের বলিলেন, একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, বরং তুমি ও সফওয়ান হাতীমে বসিয়া (বদরের) কালীব কূপে নিক্ষিপ্ত (নিহত) কোরাইশদের সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলে। এক পর্যায়ে তুমি

বলিয়াছিলে যে, যদি আমার কিছু ঋণ ও আমার সন্তানদের চিন্তা না হইত তবে আমি যাইয়া মুহাম্মাদকে কতল করিয়া আসিতাম। (তোমার এই ইচ্ছার কথা শুনিয়া) সফওয়ান ইবনে উমাইয়া তোমার ঋণ ও তোমার সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, যাহাতে তুমি আমাকে তাহার পক্ষ হইয়া কতল করিতে পার। আল্লাহ তায়ালা তোমার ও তোমার এই উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তরায় হইয়া আছেন। (ইহা শুনিয়া) ওমায়ের বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আসমানের যে খবর আমাদের নিকট প্রকাশ করিতেন এবং আপনার নিকট যে ওহী নাযিল হইত আমরা তাহা অস্বীকার করিতাম। কিন্তু ইহা তো এমন একটি ঘটনা যেখানে আমি ও সফওয়ান ব্যতীত অন্য কেহ উপস্থিত ছিল না। খোদার কসম, আমার একান্ত বিশ্বাস যে, একমাত্র আল্লাহই আপনাকে এই খবর জানাইয়াছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং আমাকে এইপথে পরিচালিত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাদেরকে) বলিলেন, তোমাদের ভাই (ওমায়ের)কে দ্বীনের কথা ও কোরআন শিক্ষা দাও এবং তাহার বন্দীকে ছাড়িয়া দাও। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন করিলেন।

তারপর হযরত ওমায়ের (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতাম এবং যাহারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করিত তাহাদিগকে অত্যাধিক কষ্ট দিতাম। অতএব আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাকে অনুমতি দান করুন যেন আমি মক্কায় যাইয়া লোকদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে পারি। হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে হেদায়াত দান করিবেন। অন্যথায় মক্কার লোকদিগকে তাহাদের ধর্মের কারণে আমি ঠিক তেমনিভাবে কষ্ট দিব যেমন আপনার সাহাবীদিগকে তাহাদের দ্বীনের

কারণে কষ্ট দিতাম। রাসূলুল্লাহ স্যাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলে তিনি মক্কায় চলিয়া গেলেন।

এদিকে হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ) মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার পর সফওয়ান বলিয়া বেড়াইতেছিলেন যে, কিছুদিনের মধ্যেই তোমরা এমন এক সুসংবাদ পাইবে, যাহা তোমাদের অন্তর হইতে বদরের সকল দুঃখ গ্লানি মুছিয়া দিবে এবং হযরত ওমায়ের (রাঃ) সম্পর্কে মক্কায় আগত আরোহীদের নিকট হইতে খবরাখবর লইতেন। অবশেষে একজন আরোহী আসিয়া হযরত ওমায়ের (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিলে সফওয়ান কসম খাইলেন যে, তাহার সহিত কখনও কথা বলিবেন না এবং তাহার কখনও কোন উপকার করিবেন না। (বিদায়াহ)

ইবনে জারীর (রহঃ) হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া উহাতে অতিরিক্ত এই কথাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত ওমায়ের (রাঃ) মক্কায় আসিয়া ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন এবং যে কেহ বিরোধিতা করিত তাহাকে কঠিন শাস্তি দিতেন। এইভাবে তাহার হাতে বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমায়ের (রাঃ)কে হেদায়াত দান করায় মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, ওমায়ের যখন মদীনায় আসিল তখন সে আমার নিকট শুকর অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে হইতেছিল, আর আজ সে আমার নিকট আমার ছেলে অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (এসাবাহ)

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ) বলেন, হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় আসিয়া সোজা নিজের ঘরে গেলেন। সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তিনি আপন ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়া দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। সফওয়ান এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, যখন ওমায়ের আমার

সহিত প্রথম দেখা না করিয়া ঘরে চলিয়া গিয়াছে আমি তখনই বুঝিতে পারিয়াছি যে, সে যে জিনিস হইতে বাঁচিতে চাহিয়াছে উহাতেই যাইয়া পতিত হইয়াছে এবং বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। আমি আর কোন দিন তাহার সহিত কথা বলিব না। তাহার ও তাহার সন্তানদের কোন উপকার করিব না। একদিন সফওয়ানকে হাতীমের ভিতর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু সফওয়ান অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া নিলেন। হযরত ওমায়ের (রাঃ) তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি আমাদের একজন সর্দার, আপনিই বলুন, আমরা পাথরের পূজা করিতাম, উহার নামে পশু বলি দিতাম। ইহা কি কোন দ্বীন হইতে পারে? আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। সফওয়ান কোন জবাব দিলেন না। (ইসতীআব)

সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে হযরত ওমায়ের ইবনে ওহব (রাঃ)এর প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইতিপূর্বে রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার মা মুশরিক ছিলেন। আমি তাহাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতাম। এক দিন তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু অপ্রীতিকর কথা শুনাইয়া দিলেন। আমি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার মাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতাম, কিন্তু তিনি সবসময়ই অস্বীকার করিতেন। আজ আমি তাহাকে দাওয়াত দিলে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে কিছু অপ্রীতিকর কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। আপনি দোয়া করুন, যেন আল্লাহ

তায়ালা আবু হোরায়রার মাকে হেদায়াত দান করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আবু হোরায়রার মাকে হেদায়াত দান করুন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ায় আনন্দিত হইয়া আমি ঘরের দিকে রওয়ানা হইলাম। দরজার নিকট পৌঁছিতেই দেখিলাম উহা ভিতর হইতে বন্ধ। ভিতর হইতে মা আমার পায়ের শব্দ পাইয়া বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, একটু দাঁড়াও। আমি (গোসলের) পানি পড়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমার মা কামীস পরিধান করিলেন এবং তাড়াতাড়ির দরুন ওড়না মাথায় না দিয়াই দরজা খুলিয়া দিলেন। দরজা খুলিতেই বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া এই সংবাদ দিলাম। তিনি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিলেন এবং দোয়া দিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, ঈমানদার যে কোন পুরুষ বা নারী আমার কথা শুনিবে সে নিশ্চয় আমাকে মুহব্বত করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ইহা কিভাবে জানিলেন। তিনি বলিলেন, আমি আমার মাকে দাওয়াত দিতাম। অতঃপর বাকী অংশ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন যে, আমি দৌড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আনন্দের আতিশয্যে আমি কাঁদিতেছিলাম যেমন পূর্বে মনোবেদনার কারণে কাঁদিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়া কবুল করিয়াছেন এবং আল্লাহ তায়ালা আবু হোরায়রার মাকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন। তারপর বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন

তিনি সকল মুমিন পুরুষ ও নারীর অন্তরে এবং প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিনাহ নারীর অন্তরে আমার ও আমার মায়ের মুহব্বাত পয়দা করিয়া দেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও মুমিনাহ নারীর অন্তরে আপনার এই ছোট্ট বান্দা ও তাহার মায়ের মুহব্বাত পয়দা করিয়া দিন। কাজেই প্রত্যেক মুমিন মুমিনাহ আমার নাম শুনামাত্রই আমাকে মুহব্বাত করে। (ইবনে সা'দ)

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু তালহা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে (আমার মা) হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ)কে বিবাহের পয়গাম দিলেন। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, হে আবু তালহা, তুমি কি জাননা যে, তুমি যাহার পূজা কর তাহা যমীন হইতে সৃষ্ট (কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা প্রস্তুত)? তিনি বলিলেন, হাঁ জানি। উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, একটি গাছের পূজা করিতে কি তোমার লজ্জ করে না? যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমার নিকট হইতে ইসলাম ব্যতীত আর কোন মোহরানা দাবী করিব না। আবু তালহা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিব। তারপর তিনি চলিয়া গেলেন এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলিলেন, হে আনাস, আবু তালহার (সহিত আমার) বিবাহ পড়াইয়া দাও। সুতরাং তিনি বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। (এসাবাহ)

বিভিন্ন আরব গোত্র ও কাওমের নিকট সাহাবা (রাঃ)দের দাওয়াত প্রদান

বনু সা'দ ইবনে বকর এর নিকট হযরত যেমাম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বনু সা'দ ইবনে বকর গোত্র যেমাম ইবনে সা'লাবা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিল। তিনি মদীনায় আগমন করিয়া মসজিদের দরজায় উট বসাইয়া উহার পা বাঁধিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের সহিত বসিয়া ছিলেন। যেমাম (রাঃ) অত্যন্ত শক্তিশালী ও ঘন চুল যুক্ত মাথায় তাহার দুইটি বেণী করা ছিল। তিনি আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ)দের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে ইবনে আবদুল মুত্তালিব (অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র) কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই কি মুহাম্মাদ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। যেমাম (রাঃ) বলিলেন, হে ইবনে আবদুল মুত্তালিব, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিব এবং উহা কঠোর ভাষায় করিব। আপনি মনে কষ্ট নিবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি মনে কোন কষ্ট নিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয় প্রশ্ন করিতে পার। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি আপনাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, যিনি আপনার মা'বুদ এবং আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণেরও মা'বুদ, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া

জিজ্ঞাসা করি যিনি আপনার মা'বুদ এবং আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণেরও মা'বুদ, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমাদিগকে এই আদেশ করিবেন যেন আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক না করি এবং আমাদের বাপ–দাদাগণ যে সকল মূর্তির পূজা করিয়াছেন উহাদিগকে পরিত্যাগ করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে সেই আল্লাহর দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, যিনি আপনার মা'বুদ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণেরও মা'বুদ, সত্যই কি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই হুকুম দিয়াছেন যে, আমরা এই পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর কসম, হাঁ।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি ইসলামের ফরয হুকুমসমূহ— যাকাত, রোযা, হজ্জ ও অন্যান্য শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কে এক একটা করিয়া উল্লেখ করিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় আল্লাহর নামে দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন করা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আমি এই সকল ফরয হুকুমসমূহ আদায় করিব এবং যে সকল কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন উহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিব ; আমি (নিজের পক্ষ হইতে) বেশীও করিব না, কমও করিব না। অতঃপর তিনি ফেরৎ রওয়ানা হইবার উদ্দেশ্যে উটের নিকট গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দুই বেণীওয়ালা যদি (তাহার কথায়) সত্যবাদী হয় তবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত যেমাম (রাঃ) নিজের উটের নিকট আসিয়া উহার পায়ের বাঁধন খুলিলেন এবং রওয়ানা হইয়া গেলেন। তিনি নিজ কাওমের নিকট পৌঁছিলে কাওমের লোকেরা সকলেই তাহার নিকট

আসিয়া সমবেত হইল। তিনি সর্বপ্রথম কথা এই বলিলেন যে, কতই না খারাপ এই লাত ও ওয্যা! লোকেরা বলিল, ক্ষান্ত হও, হে যেমাম! এমন না হয় যে, তুমি শ্বেত বা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হও অথবা পাগল হইয়া যাও। তিনি বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক। খোদার কসম, লাত ও ওয্যা ক্ষতিও করিতে পারে না, উপকারও করিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উপর একখানা কিতাব নাযিল করিয়া উহা দ্বারা তোমাদিগকে সেই সকল (শিরকী) কার্যকলাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন যাহাতে তোমরা লিপ্ত ছিলে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন শরীক নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তিনি তোমাদিগকে যাহা আদেশ ও নিষেধ করিয়াছেন, তাহার পক্ষ হইতে আমি তাহা তোমাদের জন্য লইয়া আসিয়াছি।

বর্ণনাকারী বলেন, তাহার এই দাওয়াতের পর সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই সেই এলাকার সকল নারী পুরুষ মুসলমান হইয়া গেল। তাহারা সেখানে স্থানে স্থানে মসজিদ বানাইল এবং নামাযের জন্য আযান দিতে আরম্ভ করিল। (বিদায়াহ)

হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ) কর্তৃক নিজ কাওমকে দাওয়াত প্রদান

হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ) বলেন, আমরা জাহিলিয়াতের যুগে নিজ কাওমের জামাতের সহিত হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। মক্কায় অবস্থানকালে স্বপ্নে দেখিলাম যে, কা'বা শরীফ হইতে একটি নূর উপরে উঠিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইয়াসরাব (অর্থাৎ মদীনার) পাহাড় ও জুহাইনার আশআর নামক পাহাড়কে আলোকিত করিয়া দিয়াছে। সেই নূরের ভিতর হইতে আমি এক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে, 'অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং

খাতামুল আম্বিয়া প্রেরিত হইয়াছেন।'

তারপর আবার সেই নূর চমকাইল, আমি এইবার সেই নূরের আলোতে হীরা শহরের মহলগুলি ও মাদায়েনের শ্বেতমহল দেখিতে পাইলাম এবং নূরের ভিতর হইতে এক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যে, 'ইসলাম প্রকাশ লাভ করিয়াছে, মূর্তিসমূহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা হইয়াছে।' আমি ভয়ে ঘুম হইতে জাগিয়া গেলাম এবং কাওমের লোকদেরকে বলিলাম, খোদার কসম, কোরাইশদের এই গোত্রে বিরাট একটা কিছু ঘটিবে। আমি তাহাদিগকে আমার স্বপ্নের কথা বলিলাম।

তারপর দেশে ফিরিবার পর এই সংবাদ আসিল যে, আহমাদ নামক এক ব্যক্তি পয়গাম্বররূপে প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব আমি রওয়ানা হইলাম এবং তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া আমার স্বপ্নের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমর ইবনে মুররাহ আমি সমগ্র বান্দাদের প্রতি প্রেরিত নবী। আমি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহবান করিতেছি এবং তাহাদিগকে খুনের হেফাজত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, এক আল্লাহর এবাদত করা, মূর্তি পূজা বর্জন করা, বাইতুল্লার হজ্জ করা ও বার মাসের এক মাস অর্থাৎ রমযান মাসের রোযা রাখার হুকুম করিতেছি। যে ব্যক্তি মানিয়া লইবে সে বেহেশত পাইবে। আর যে অমান্য করিবে সে দোযখে যাইবে। হে আমর, ঈমান আনয়ন কর আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দোযখের ভয়াবহ আযাব হইতে নিরাপত্তা দান করিবেন। হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আপনার আনিত হালাল–হারাম সকল বিষয়ের প্রতি ঈমান আনিলাম। যদিও অনেক কাওমের নিকট ইহা মন্দ লাগিবে। তারপর আমি কয়েক লাইন কবিতা পড়িয়া শুনাইলাম যাহা আমি তাঁহার নবুওয়াতের সংবাদ পাওয়ার পর রচনা করিয়াছিলাম। আমাদের একটি মূতি ছিল। আমার পিতা সেই মূর্তির সেবা করিতেন। আমি সেই মূর্তি

ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে রওয়ানা হইলাম—

شَهِدْتُ بِاَنَّ اللّٰهَ حَقٌّ وَاِنَّنِىْ   لِاٰلِهَةِ الْاَحْجَارِ اَوَّلُ تَارِكِ

وَ شَمَّرْتُ عَنْ سَاقِىَ الْاِزَارَ مُهَاجِرًا   اَجُوْبُ اِلَيْكَ الْوَعْثَ بَعْدَ الدَّكَادِكِ

لِاَصْحَبَ خَيْرَالنَّاسِ نَفْسًا وَّ وَالِدًا   رَسُوْلَ مَلِيْكِ النَّاسِ فَوْقَ الْحَبَائِكِ

অর্থ ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সত্য এবং পাথর নির্মিত মূর্তি পরিত্যাগে আমি সর্বপ্রথম। আমি পায়ের গোছার উপর লুঙ্গি উঠাইয়া হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছি। (ইয়া রাসূলাল্লাহ,) আমি আপনার খেদমতে পৌঁছিবার জন্য দুর্গম পথ ও কঠিন যমীন অতিক্রম করিতেছি। (এই সকল কষ্ট স্বীকার করা) এইজন্য, যেন আমি সেই মহান ব্যক্তির সাহচর্য লাভ করিতে পারি যিনি ব্যক্তিগত ও বংশগত উভয় দিক হইতে সকল মানুষ অপেক্ষা উত্তম এবং যিনি সকল মানুষের মালিকের রাসূল, যিনি আসমানের উপর আছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবিতা শুনিয়া) বলিলেন, তোমাকে মারহাবা, হে আমর!

হযরত আমর বলেন, আমি বলিলাম, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউক, আমাকে আমার কাওমের নিকট প্রেরণ করুন হয়ত আমার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রতি দয়া করিবেন, যেমন আপনার দ্বারা আমার প্রতি দয়া করিয়াছেন। অতএব তিনি আমাকে প্রেরণ করিলেন এবং নসীহত করিলেন যে, 'নম্র ব্যবহার করিবে, সহজ সরলভাবে কথা বলিবে। কঠোর কথা বলিবে না, অহঙ্কারী ও হিংসুক হইবে না।' আমি আমার কাওমের নিকট আসিয়া বলিলাম, 'হে বনি রেফাআহ, বরং হে জুহাইনা গোত্র, আমি আল্লাহর রাসূলের দূত হিসাবে তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তোমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি এবং তোমাদিগকে খুনের হেফাজত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায়

রাখা, এক আল্লাহর এবাদত করা, মূর্তিপূজা বর্জন করা, বাইতুল্লার হজ্জ করা ও বার মাসের একমাস অর্থাৎ রমযান মাসের রোযা রাখার হুকুম করিতেছি। যে ব্যক্তি মানিয়া লইবে সে বেহেশত পাইবে, আর যে অমান্য করিবে সে দোযখে যাইবে। হে জুহাইনা গোত্র, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সমগ্র আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বানাইয়াছেন এবং যে সকল ঘৃণিত কাজ অন্যান্য আরবদের নিকট পছন্দনীয় ছিল তাহা তিনি তোমাদের নিকট জাহিলিয়াতের যুগেও অপছন্দনীয় করিয়া দিয়াছিলেন। কারণ, অন্যান্য আরবগোত্রগণ সহোদরা দুইবোনকে একই সময়ে স্ত্রী হিসাবে রাখিত, সম্মানিত মাসে লড়াই করিত এবং পিতার মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যাক্ত স্ত্রীকে পুত্র বিবাহ করিত। অতএব তোমরা লুআই ইবনে গালিবের বংশে প্রেরিত এই নবীর কথা মানিয়া লও, দুনিয়ার সম্মান ও আখেরাতের মর্যাদা লাভ করিবে।'

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, কাওমের কেহই আমার নিকট আসিল না। শুধু এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, হে আমর ইবনে মুররাহ! আল্লাহ তোমার জীবনকে তিক্ত করুন, তুমি কি আমাদিগকে এই আদেশ করিতেছ যে, আমরা আমাদের মা'বুদগুলিকে পরিত্যাগ করি? আমরা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাই এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী আমাদের বাপদাদাদের ধর্মের বিরোধিতা করি? তেহামা নিবাসী এই কোরাইশী আমাদিগকে কিসের প্রতি আহবান করিতেছে? আমরা না তাহাকে ভালবাসি, আর না তাহাকে সম্মান করি। তারপর সেই খবীস এই কবিতা আবৃত্তি করিল—

إِنَّ ابْنَ مُرَّةَ قَدْ اَتٰى بِمَقَالَةٍ　　لَيْسَتْ مُقَالَةَ مَنْ يُرِيْدُ صَلَاحَا

إِنِّىْ لَأَحْسَبُ قَوْلَهٗ وَ فِعَالَهٗ　　يَوْمًا وَ اِنْ طَالَ الزَّمَانُ ذُبَاحَا

لِيُسَفِّهَ الاَشْيَاخَ مِمَّنْ قَدْمَضٰى　　مَنْ رَامَ ذٰلِكَ لَا اَصَابَ فَلَاحَا .

অর্থ ঃ 'আমর ইবনে মুররাহ এমন কথা লইয়া আসিয়াছে যাহা মীমাংসা প্রিয় ব্যক্তির কথা হইতে পারে না। আমার ধারণা যে, তাহার

কথা ও কাজ দেরীতে হইলেও একদিন গলার কাঁটা হইবে। সে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বোকা প্রমাণ করিতে চাহিতেছে। যে এমন কাজ করিবে সে কখনও সফলকাম হইবে না।'

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, (আমি তাহার এই সকল কথার জবাবে বলিলাম,) আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হয় আল্লাহ যেন তাহার জীবনকে তিক্ত করিয়া দেন এবং তাহাকে বোবা ও অন্ধ করিয়া দেন। বর্ণনাকারী বলেন, খোদার কসম, মৃত্যুর পূর্বেই সেই খবীসের সমস্ত দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল এবং সে অন্ধ ও পাগল হইয়া গিয়াছিল। কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্যেই সে স্বাদ পাইত না।

অতঃপর হযরত আমর (রাঃ) আপন কাওমের যাহারা মুসলমান হইয়াছিল তাহাদিগকে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদিগকে দীর্ঘ হায়াতের দোয়া দিলেন, মারহাবা দিলেন এবং তাহাদিগকে একটি পত্র লিখিয়া দিলেন, যাহা নিম্নরূপ ছিল—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইহা মহাপরাক্রান্ত আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার সেই রাসূলের ভাষায় (লিখিত) একটি পত্র যিনি সত্য, হক ও হক কথা বলে এমন কিতাব লইয়া আসিয়াছেন। এই পত্র জুহাইনা ইবনে যায়েদ গোত্রের নামে আমর ইবনে মুররার হাতে দেওয়া হইল। (তোমাদের এলাকার) নিচু ও সমতল ভূমি এবং উপত্যকার নিম্নভাগ ও উপরিভাগের সকল স্থানে তোমাদিগকে অধিকার দেওয়া হইল। যেখানে ইচ্ছা হয় তোমাদের পশু চরাইতে পারিবে এবং উহার পানি ব্যবহার করিতে পারিবে। তবে শর্ত এই যে, গনীমতের এক পঞ্চমাংশ পরিশোধ করিতে থাকিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করিবে এবং ভেড়া ও বকরীর দুই পাল যদি একত্র করা হয়, (যাহার সংখ্যা একশত বিশের অধিক কিন্তু দুইশতের কম হয়) তবে (একত্রিত দুই পাল হইতে) দুইটি বকরী যাকাত বাবদ দিতে হইবে। আর

যদি পৃথক পৃথক দুই পাল হয় (যাহার প্রত্যেকটিতে চল্লিশটি করিয়া বকরী থাকে) তবে পাল প্রতি একটি করিয়া বকরী যাকাত বাবদ আদায় করিতে হইবে। কৃষিকাজে ব্যবহৃত বা পানি টানার কাজে ব্যবহৃত পশুর উপর কোন যাকাত নাই। আল্লাহ তায়ালা ও উপস্থিত সমস্ত মুসলমান এই অঙ্গীকারপত্রের উপর সাক্ষী রহিল। বকলম, কায়েস ইবনে শাম্মাস।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক সাকীফ গোত্রকে দাওয়াত প্রদান

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, নবম হিজরীতে মুসলমানগণ হজ্জের প্রস্তুতি আরম্ভ করিলে ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে মুসলমান হইয়া উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার আশঙ্কা হয় যে, তাহারা তোমাকে কতল করিয়া দিবে। তিনি বলিলেন, (তাহারা তো আমাকে এতখানি সম্মান করে যে,) যদি তাহারা আমার নিকট আসিয়া দেখে যে, আমি ঘুমাইয়া আছি তবে আমাকে জাগ্রত করে না। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অনুমতি দিলেন। তিনি মুসলমান হইয়া আপন কাওমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন এবং এশার সময় তাহাদের নিকট পৌঁছিলেন। সাকীফের লোকেরা তাঁহাকে সালাম করিতে আসিল। তিনি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। কাওমের লোকেরা তাহার উপর নানারকম অপবাদ দিল, তাহাকে রাগান্বিত করিল, অবাঞ্ছিত কথা শুনাইল এবং তাহাকে কতল করিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই সংবাদ পাইয়া) বলিলেন, ওরওয়ার উদাহরণ সেই (হাবীবে নাজ্জার নামক) লোকটির ন্যায় যাহার ঘটনা সূরা ইয়াসীনে বর্ণনা করা হইয়াছে। সে নিজ কাওমকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিল,

আর তাহারা তাহাকে কতল করিয়া দিল। (তাবারানী)

আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) অন্যান্য বহু আলেম হইতে এই ঘটনা আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় আছে যে, হযরত ওরওয়া (রাঃ) এশার সময় তায়েফে পৌঁছিয়া নিজ ঘরে প্রবেশ করিলেন। সাকীফ গোত্রের লোকেরা আসিয়া তাহাকে জাহিলিয়াতের রীতিতে সালাম করিলে তিনি তাহাদিগকে এইরূপ সালাম করিতে বাধা দিয়া বলিলেন, তোমরা বেহেশতীদের নিয়মে সালাম কর, অর্থাৎ 'আসসালামু আলাইকুম' বল। কাওমের লোকেরা তাহাকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিল এবং গালমন্দ করিল। তিনি তাহা সহ্য করিলেন। তাহারা বাহিরে আসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। পরামর্শ করিতে করিতে ফজরের সময় হইয়া গেল। হযরত ওরওয়া (রাঃ) ঘরের উপর উঠিয়া নামাযের জন্য আযান দিলেন। আযানের শব্দ শুনিয়া সাকীফের লোকেরা চারিদিক হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং বনু মালেকের আউস ইবনে আউফ নামক এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করিলে উহা তাঁহার শিরার উপর এমনভাবে বিদ্ধ হইল যে রক্ত বন্ধ হইল না। সঙ্গে সঙ্গে গায়লান ইবনে সালামাহ, কেনানাহ ইবনে আব্দে ইয়ালীল, হাকাম ইবনে আমর ও অন্যান্য মিত্র পক্ষীয় সর্দারগণ যুদ্ধের পোশাক পরিধান করিয়া সমবেত হইল এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমরা বনু মালেকের দশজন সর্দারকে হত্যা করিয়া ওরওয়ার প্রতিশোধ লইব, আর না হয় আমরা সকলেই শেষ হইয়া যাইব। হযরত ওরওয়া (রাঃ) তাহাদের এই যুদ্ধ প্রস্তুতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার পরিবর্তে তোমরা কাহাকেও হত্যা করিও না। আমি তোমাদের মাঝে আপোষ করিবার উদ্দেশ্যে হত্যাকারীকে আমার খুন মাফ করিয়া দিলাম। আমার এই মৃত্যু এক মহাসম্মান, যাহা আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করিয়াছেন এবং ইহা সেই শাহাদাত যাহা আল্লাহ তায়ালা আমার ভাগ্যে জুটাইয়াছেন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তোমরা আমাকে হত্যা

করিবে। অতঃপর তিনি নিজের আত্মীয়–স্বজনদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, মৃত্যুর পর আমাকে তোমরা সেই সকল শহীদানের নিকট দাফন করিবে যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার ফেরৎ যাইবার পূর্বে এইখানে শহীদ হইয়াছিলেন।’

অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন এবং তাহাকে শহীদানের সহিত দাফন করা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার শাহাদাতের খবর পাইয়া বলিলেন, ওরওয়ার উদাহরণ সেই ব্যক্তির ন্যায় যাহার ঘটনা সূরায়ে ইয়াসীনে বর্ণিত হইয়াছে।

সাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পূর্বে ‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সকল আখলাক ও আমল সম্বলিত ঘটনাবলী যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে’এর বর্ণনায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রাঃ) কর্তৃক আপন কাওমকে দাওয়াত প্রদান

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাওমের শত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও তাহাদের মঙ্গল কামনায় চেষ্টারত থাকিতেন এবং দুনিয়া আখেরাতের বিপদ আপদ হইতে মুক্তি লাভের পথে তাহাদিগকে আহবান করিতেন। আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁহাকে কোরাইশদের সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র হইতে নিরাপদ রাখিলেন তখন তাহারা ভিন্ন পথ এই অবলম্বন করিল যে, লোকদিগকে এবং বহিরাগত আরবদিগকে তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের ভীতিমূলক কথাবার্তা শুনাইয়া দূরে সরাইয়া রাখিত। হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালে তিনি একবার সেখানে গেলেন। হযরত তোফায়েল (রাঃ) একজন সম্ভ্রান্ত, কবি ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কোরাইশের কতিপয় ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলিল, হে তোফায়েল, তুমি

আমাদের শহরে আসিয়াছ। আমাদের মাঝে এই ব্যক্তিকে দেখিতেছ, সে আমাদিগকে বড় মুশকিলে ফেলিয়া দিয়াছে। আমাদের দলের ভিতর বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাহার কথাবার্তা যাদুর ন্যায় পিতা–পুত্র, ভাই–ভাই ও স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দেয়। আমরা তোমার ও তোমার কাওমের মধ্যে সেই বিভেদ সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা করিতেছি যাহা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই তুমি তাহার সহিত কথা বলিও না এবং তাহার কোন কথা শুনিও না।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, তাহারা আমাকে এই ব্যাপারে ক্রমাগত এত অধিক বুঝাইল যে, শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, তাঁহার কোন কথা শুনিব না এবং তাঁহার সহিত কথাও বলিব না। এমন কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার কোন কথা আমার কানে পৌঁছিয়া যায় কিনা, এই ভয়ে সকালবেলা মসজিদে যাওয়ার সময় তুলা দ্বারা কান বন্ধ করিয়া লইলাম।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, সকালবেলা মসজিদে যাইয়া দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফের নিকট দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলাম। এত সতর্কতা সত্ত্বেও আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কিছু কথা আমাকে শুনাইয়াই দিলেন। আমার কাছে তাহা অতি উত্তম মনে হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার মা পুত্রশোকে কাঁদুক, আমি একজন বিচক্ষণ কবি, এমন নহি যে, ভালমন্দের তফাৎ করিতে পারি না। এই ব্যক্তির কথা শুনিতে আমার বাধা কিসের? যদি ভাল কথা হয় কবুল করিব, আর যদি খারাপ হয় পরিত্যাগ করিব। সুতরাং আমি অপেক্ষায় রহিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ঘরের দিকে রওয়ানা হইলে আমি তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলে আমিও প্রবেশ করিয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ! আপনার কাওম আমাকে এমন এমন কথা বলিয়াছে। খোদার কসম, তাহারা আপনার ব্যাপারে আমাকে এত ভয় দেখাইয়াছে যে, আমি তুলা দ্বারা আমার কান

বন্ধ করিয়া লইয়াছি যাহাতে আপনার কথা শুনিতে না হয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার কথা শুনাইয়াই ছাড়িলেন। আমি অতি উত্তম কথা শুনিয়াছি। সুতরাং আপনি আমার নিকট আপনার কথা পেশ করুন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট ইসলাম পেশ করিলেন এবং আমাকে কোরআন তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, আমি পূর্বে কখনও এরূপ উত্তম কথা এবং ন্যায়সঙ্গত বিষয় শুনি নাই। সুতরাং আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করিয়া বলিলাম, হে আল্লাহর নবী, আমার কাওম আমাকে মান্য করে, আমি তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিব। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে এমন কোন নিদর্শন দান করেন যাহা তাহাদিগকে দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে আমার জন্য সহায়ক হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাৎ দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ! তাহাকে কোন নিদর্শন দান করুন।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি আমার কাওমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমি যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথে এলাকার লোকদের দৃষ্টিগোচর হইবার স্থানে পৌঁছিলাম তখন আমার উভয় চোখের মাঝখানে চেরাগের ন্যায় একটি নূর প্রকাশিত হইল। হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি দোয়া করিলাম, আয় আল্লাহ, চেহারা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এই নূর প্রকাশ করুন। কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, কাওমের লোকেরা (চোখের মাঝখানে এই নূর দেখিয়া) হয়ত ধারণা করিবে যে, তাহাদের ধর্ম ত্যাগ করার দরুন আমার চেহারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নূর দুই চোখের মাঝখান হইতে আমার চাবুকের মাথায় আসিয়া গেল। তারপর আমি যখন সেই পাহাড়ী পথ হইতে নীচে নামিতে ছিলাম তখন এলাকার লোকেরা আমার চাবুকের মাথায় সেই নূর ঝুলন্ত বাতির ন্যায় দেখিয়া

একে অপরকে দেখাইতেছিল। এইরূপে আমি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়া বাহন হইতে নামিলাম। অতঃপর আমার পিতা আমার নিকট আসিলেন। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ ছিলেন। আমি বলিলাম, আব্বাজান, আপনি আমার নিকট হইতে দূরে থাকুন। আপনার আমার সহিত বা আমার আপনার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন, বেটা, কি হইয়াছে? বলিলাম, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দ্বীনের অনুসারী হইয়াছি। আমার পিতা বলিলেন, তোমার দ্বীনই আমার দ্বীন। অতঃপর তিনি গোসল করিলেন এবং কাপড় পাক করিয়া আসিলেন। আমি তাহার সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলাম। তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। তারপর আমার স্ত্রী আসিল। আমি বলিলাম, আমার নিকট হইতে দূরে থাক, তোমার সহিত আমার এবং আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। স্ত্রী বলিল, কেন? আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হউক। আমি বলিলাম, ইসলাম আমাদের উভয়ের সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। অতএব সেও ইসলাম গ্রহণ করিল। অতঃপর আমি দাওস গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম ; কিন্তু তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে (অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকিল এবং) অনেক দেরী করিয়া ফেলিল। অবশেষে আমি মক্কায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী, আমি দাওস গোত্রের নিকট পরাস্ত হইয়াছি (অর্থাৎ তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়া ব্যর্থ হইয়াছি।) আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আয় আল্লাহ, দোওস গোত্রকে হেদায়াত দান করুন।' (তারপর আমাকে বলিলেন,) তোমার গোত্রের নিকট ফিরিয়া যাও এবং দাওয়াত দিতে থাক, তবে তাহাদের সহিত নম্র ব্যবহার করিবে।

হযরত তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আমি ফিরিয়া আসিলাম এবং দাওসের এলাকায় তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে

থাকিলাম। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিলেন এবং বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধ শেষ করিলেন। তারপর আমি আমার স্বগোত্রীয় মুসলমানদের সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি তখন খায়বারে গমন করিয়াছিলেন। সে সময় আমি দাওস গোত্রের প্রায় সত্তর–আশি পরিবার মদীনায় লইয়া আসিয়াছিলাম। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত তোফায়েল ইবনে আমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ এবং তাহার পিতা, স্ত্রী ও কাওমকে দাওয়াত প্রদান এবং তাহার মক্কা আগমনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া অতিরিক্ত ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে যুল কাফফাইন নামক মূর্তি জ্বালাইয়া দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ইয়ামামা গমন ও (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে) তাঁহার একটি স্বপ্ন দেখা এবং ইয়ামামার যুদ্ধে তাঁহার শাহাদাত বরণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

এসাবাহ নামক গ্রন্থে আবুল ফারাজ ইস্পাহানীর বরাত দিয়া ইবনে কালবী হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত তোফায়েল (রাঃ) মক্কায় আসিলে কোরাইশের কতিপয় লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিল এবং তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে তাহাকেও যাচাই করিবার জন্য অনুরোধ করিল। অতএব তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া নিজের রচিত কবিতা পড়িয়া শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সূরায়ে এখলাস, ফালাক ও সূরায়ে নাস পড়িয়া শুনাইলেন। হযরত তোফায়েল (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর এই রেওয়ায়াতে তাঁহার চাবুকের মাথায় নূর প্রকাশিত হইবার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি আপন পিতামাতাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে পিতা ইসলাম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মা গ্রহণ করিলেন না। তিনি

আপন কাওমকেও দাওয়াত দিলেন ; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে শুধুমাত্র হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিলেন, আপনি মজবুত ও সুরক্ষিত দূর্গ অর্থাৎ দাওসের ভূখণ্ড দখল করিবেন কি? (অর্থাৎ দাওসের উপর আক্রমন করিয়া তাহাদের যমীন দখল করুন অথবা তাহাদের উপর বদদোয়া করিয়া ধ্বংস করিয়া দিন।) কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (তাহার এই প্রস্তাবকে উপেক্ষা করিয়া) দাওস গোত্রের (হেদায়াতের) জন্য দোয়া করিলেন তখন তিনি বলিলেন, আমি তো তাহাদের জন্য এই (হেদায়াতের) দোয়া চাহি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (হেদায়াত লাভ করিয়া) তোমার ন্যায় (হইতে পারে এরূপ যোগ্য) বহুলোক তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত জুন্দুব ইবনে হুমামাহ ইবনে আওফ দাওসী (রাঃ) জাহিলিয়াতের যুগে বলিতেন, এই সৃষ্টিজগতের অবশ্যই কোন একজন স্রষ্টা রহিয়াছেন, কিন্তু আমি জানি না, তিনি কে? তিনি যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ পাইলেন তখন নিজ কাওমের পঁচাত্তর জন লোককে সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া) নিজে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীগণও ইসলাম গ্রহণ করিল। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত জুন্দুব (রাঃ) (ইসলাম গ্রহণের জন্য তাহার সঙ্গীগণের মধ্য হইতে) এক একজন করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিতেছিলেন।

হযরত আলী (রাঃ)এর হামদান গোত্রকে দাওয়াত প্রদান, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর বনু হারেস ইবনে কা'ব গোত্রকে দাওয়াত প্রদান এবং হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)এর নিজ কাওমকে দাওয়াত প্রদানের ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ) কর্তৃক একেকজন কিংবা জামাত প্রেরণ

উমাইয়া বংশের হযরত হেশাম ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমাকে ও আমার একজন সঙ্গীকে রোমের বাদশাহ হেরাকলের নিকট ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। আমরা উভয়ে রওয়ানা হইয়া গুতাহ অর্থাৎ দামেশকে পৌঁছিলাম। সেখানে জাবালা ইবনে আইহাম গাসসানীর নিকট উঠিলাম। অতঃপর তাহার দরবারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সে সিংহাসনে বসিয়া আছে। সে আমাদের সহিত কথা বলিবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিল। আমরা বলিলাম, খোদার কসম, আমরা দূতের সহিত কথা বলিব না। আমরা তো স্বয়ং বাদশাহের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। যদি অনুমতি পাই তবে তাহার সহিত কথা বলিব, অন্যথা আমরা দূতের সহিত কথা বলিব না। দূত আসিয়া তাহাকে এই সংবাদ জানাইলে সে আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করিল এবং বলিল, বল, কি বলিবে। অতএব হযরত হেশাম ইবনে আস (রাঃ) তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। জাবালা কালো পোশক পরিহিত ছিল। হযরত হেশাম (রাঃ) এই কালো পোশাক পরিধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, এই কালো পোশাক পরিধান করিয়া আমি শপথ করিয়াছি যে, তোমাদিগকে সিরিয়া হইতে বহিস্কার না করা পর্যন্ত আমি উহা পরিবর্তন করিব না। হযরত হেশাম (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, খোদার কসম, তোমার এই দরবার যেখানে তুমি বসিয়া আছ, আমরা উহা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব এবং ইনশাআল্লাহ আমরা তোমার বড় বাদশাহ (অর্থাৎ হেরাকল)এর রাজ্য (রোম)ও কাড়িয়া লইব। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। জাবালা বলিল, তোমরা সেইসকল লোক নও, বরং তাহারা এমন কাওম হইবে যাহারা দিনের বেলায় রোযা রাখিবে এবং রাত্রিবেলায় এবাদত করিবে। অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার বর্ণনা গায়েবী মদদের

অধ্যায়ে আসিতেছে।

মূসা ইবনে ওকবা কুরাশী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হেশাম ইবনে আস (রাঃ), হযরত নুআঈম ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) ও অপর এক সাহাবীকে যাহার নাম বর্ণনাকারী উল্লেখ করিয়াছিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে রোমের বাদশাহের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। হযরত হেশাম (রাঃ) বলেন, আমরা গুতায় জাবালা ইবনে আইহামের নিকট গেলাম। তাহার পরিধেয় পোশাক ও তাহার আশেপাশে সকল বস্তু কালো রঙের ছিল। সে বলিল, হে হেশাম, বল। হযরত হেশাম (রাঃ) তাহার সহিত কথা বলিলেন এবং তাহাকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিলেন। হাদীসের বাকী অংশ বিস্তারিতভাবে সামনে আসিতেছে।

আল্লাহ্ তায়ালা ও ইসলাম গ্রহণের প্রতি দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ)দের পত্র প্রেরণ

যিয়াদ ইবনে হারেস (রাঃ)এর নিজ কাওমের প্রতি পত্র

যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া ইসলামের উপর বাইআত হইলাম। তারপর আমি জানিতে পারিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাওমের উদ্দেশ্যে একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এই বাহিনী ফেরৎ লইয়া আসুন। আমি আমার কাওমের ইসলাম গ্রহণ ও তাহাদের আনুগত্য স্বীকারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি যাও, তাহাদিগকে ফেরৎ লইয়া আস। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার বাহনটি ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া বাহিনীকে ফেরৎ লইয়া আসিলেন।

সুদায়ী বলেন, আমি কাওমের নিকট পত্র লিখিলে তাহারা মুসলমান

হইয়া গেল এবং এই সংবাদ লইয়া তাহাদের প্রতিনিধিদল আসিয়া হাজির হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে সুদায়ী ভাই! তোমার কাওম তো দেখি তোমাকে খুব মান্য করে। আমি বলিলাম, (ইহাতে আমার কোন যোগ্যতার দখল নাই) বরং আল্লাহ তায়ালাই তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি হেদায়াত দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিব কি? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, করিয়া দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাকে আমীর নিযুক্ত করিয়া একটি পত্র লিখিয়া দিলেন। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহাদের সদকার মধ্য হইতে আমার জন্য কিছু অংশ বরাদ্দ করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা। অতঃপর এই মর্মে অপর একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন।

হযরত যিয়াদ সুদায়ী (রাঃ) বলেন, এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে থাকাকালীন ঘটিয়াছিল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করিলে স্থানীয় লোকেরা আসিয়া তাহাদের সদকা আদায়কারী সম্পর্কে অভিযোগ করিল যে, আমাদের ও তাহার কাওমের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগে কিছু (ঝগড়া–বিবাদ) ছিল। সেই সূত্রে সে আমাদের সহিত প্রতিশোধমূলক কঠোর ব্যবহার করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সত্যই কি সে এমন করিয়াছে? তাহারা বলিল, জ্বি, হাঁ। তিনি সাহাবা (রাঃ)দের প্রতি তাকাইলেন। আমিও তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তারপর বলিলেন, 'মুমিন ব্যক্তির জন্য আমীর হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।' হযরত সুদায়ী (রাঃ) বলেন, তাঁহার এই কথা আমার অন্তরে লাগিল।

অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে (কিছু) দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ধনী হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি লোকদের নিকট চাহিবে, এই চাওয়া তাহার জন্য মাথার ব্যথা ও পেটের পীড়া হইয়া থাকিবে। লোকটি

বলিল, আমাকে সদকা হইতে কিছু দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা সদকার মাল বন্টনের ব্যাপারে কোন নবী অথবা অন্য কাহারো ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট নহেন বলিয়া তিনি নিজেই উহার ফয়সালা করিয়াছেন এবং আট প্রকার লোকের মধ্যে উহা বন্টন করিয়াছেন। তুমি যদি সেই আট প্রকারের মধ্যে হইয়া থাক, তবে তোমাকে দিব। হযরত সুদায়ী (রাঃ) বলেন, তাহার এই কথাও আমার অন্তরে যাইয়া লাগিল। কারণ আমিও একজন ধনী ব্যক্তি হইয়া তাঁহার নিকট সদকার মাল হইতে চাহিয়াছি।

অতঃপর ইমাম বাইহাকী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়া পরিশেষে ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিলে আমি (আমার জন্য লেখা) পত্র দুইখানি লইয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এই দুই (পত্রের) ব্যাপারে মাফ করিবেন। তিনি বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, মুমিন ব্যক্তির জন্য আমীর হওয়ার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। অথচ আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখি। আর মালের জন্য আবেদনকারী সেই লোকটির উদ্দেশ্যে আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ধনী হওয়া সত্ত্বেও লোকদের নিকট চাহিবে, এই চাওয়া তাহার জন্য মাথার ব্যথা ও পেটের পীড়া হইয়া থাকিবে। আমিও আপনার নিকট চাহিয়াছি অথচ আমি একজন ধনী ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কথা তো তাহাই যাহা বলিয়াছি। এখন এই পত্র গ্রহণ করা বা ফেরৎ দেওয়া তোমার ইচ্ছা। আমি বলিলাম, ফেরৎ দিয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, এমন একজন লোক বল যাহাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করিতে পারি। আমি আগত প্রতিনিধিদলের মধ্য হইতে এক ব্যক্তির নাম বলিলে তিনি তাহাকে আমীর বানাইয়া দিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত বুজাইর (রাঃ)এর আপন ভাই কা'ব এর নামে পত্র

হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত কা'ব ইবনে যুহাইর (রাঃ) ও হযরত বুজাইর ইবনে যুহাইর (রাঃ) (দুই ভাই) সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। আবরাকুল আযযাফ নামক জলাশয়ের নিকট পৌঁছিয়া হযরত বুজাইর (রাঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি একটু এই জানোয়ারগুলির নিকট অপেক্ষা কর, আমি এই ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়া আসি, তিনি কি বলেন? হযরত কা'ব (রাঃ) সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। হযরত বুজাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি তাহার নিকট ইসলাম পেশ করিলেন। হযরত বুজাইর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত কা'ব এই সংবাদ পাইয়া (তাহার বিরুদ্ধে) এই কবিতা রচনা করিলেন—

اَلَا اَبْلِغَا عَنِّي بُجَيْرًا رِسَالَةً عَلَى اَيِّ شَيْءٍ وَ يُبَ غَيْرِكَ دَلَّكَا
عَلَى خُلُقٍ لَمْ تُلْفِ اُمًّا وَّ لَا اَبًا عَلَيْهِ وَ لَمْ تُدْرِكْ عَلَيْهِ اَخًا لَّكَا
سَقَاكَ اَبُوْ بَكْرٍ بِكَأسٍ رَدِيَّةٍ وَانْهَلَكَ الْمَامُوْرُمِنْهَا وَعَلَّكَا

অর্থ ঃ শোন, হে আমার সঙ্গীদ্বয়, আমার পক্ষ হইতে বুজাইরকে এই পয়গাম পৌঁছাইয়া দাও যে, তোমার অপর লোকটির (অর্থাৎ হযরত আবু বকরের (রাঃ) নাশ হউক! সে তোমাকে কোন্ পথ ধরাইয়াছে। তোমাকে এমন এক চরিত্রের পথ ধরাইয়াছে যে পথে না তোমার পিতামাতাকে দেখিয়াছ, আর না তোমার কোন ভাইকে পাইয়াছ। আবু বকর তোমাকে একটি নিকৃষ্টতম পেয়ালা পান করাইয়াছে, জ্বীনের গোলাম সেই লোকটি বার বার তোমাকে উহা হইতে পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কবিতা

পৌঁছিলে তিনি ঘোষণা দিলেন,যে ব্যক্তি কা'বকে হত্যা করিবে তাহার খুন মাফ এবং বলিলেন, কা'বকে যে যেখানে পায় যেন কতল করিয়া দেয়।

হযরত বুজাইর (রাঃ) তাহার ভাই (কা'ব)কে পত্র মারফৎ এই সংবাদ জানাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার হত্যাকারীর খুন মাফ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, সুতরাং নিজের প্রাণ বাঁচাও, তবে বাঁচিতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। তারপর লিখিলেন, জানিয়া রাখ, যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া 'আশহাদু আল্ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' পড়িয়া লয় তিনি তাহার এই শাহাদাৎকে গ্রহণ করিয়া লন। অতএব আমার এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মুসলমান হইয়া চলিয়া আস। হযরত কা'ব (রাঃ) (পত্র পাঠ করিয়া) মুসলমান হইয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করিয়া একটি কবিতা রচনা করিলেন। তারপর আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদের দ্বারে উট বসাইয়া নামিলেন এবং মসজিদে প্রবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবা (রাঃ)দের মাঝখানে এমনভাবে বসিয়াছিলেন যেমন সকলের মাঝখানে দস্তরখান হইয়া থাকে। আর সাহাবা (রাঃ) তাঁহাকে ঘিরিয়া গোলাকার হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি কখনও একদিকে মুখ করিয়া, আবার কখনও অপরদিকে মুখ করিয়া সাহাবা (রাঃ)দের সহিত কথা বলিতেছিলেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদের দ্বারে উট বসাইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার হুলিয়া মোবারক দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম। আমি লোকদের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট যাইয়া বসিলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া বলিলাম, আশহাদু আল্ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ, নিরাপত্তা চাহিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন,

আমি কা'ব ইবনে যুহাইর। তিনি বলিলেন, তুমিই সেই কবিতা রচনা করিয়াছিলে? তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, হে আবু বকর, সে (তার কবিতায়) কিরূপ বলিয়াছিল? হযরত আবু বকর (রাঃ) পড়িয়া শুনাইলেন—

سَقَاكَ اَبُوْ بَكْرٍ بِكَأْسٍ رَدِيَّةٍ   وَاَنْهَلَكَ الْمَامُوْرُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

অর্থ ঃ আবু বকর তোমাকে নিকৃষ্টতম পেয়ালা পান করাইয়াছে, আর জ্বীনের গোলাম সেই লোকটি বার বার তোমাকে উহা হইতে পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এইভাবে বলি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কিভাবে বলিয়াছিলে? আমি বলিলাম, আমি তো এইভাবে বলিয়াছিলাম, (পূর্বোক্ত কবিতাকেই সামান্য শব্দ পরিবর্তন করিয়া প্রশংসামূলক বানাইয়া দিলেন।)

سَقَاكَ اَبُوْ بَكْرٍ بِكَأْسٍ رَدِيَّةٍ   وَاَنْهَلَكَ الْمَامُوْنُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

অর্থ ঃ আবু বকর তোমাকে এক পরিপূর্ণ পেয়ালা পান করাইয়াছেন, আর সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি তোমাকে উহা হইতে বার বার পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, খোদার কসম সে (অর্থাৎ আবু বকর) বিশ্বস্ত ব্যক্তি। অতঃপর হযরত কা'ব (রাঃ) তাহার সেই কাসীদাহ শেষ পর্যন্ত পড়িয়া শুনাইলেন। হাকেম (রহঃ) তাহার পূর্ণ কাসীদাহ উল্লেখ করিয়াছেন।

মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বলেন, হযরত কা'ব ইবনে যুহাইর (রাঃ) 'বানাত সুআদ' নামক তাহার (সুপ্রসিদ্ধ) কাসীদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মদীনার মসজিদে নববীতে বসিয়া শুনাইয়াছেন। যখন তিনি তাহার কাসীদার নিম্নোক্ত পঙক্তিগুলি পড়িতেছিলেন—

إِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ ۝ وَصَارِمٌ مِنْ سُيُوْفِ اللّٰهِ مَسْلُوْلُ

فِىْ فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ ۝ بِبَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا اَسْلَمُوْا زُوْلُوْا

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক জ্যোতি যাহা হইতে (হেদায়াতের) আলো সংগ্রহ করা হয়। তিনি আল্লাহর তরবারীসমূহ হইতে উত্তোলিত অতিশয় ধারালো এক তরবারী। তিনি কোরাইশদের এক যুবকদলের মধ্যে রাসূল হইয়া আসিয়াছেন। সেই যুবকদল যখন মুসলমান হইল তখন মক্কায় অবস্থানকালে তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল, তোমরা স্থান পরিবর্তন কর, (অর্থাৎ হিজরত কর)।'

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লম নিজের আস্তিন দ্বারা সমবেত লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন যেন তাহারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত বুজাইর ইবনে যুহাইর (রাঃ) আপন ভাই কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবি সুলমাকে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি এই কবিতাও লিখিয়াছিলেন—

مَنْ مُبَلِّغٌ كَعْبًا فَهَلْ لَكَ فِىْ الَّتِى ۝ تَلُوْمُ عَلَيْهَا بَاطِلًا وَ هِىَ اَحْزَمُ

إِلَى اللّٰهِ لَا الْعُزّٰى وَلَا اللَّاتِ وَحْدَهٗ ۝ فَتَنْجُوْا اِذَا كَانَ النَّجَاءُ وَ يَسْلَمُ

لَدٰى يَوْمٍ لَا يَنْجُوْ وَلَيْسَ بِمُفْلِتٍ ۝ مِنَ النَّارِ اِلَّا طَاهِرُ الْقَلْبِ مُسْلِمُ

فَدِيْنُ زُهَيْرٍ وَ هُوَلَا شَئٌ بَاطِلٌ ۝ وَدِيْنُ اَبِىْ سُلْمٰى عَلَىَّ مُحَرَّمُ

অর্থ ঃ কে আছে, আমার পক্ষ হইতে কা'বকে এই পয়গাম পৌছাইয়া দিবে যে, তুমি কি সেই দ্বীন গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইবে? যাহার সম্পর্কে তুমি অন্যায়ভাবে তিরস্কার করিতেছ, অথচ উহাই পরিপক্ক ও বিশ্বস্ত দ্বীন। তুমি যদি নাজাত পাইতে চাও তবে লাত ও ওয্যাকে ছাড়িয়া এক

আল্লাহর দিকে আস, নাজাত পাইয়া যাইবে এবং নিরাপদ থাকিবে। তুমি সেই দিন নাজাত লাভ করিবে যেদিন পাক দিল মুসলমান ব্যতীত আর কেহ আগুন হইতে নাজাত পাইবে না এবং বাঁচিতে পারিবে না। (আমাদের পিতা) যুহাইরের দ্বীন, কোন দ্বীনই নহে, আর (আমাদের দাদা) আবু সুলমার দ্বীন তো আমার জন্য হারাম। (হাকেম)

পারস্যবাসীদের প্রতি হযরত খালেদ (রাঃ)এর পত্র

হযরত আবু ওয়ায়েল (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) পারস্যবাসীদের নিকট ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়া এই পত্র লিখিলেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে রুস্তম, মেহরান ও পারস্যের সরদারগণের প্রতি, শান্তি বর্ষিত হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করিয়াছে। আম্মাবাদ, আমরা তোমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি। যদি তোমরা (ইসলাম গ্রহণ করিতে) অস্বীকার কর তবে বশ্যতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া প্রদান কর। অন্যথা আমার সহিত এমন এক কাওম রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর রাহে মৃত্যুবরণকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ পারস্যবাসীগণ শারাবকে ভালবাসে। শান্তি বর্ষিত হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসরণ করিয়াছে। (তাবারানী)

শা'বী (রহঃ) বলেন, বুন বুকাইলার লোকেরা মাদায়েনবাসীর নামে লিখিত হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর পত্র আমাকে পড়িতে দিয়াছিল। (পত্রটি নিম্নরূপ ছিল)

"খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে পারস্যসর্দারগণের প্রতি।

শান্তি বর্ষিত হউক তাহার প্রতি যে হেদায়াতের অনুসারী হইয়াছে। আম্মাবাদ, সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার জন্য যিনি তোমাদের

ঐক্যজোটকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন, তোমাদের রাজত্বকে ছিনাইয়া লইয়াছেন এবং তোমাদের সকল প্রচেষ্টাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছেন। আসল কথা এই যে, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায আদায় করিবে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করিবে এবং আমাদের জবাই করা পশুর গোশত খাইবে সে মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা যে সকল অধিকার লাভ করিয়াছি সেও সেই সকল অধিকার লাভ করিবে এবং আমাদের উপর যে সকল দায়িত্বভার রহিয়াছে তাহার উপরও সে সকল দায়িত্বভার আসিবে। অতঃপর, তোমাদের নিকট আমার এই পত্র পৌঁছিবার পর তোমরা আমার নিকট বন্ধকের জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিবে এবং তোমাদের (এই বন্ধকী জিনিসের) দায়িত্ব পালনে আমার প্রতি আস্থা রাখিবে। অন্যথা সেই পাক যাতের কসম যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, আমি তোমাদের প্রতি এমন বাহিনী প্রেরণ করিব যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ তোমরা জীবনকে ভালবাস।"

পারস্য সর্দারগণ (হযরত খালেদ (রাঃ)এর) এই পত্র পাঠ করিয়া অবাক হইয়া গেল। ইহা দ্বাদশ হিজরীর ঘটনা। (হাকেম)

অপর এক রেওয়ায়াতে শা'বী (রহঃ) বলেন, ইয়ামামার অধিবাসী যাবাযিবার পিতা আযাযিবার সহিত হুরমুযের রওয়ানা হইবার পূর্বে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) তাহার (অর্থাৎ হুরমুযের) নামে পত্র লিখিলেন। হুরমুয সে সময় সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। (পত্রটি নিম্নরূপ ছিল।)

"আম্মাবাদ, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে। অথবা নিজেকে ও নিজের কাওমকে যিম্মী মনে করিয়া জিজিয়া প্রদান করিবে বলিয়া স্বীকার কর। অন্যথা নিজেকে নিজে তিরস্কার করিও, কারণ আমি তোমাদের নিকট এমন বাহিনী লইয়া আসিয়াছি যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ তোমরা জীবনকে ভালবাস।"

ইবনে জারীর (রহঃ) অপর এক সনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) ইরাকের শষ্যশ্যামল দুইদিকের একদিক

অধিকার করিবার পর হীরা নিবাসী এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া তাহার হাতে পারস্যবাসীর নামে একটি পত্র দিলেন। পারস্য সম্রাট আরদশীরের মৃত্যুর কারণে সেসময় পারস্যবাসীগণ ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ঝাণ্ডার নীচে সমবেত হইয়া মাদায়েনে অবস্থান করিতেছিল। শুধু বাহমান জাযাওয়ায়কে তাহারা অগ্রবর্তী বাহিনীর দায়িত্ব দিয়া বুহরসীর শহরে মোতায়েন করিয়া রাখিয়াছিল। বাহমানের সহিত আযাযিবাহ ও এরূপ আরো অন্যান্য সর্দারগণও ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) সালুবা শহর হইতে অপর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনিলেন এবং এই দুই ব্যক্তির হাতে দুইখানা পত্র দিলেন। একটি বিশেষ সর্দারদের নামে ও অপরটি সাধারণ লোকদের নামে। পত্রবাহক দুইজনের একজন হীরানিবাসী ও অপরজন নাবাতী (অর্থাৎ ইরাকে বসবাসকারী বহিরাগত লোক) ছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) হীরানিবাসী পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, মুররাহ। (মুররাহ অর্থ তিক্ত) হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, এই পত্র লইয়া পারস্যবাসীর নিকট যাও। হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জীবনকে তিক্ত করিয়া দিবেন, আর না হয় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং (আল্লাহর দিকে) ফিরিবে। অতঃপর সালুবানিবাসী পত্রবাহককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? সে বলিল, হিযকীল। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, পত্র লও, (এবং এই দোয়া করিলেন,) আয় আল্লাহ, পারস্যবাসীদের প্রাণ বাহির করিয়া দিন।

ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, পত্র দুইটি নিম্নরূপ ছিল—

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে পারস্যের রাজাদের প্রতি, আম্মাবাদ, অতঃপর সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি তোমাদের সকল ব্যবস্থাপনাকে তছনছ করিয়া দিয়াছেন, তোমাদের সকল প্রচেষ্টাকে দুর্বল করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাদের জোটকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা যদি তোমাদের সহিত এমন না

করিতেন তবে তোমাদের জন্য তাহা বড় খারাপ হইত। অতএব তোমরা আমাদের দ্বীন গ্রহণ কর, আমরা তোমাদিগকে ও তোমাদের দেশকে ছাড়িয়া অন্যদের প্রতি অগ্রসর হইব। আর যদি স্বেচ্ছায় আমাদের দ্বীন গ্রহণ না কর তবে তোমরা এমন কাওমের হাতে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইবে যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ তোমরা জীবনকে ভালবাস।"

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

খালেদ ইবনে ওলীদের পক্ষ হইতে পারস্যের সরদারগণের প্রতি। আম্মাবাদ, ইসলাম গ্রহণ কর নিরাপদ থাকিবে। অন্যথা আমার অঙ্গীকার পালনের প্রতি আস্থা রাখিয়া জিজিয়া প্রদান কর। আর যদি ইসলাম গ্রহণ বা জিজিয়া প্রদান করিতে রাজী না হও তবে আমি তোমাদের নিকট এমন কাওম লইয়া আসিয়াছি যাহারা মৃত্যুকে এরূপ ভালবাসে যেরূপ তোমরা শরাব পান করিতে ভালবাস।"

নবী করীম (সাঃ)এর যুগে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান

মুসলিম ইবনে হারেস (রাঃ)এর দাওয়াত

মুসলিম ইবনে হারেস ইবনে মুসলিম তামীমী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা (হযরত হারেস (রাঃ)) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এক জামাত প্রেরণ করিলেন। আমরা যখন আক্রমনস্থলের নিকটবর্তী হইলাম তখন আমি আমার ঘোড়া দ্রুত ছুটাইয়া সঙ্গীদের আগে চলিয়া গেলাম। এলাকার লোকজন এলাকা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় নিরাপদ হইয়া যাইবে। তাহারা কলেমা পড়িল, ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীগণ আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহারা (এই কৌশলের কথা জানিতে পারিয়া) আমাকে তিরস্কার করিতে

লাগিল। তাহারা বলিল, আপনি আমাদিগকে হাতে পাওয়া গনীমতের মাল হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তারপর আমরা (মদীনায়) ফিরিয়া আসিলে আমার সঙ্গীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনা ব্যক্ত করিল। তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং আমার উক্ত কাজের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির বিনিময়ে তোমার জন্য এত এত সওয়াব লিখিয়া দিয়াছেন।

বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, আমি সেই সওয়াবের সংখ্যা ভুলিয়া গিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে একটি পরওয়ানা লিখিয়া দিতেছি এবং আমার পরে যাহারা মুসলমানদের ইমাম হইবেন তাহাদিগকে তোমার সম্পর্কে অসিয়ত লিখিয়া দিতেছি। অতএব তিনি পরওয়ানা লিখিলেন এবং উহাতে সীলমোহর লাগাইয়া আমাকে দিলেন। তারপর বলিলেন, ফজরের নামায শেষে কাহারো সহিত কথা বলিবার পূর্বে তুমি সাতবার এই দোয়া পড়িও—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমাকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করুন।

যদি সেইদিন তোমার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দোযখের আগুন হইতে মুক্ত বলিয়া লিখিয়া দিবেন। এমনিভাবে মাগরিবে নামায শেষে কাহারো সহিত কথা বলিবার পূর্বে তুমি সাতবার—

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

পড়িবে। যদি সেই রাত্রে তোমার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দোযখের আগুন হইতে মুক্ত বলিয়া লিখিয়া দিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমি সেই অসিয়তনামা লইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি সীলমোহর ভাঙ্গিয়া উহা পড়িলেন এবং (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসিয়ত অনুযায়ী) আমাকে (মালামাল) প্রদানের হুকুম দিলেন। তারপর পুনরায় তিনি উক্ত অসিয়ত নামার উপর সীলমোহর লাগাইয়া দিলেন। অতঃপর আমি উহা লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর (যুগে তাহার) নিকট আসিলে তিনি ঐরূপ করিলেন। অতঃপর আমি হযরত ওসমান (রাঃ)এর (যুগে তাহার) নিকট আসিলে তিনি একইরূপ করিলেন।

মুসলিম ইবনে হারেস বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফত আমলে হযরত হারেস (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইলে সেই অসিয়তনামা আমাদের নিকট রক্ষিত ছিল। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) খলীফা হইবার পর তিনি আমাদের এলাকার গভর্নরের নিকট এই মর্মে নির্দেশ পাঠাইলেন যে, মুসলিম ইবনে হারেস ইবনে মুসলিম তামীমীকে তাহার পিতার জন্য লিখিয়া দেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই অসিয়তনামা সহ আমার নিকট পাঠাও। অতএব সেই অসিয়তনামা সহ আমি তাহার নিকট গেলাম। তিনি উহা পড়িলেন এবং (অসিয়ত অনুযায়ী মালামাল প্রদান করিয়া) পুনরায় উহাতে মোহর লাগাইয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। (কানযুল উম্মাল)

হযরত কা'ব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

যুহরী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত কা'ব ইবনে ওমায়ের গিফারী (রাঃ)কে পনের জনের এক জামাতের সহিত প্রেরণ করেন। তাহারা সিরিয়ার যাতে আতলাহ্ নামক স্থানে পৌঁছিয়া সেখানে কাফেরদের এক বিরাট সংখ্যা দেখিতে পাইলেন। তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল না, বরং তাহারা তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। এই অবস্থা দেখিয়া সাহাবা (রাঃ) তাহাদের সহিত তুমুলভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং প্রায় সকলেই শাহাদাত বরণ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শুধু একজন

আহত অবস্থায় রাতের অন্ধকারে অতি কষ্টে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন (এবং সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে চাহিলেন কিন্তু সংবাদ পাইলেন যে, তাহারা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। অতএব সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন।

ইবনে আবি আওজা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাযা ওমরা হইতে ফিরিবার পর হযরত ইবনে আবি আওজা সুলামী (রাঃ)এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ারের একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। একজন গুপ্তচর কাওমকে যাইয়া এই সংবাদ দিল এবং তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিল। (তাহারা এই সংবাদ পাইয়া মুকাবিলার জন্য) বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করিল। হযরত ইবনে আবি আওজা (রাঃ) যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল। সাহাবা (রাঃ) তাহাদের এই প্রস্তুতি ও সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাহারা সাহাবা (রাঃ)দের কোন কথা শুনিল না এবং বলিল, তোমরা যে দ্বীনের দাওয়াত দিতেছ আমাদের উহার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া তাহারা (আক্রমণ আরম্ভ করিল এবং) তীর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিল এবং চারিদিক হইতে কাফেরদের সাহায্যে লোকজন আসিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা সাহাবা (রাঃ)দেরকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। সাহাবা (রাঃ) ও ঘোরতরভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। সাহাবা (রাঃ) প্রায় সকলেই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিলেন। হযরত ইবনে আবি আওজা (রাঃ) গুরুতরভাবে আহত হইলেন এবং অবশিষ্ট সঙ্গীদের লইয়া কোন রকমে অষ্টম হিজরীর সফরমাসের প্রথম তারিখে মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আমলে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান এবং আমীরদের প্রতি এই ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ নির্দেশ

সিরিয়ায় প্রেরিত সেনাপতিদের প্রতি নির্দেশ

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণকালে হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ান, হযরত আমর ইবনে আস ও হযরত শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)কে উহার আমীর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা সওয়ার হইয়া রওয়ানা হইলে হযরত আবু বকর (রাঃ)বিদায় জানাইবার উদ্দেশ্যে সৈন্যদলের আমীরদের সহিত পায়ে হাঁটিয়া সানিয়াতুল ওদা' পর্যন্ত আসিলেন। আমীরগণ বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা, আপনি পায়ে হাঁটিতেছেন আর আমরা আরোহন করিয়া চলিতেছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর রাস্তায় এই কয়েক কদম চলার দ্বারা সওয়াবের আশা করিতেছি। তারপর তিনি তাহাদিগকে নসীহত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাদিগকে অসিয়ত করিতেছি যে, আল্লাহকে ভয় করিবে। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর এবং যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহার দ্বীনের সাহায্য করিবেন। গনীমতের মালে খেয়ানত করিবে না, ওয়াদা ভঙ্গ করিবে না, ভীরুতার পরিচয় দিবে না, যমীনের বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করিবে না এবং যাহা হুকুম দেওয়া হয় তাহা অমান্য করিবে না। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় যখন শত্রু অর্থাৎ মুশরিকদের সম্মুখীন হইবে তখন তাহাদিগকে তিন জিনিসের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া লয় তবে তোমরা তাহা মানিয়া লইবে এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা হইতে বিরত থাকিবে।

(সর্বপ্রথম) তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া লয় তবে তোমরা তাহা মানিয়া যাইবে এবং যুদ্ধ হইতে

বিরত থাকিবে। অতঃপর তাহাদিগকে নিজেদের এলাকা ছাড়িয়া মুহাজিরীনদের এলাকায় স্থানান্তরিত হইবার আহবান জানাইবে। যদি তাহারা ইহাতে রাজী হয় তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, মুহাজিরগণ যে অধিকার লাভ করিয়াছেন তোমরাও সেই সকল অধিকার লাভ করিবে এবং যে সকল দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে তোমাদের উপরও তাহা অর্পিত হইবে। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণের পর মুহাজিরীনদের দেশের পরিবর্তে নিজেদের দেশে থাকাকে পছন্দ করে তবে তাহাদিগকে জানাইয়া দিবে যে, তাহারা গ্রামে বসবাসকারী মুসলমানদের ন্যায় হইবে এবং অন্যান্য মুমিনীনদের উপর আল্লাহ পাক যে ফরয হুকুম জারী করিয়াছেন তাহাদের উপরও তাহা জারী হইবে। মুসলমানদের সহিত জিহাদে শরীক না হইলে ফাই (অর্থাৎ বিনা যুদ্ধে হস্তগত মালসম্পদ) ও গনীমতের মালে তাহাদের কোন অংশ থাকিবে না। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদিগকে জিযিয়া প্রদানের আহবান জানাইবে। জিযিয়া প্রদান করিতে সম্মত হইলে তোমরা তাহা মানিয়া লইবে এবং যুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবে। আর যদি জিযিয়া প্রদান করিতে সম্মত না হয় তবে আল্লাহর নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিয়া যুদ্ধ করিবে ইনশাআল্লাহ। তবে (যুদ্ধ করিতে যাইয়া) কোন খেজুর গাছ নষ্ট করিবে না বা উহা জ্বালাইবে না। কোন জানোয়ারের পা বা কোন ফলদায়ক গাছ কাটিবে না। শত্রুর কোন উপাসনালয় ধ্বংস করিবে না। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের হত্যা করিবে না। তোমরা সেখানে এমন কিছু লোকেরও দেখা পাইবে যাহারা নিজেদেরকে (লোকসংশ্রব হইতে দূরে সরাইয়া) উপাসনালয়ের ভিতর আটক করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় ছাড়িয়া দিবে। অপর কিছু লোক এমনও দেখিবে যে, তাহারা আপন মাথার উপর শয়তানের বাসা বানাইয়া রাখিয়াছে। (অর্থাৎ সর্বদা শয়তানী কাজে লিপ্ত থাকে এবং মানুষকে গোমরাহ করিবার ফন্দি আঁটিতে থাকে।) এরূপ লোকের দেখা পাইলে তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দিবে, ইনশাআল্লাহ।

হযরত খালেদ (রাঃ)এর প্রতি নির্দেশ

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে আরব মোরতাদদের বিরুদ্ধে প্রেরণের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাহাকে এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিবে এবং তাহাদিগকে ইসলামের লাভ ও উহার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করিবে। অন্তরে তাহাদের হেদায়াত লাভের পূর্ণ আকাংখা রাখিবে। মোরতাদগণের মধ্য হইতে কালো–গোরা যে কেহ এই দাওয়াতকে গ্রহণ করিবে তাহার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হইবে। কারণ যুদ্ধ তো একমাত্র কাফেরকে ঈমানের উপর আনিবার জন্য করা হইয়া থাকে। যখন দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিল এবং সে তাহার ঈমানকে সত্য বলিয়া প্রমান করিল তখন তাহাকে ধরপাকড় করিবার আর কোন পথ থাকে না। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহার (ঈমানের) হিসাব গ্রহণ করিবেন। আর যে সকল মুরতাদ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করিবে না তাহাদের ব্যাপারে হযরত খালেদ (রাঃ)কে কতল করিয়া দিবার নির্দেশ দিলেন। (কান্‌য)

হীরাবাসীর প্রতি
হযরত খালেদ (রাঃ)এর দাওয়াত

সালেহ ইবনে কাইসান (রহঃ) বলেন, হযরত খালেদ (রাঃ) হীরায় উপনীত হইলে কাবীসা ইবনে ইয়াস ইবনে হাইয়াহ তায়ী সহ সেখানকার সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ শহরের বাহিরে হযরত খালেদ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া হাজির হইল। (পারস্য সম্রাট) কিসরা নোমান ইবনে মুনযিরের পর কাবীসাকে হীরার গভর্নর নিযুক্ত করিয়াছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) কাবীসা ও তাহার সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতেছি। যদি তোমরা এই দাওয়াত গ্রহণ কর তবে তোমরা মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে এবং তোমরা সেই সকল অধিকার লাভ করিবে যাহা মুসলমানগণ লাভ

করিয়াছে, আর তোমাদের উপর সেই সকল দায়িত্ব আসিবে যাহা মুসলমানদের উপর আসিয়াছে। তোমরা যদি (ইসলাম গ্রহণ করিতে) অস্বীকার কর তবে জিযিয়া প্রদান করিতে হইবে। যদি জিযিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার কর তবে আমি তোমাদের নিকট এমন বাহিনী লইয়া আসিয়াছি যাহাদের মৃতুবরণের আগ্রহ এই পার্থিব জীবনের প্রতি তোমাদের আগ্রহ অপেক্ষা অনেক বেশী। আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিব যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেন। কাবীসা বলিল, আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন নাই, বরং আমরা আমাদের ধর্মের উপর থাকিব এবং আপনাদিগকে জিযিয়া প্রদান করিব। অতএব হযরত খালেদ (রাঃ) নব্বই হাজার দেরহামের উপর তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন।

এই ঘটনা ইমাম বাইহাকী (রহঃ) ইবনে ইসহাক হইতে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদিগকে দাওয়াত দিতেছি যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর এবং কলেমায়ে শাহাদাত—

أَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

পাঠ কর, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং মুসলমানদের সকল বিধিবিধান স্বীকার করিয়া লও, ইহাতে তোমরা সেই সকল অধিকার লাভ করিবে যাহা মুসলমানগণ লাভ করিয়াছে এবং তোমাদের উপর সেই সকল দায়িত্ব আসিবে যাহা মুসলমানদের উপর আসিয়াছে। (তাহাদের মধ্য হইতে) হানী বলিল, আমি যদি এরূপ করিতে রাজী না হই তবে (কি হইবে)? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা ইহাতে রাজী না হও তবে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করিবে। হানী বলিল, আমরা যদি ইহাও অস্বীকার করি? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, যদি তোমরা ইহাতেও রাজী না হও তবে আমি তোমাদিগকে এমন এক বাহিনী দ্বারা পদদলিত করিব যাহাদের নিকট মৃত্যুবরণ তোমাদের নিকট জীবন ধারণ অপেক্ষা অধিক প্রিয়। হানী বলিল,

আমাদেরকে চিন্তা করিবার জন্য আজ রাত সময় দিন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, তোমাদিগকে সময় দিলাম। পরদিন সকাল বেলা হানী আসিয়া বলিল, আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, আমরা জিযিয়া প্রদান করিব। সুতরাং আসুন আমরা আপনার সহিত সন্ধি করি। অতঃপর বাকী ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে উভয়পক্ষের সৈন্য মুখামুখী হইলে হযরত আবু ওবায়দা ও হযরত ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) সামনে অগ্রসর হইলেন। উভয়ের সহিত হযরত যেরার ইবনে আযওয়ার, হযরত হারেস ইবনে হেশাম ও হযরত আবু জান্দাল ইবনে সুহাইল (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা উচ্চস্বরে বলিলেন, আমরা তোমাদের আমীরের সহিত কথা বলিতে চাই। তাহাদের আমীর তাযারুক রেশমী তাঁবুতে বসিয়াছিল। সে সাহাবা (রাঃ)দেরকে তাঁবুতে প্রবেশের অনুমতি দিল। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, রেশমী তাঁবুতে প্রবেশ করা আমাদের জন্য হালাল নহে। সে তাঁহাদের জন্য রেশমী বিছানা বিছাইয়া দিবার আদেশ করিল। তাহারা বলিলেন, আমরা উহাতেও বসিতে পারি না। অবশেষে সাহাবা (রাঃ) যেখানে পছন্দ করিলেন সে তাঁহাদের সহিত সেখানেই বসিল এবং উভয় পক্ষ সন্ধির উপর রাজী হইল। সাহাবা (রাঃ) তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত দিবার পর ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই সন্ধি শেষ পর্যন্ত টিকিল না, বরং যুদ্ধই করিতে হইল। (বিদায়াহ)

রুমী সর্দার জারাজাহকে দাওয়াত প্রদান ও তাহার ইসলাম গ্রহণ

ওয়াকেদী প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, (ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন) জারাজাহ নামক এক বড় সর্দার শত্রুর কাতার হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)কে ডাকিল। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহার নিকট আসিলেন এবং উভয়ে এত নিকটবর্তী হইলেন যে, তাহাদের উভয়ের ঘোড়ার ঘাড় পরস্পর মিলিত হইয়া গেল। জারাজাহ

বলিল, হে খালেদ, আমার প্রশ্নের জবাব দিবেন এবং সত্য বলিবেন, মিথ্যা বলিবেন না, কারণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে পারে না। আমাকে ধোকা দিবেন না, কারণ শরীফ ব্যক্তি তাহার প্রতি আস্থাবান লোককে কখনও ধোকা দিতে পারে না। আমি আল্লাহর নামে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা কি আপনাদের নবীর উপর আসমান হইতে এমন কোন তরবারী অবতীর্ণ করিয়াছেন যাহা তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন? আপনি সেই তরবারী যাহার বিরুদ্ধেই উত্তোলন করেন সেই পরাজিত হয়?

হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, না (এমন কোন তরবারী অবতীর্ণ করেন নাই)। জারাজাহ বলিল, তবে আপনাকে সাইফুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী) কেন বলা হয়? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, (আসল ব্যাপার হইল এই যে,) আল্লাহতায়ালা আমাদের নিকট তাঁহার নবী প্রেরণ করিলেন। তিনি আমাদিগকে দাওয়াত দিলেন, কিন্তু আমরা তাহাকে ঘৃণা করিলাম ও তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। অতঃপর আমাদের মধ্যেকার কিছুলোক তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাহার অনুসারী হইলেন, আর কিছুলোক তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিল ও দূরে সরিয়া থাকার উপর অটল রহিল। আমিও সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত রহিলাম যাহারা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া দূরে সরিয়াছিল। তারপর আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে আমাদের অন্তরও কপালের চুল ধরিয়া তাঁহার উসিলায় হেদায়াত দান করিলেন এবং আমরা তাহার হাতে বাইআত হইয়া গেলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, 'তুমি আল্লাহর তরবারী হইতে এক তরবারী যাহা তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে উত্তোলন করিয়াছেন' এবং তিনি আমার জন্য (আল্লাহর নিকট) সাহায্যের দোয়া করিয়াছেন। এই কারণে আমি সাইফুল্লাহ নামে অবিহিত হইয়াছি। মুশরিকদের জন্য মুসলমানদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা কঠোর।

জারাজাহ বলিল, হে খালেদ, আপনারা কিসের দাওয়াত প্রদান

করেন? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমরা এই দাওয়াত প্রদান করিতেছি যে, এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাহার রাসূল এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছেন উহা স্বীকার করিয়া লইবে। জারাজাহ বলিল, যদি আপনাদের এই দাওয়াত কেহ গ্রহণ না করে তবে কি হইবে? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, তবে সে জিযিয়া প্রদান করিবে এবং আমরা তাহার হেফাজত করিব। জারাজাহ জিজ্ঞাসা করিল, যদি জিযিয়া না দেয়? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করিব এবং তাহার সহিত যুদ্ধ করিব। জারাজাহ জিজ্ঞাসা করিল, যে ব্যক্তি আজ আপনাদের দাওয়াত গ্রহণ করিয়া এই দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণ করিবে আপনাদের নিকট তাহার মর্যাদা কিরূপ হইবে? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার ফরযকৃত হুকুমের বিষয়ে আমাদের সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের মর্যাদা একই সমান। জারাজাহ জিজ্ঞাসা করিল, আজ যে ব্যক্তি আপনাদের মধ্যে শামিল হইবে সেও কি আপনাদের মতই আজর ও সওয়াব পাইবে? হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, বরং সে তো আমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে। জারাজাহ বলিল, সে আজ ইসলাম গ্রহণ করিয়া আপনাদের সমান কিরূপে হইবে? আপনারা তো তাহার অনেক আগে মুসলমান হইয়াছেন।

হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমরা এমন সময় আমাদের নবীর হাতে বাইআত হইয়াছি যখন তিনি আমাদের মাঝে জীবিত ও বর্তমান ছিলেন। আসমান হইতে তাঁহার নিকট খবর আসিত। তিনি আমাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইতেন এবং মো'জেযা দেখাইতেন। আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহা যে কেহ দেখিবে এবং শুনিবে সে তো ইসলাম গ্রহণ করিবেই এবং বাইআত হইবেই। কিন্তু আমরা যে সকল কুদরতের আশ্চর্য বিষয় ও দলীল প্রমানাদি দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি

তোমরা তাহা দেখ নাই বা শুন নাই। অতএব তোমাদের যে কেহ খাঁটি দিলে এই দ্বীন গ্রহণ করিবে সে আমাদের অপেক্ষা উত্তম হইবে। জারাজাহ বলিল, খোদার কসম, আপনি আমাকে সত্যকথা বলিয়াছেন, কোনপ্রকার ধোকা দেন নাই। হযরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমি তোমার সহিত সত্য কথা বলিয়াছি এবং আল্লাহ্ সাক্ষী যে, আমি তোমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়াছি।

ইহা শুনামাত্র জারাজাহ (যুদ্ধ না করার ইঙ্গিত স্বরূপ) নিজের ঢাল উপুড় করিয়া হযরত খালেদ (রাঃ)এর সহিত মিলিয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন। হযরত খালেদ (রাঃ) তাহাকে লইয়া নিজ তাঁবুতে আসিলেন এবং মশক হইতে পানি ঢালিয়া তাহাকে গোসল করাইলেন। তারপর তাহাকে লইয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন। জারাজাহকে হযরত খালেদ (রাঃ)এর সহিত যাইতে দেখিয়া রোমকগণ মনে করিল যে, হযরত খালেদ (রাঃ) আমাদের সর্দারের সহিত ছল–চাতুরী করিতেছে। সুতরাং তাহারা আকস্মিকভাবে এরূপ প্রচণ্ড হামলা করিল যে, হযরত ইকরামা ইবনে আবি জাহল ও হযরত হারেস ইবনে হেশাম (রাঃ)এর নেতৃত্বাধীন মুহামিয়া নামক হেফাজতী দল ব্যতীত সমস্ত মুসলিম বাহিনীকে তাহাদের অবস্থান হইতে পিছু হঠাইয়া দিল। রোমক সৈন্যগণ মুসলিম বাহিনীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। হযরত খালেদ (রাঃ) ঘোড়ায় আরোহন করিলেন এবং জারাজাহ ও তাহার সঙ্গে রহিলেন। মুসলমানগণ একে অপরকে আহবান করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় সমবেত হইলেন। ইহাতে রোমক সৈন্যগণ পিছু হটিয়া তাহাদের নিজ অবস্থানে ফিরিয়া গেল। হযরত খালেদ (রাঃ) ধীরে ধীরে মুসলমানদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতে থাকিলেন। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে তরবারীর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। দ্বিপ্রহর হইতে মাগরিব পর্যন্ত হযরত খালেদ (রাঃ) ও জারাজাহ রুমীদের উপর অনবরত তরবারী চালাইতে থাকিলেন। মুসলমানগণ (যুদ্ধের প্রচণ্ডতার দরুন) যোহর ও আসর নামায ইশারায় আদায় করিলেন। যুদ্ধে জারাজাহ গুরুতর আহত

হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ)এর সহিত আদায়কৃত দুই রাকাত নামায ব্যতীত তিনি আর কোন নামায আদায় করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার উপর রহমত বর্ষণ করুন। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত খালেদ (রাঃ) লোকদের মধ্যে খোতবা দিলেন এবং তাহাদিগকে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) আরব দেশ ছাড়িয়া অনারব দেশে যাইতে উৎসাহিত করিতে যাইয়া বলিলেন, তোমরা এই অনারব দেশে আহার্য সামগ্রীর প্রাচুর্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেছ না? খোদার কসম, যদি আমাদের উপর আল্লাহর পথে জেহাদ করা ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার গুরুদায়িত্ব না থাকিত, শুধু জীবিকা নির্বাহই একমাত্র উদ্দেশ্য হইত তবুও আমার মতে আমাদের যুদ্ধ করিয়া এই শস্য শ্যামল স্থান দখল করিয়া লওয়া উচিত। তোমরা যে জেহাদের উদ্দেশ্যে আসিয়াছ উহা ছাড়িয়া যাহারা (নিজ ঘরে) বসিয়া রহিয়াছে ক্ষুধা ও অভাব তাহাদের ঘাড়েই চাপিয়া থাক।

হযরত ওমর (রাঃ)এর আমলে সাহাবা (রাঃ)দের যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান এবং আমীরদের প্রতি এই ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ নির্দেশ

ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আমি তোমার নিকট পূর্বেও লিখিয়াছি যে, লোকদেরকে তিনদিন যাবত ইসলামের দাওয়াত দিবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইবে সে মুসলমানদের একজন বলিয়া গণ্য হইবে। অপরাপর মুসলমানদের ন্যায় সেও সকল অধিকার লাভ করিবে এবং ইসলামে তাহার অংশ থাকিবে। (অর্থাৎ গনীমতের মালে সেও অংশীদার হইবে।) আর যে ব্যক্তি যুদ্ধের পর অথবা পরাজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহার মাল–সম্পদ মুসলমানদের জন্য গনীমত হিসাবে গণ্য হইবে। কারণ মুসলমানগণ তাহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই

তাহার মাল–সম্পদের উপর কব্জা করিয়াছে। তোমার প্রতি আমার ইহাই নির্দেশ এবং এই উদ্দেশ্যেই তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। (কান্‌য)

হযরত সালমান (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এক মুসলিম বাহিনীর আমীর ছিলেন। তাহারা পারস্য সাম্রাজ্যের একটি দূর্গ অবরোধ করিলেন। মুসলমানগণ হযরত সালমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ! আমরা তাহাদের উপর হামলা করিব কি? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, আমাকে একটু সময় দাও, আমি তাহাদিগকে সেরূপ দাওয়াত প্রদান করিব যেরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতে শুনিয়াছি। তারপর হযরত সালমান (রাঃ) সেই দূর্গবাসীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদেরই ন্যায় একজন পারস্যের লোক। তোমরা নিজেরাই দেখিতেছ যে, আরবের লোকেরা আমাকে কিরূপ মান্য করিতেছে। যদি তোমরা মুসলমান হইয়া যাও তবে আমাদের ন্যায় তোমরাও সকল অধিকার লাভ করিবে এবং আমাদের উপর যে সকল দায়িত্বভার ন্যস্ত হইয়াছে তোমাদের উপরও তাহা হইবে। আর যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার কর এবং নিজেদের ধর্মের উপর থাকিতে চাও তবে আমরা তোমাদিগকে নিজ ধর্মের উপর থাকিতে দিব ; কিন্তু নত হইয়া নিজ হাতে আমাদিগকে জিযিয়া প্রদান করিবে। হযরত সালমান (রাঃ) তাহাদিগকে ফারসী ভাষায় বলিলেন যে, (এই জিযিয়া প্রদানের দ্বারা তোমরা নিরাপত্তা লাভ করিবে বটে, কিন্তু) কোনরূপ সম্মানের যোগ্য থাকিবে না। আর যদি তোমরা জিযিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার কর তবে আমরা তোমাদের সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হইব।'

তাহারা বলিল, আমরা ঈমানও গ্রহণ করিব না, জিযিয়াও প্রদান করিব না, আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব। মুসলমানগণ হযরত সালমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে আবু আব্দিল্লাহ, আমরা তাহাদের উপর

হামলা করিব কি? হযরত সালমান (রাঃ) বলিলেন, না। অতঃপর তিনি দূর্গবাসীকে একইভাবে তিন দিন দাওয়াত দিলেন। তারপর বলিলেন, তোমরা হামলা কর। অতএব মুসলমানগণ হামলা করিলেন এবং উক্ত দূর্গ জয় করিয়া লইলেন। (আবু নুআঈম)

আবুল বাখতারী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সালমান (রাঃ) মুসলমানদের অগ্রগামী দলের নায়ক ছিলেন। পারস্যবাসীকে দাওয়াত দিবার জন্য মুসলমানগণ তাহাকেই মনোনীত করিয়াছিলেন। বর্ণনাকারী আতিয়া (রহঃ) বলেন, বাহরশীর শহরের লোকদের দাওয়াত দিবার জন্য মুসলমানগণ হযরত সালমান (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং (পারস্যরাজের মহল) কাসরে আবিয়ায বিজয়ের দিনও তাহারা তাহাকেই আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে তিন দিন যাবৎ দাওয়াত দিয়াছিলেন।

হযরত নো'মান (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের দাওয়াত প্রদান

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) রুস্তমকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন, ফুরাত ইবনে হাইয়ান, হানযালা ইবনে রাবী' তামীমী, উতারিদ ইবনে হাজেব, আশআস ইবনে কায়েস, মুগীরা ইবনে শো'বা ও আমর ইবনে মা'দি কারাব (রাঃ) সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এক জামাত প্রেরণ করিলেন। রুস্তম তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কেন আসিয়াছ? তাহারা বলিলেন, 'আমরা আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার কারণে আসিয়াছি। তিনি আমাদের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, আমরা তোমাদের দেশ দখল করিব, তোমাদের স্ত্রী পুত্রদের বন্দী করিব এবং তোমাদের ধনসম্পদ কব্জা করিব। আমরা আল্লাহ তায়ালার এই ওয়াদাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।'

রুস্তম ইতিপূর্বে স্বপ্নে দেখিয়াছিল যে, আসমান হইতে একজন ফেরেশতা নামিয়া আসিলেন এবং পারস্যের সকল অস্ত্রের উপর

সিলমোহর মারিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে সোপর্দ করিলেন এবং তিনি তাহা হযরত ওমর (রাঃ)কে প্রদান করিলেন।

সাইফ (রহঃ) নিজ উস্তাদগণ হইতে বর্ণনা করেন যে, উভয় বাহিনী মুখামুখী হইবার পর রুস্তম হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট এমন একজন বিচক্ষণ লোক চাহিয়া পাঠাইল যিনি তাহার সকল প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন। অতএব তিনি হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে রুস্তমের নিকট প্রেরণ করিলেন।

হযরত মুগীরা (রাঃ) রুস্তমের নিকট পৌঁছিবার পর রুস্তম তাহাকে বলিতে লাগিল যে, আপনারা আমাদের প্রতিবেশী। এযাবৎ আমরা আপনাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং আপনাদিগকে কখনও কোন কষ্ট দেই নাই। অতএব আপনারা নিজের দেশে ফিরিয়া যান এবং আগামীতে আমাদের দেশে আসিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতে চাহিলে আমরা বাধা দিব না।

হযরত মুগীরা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, দুনিয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে, আমাদের একমাত্র চিন্তা ও উদ্দেশ্য আখেরাত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, "আমি (আপনার সাহাবীদের) এই জামাতকে সেই সকল লোকদের উপর প্রবল করিয়া দিয়াছি যাহারা আমার দ্বীন গ্রহণ করিবে না। আমি এই জামাতের দ্বারা তাহাদের (বে-দ্বীনদের) নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব এবং যতদিন ইহারা (অর্থাৎ আপনার সাহাবীরা) আমার দ্বীনকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে থাকিবে ততদিন আমি তাহাদিগকে বিজয় দান করিতে থাকিব। ইহাই সত্য দ্বীন। যে এই দ্বীন হইতে মুখ ফিরাইবে সে লাঞ্ছিত হইবে এবং যে উহাকে মজবুত করিয়া ধরিবে সে সম্মানিত হইবে।"

রুস্তম জিজ্ঞাসা করিল সেই দ্বীন কী? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, দ্বীনের সেই স্তম্ভ যাহা ব্যতীত কোন কাজই শুদ্ধ হয় না তাহা হইল এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে যাহা কিছু আনিয়াছেন উহাকে স্বীকার করা। রুস্তম বলিল, ইহা ত খুবই সুন্দর কথা! ইহা ব্যতীত আর কি আছে? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর বান্দাদিগকে বান্দার বন্দেগী হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করা। রুস্তম বলিল, অতি উত্তম কথা, আর কি আছে? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, সকল মানুষ (হযরত) আদম (আলাইহিস সালাম)এর সন্তান, সুতরাং তাহারা একই পিতামাতার ঘরের সহোদর ভাই। রুস্তম বলিল, ইহাও অতি উত্তম, আচ্ছা, আমরা যদি আপনাদের দ্বীন গ্রহণ করি তবে কি আপনারা আমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাইবেন? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, খোদার কসম, তারপর আমরা ব্যবসা বা কোন প্রয়োজন ব্যতীত তোমাদের দেশের কাছেও আসিব না। রুস্তম বলিল, ইহাও অতি উত্তম কথা।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত মুগীরা (রাঃ) রুস্তমের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলে রুস্তম তাহার কাওমের সর্দারদের সহিত ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করিল। কিন্তু তাহারা অপছন্দ করিল এবং ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করেন এবং লাঞ্ছিত করেন। আর আল্লাহ তায়ালা করিয়াছেনও।

বর্ণনাকারীগণ বলেন, রুস্তমের আহবানে হযরত সা'দ (রাঃ) দ্বিতীয়বার হযরত রিবঈ ইবনে আমের (রাঃ)কে প্রেরণ করিলেন। তিনি রুস্তমের দরবারে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাহারা রুস্তমের দরবারকে স্বর্ণখচিত উপাধান, রেশমী গালিচা ও মূল্যবান মনিমুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। রুস্তমের মাথায় মুকুট ও বহু মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় সে স্বর্ণের সিংহাসনে বসিয়াছিল। হযরত রিবঈ (রাঃ)এর পরিধানে ছিল মোটা কাপড়, আর সঙ্গে ছিল ঢাল ও তরবারী। তিনি একটি ছোট ঘোটকীর পিঠে সওয়ার হইয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন

এবং গালিচার কিছু অংশ মাড়াইয়া ঘোটকীসহ উপরে উঠিয়া গেলেন। তারপর নামিয়া উহাকে স্বর্ণখচিত একটি উপাধানের সহিত বাঁধিলেন এবং অস্ত্র ও বর্মে সজ্জিত মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় অগ্রসর হইলেন। প্রহরীরা বলিল, অস্ত্র খুলিয়া রাখুন। তিনি বলিলেন, আমি নিজ ইচ্ছায় তোমাদের নিকট আসি নাই। তোমরা আমাকে ডাকিয়া আনিয়াছ। এখন তোমরা যদি আমাকে এইভাবে সামনে যাইতে দাও তবে যাইব। অন্যথা আমি ফিরিয়া চলিয়া যাইব। রুস্তম বলিল, তাহাকে এইভাবেই আসিতে দাও। অতএব হযরত রিবঈ (রাঃ) গালিচার উপর বর্শার মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া রুস্তমের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং বর্শার আঘাতে গালিচার অধিকাংশই ছিদ্র করিয়া দিলেন।

দরবারের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা এখানে কেন আসিয়াছেন? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহু তায়ালা আমাদিগকে এইজন্য পাঠাইয়াছেন যেন তিনি যাহাকে চাহিবেন আমরা তাহাকে বান্দাদের বন্দেগী হইতে মুক্ত করিয়া আল্লাহর বন্দেগীতে নিয়োজিত করি এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা হইতে উহার প্রশস্ততার দিকে ও সকল ধর্মের অন্যায়–অত্যাচার হইতে ইসলামের ইনসাফের দিকে মুক্ত করিয়া আনি। তিনি আমাদিগকে তাঁহার দ্বীন সহকারে আপন মাখলুকের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যেন আমরা তাহাদিগকে সেই দ্বীনের প্রতি আহবান জানাই। যে উহা গ্রহণ করিবে আমরা তাহা মানিয়া লইব এবং আমরা ফিরিয়া চলিয়া যাইব। আর যে অস্বীকার করিবে আমরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিব যতক্ষণ না আমাদের সহিত আল্লাহ তায়ালার কৃত ওয়াদা পূরণ হয়। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ তায়ালার কৃত ওয়াদা কী? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া যে মৃত্যুবরণ করিবে তাহার জন্য বেহেশত, আর যে বাঁচিয়া থাকিবে তাহার জন্য বিজয় ও সফলতা। রুস্তম বলিল, আমি আপনাদের কথা শুনিয়াছি। আপনারা কি কিছু সময় দিতে রাজী আছেন, যাহাতে আমরা একটু চিন্তা করিতে

পারি? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তোমরা কতদিন সময় চাও—একদিন কিংবা দুই দিন? রুস্তম বলিল, না, বরং এই পরিমাণ সময় চাই যাহাতে আমরা আমাদের নেতৃস্থানীয় ও কাওমের সর্দারদের সহিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে পরামর্শ করিতে পারি। হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন যে, শত্রুর মুখামুখী হইবার পর আমরা যেন তাহাদিগকে তিন দিনের অধিক সময় প্রদান না করি। অতএব (তিন দিনের সময় দিলাম, উক্ত সময়ের মধ্যে) তুমি নিজের ও নিজের কাওমের ব্যাপারে চিন্তা করিয়া দেখ এবং সময় শেষ হইবার পর তিন কথার যে কোন একটি গ্রহণ কর। রুস্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি মুসলমানদের সর্দার? হযরত রিবঈ (রাঃ) বলিলেন, না, তবে মুসলমানগণ সকলেই এক শরীরের ন্যায় (অবিচ্ছেদ্য), তাহাদের সাধারণ ব্যক্তি যদি কাহাকেও আশ্রয় প্রদান করে তবে আমীরও তাহা মানিতে বাধ্য থাকে। (অতঃপর হযরত রিবঈ (রাঃ) সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।) রুস্তম তাহার কাওমের সর্দারগণকে সমবেত করিয়া বলিল, তোমরা কি এই ব্যক্তি অপেক্ষা আর কাহাকেও কখনও এরূপ অকাট্য ও উচ্চমানের কথা বলিতে দেখিয়াছ? সর্দারগণ বলিল, আল্লাহর পানাহ! আপনি না আবার এই ব্যক্তির কোন বিষয়ের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়েন এবং নিজের ধর্ম ছাড়িয়া (নাউযুবিল্লাহ) এই কুকুরের দ্বীনকে গ্রহণ করিয়া বসেন। আপনি কি তাহার (ময়লা ও ছিন্ন) পোশাকের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই? রুস্তম বলিল, তোমাদের নাশ হউক! পোশাকের প্রতি লক্ষ্য করিও না বরং বুদ্ধিমত্তা, কথাবার্তা ও চরিত্র মাধুর্যের প্রতি লক্ষ্য কর। আরবগণ পোশাক–পরিচ্ছদ ও খাওয়া–দাওয়ার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু তাহারা বংশীয় গুণাবলী ও মর্যাদাকে যথাযথ রক্ষা করে।

দ্বিতীয় দিন পুনরায় তাহাদের আমন্ত্রণে হযরত হোযাইফা ইবনে মিহসান (রাঃ)কে পাঠানো হইল। তিনি হযরত রিবঈ (রাঃ)এর অনুরূপ কথা বলিলেন। তৃতীয় দিন হযরত মুগীরা ইবনে শো’বা (রাঃ) গেলেন।

তিনি অতি উত্তমরূপে বিস্তারিত কথা বলিলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে রুস্তম হযরত মুগীরা (রাঃ)কে বলিল, আমাদের দেশে তোমাদের প্রবেশের উদাহরণ সেই মাছির ন্যায় যে মধু দেখিয়া বলিল, কে আছে আমাকে এই মধুর নিকট পৌঁছাইয়া দিবে? তাহাকে দুই দেরহাম দিব। তারপর যখন মধুর ভিতর পড়িয়া ডুবিতে লাগিল তখন সে মুক্তির উপায় খুঁজিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মুক্তির কোন উপায় না পাইয়া বলিতে লাগিল, কে আছে আমাকে মুক্ত করিবে? তাহাকে চার দেরহাম দিব।

আর তোমাদের উদাহরণ সেই দুর্বল শৃগালের ন্যায় যে দেয়ালের ছোট্ট ছিদ্র দিয়া আঙ্গুর বাগানে ঢুকিয়া পড়িল। বাগানের মালিক যখন উহার দুর্বল ও শীর্ণদেহ দেখিল তখন দয়া পরবশ হইয়া উহাকে কিছুই বলিল না। তারপর (আঙ্গুর খাইয়া) মোটাতাজা হইয়া যখন বাগানের বেশ ক্ষতি সাধন করিল তখন মালিক উহাকে মারিবার জন্য লাঠি ও তাহার গোলামদের লইয়া আসিল। শৃগাল সেই ছিদ্রপথে পলায়ন করিতে চাহিল, কিন্তু (ছিদ্র অনুপাতে) উহার শরীর মোটা হওয়ার দরুন পলায়ন করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং মালিক উহাকে পিটাইয়া মারিয়া ফেলিল। তোমাদিগকেও এইভাবে আমাদের দেশ হইতে বহিস্কার করা হইবে। অতঃপর রুস্তম অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া সূর্যের নামে শপথ করিয়া বলিল, আগামীকাল তোমাদিগকে কতল করিব। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, তুমি আগামীকাল বুঝিতে পারিবে। তারপর রুস্তম হযরত মুগীরা (রাঃ)কে বলিল, আমি তোমাদের জন্য এক এক জোড়া কাপড় ও তোমাদের আমীরের জন্য এক হাজার দীনার, এক জোড়া কাপড় ও একটি সওয়ারী দিবার নির্দেশ দিয়াছি। (এইগুলি লইয়া যাও এবং) আমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাও। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, এমন কথা তুমি এখন বলিতেছ? অথচ এ যাবৎ আমরা তোমাদের রাজত্বকে দুর্বল করিয়া দিয়াছি, তোমাদের ইজ্জত খতম করিয়া দিয়াছি এবং দীর্ঘ দিন হইয়াছে আমরা তোমাদের দেশে আসিয়াছি। আমরা তোমাদিগকে অধীন করিয়া জিযিয়া উসুল করিব, বরং অতিসত্বর তোমরা

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের গোলাম হইবে। হযরত মুগীরা (রাঃ)এর এই বক্তব্য শুনিয়া রুস্তম ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল।

কিসরার নিকট সাহাবা (রাঃ)দের জামাত প্রেরণ

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) (মুসলিম বাহিনী লইয়া) কাদেসিয়া নামক স্থানে আসিয়া অবস্থান গ্রহণ করিলেন। আমরা সংখ্যায় কত ছিলাম তাহা আমার সঠিক জানা নাই, তবে মনে হয় সাত অথবা আট হাজারের বেশী হইবে না। মুশরিকদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার ছিল। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তাহাদের সংখ্যা আশি হাজার ছিল। অপর এক রেওয়ায়াত অনুযায়ী রুস্তমের সঙ্গে একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্য ছিল এবং আরো আশি হাজার তাহাদের পিছনে আসিতেছিল। রুস্তমের সঙ্গে তেত্রিশটি হাতী ছিল। তন্মধ্যে সবার বড় ও সর্বাগ্রে রাজা সাবূরের সাদাবর্ণের একটি হাতী ছিল। সমস্ত হাতী উহার অনুগত ছিল।

রুস্তমের সৈন্যগণ (আমাদিগকে) বলিল, তোমাদের তো কোন শক্তি নাই, সামর্থ্য নাই এবং তোমাদের নিকট কোন অস্ত্রও নাই। তোমরা এখানে কেন আসিয়াছ? যাও, চলিয়া যাও। আমরা বলিলাম, আমরা ফিরিয়া যাইবার লোক নহি। তাহারা আমাদের তীর দেখিয়া হাসিতেছিল এবং (নিজেদের ভাষায়) দূক্–দূক্ বলিয়া আমাদের তীরগুলিকে চরকার তকলির সহিত তুলনা করিতেছিল।

আমরা যখন ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিলাম তখন তাহারা বলিল, তোমাদের মধ্যেকার একজন বুদ্ধিমান লোক আমাদের নিকট পাঠাও, যে তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য খুলিয়া বলিতে পারে। হযরত মুগীরা (রাঃ) ইবনে শো'বা (রাঃ) বলিলেন, আমি (তাহাদের নিকট যাইব)। অতএব তিনি নদী পার হইয়া তাহাদের নিকট গেলেন এবং রুস্তমের সহিত সিংহাসনের উপর যাইয়া বসিলেন। (ইহা দেখিয়া) দরবারের লোকেরা রাগে গরগর করিয়া উঠিল এবং চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, এই আসনে বসার দ্বারা আমার কোন মর্যাদা বৃদ্ধি পায় নাই এবং তোমাদের সর্দারের মর্যাদা কমিয়া যায় নাই। রুস্তম বলিল, তুমি ঠিক বলিয়াছ। তোমরা কেন আসিয়াছ? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, আমরা এক দুর্দশাগ্রস্ত ও পথহারা কাওম ছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন নবী প্রেরণ করিয়াছেন। সেই নবী দ্বারা তিনি আমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন এবং তাঁহার মাধ্যমে আমাদিগকে বহু রিযিক দান করিয়াছেন। (তারপর হযরত মুগীরা (রাঃ) উপহাস করিয়া বলিলেন) তাহার দেওয়া রিযিকের মধ্যে সেই দানাও রহিয়াছে যাহা এই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা যখন সেই দানা খাইলাম এবং আমাদের পরিবারস্থ লোকদিগকে খাওয়াইলাম তখন তাহারা বলিল, এখন আর আমাদের এই দানা ব্যতীত চলিবে না, সুতরাং আমাদেরকে সেই দেশে লইয়া চল, যেন আমরা উহা খাইতে পাই।

রুস্তম বলিল, তবে তো আমরা তোমাদিগকে অবশ্যই কতল করিব। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমাদিগকে কতল করিলে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করিব, আর যদি আমরা তোমাদিগকে কতল করি তবে তোমরা দোযখে যাইবে। তোমরা (যদি ইসলাম গ্রহণ না কর তবে যুদ্ধ না করিয়া) বরং জিযিয়া প্রদান কর। বর্ণনাকারী বলেন, জিযিয়া প্রদানের কথা শুনিয়া তাহারা রাগে গরগর করিয়া উঠিল এবং চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল যে, তোমাদের সহিত আমাদের কোন আপোষ নাই। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, (যুদ্ধের জন্য) তোমরা নদী পার হইয়া আমাদের নিকট আসিবে, না আমরা পার হইয়া আসিব? রুস্তম বলিল, বরং আমরাই নদী পার হইয়া তোমাদের নিকট আসিব। অতএব রুস্তমের সৈন্যদের পার হইবার জন্য মুসলমানগণ পিছনে হটিয়া গেলেন। তাহাদের পার হইবার পর মুসলমানগণ হামলা করিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিলেন। (বিদায়াহ)

হাকেম কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে হযরত মুআবিয়া ইবনে কুররা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাদেসিয়ার যুদ্ধের দিন হযরত মুগীরা ইবনে

শো'বা (রাঃ)কে পারস্য সেনাপতির নিকট প্রেরণ করা হইলে তিনি বলিলেন, আমার সহিত আরো দশজনকে দাও। সুতরাং আরো দশজনকে তাঁহার সঙ্গে দেওয়া হইল। হযরত মুগীরা (রাঃ) নিজের পোশাক পরিধান করিলেন এবং ঢাল লইয়া রওয়ানা হইলেন। সেনাপতি রুস্তমের নিকট পৌঁছিয়া তিনি (সঙ্গীদিগকে) বলিলেন, আমার জন্য ঢাল বিছাইয়া দাও। (ঢাল বিছাইয়া দেওয়া হইলে) তিনি উহার উপর বসিলেন। সেই মোটা তাজা পারস্য কাফের বলিল, হে আরববাসী, তোমাদের এখানে আগমনের কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমরা নিজের দেশে পেট ভরিয়া খাইতে পাওনা বলিয়া এখানে আসিয়াছ। তোমাদের যত খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন আমরা তোমাদিগকে দিব। তোমরা তাহা লইয়া যাও। আমরা অগ্নিউপাসক জাতি। তোমাদের কতল করা ভাল মনে করি না ; কারণ (তোমাদিগকে কতল করিলে) আমাদের জমিন অপবিত্র হইয়া যাইবে। হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমরা এই উদ্দেশ্যে আসি নাই। বরং আমরা পাথর ও মূর্তিপূজা করিতাম। কোন সুন্দর পাথর পাইলে পূর্বের পাথর ফেলিয়া দিয়া নতুন পাথরের পূজা আরম্ভ করিতাম। আমরা রব্বকে চিনিতাম না। এমন সময় আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট আমাদের মধ্য হইতে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন। আমরা তাহার অনুসরণ করিয়াছি। আমরা খাদ্যশস্যের জন্য আসি নাই। যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে এরূপ শত্রুদের সহিত আমাদিগকে যুদ্ধ করিবার আদেশ করা হইয়াছে। আমরা খাদ্যদ্রব্যের জন্য আসি নাই, বরং আমরা তো তোমাদের যুদ্ধোপযোগী যুবকদের কতল করিতে ও তোমাদের সন্তানদের বন্দী করিতে আসিয়াছি। অবশ্য তুমি যে খাওয়া দাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছ, (তাহা একেবারে অসঙ্গত নহে।) আমার জীবনের কসম, বাস্তবিকই আমরা এত পরিমাণ খাদ্য পাই না যাহাতে আমাদের পেট ভরে, অনেক সময় এই পরিমাণ পানিও আমরা পাই না যাহাতে আমাদের পিপাসা নিবারণ হয়। আমরা

এই দেশে আসিয়া প্রচুর খানা–পিনা পাইয়াছি। খোদার কসম, আমরা এই এলাকা ছাড়িয়া যাইব না। এই দেশ হয় আমাদের দখলে আসিবে, আর না হয় তোমাদের দখলে থাকিবে। পারস্য কাফের ফারসী ভাষায় বলিল, লোকটি ঠিক কথাই বলিয়াছে। তারপর হযরত মুগীরা (রাঃ)কে সম্বোধন করিয়া বলিল, তোমার তো আগামীকাল চোখ ফুঁড়িয়া দেওয়া হইবে। পরদিন সত্য সত্যই হযরত মুগীরা (রাঃ)এর চোখে এক অজ্ঞাত তীর বিদ্ধ হইল এবং উহা নষ্ট হইয়া গেল।

সাইফ (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) যুদ্ধের পূর্বে তাঁহার সঙ্গীদের এক জামাত আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিবার উদ্দেশ্যে কিসরার নিকট প্রেরণ করিলেন। প্রতিনিধিদল কিসরার দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইল। শহরের লোকজন তাহাদের বেশভুষা দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল। তাহাদের কাঁধে চাদর, হাতে চাবুক ও পায়ে চপ্পল ছিল। তাহাদের দুর্বল ঘোড়াগুলি জমিনের উপর নড়বড়ে পায়ে চলিতেছিল। শহরের লোকেরা তাহাদের এই জীর্ণশীর্ণ অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছিল যে, সৈন্যসংখ্যায় ও যুদ্ধ সরঞ্জামে তাহারা অধিক হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের লোকেরা তাহাদের সৈন্যদের উপর কিরূপে জয়লাভ করে!

প্রতিনিধিদল সম্রাট ইয়াযদাজুরদ্ এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইল। সম্রাট অত্যন্ত অহঙ্কারী ও বেআদব প্রকৃতির ছিল। সে প্রতিনিধিদলকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া তাহাদের পোশাকাদি—চাদর, চপ্পল ও চাবুকের নাম জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিনিধিদল কোন নাম বলিলে সে উহাকে নিজের জন্য শুভলক্ষণ মনে করিতে লাগিল ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহার এই সকল শুভলক্ষণকে বিপরীত করিয়া তাহার মাথায় মারিলেন। তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এই দেশে কেন আসিয়াছ? আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখিয়া তোমরা মনে করিয়াছ, আমরা দুর্বল হইয়া গিয়াছি? আর এইজন্যই তোমরা (আমাদের উপর হামলা করিবার) দুঃসাহস করিয়াছ।

হযরত নো'মান ইবনে মুকাররিন (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে কল্যাণের পথ দেখাইয়াছেন এবং ভাল কাজের আদেশ করিয়াছেন, মন্দ কাজ সম্পর্কে অবহিত করিয়া উহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহার কথা মানিয়া চলিলে আমাদিগকে দুনিয়া আখেরাতের সকল কল্যাণ দান করিবেন বলিয়া আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি যে গোত্রকেই দাওয়াত দিলেন তাহারা দুইদলে বিভক্ত হইয়া গেল। একদল তাঁহার নিকটবর্তী হইল ও অপরদল দূরে সরিয়া গেল। শুধু বিশেষ বিশেষ লোকেরাই তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করিল। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় এইরূপে কিছুদিন কাটিবার পর বিরুদ্ধাচারী আরবদের বিরুদ্ধে তাহাকে যুদ্ধাভিযানের আদেশ করা হইল। সর্বপ্রথম আরবদের সহিত মুকাবিলার হুকুম দেওয়া হইল। (তারপর অন্যান্যদের সহিত) তিনি আদেশ মোতাবেক কাজ করিলেন। ফলে সমগ্র আরব তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করিল। কেহ প্রথমে বাধ্য হইয়া দ্বীন গ্রহণ করিল, কিন্তু পরে সে সন্তুষ্ট হইয়া গেল। আবার কেহ প্রথমেই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহন করিল এবং পরবর্তীতে তাহার সন্তুষ্টি প্রতিনিয়ত বর্ধিত হইতে থাকিল। আমরা সকলে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, আমরা পূর্বে যে পরস্পর শত্রুতা ও সংকীর্ণতার ভিতর জীবন যাপন করিতেছিলাম তাহা অপেক্ষা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত এই দ্বীন বহুগুণে উত্তম। তিনি আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যেন আমরা আমাদের আশেপাশের কওমগুলিকে ন্যায় ও ইনসাফের প্রতি দাওয়াত প্রদান করি। অতএব আমরা তোমাদিগকে আমাদের দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতেছি। ইসলাম প্রত্যেক ভাল কাজকে ভাল ও প্রত্যেক মন্দকাজকে মন্দ বলে। যদি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার কর তবে দুই মন্দের সহজটা গ্রহণ কর, অর্থাৎ জিযিয়া প্রদান কর। আর যদি ইহাতেও অস্বীকার কর তবে যুদ্ধ। যদি তোমরা আমাদের দ্বীন গ্রহণ করিয়া লও তবে আমরা তোমাদের মাঝে আল্লাহর

কিতাব রাখিয়া যাইব এবং তোমাদিগকে উহার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইব যেন তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা কর। অতঃপর আমরা তোমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাইব, আর তোমরা তোমাদের দেশ লইয়া থাকিবে। আর যদি তোমরা জিযিয়া প্রদান কর তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিব এবং তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব। অন্যথা আমরা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ইযদাজুরদ কথা বলিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, পৃথিবীর বুকে তোমাদের ন্যায় হতভাগা, সংখ্যালঘু ও পরস্পর দ্বন্দ্ব–সংঘাতে লিপ্ত আর কোন জাতি আছে বলিয়া আমার জানা নাই। আমরা তো তোমাদের ব্যাপারে আশেপাশের গ্রামগুলিকে দায়িত্ব দিয়া রাখিয়াছিলাম, যেন আমাদের পক্ষ হইতে তাহারাই তোমাদের খতম করিয়া দেয়। আজ পর্যন্ত পারস্যগণ কখনও তোমাদের উপর আক্রমণ করে নাই। তোমাদেরও কখনও এই ধারণা ছিল না যে, তোমরা পারস্য সৈন্যদের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে। এখন যদি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে তবুও তোমরা আমাদের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত হইও না। আর যদি অভাব অনটন তোমাদিগকে এখানে আসিতে বাধ্য করিয়া থাকে তবে আমরা তোমাদের জন্য খাদ্যশস্য বরাদ্দ করিয়া দিতেছি। যতদিন তোমাদের অবস্থা সচ্ছল না হয় তোমরা উহা পাইতে থাকিবে। আমরা তোমাদের সর্দারদের সম্মানিত করিব এবং তোমাদিগকে পোশাক দান করিব। তোমাদের উপর এমন একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিব যিনি তোমাদের সহিত নম্র ব্যবহার করিবেন।'

এই সকল কথা শুনিয়া আর সকলেই নীরব রহিলেন ; কিন্তু হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে বাদশাহ, ইহারা সকলেই আরবের শীর্ষস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। ইহারা শরীফ ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদের সম্মুখে সংকোচবোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে সম্ভ্রান্তরাই সম্ভ্রান্তদের সম্মান করিয়া থাকে এবং সম্ভ্রান্তরাই সম্ভ্রান্তদের অধিকারকে বড় করিয়া দেখে। তাহাদিগকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ

করা হইয়াছে তাহা তাহারা এখনও সম্পূর্ণ ব্যক্ত করেন নাই এবং আপনার সকল কথার জবাবও দেন নাই। তাহারা যাহা করিয়াছেন ভালই করিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য ইহাই সমীচীন ছিল। আপনি আমার সহিত কথা বলুন। আমি আপনার সকল কথার জবাব দিব এবং আমার সঙ্গীগণ উহার সাক্ষ্য দিবে। আপনি আমাদের সম্পর্কে ভালভাবে না জানিয়াই উক্তি করিয়াছেন। (আমি আপনাকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিতেছি।) আপনি আমাদের যে দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক। আমাদের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত আর কেহ ছিল না। আমাদের ক্ষুধার ন্যায় ক্ষুধা আর হয় না। আমরা (ক্ষুধার জ্বালায়) পোকা–মাকড়, সাপ বিচ্ছু পর্যন্ত খাইতাম এবং এইগুলিকে নিজেদের খাদ্য মনে করিতাম। ছাদবিহীন খোলা ময়দানই আমাদের ঘর ছিল। উট বকরীর পশম দ্বারা তৈরী কাপড় আমাদের একমাত্র বস্ত্র ছিল। একে অপরকে হত্যা করা ও একে অন্যের প্রতি জুলুম করাই আমাদের ধর্ম ছিল। আমাদের মধ্যে কেহ খাওয়াইতে হইবে এই আশঙ্কায় নিজের কন্যা সন্তানকে জীবিত দাফন করিয়া দিত। আজকের পূর্বে আমাদের অবস্থা এইরূপই ছিল যাহা আমি বর্ণনা করিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা একজন অতি পরিচিত ব্যক্তিকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমরা তাঁহার বংশপরিচয়, তাঁহার আকার–আকৃতি ও তাঁহার জন্মস্থান সম্পর্কে ভালভাবে অবগত। তাঁহার এলাকা আমাদের এলাকার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার বংশ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশ। তাঁহার ঘরই আমাদের সকল ঘরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘর এবং তাঁহার গোত্র আমাদের সকল গোত্র অপেক্ষা উত্তম। আরবদের সকল খারাপ অবস্থার মধ্যেও তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী ও সর্বাপেক্ষা ধৈর্যশীল। তিনি আমাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। সর্বপ্রথম যিনি তাঁহার এই দাওয়াত গ্রহণকরিলেন তিনি ছিলেন তাঁহার সমবয়স্ক এবং তিনিই পরে তাঁহার (প্রথম) খলীফা হইয়াছেন। তিনি (দাওয়াত সম্পর্কিত কোন) কথা বলিলে আমরা তাঁহাকে পাল্টা কথা শুনাইয়া দিতাম।

তিনি সত্য কথা বলিতেন আর আমরা তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতাম। ফলে তাঁহার সঙ্গী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল আর আমাদের সংখ্যা কমিয়া গেল। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন সবই ঘটিয়াছে। অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের অন্তরে তাঁহাকে সত্য বলিয়া মানিবার ও তাঁহার অনুসরণ করিবার আগ্রহ জন্মাইয়া দিলেন। তিনি আমাদের ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মধ্যে মাধ্যম হইলেন। তিনি আমাদিগকে যাহাকিছু বলিয়াছেন তাহা সবই আল্লাহর কথা এবং যাহা কিছু আদেশ করিয়াছেন তাহা আল্লাহরই আদেশ। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তোমাদের রব্ব বলিতেছেন, 'আমিই আল্লাহ্, আমি এক।' আমার কোন অংশীদার নাই। যখন কিছুই ছিল না তখন আমি ছিলাম। আমার সত্তা ব্যতীত সবই ধ্বংস হইবে। আমিই সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছি এবং একদিন সবকিছু আমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ হইয়াছে। অতএব আমি তোমাদের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছি যেন তোমাদিগকে সেই পথ দেখাই যে পথে আমি তোমাদিগকে মৃত্যুর পর আমার আযাব হইবে নিষ্কৃতি দান করিব এবং আমার ঘর দারুস সালামে (অর্থাৎ বেহেশতে) প্রবেশ করাইব।' অতএব আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ হইতে হক ও সত্য দ্বীন লইয়া আসিয়াছেন। তিনি (ইহাও বলিয়াছেন যে, তোমাদের রব্ব) বলিয়াছেন, 'যাহারা এই দ্বীন গ্রহণ করিয়া তোমাদের অনুসারী হইবে তাহারা সেই সকল অধিকার লাভ করিবে যাহা তোমরা করিয়াছ এবং তাহাদের উপর সেই সকল দায়িত্ব অর্পিত হইবে যাহা তোমাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। আর যাহারা এই দ্বীন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে তাহাদের সম্মুখে জিযিয়া (প্রদানের প্রস্তাব) পেশ কর। যদি তাহারা জিযিয়া প্রদানে রাজী হয় তবে তাহাদের সেরূপ নিরাপত্তা বিধান করিবে যেরূপ তোমরা নিজেদের ব্যাপারে করিয়া থাক। আর যে জিযিয়া প্রদান করিতে অস্বীকার করে তাহার সহিত যুদ্ধ কর। আমিই তোমাদের মধ্যে ফয়সালাকারী। তোমাদের যাহারা কতল হইবে আমি তাহাদিগকে আমার বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যাহারা

বাঁচিয়া থাকিবে তাহাদিগকে আমি তাহাদের দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্য করিব।' কাজেই (হে বাদশাহ) যাহা ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন। অধীনতা স্বীকার করিয়া জিযিয়া দিতে ইচ্ছা হয়, দিন। আর যদি ইচ্ছা হয়, তরবারীই আমাদের মধ্যে ফয়সালা করিবে, অথবা ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজেকে বাঁচাইতে ইচ্ছা হয় তবে তাহাও করিতে পারেন।

সম্রাট ইয়াযদাজুরদ্ বলিল, তুমি আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলিতেছ? হযরত মুগীরা (রাঃ) বলিলেন, যে আমার সহিত কথা বলিয়াছে আমি তাহার সম্মুখেই বলিয়াছি। আপনি ব্যতীত আর কেহ কথা বলিলে আমি তাহার সম্মুখে বলিতাম। ইয়াযদাজুরদ্ বলিল, দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ এই রীতি না হইলে আমি অবশ্যই তোমাদিগকে হত্যা করিতাম। তোমাদের জন্য আমার নিকট কিছুই নাই। এই কথা বলিয়া সম্রাট তাহার দরবারীদেরকে বলিল, এক ঝূড়ি মাটি লইয়া আস এবং ইহাদের সর্দারের মাথায় তুলিয়া দিয়া মাদায়েন শহরের শেষ সীমানা হইতে বাহির হওয়া পর্যন্ত তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া যাও। (অতঃপর সাহাবা (রাঃ)দের উদ্দেশ্যে বলিল,) তোমাদের আমীরের নিকট যাইয়া বলিয়া দাও যে, আমি তাহার বিরুদ্ধে রুস্তমকে প্রেরণ করিতেছি। সে তাহাকে ও তাহার সৈন্যদেরকে কাদেসিয়ার গর্তে দাফন করিয়া দিবে এবং তোমাদের আমীরসহ তোমাদিগকে এমন শিক্ষা দিবে যে, পরবর্তী লোকদের জন্য উহা শিক্ষণীয় বিষয় হইবে। তারপর আমি রুস্তমকে তোমাদের দেশে প্রেরণ করিব এবং সাবূরের হাতে তোমরা যেরূপ নির্যাতন সহ্য করিয়াছ তাহা অপেক্ষা কঠিন নির্যাতন আমি তোমাদের উপর চালাইব।

অতঃপর সম্রাট জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সবার মধ্যে নেতৃস্থানীয় কে? সবাই নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত আসেম ইবনে আমর (রাঃ) নিজে মাটি লইবার উদ্দেশ্যে পরামর্শ না করিয়াই বলিলেন, আমিই ইহাদের নেতা এবং ইহাদের সর্দার, সুতরাং মাটি আমার মাথায় তুলিয়া দাও। ইয়াযদাজুরদ্ জিজ্ঞাসা করিল, ইহার কথাই কি ঠিক? সাহাবা (রাঃ)

বলিলেন, হাঁ। তাহারা হযরত আসেম (রাঃ)এর ঘাড়ে সেই মাটির বোঝা চাপাইয়া দিল। তিনি সেই মাটি লইয়া রাজদরবার ও শাহীমহল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উটের পিঠে সওয়ার হইলেন এবং হযরত সাদ (রাঃ)এর নিকট জলদি পৌঁছিবার জন্য জোরে সওয়ারী হাঁকাইলেন।

সুতরাং হযরত আসেম (রাঃ) তাহার সঙ্গীগণ অপেক্ষা আগাইয়া গেলেন এবং (কাদেসিয়ার) বাবে কুদাইস অতিক্রম করিয়া যাইয়া বলিলেন, আমীরকে, বিজয়ের সুসংবাদ দিয়া দাও। আমরা ইনশাআল্লাহ তায়ালা জয় করিয়া ফেলিয়াছি। তারপর আগাইয়া চলিলেন এবং মাটিগুলি আরব দেশের সীমানার ভিতর ফেলিয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর নিকট হাজির হইলেন এবং তাহাকে সমস্ত ঘটনা শুনাইলেন।

হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। খোদার কসম, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ভূখণ্ডের চাবি আমাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। সাহাবা (রাঃ) এই মাটি প্রদানের ঘটনার দ্বারা তাহাদের রাজ্য দখলে আসার শুভলক্ষণ গ্রহণ করিলেন। (বিদায়াহ)

তিকরীতের যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাম্ম (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

মুহাম্মাদ ও তালহা (রহঃ) ও এরূপ আরো অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিকরীতের যুদ্ধের সময় রুমী সৈন্যগণ যখন দেখিল যে, তাহারা যতবার মুসলমানদের উপর আক্রমন করে প্রতিবারে তাহাদেরই মার খাইতে হয় এবং প্রত্যেক যুদ্ধে তাহারাই পরাজিত হয়। তখন তাহারা আপন নেতৃবর্গদের পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের মালামাল নৌকায় তুলিয়া লইল এবং (আরবের খৃষ্টান গোত্র) তাগলিব, ইয়াদ ও নামিরের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল এই খবর লইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাম্ম (রাঃ)এর নিকট হাজির হইল। তাহারা আরবদের (এই সকল খৃষ্টান গোত্রের) সহিত মুসলমানদের সন্ধির অনুরোধ জানাইল এবং তাহারা ইহাও জানাইল যে, আরবদের এই সকল গোত্র তাহার আনুগত্য

স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাহাদের নিকট এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্য দাও এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা কিছু আল্লাহর পক্ষ হইতে আনিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লও। তারপর তোমাদের মতামত সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত কর। প্রতিনিধিদল এই সংবাদ লইয়া গোত্রসমূহের নিকট গেলে গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের সংবাদ দিয়া প্রতিনিধিদলকে পুনরায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মু'তাম্ম (রাঃ)এর নিকট প্রেরণ করিল।

মিসর বিজয়ের সময় হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত খালেদ ও হযরত ওবাদাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া হইতে মদীনায় ফিরিয়া যাইবার পর হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) মিসর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং বাবে আল্ইউন পর্যন্ত পৌঁছিলে পিছন হইতে হযরত যুবাইর (রাঃ) আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। মিসরের লাট পাদ্রী আবু মারয়াম আরো কতিপয় পাদ্রী সহ নাইয়াত এলাকার যুদ্ধবাজদের লইয়া মুসলমানদের মুকাবিলা করিবার জন্য সেখানে পূর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল। (মিসরের বাদশাহ) মুকাওকিস দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল। হযরত আমর (রাঃ) যখন সেখানে শিবির স্থাপন করিলেন তখন মিসরীগণ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। হযরত আমর (রাঃ) সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমরা যুদ্ধের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করিও না। আমরা প্রথম তোমাদের নিকট আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া দিতেছি। তারপর তোমাদের যেমন ইচ্ছা হয় করিও। এই সংবাদ পাইবার পর তাহারা আপন সৈন্যদেরকে (যুদ্ধ হইতে) নিবৃত করিল। হযরত আমর (রাঃ) এই পয়গাম পাঠাইলেন যে, আমি (কথা বলার জন্য) বাহির

হইয়া আসিতেছি, সুতরাং আবু মাবয়াম ও আবু মারইয়ামও যেন (আমার সহিত কথা বলিতে) বাহির হইয়া আসে। তাহারা এই পয়গাম গ্রহণ করিল এবং পরস্পর একে অপরকে নিরাপত্তা দিল। অতঃপর হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা উভয়ে এই শহরের পাদ্রী। একটু মনোযোগ সহকারে শুন, আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং হকের উপর চলিবার হুকুম দিয়াছেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে হকের উপর চলিবার হুকুম দিয়াছেন এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হুকুমকৃত সকল বিষয় আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপর অসংখ্য আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক। তিনি আপন দায়িত্ব যথাযথ পালন করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদিগকে সুস্পষ্ট পথের উপর তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে যে সকল আদেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি ইহাও যে, আমরা যেন লোকদের সামনে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করি। অতএব আমরা তোমাদিগকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতেছি। যাহারা আমাদের এই দাওয়াতকে গ্রহণ করিবে তাহারা আমাদের ন্যায় হইবে। আর যাহারা আমাদের এই দাওয়াত গ্রহণ করিবে না আমরা তাহাদের সামনে জিযিয়া (প্রদানের প্রস্তাব) পেশ করিব। (জিযিয়া আদায়ে সম্মত হইলে) আমরা তাহাদের নিরাপত্তা বিধানে সচেষ্ট হইব। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ইহাও জানাইয়া গিয়াছেন যে, আমরা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করিব। তিনি আমাদিগকে তোমাদের ব্যাপারে অসিয়ত করিয়া গিয়াছেন যে, তোমাদের সহিত আমাদের (হযরত হাজেরা (রাঃ) ও হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)এর কারণে) আত্মীয়তার দরুন আমরা যেন তোমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করি। অতএব. যদি তোমরা জিযিয়া প্রদানে সম্মত হও তবে তোমাদের ব্যাপারে আমাদের উপর দুইদিক হইতে দায়িত্ব অর্পিত হইবে। (এক যিম্মী হিসাবে,

দ্বিতীয়তঃ আত্মীয় হিসাবে।) আমাদের আমীর আমাদিগকে (মিসরীয়) কিবতীদের সহিত সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়াছেন, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে কিবতীদের সহিত সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করিয়াছেন। কেননা তাহাদের সহিত আত্মীয়তা ও যিম্মাদারীর সম্পর্ক রহিয়াছে। মিসরীয় পাদ্রীগণ বলিল, এরূপ দুঃসম্পর্কীয় আত্মীয়তা একমাত্র নবীরাই বজায় রাখিতে পারে। তিনি (অর্থাৎ হযরত হাজেরা (রাঃ)) একজন নেক ও শরীফ মহিলা ছিলেন। আমাদের বাদশাহের কন্যা, (মিসরের প্রাচীন রাজধানী) মানাফ নিবাসিনী ছিলেন। সেখানে তাহাদেরই রাজত্ব ছিল। আইনে শামসের অধিবাসীরা তাহাদের উপর আক্রমন করিয়া তাহাদিগকে কতল করে ও রাজত্ব কাড়িয়া লয়। অবশিষ্টরা দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। এইরূপে সেই মহিলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর ঘরে আসেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর শুভাগমন আমাদের জন্য আনন্দ ও খুশীর বিষয় ছিল। আমরা পরামর্শ করিয়া আপনার নিকট ফিরিয়া আসা পর্যন্ত আমাদিগকে নিরাপত্তা দান করুন। হযরত আমর (রাঃ) বলিলেন, আমার ন্যায় লোককে কেহ ধোকা দিতে পারিবে না। আমি তোমাদের উভয়কে তিন দিনের সময় প্রদান করিতেছি, তোমরা উভয়ে খুব চিন্তা করিয়া লও এবং তোমাদের কাওমের সহিত পরামর্শ কর। যদি তিন দিনের মধ্যে কোন উত্তর না দাও তবে আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিব। তাহারা বলিল, আমাদিগকে সময় বাড়াইয়া দিন। হযরত আমর (রাঃ) একদিনের সময় বাড়াইয়া দিলেন। তাহারা বলিল, আরো বাড়াইয়া দিন। তিনি আরো একদিন বাড়াইয়া দিলেন। তাহারা উভয়ে মুকাওকিসের নিকট গেল। মুকাওকিসও অনেকটা রাজি হইল, কিন্তু (রোম সেনাপতি) আরতাবূন পাদ্রীদ্বয়ের কথা মানিতে রাজি হইল না। সে মুসলমানদের উপর আক্রমণের হুকুম দিয়া দিল। পাদ্রীদ্বয় মিসরবাসীকে বলিল, আমরা যথাসময় তোমাদের পক্ষ হইতে প্রতিরক্ষার চেষ্টা করিব এবং তাহাদের নিকট ফিরিয়া যাইব না। তবে এখনও চারদিন সময় রহিয়াছে। এই

চারদিনের মধ্যে মুসলমানদের পক্ষ হইতে তোমাদের উপর আক্রমনের কোন আশঙ্কা নাই, বরং নিরাপত্তারই আশা করিতেছি। কিন্তু রাতের অন্ধকারে হঠাৎ মিসরীয় সৈন্যগণ ফুরকুবের দিক হইতে হযরত আমর (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ)এর উপর আক্রমন করিয়া বসিল। হযরত আমর (রাঃ) (এই আকস্মিক হামলার জন্য) পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাহাদের মুকাবিলা করিলেন। আর তাবূন ও তাহার সঙ্গীগণ কতল হইল এবং তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অতঃপর হযরত আমর ও হযরত যুবাইর (রাঃ) আইনে শামস এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন।

আবু হারেসাহ ও আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, হযরত আমর (রাঃ) যখন আইনে শামসবাসীদের নিকট পৌঁছিলেন তখন মিসরীয়গণ তাহাদের বাদশাহকে বলিল, যে জাতি কিসরা ও কায়সারকে পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশ জয় করিয়া লইয়াছে আপনি তাহাদের মুকাবিলা করিয়া আর কি করিতে পারিবেন? আপনি তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া চুক্তিবদ্ধ হউন। আপনি নিজেও তাহাদের মুকাবিলায় যাইবেন না এবং আমাদেরকেও নিবেন না। ইহা চতুর্থ দিনের ঘটনা। কিন্তু বাদশাহ (এই সকল প্রস্তাব) অস্বীকার করিল এবং সে মুসলমানদের উপর আক্রমনপূর্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। হযরত যুবাইর (রাঃ) (যুদ্ধের এক পর্যায়ে) শহরের প্রাচীরের উপর উঠিয়া পড়িলেন। শহরের লোকেরা তাহাকে প্রাচীরের উপর দেখিয়া (ভীত সন্ত্রস্ত হইল এবং) হযরত আমর (রাঃ)এর জন্য ফটক খুলিয়া দিয়া সন্ধির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আসিল। তিনি তাহাদের সন্ধি প্রস্তাব মানিয়া লইলেন। (অপরদিকে) হযরত যুবাইর (রাঃ) প্রাচীরের উপর হইতে শহরে নামিয়া যুদ্ধ করিয়া জয় করিলেন।

হযরত সালামা ইবনে কায়েস (রাঃ)এর নেতৃত্বে যুদ্ধের ময়দানে দাওয়াত প্রদান

সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (রহঃ) বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত

ওমর (রাঃ)এর নিকট আহলে ঈমান (অর্থাৎ মুসলিম) বাহিনী সমবেত হইলে তিনি কোন আলেম ও ফকীহ ব্যক্তিকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিতেন। একবার এরূপ সৈন্য সমবেত হইলে তিনি হযরত সালামা ইবনে কায়েস আশজায়ী (রাঃ)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া রওয়ানা হও। কাফেরদের সহিত আল্লাহর পথে লড়াই কর। যখন তোমাদের দুশমন মুশরিকদের সম্মুখীন হইবে তখন তাহাদিগকে তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করিবার দাওয়াত দিবে। তাহাদিগকে (সর্বপ্রথম) ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিজের দেশে থাকিতে পছন্দ করে তবে তাহাদের মালামালের যাকাত আদায় করিতে হইবে। কিন্তু মুসলমানদের অর্জিত গনীমতের মালে তাহাদের কোন অংশ থাকিবে না। আর যদি তাহারা তোমাদের সহিত (মদীনায়) থাকিতে পছন্দ করে তবে তাহারাও সেই সকল অধিকার লাভ করিবে যাহা তোমরা লাভ করিয়াছ এবং তাহাদের উপর সেই সকল দায়িত্ব আসিবে যাহা তোমাদের উপর আসিয়াছে। আর যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তবে তাহাদিগকে জিযিয়া প্রদানের আহবান জানাইবে। জিযিয়া প্রদানে সম্মত হইলে তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে এবং তাহাদিগকে জিযিয়া আদায়ের জন্য অবসর করিয়া দিবে। সামর্থ্যের বাহিরে কোন কাজ তাহাদের উপর চাপাইবে না। আর যদি তাহারা জিযিয়া প্রদানে সম্মত না হয় তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের বিরুদ্ধে তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন। যদি তাহারা (ভীত হইয়া) কোন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পনের আবেদন জানায় তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ফয়সালার উপর আত্মসমর্পনের আবেদন গ্রহণ করিও না। কারণ তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের ফয়সালা সম্পর্কে তোমাদের জানা নাই। যদি তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্বে আত্মসমর্পণ করিবে বলিয়া আবেদন জানায় তবে তাহাদিগকে

আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দায়িত্ব প্রদান করিও না, বরং তোমরা নিজেদের দায়িত্ব প্রদান করিও। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তবে তোমরা খেয়ানত করিও না, ওয়াদা ভঙ্গ করিও না, কাহারো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কর্তন করিও না, কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ককে হত্যা করিও না।

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা রওয়ানা হইয়া আমাদের দুশমন মুশরিকদের সম্মুখীন হইলাম এবং আমীরুল মুমিনীন আমাদিগকে যাহা আদেশ করিয়াছেন উহার প্রতি দাওয়াত প্রদান করিলাম। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। আমরা তাহাদিগকে জিযিয়া প্রদানের আহ্বান জানাইলাম। তাহারা জিযিয়া প্রদান করিতে সম্মত হইল না। অতঃপর আমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিলেন। অতএব আমরা তাহাদের সৈন্যদের কতল করিলাম, তাহাদের সন্তানদের বন্দী করিলাম এবং তাহাদের সকল মালামাল অধিকার করিয়া লইলাম। (তাবারী)

যুদ্ধের পূর্বে হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদান

হযরত আবু উমাইয়া (রহঃ) বলেন, হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ) যখন ইস্পাহান পৌছিলেন তখন তিনি সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। তিনি তাহাদের সম্মুখে জিযিয়া প্রদানের প্রস্তাব পেশ করিলেন। তাহারা জিযিয়া প্রদানের উপর সন্ধি করিল। তাহারা এই সন্ধির উপর রাত্র কাটাইল, কিন্তু সকালবেলা চুক্তিভঙ্গ (করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ) করিল। হযরত (আবু মূসা) আশআরী (রাঃ) তাহাদের মুকাবিলা করিলেন এবং অতি অল্প সময়ের ভিতর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উপর বিজয় দান করিলেন। (ইবনে সা'দ)

সাহাবা (রাঃ)দের সেই সকল আমল ও আখলাকের ঘটনা যাহা দেখিয়া মানুষ হেদায়াত লাভ করিয়াছে

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনসারীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর মদীনায় ইসলাম প্রসার লাভ করিতে লাগিল। কিন্তু আনসারদের মধ্য হইতে তখনও কিছু মুশরিক নিজেদের ধর্মের উপর অবিচল ছিল। তন্মধ্যে একজন আমর ইবনে জামূহ ছিলেন। তাহার পুত্র হযরত মুআয (রাঃ) বাইআতে আকাবায় শরীক ছিলেন এবং সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছিলেন। আমর ইবনে জামূহ বনু সালামা গোত্রের সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গদের মধ্যে একজন ছিলেন। সুতরাং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ন্যায় তিনিও নিজ ঘরে মানাত নামে কাঠের একটি মূর্তি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহাকে নিজের মা'বুদ মনে করিতেন উহাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) ও বনু সালামা গোত্রের এরূপ আরো কতিপয় যুবক যাহারা বাইআতে আকাবায় শরীক হইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। তাহারা রাত্রিবেলা যাইয়া আমরের সেই মূর্তি উঠাইয়া আনিতেন এবং বনু সালামার এলাকায় মল ইত্যাদির ন্যায় আবর্জনাময় একটি গর্তে উহাকে উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিতেন। সকালবেলা আমর চেঁচামেচি করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের নাশ হউক, আজ রাত্রে আমাদের মা'বুদের উপর কে চড়াও হইয়াছে? তারপর উহার তালাশে বাহির হইতেন এবং তালাশ করিয়া আনিয়া উহাকে ধূইয়া পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সুগন্ধি মাখাইয়া দিতেন। তারপর বলিতেন, খোদার কসম, আমি যদি জানিতে পারি, কে তোমার সহিত এমন করে তবে তাহাকে অবশ্যই অপদস্থ করিয়া ছাড়িব। সন্ধ্যায় আমর ঘুমাইয়া পড়িলে যুবকগণ আবার মূর্তির উপর চড়াও হইয়া পূর্বের ন্যায় করিলেন। এইভাবে কয়েকবার করিবার পর একদিন আমর উহাকে গর্ত হইতে উঠাইয়া আনিয়া ধুইয়া পরিস্কার

করিলেন এবং সুগন্ধি মাখাইয়া দিলেন। তারপর নিজের তরবারী আনিয়া উহার সহিত ঝুলাইয়া দিয়া (মূর্তিকে) বলিলেন, খোদার কসম, তুমি তো দেখিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, কে তোমার সহিত এই আচরণ করিতেছে?

অতএব যদি তোমার মধ্যে কোন ক্ষমতা থাকিয়া থাকে তবে এই তরবারী তোমার সহিত রহিল, তুমি নিজেকে রক্ষা করিও। সন্ধ্যায় যখন আমর ঘুমাইয়া পড়িলেন, তখন যুবকগণ উহার উপর চড়াও হইলেন এবং উহার ঘাড় হইতে তরবারীখানা লইয়া উহাকে একটি মৃত কুকুরের সহিত রশি দ্বারা বাঁধিয়া বনু সালামার এলাকায় মানুষের মল–মূত্র ইত্যাদির ন্যায় আবর্জনাময় একটি কূপের ভিতর উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিলেন। সকালবেলা আমর মূর্তিকে যথাস্থানে না পাইয়া উহার তালাশে বাহির হইলেন এবং কূপের ভিতর মৃতু কুকুরের সহিত বাঁধা অবস্থায় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন। মূর্তির দুর্দশা দেখিয়া উহার ব্যাপারে তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হইল (যে, সে তো নিজেকেই রক্ষা করিতে অক্ষম)। অতঃপর তাহার কাওমের মুসলমানরা তাহার সহিত আলাপ করিলেন এবং তিনি মুসলমান হইয়া গেলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রহমত নাযিল করুন। পরবর্তীকালে তিনি অতি সুন্দর ইসলামী জীবন যাপন করিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বনু সালামার এক ব্যক্তি হইতে এই ঘটনা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, বনু সালামার যুবকদের ইসলাম গ্রহণের পর আমর ইবনে জামূহের স্ত্রী ও তাহার সন্তানগণও মুসলমান হইয়া গেলেন। আমর তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, তোমার সন্তানদের কাহাকেও খান্দানের লোকদের নিকট যাইতে দিও না। আমি দেখি, খান্দানের লোকেরা শেষ পর্যন্ত কি করে? স্ত্রী বলিলেন, আমি আপনার কথা পালন করিব। তবে আপনার ছেলে তাঁহার (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) যে সকল কথা শুনিয়া আসিয়াছে তাহা ছেলের নিকট হইতে আপনি কি একটু শুনিয়া দেখিতে পারেন না? আমর

বলিলেন, সে হয়ত বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী বলিলেন, না, তবে সে কাওমের লোকদের সঙ্গে ছিল। আমর ছেলেকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই ব্যক্তির কি কথা শুনিয়াছ? আমাকে একটু শুনাও। তাহার ছেলে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ..... اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

পর্যন্ত পড়িয়া শুনাইলেন। আমর বলিলেন, কি উত্তম ও কি সুন্দর কথা! তাঁহার সমস্ত কথাই কি এই ধরনের? ছেলে বলিলেন, আব্বাজান, বরং ইহা অপেক্ষাও সুন্দর। কাওমের বেশীর ভাগ লোক তাঁহার হাতে বাইআত হইয়া গিয়াছেন। আপনিও বাইআত হইবেন কি? আমর বলিলেন, না, আমি আগে মানাতের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখি, কি বলে? (তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিব।)

বর্ণনাকারী বলেন, তাহারা যখন মানাতের (মূর্তির) সহিত কথা বলিতে চাহিত তখন এক বুড়ী আসিয়া মূর্তির পিছনে দাঁড়াইত এবং (মূর্তির পক্ষ হইতে) সকল প্রশ্নের উত্তর দিত। আমর মানাতের নিকট পরামর্শের জন্য গেলে লোকেরা বুড়িকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেল। আমর মানাতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথমতঃ উহার সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তারপর বলিলেন, হে মানাত, তোমার অবগত হওয়া উচিত যে, তোমার সম্মুখে এক মহাসমস্যা দেখা দিয়াছে, অথচ তুমি একেবারে বেখবর। এক ব্যক্তি আসিয়াছেন যিনি তোমার উপাসনা করিতে নিষেধ করিতেছেন এবং তোমাকে পরিত্যাগ করিতে হুকুম করিতেছেন। আমি তোমার সহিত পরামর্শ ব্যতীত তাহার হাতে বাইআত হওয়া ভাল মনে করি নাই। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তিনি মূর্তির সহিত কথা বলিতে থাকিলেন, কিন্তু মূর্তি কোন প্রত্যুত্তর করিল না। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার ধারণা হইতেছে যে, তুমি অসন্তুষ্ট হইয়াছ, অথচ আমি তোমার সহিত এযাবৎ কোন প্রকার (বেআদবী) করি নাই। তারপর তিনি উঠিয়া মূর্তিটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।

ইবরাহীম ইবনে সালামা (রহঃ) ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে এরূপ

বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালার পরিচয় লাভ করিলেন তখন মূর্তির যে অক্ষমতা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন উহার উল্লেখ করিয়া এবং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করিয়া যে, তিনি তাহাকে অন্ধতা ও পথভ্রষ্টতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

أَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مِمَّا مَضَى ‏ وَاسْتَنْقِذُ اللّٰهَ مِنْ نَارِهِ

وَأُثْنِى عَلَيْهِ بِنَعْمَائِهِ ‏ اِلٰهِ الْحَرَامِ وَ أَسْتَارِهِ

فَسُبْحَانَهُ عَدَ دَالْخَاطِئِيْنَ ‏ وَقُطْرِالسَّمَاءِ وَ مِدْرَارِهِ

هَدَانِىْ وَ قَدْ كُنْتُ فِى ظُلْمَةٍ ‏ حَلِيْفَ مَنَاةَ وَ أَحْجَارِهِ

وَأَنْقَذَنِىْ بَعْدَ شَيْبِ الْقَذَ الِ ‏ مِنْ شَيْنِ ذَاكَ وَ مِنْ عَارِهِ

فَقَدْ كِدْتُ أُهْلِكُ فِى ظُلْمَةٍ ‏ تَدَارَكَ ذَاكَ بِمِقْدَارِهِ

فَحَمْدًا وَ شُكْرًا لَهُ مَابَقِيْتُ ‏ اِلٰهِ الْأَنَامِ وَ جَبَّارِهِ

أُرِيْدُ بِذٰلِكَ اِذْقُلْتُهُ ‏ مُجَاوَرَةَ اللّٰهِ فِى دَارِهِ

অর্থ ঃ আমি বিগত গুনাহের উপর আল্লাহর নিকট তওবা করিতেছি এবং আল্লাহর নিকট তাঁহার আগুন হইতে মুক্তি চাহিতেছি। আর আমি আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের দরুন তাঁহার প্রশংসা করিতেছি, তিনিই বাইতুল্লাহ ও উহার পর্দাসমূহের খোদা। আমি গুনাহগার মানুষ, বৃষ্টিকণা ও মুষলধারা বৃষ্টির ফোটা সমপরিমাণ আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আমি অন্ধকারে পতিত ছিলাম, মানাত ও উহার পাথরের পূজারী ছিলাম, আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। বার্ধক্যের দরুন যখন আমার মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে মূর্তিপূজার কলঙ্ক ও গ্লানি হইতে নাজাত

দিয়াছেন। আমি সেই অন্ধকারে ধ্বংসের কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপন কুদরত দ্বারা রক্ষা করিয়াছেন। যতদিন আমি জীবিত থাকিব ততদিন আমি তাঁহার প্রশংসা ও শোকর করিতে থাকিব। তিনি সকল সৃষ্টির খোদা ও তাহাদের সকল ত্রুটি–বিচ্যুতির সংশোধক। এই কবিতার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তায়ালার ঘরে (বেহেশতে) তাঁহার প্রতিবেশী হইবার ভাগ্য যেন আমার হয়।

মূর্তি মানাতের নিন্দা করিয়া এই কবিতা রচনা করিলেন—

تَاللّٰهِ لَوْكُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ   اَنْتَ وَكَلْبٌ وَ سْطَ بِئْرٍ فِى قَرَنْ

اُفٍّ لِمُلْقَاكَ اِلٰهًا مُسْتَدَنْ   اَلْاٰنَ فَتَّشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنْ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِىِّ ذِى الْمِنَنْ   اَلْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانِ الدِّيَنْ

هُوَالَّذِى اَنْقَذَنِىْ مِن قَبْلِ اَنْ   اَكُوْنَ فِى ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهَنْ

অর্থ ঃ খোদার কসম, তুমি যদি সত্য মা'বুদ হইতে তবে (মৃত) কুকুরের সহিত এক রশিতে বাঁধা অবস্থায় কূপের ভিতর পড়িয়া থাকিতে না। ধিক্ তোমার মা'বুদ হইয়া এরূপ জায়গায় ঘৃণ্য অবস্থায় পড়িয়া থাকার উপর। এখন আমি তোমার অপরিসীম লোকসানের বিষয়টি উদঘাটন করিতে পারিয়াছি। সকল প্রশংসা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আল্লাহর জন্য যিনি সকল করুণার মালিক, দাতা ও রায্যাক, যিনি সকল প্রকার স্বভাব–প্রবৃত্তির বদলা দানকারী। তিনিই আমাকে কবরের অন্ধকারে নিপতিত হইবার পূর্বে উদ্ধার করিয়াছেন।

ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর আচরণ ও হযরত আবুদ দারদা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ

ওয়াকেদী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নিজ পরিবারের মধ্যে সকলের শেষে ইসলাম

গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বরাবর মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিলেন। মূর্তিকে রুমাল দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)' তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেন। জাহিলিয়াতের যুগ হইতে তাহাদের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের দরুন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) তাহার নিকট আসা–যাওয়া করিতেন। একদিন হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) আবুদ দারদাকে দেখিলেন, ঘর হইতে বাহির হইতেছেন।

তিনি ঘর হইতে বাহির হইবার পরক্ষণেই হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) তাহার ঘরে আসিলেন এবং তাহার স্ত্রীকে কিছু না বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। হযরত আবুদ দারদার স্ত্রী চুল আঁচড়াইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুদ দারদা কোথায়? স্ত্রী বলিলেন, আপনার ভাই এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। হযরত আবুদ দারদা যে ঘরে মূর্তি রাখিয়াছিলেন তিনি কুড়াল হাতে সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। মূর্তিটিকে মাটিতে ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত শয়তানের (অর্থাৎ মূর্তির) নাম লইয়া গুণ গুণ করিয়া বলিতেছিলেন—

اَلَاكُلُّ مَا يُدْعٰى مَعَ اللّٰهِ بَاطِلٌ

অর্থাৎ—শুনিয়া রাখ, আল্লাহর সহিত শরীক করিয়া যাহাদিগকে ডাকা হয় তাহারা সবই বাতিল।

অতঃপর তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যখন মূর্তি ভাঙ্গিতেছিলেন তখন হযরত আবুদ দারদার স্ত্রী কুড়ালের শব্দ শুনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, হে ইবনে রাওয়াহা, তুমি তো আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এই অবস্থায় বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার যাওয়ার পরপরই হযরত আবুদ দারদা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে দেখিলেন, তাহার ভয়ে কাঁদিতেছে। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি

হইয়াছে? স্ত্রী বলিলেন, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এখানে আসিয়াছিলেন এবং এই কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন যাহা আপনি দেখিতেছেন। হযরত আবুদ দারদা অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন, যদি এই মূর্তির ভিতর কোন কল্যাণ থাকিত তবে সে নিজেকে রক্ষা করিত। অতঃপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

(মুস্তাদরাক)

জিযিয়া ও বন্দীদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র

যিয়াদ ইবনে জায' যুবাইদী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত আমলে আলেকজান্দ্রিয়া জয় করিলাম। অতঃপর বিস্তারিত হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আমরা বালহীব নামক স্থানে অবস্থান করিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্রের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্র আসিল এবং হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) আমাদিগকে উহা পড়িয়া শুনাইলেন। পত্রটি নিম্নরূপ ছিল ঃ

"আম্মাবাদ, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি লিখিয়াছ যে, আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ তাহার দেশের সকল কয়েদীদের ফিরাইয়া দেওয়ার শর্তে জিযিয়া দিতে রাজী হইয়াছে। আমার যিন্দেগীর কসম, জিযিয়ার মাল যাহা আমরা ও আমাদের পর মুসলমানগণ পাইতে থাকিবে তাহা আমার নিকট সেই গনীমতের মাল অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় যাহা বন্টন করিয়া দিবার পর একসময় শেষ হইয়া যায়। তুমি আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহের নিকট এই প্রস্তাব রাখ যে, এই শর্তে জিযিয়া প্রদান করিবে যে, কয়েদীগণকে ইসলাম গ্রহণ করিবার কিংবা তাহাদের কাওমের ধর্মের উপর থাকিবার এখতিয়ার দেওয়া হইবে।

তাহাদের মধ্যে যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিবে সে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হইবে এবং সে মুসলমানদের ন্যায় সকল অধিকার লাভ করিবে এবং মুসলমানদের ন্যায় সকল দায়িত্ব তাহার উপর অর্পিত হইবে। আর যে নিজ কাওমের ধর্মকে অবলম্বন করিবে তাহার উপর স্বধর্মীয়দের সমপরিমাণ জিযিয়া আরোপ করা হইবে। আর যে সকল কয়েদী মক্কা, মদীনা ও ইয়ামান ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া আমাদের সাধ্যের বাহিরে। অতএব আমরা এমন শর্তে সন্ধি করিতে পারি না যাহা পালন করিতে পারিব না।"

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আমর (রাঃ) লোক পাঠাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর পত্রের বিষয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহকে অবহিত করিলেন। বাদশাহ বলিল, আমি এই প্রস্তাবে সম্মত আছি। অতএব আমাদের হাতে যত কয়েদী ছিল আমরা তাহাদিগকে এক জায়গায় একত্রিত করিলাম। সেখানকার খৃষ্টানগণও সমবেত হইল। অতঃপর আমরা কয়েদীদের একেকজন করিয়া সামনে আনিয়া তাহাকে ইসলাম গ্রহণের বা খৃষ্টধর্ম অবলম্বনের এখতিয়ার দিতাম। যদি সে ইসলামকে গ্রহণ করিত তবে আমরা কোন শহর বিজয়ের সময় যেরূপ আল্লাহু আকবার বলিয়া তাকবীর দিতাম তাহা অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে আল্লাহু আকবার বলিয়া তাকবীর দিতাম। তারপর তাহাকে আমরা নিজেদের মধ্যে টানিয়া লইতাম। আর যদি সে খৃষ্টধর্মকে অবলম্বন করিত তবে খৃষ্টানগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিত এবং তাহাকে নিজেদের দলে টানিয়া লইত। আমরা তাহার উপর জিযিয়া আরোপ করিয়া দিতাম এবং আমরা উহাতে এরূপ মর্মাহত হইতাম যেন আমাদের কোন লোক তাহাদের দলে চলিয়া গিয়াছে।

এইভাবে একের পর এক আসিতে থাকিল। অবশেষে আবু মারইয়াম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমানকে সকলের সম্মুখে আনা হইল। বর্ণনাকারী কাসেম (রহঃ) বলেন, আমি তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। তিনি তখন বনু যুবাইদ গোত্রের সর্দার ছিলেন। আমরা তাহাকে সম্মুখে

আনিয়া তাহার নিকট ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম পেশ করিলাম। তাহারা পিতা, মাতা ও ভ্রাতাগণ খৃষ্টানদের দলে উপস্থিত ছিল। আবু মারইয়াম ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আমরা যখন তাহাকে নিজেদের মধ্যে আনিতে লাগিলাম তখন তাহার পিতামাতা ও ভাইগণ তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং আমাদের সহিত টানাটানি আরম্ভ করিল। টানাটানিতে আবু মারইয়ামের কাপড় পর্যন্ত ছিড়িয়া ফেলিল। (পরিশেষে আমরা তাহাকে লইয়া আসিলাম।) আজ তাহাকে তুমি আমাদের সর্দাররূপে দেখিতে পাইতেছ। অতঃপর হাদীসের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আলী (রাঃ)এর বর্মের ঘটনা ও একজন খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ

শা'বী (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ) বাজারে গেলেন এবং দেখিলেন, এক খৃষ্টান একটি বর্ম বিক্রয় করিতেছে। হযরত আলী (রাঃ) উক্ত বর্ম চিনিতে পারিয়া বলিলেন, ইহা আমার বর্ম। চল আমাদের উভয়ের মধ্যে মুসলমানদের কাজী ফয়সালা করিবেন। সে সময় মুসলমানদের কাজী ছিলেন হযরত শুরাইহ (রহঃ)। হযরত আলী (রাঃ)ই তাহাকে কাজী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কাজী শুরাইহ (রহঃ) আমীরুল মুমিনীনকে দেখিয়া আপন বিচার আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)কে উক্ত আসনে বসাইয়া নিজে তাঁহার সম্মুখে খৃষ্টানের পাশে বসিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে শুরাইহ, আমার বিবাদী যদি মুসলমান হইত তবে আমি তাহার সহিত বসিতাম। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, 'এই সকল (অমুসলিম যিম্মী)দের সহিত মুসাফাহা করিও না, তাহাদিগকে প্রথমে সালাম দিও না, তাহাদের রুগীদের শুশ্রূষা করিও না, তাহাদের জানাযার নামায পড়িও না এবং তাহাদিগকে পথের সংকীর্ণ অংশে চলিতে বাধ্য করিবে। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে যেরূপ হীন ও নিকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তোমরাও তাহাদিগকে সেরূপ হীন ও নিকৃষ্ট

করিয়া রাখিবে।’ হে শুরাইহ, আমার ও এই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করিয়া দাও।

শুরাইহ (রহঃ) বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার দাবী কি? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, এই বর্ম আমার। দীর্ঘদিন হয় উহা আমার নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে। শুরাইহ (রহঃ) বলিলেন, হে খৃষ্টান, তোমার কি বক্তব্য? সে বলিল, আমি বলি না যে, আমীরুল মুমিনীন ভুল বলিতেছেন, তবে বর্মটি আমারই। শুরাইহ (রহঃ) বলিলেন, আমার ফয়সালা এই যে, যেহেতু আপনার নিকট কোন প্রমাণ নাই সেহেতু এই বর্ম তাহার নিকট হইতে লওয়া যাইবে না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, কাজী শুরাইহ ঠিক ফয়সালা করিয়াছে।

ইহা শুনিয়া খৃষ্টান বলিল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, ইহা নবীদের ফয়সালার অনুরূপ। আমীরুল মুমিনীন আপন অধীনস্থ কাজীর নিকট স্বয়ং আসিয়াছেন এবং কাজী তাঁহার বিপক্ষে ফয়সালা করিয়াছেন। খোদার কসম, হে আমীরুল মুমিনীন, এই বর্ম আপনার। একদিন আমি আপনার পিছনে পথ চলিতেছিলাম। তখন আপনার ধূসরবর্ণের উটের উপর হইতে এই বর্মটি নিচে পড়িয়া গেলে আমি তাহা উঠাইয়া লইয়াছিলাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি যখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, তখন এই বর্ম তোমার এবং তাহাকে একটি ঘোড়াও দান করিলেন।

হাকেম হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে যে, জঙ্গে জমলের দিন হযরত আলী (রাঃ)এর একটি বর্ম হারাইয়া গিয়াছিল। এক ব্যক্তি পাইয়া অপর এক ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। হযরত আলী (রাঃ) এক ইহুদীর নিকট সেই বর্ম দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং উক্ত ইহুদীর বিরুদ্ধে কাজী শুরাইহের আদালতে মামলা দায়ের করিলেন। হযরত আলী (রাঃ)এর পক্ষে তাহার পুত্র হযরত হাসান (রাঃ) ও কাম্বার নামীয় হযরত আলী (রাঃ)এর আযাদ করা গোলাম সাক্ষ্য দিলেন। কাজী শুরাইহ

বলিলেন, হযরত হাসান (রাঃ)এর স্থলে অন্য কোন সাক্ষী হাজির করুন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি হাসানের সাক্ষ্যও গ্রহণ করিবেন না? কাজী শুরাইহ বলিলেন, না। কারণ আপনার মুখেই এই কথা শুনিয়াছি যে, পিতার পক্ষে পুত্রের সাক্ষ্য দুরস্ত নাই।

ইয়াযীদ তাইমী (রহঃ) হইতে উক্ত হাদীস বিস্তারিতভাবে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, কাজী শুরাইহ (রহঃ) বলিলেন, আপনার গোলামের সাক্ষ্য তো আমরা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আপনার পক্ষে আপনার পুত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তোমার মা তোমাকে হারাক, তুমি কি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুন নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, হাসান–হোসাইন বেহেশতে যুবকদের দুই সর্দার। অতঃপর ইহুদীকে বলিলেন, এই বর্ম তুমি লইয়া যাও। ইহুদী (আশ্চর্য হইয়া) বলিল, 'আমীরুল মুমিনীন আমার সহিত মুসলমানদের কাজীর আদালতে হাজির হইয়াছেন, আর কাজী তাঁহার বিপক্ষে ফয়সালা করিবার পর তিনি তাহা মানিয়া লইলেন! খোদার কসম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, ইহা আপনারই বর্ম। আপনার উটের পিঠ হইতে উহা পড়িয়া গেলে আমি তুলিয়া লইয়াছিলাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।' হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে বর্মটি দান করিলেন এবং অতিরিক্ত সাতশত দেরহাম দিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তি মুসলমান হইবার পর হইতে হযরত আলী (রাঃ)এর সঙ্গে থাকিতে লাগিল এবং সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করিল। (কানযুল উম্মাল)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাইআত

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরবর্তী খলীফাদের নিকট কিরূপে বাইআত হইতেন এবং কি কি বিষয়ের উপর বাইআত গ্রহণ করা হইত?

ইসলামের উপর বাইআত গ্রহণ

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, মহিলারা যে সকল বিষয়ের উপর বাইআত হইয়াছে আমরাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সে সকল বিষয়ের উপর বাইআত হইয়াছি। যে ব্যক্তি নিষেধ করা কার্যসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য বেহেশতের জামিন হইয়াছেন। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন কাজ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং (দুনিয়াতে) তাহার উপর শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা হইয়াছে, তবে উক্ত শাস্তি তাহার কাফ্ফারা হইয়া গিয়াছে। আর যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ কোন কাজ করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং তাহার সেই নিষিদ্ধ কার্য (দুনিয়াতে) গোপন রহিয়াছে, তবে তাহার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে। (তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন।) (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

মক্কা বিজয়ের দিন বাইআত

হযরত আসওয়াদ (রাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের নিকট হইতে বাইআত গ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কারণে মাসকালাহ' নামক স্থানে বসিয়া লোকদিগকে ইসলাম ও শাহাদাতের উপর বাইআত করিতেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি (আমার উস্তাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান (রহঃ)এর নিকট) জিজ্ঞাসা করিলাম, শাহাদাতের কি অর্থ? তিনি বলিলেন, আমার উস্তাদ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আসওয়াদ ইবনে খালাফ (রহঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আল্লাহর উপর ঈমান ও কলেমায়ে শাহাদাত অর্থাৎ—

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

এর উপর বাইআত করিতেছিলেন।

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, বড়–ছোট, পুরুষ–মহিলা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে ইসলাম ও শাহাদাতের উপর বাইআত করিলেন।

হযরত মুজাশে' (রাঃ) ও তাহার ভাইয়ের বাইআত

হযরত মুজাশে' ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি ও আমার ভাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আমি আরয করিলাম, আমাদিগকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। তিনি বলিলেন, (মদীনার দিকে) হিজরত তো হিজরতকারীদের পর শেষ হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, তবে আমাদিগকে কিসের উপর বাইআত করিবেন? তিনি বলিলেন, ইসলাম ও জেহাদের উপর।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর বাইআত

যিয়াদ ইবনে এলাকাহ (রহঃ) বলেন, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)এর ইন্তেকালের দিন আমি হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)কে লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা দিতে দেখিয়াছি। তাঁহাকে উক্ত খোতবায় বলিতে শুনিয়াছি যে, (হে লোকসকল,) আমি তোমাদিগকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে ভয় করিবার অসিয়ত করিতেছি। তোমরা ধীরস্থির ও শান্ত হও। আমি নিজের এই হাত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলামের উপর বাইআত হইয়াছি। তিনি আমার উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করিবে। কা'বার রব্বের কসম, আমি তোমাদের সকলের জন্য কল্যাণকামী। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করিয়া মিম্বার হইতে নামিয়া আসিলেন।

যিয়াদ ইবনে হারেস সুদায়ী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলামের উপর বাইআত হইয়াছি। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পূর্বে দাওয়াতের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইসলামী আমলসমূহের উপর বাইআত গ্রহণ

হযরত বশীর ইবনে খাসাসিয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি বাইআতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে কিসের উপর বাইআত করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পবিত্র হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, তুমি এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায উহার সময় মত আদায় করিবে, ফরযকৃত যাকাত আদায় করিবে, রমযান মাসের রোযা রাখিবে, বাইতুল্লার হজ্জ করিবে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করিবে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুইটি ব্যতীত আমি বাকী সবটাই করিতে পারিব। দুইটি পালন করিবার ক্ষমতা আমার নাই। এক—যাকাত, খোদার কসম, আমার দশটি মাত্র উট রহিয়াছে, যাহার দুধ দ্বারা আমার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে এবং এইগুলিই তাহাদের একমাত্র বাহন। দ্বিতীয়—জেহাদ (করা আমার দ্বারা সম্ভব হইবে না)। কারণ আমি একজন ভীরু মানুষ। আমি লোকদের বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি (জেহাদের ময়দান হইতে) পলায়ন করিল সে আল্লাহর গযব লইয়া ফিরিল। অতএব আমার ভয় হয় যে, যুদ্ধের সময় হয়ত আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিব আর আল্লাহর গযব লইয়া ফিরিব। (ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মুবারক টানিয়া লইলেন। অতঃপর হাত মুবারক নাড়িয়া বলিলেন, হে বশীর, যাকাত

দিবে না, জেহাদও করিবে না, তবে কিসের বিনিময়ে বেহেশতে প্রবেশ করিবে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি হাত প্রসারিত করুন আমি বাইআত হইব। অতএব তিনি হাত প্রসারিত করিলেন এবং আমি উল্লেখিত সকল বিষয়ের উপর বাইআত হইলাম। (কানযুল উম্মাল)

হযরত জারীর (রাঃ)এর বাইআত

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মঙ্গল কামনার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার উপর শর্ত আরোপ করুন, কারণ (বাইআতের) শর্ত সম্পর্কে আপনিই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এই শর্তে বাইআত করিতেছি যে, তুমি এক আল্লাহর এবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না, নামায কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, প্রত্যেক মুসলমানের মঙ্গল কামনা করিবে এবং শিরক হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, সকল মুসলমানের জন্য মঙ্গল কামনা করিবে এবং শিরক পরিত্যাগ করিবে।

তাবারানী হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জারীর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, হে জারীর (বাইআতের জন্য) হাত বাড়াও। হযরত জারীর (রাঃ) বলিলেন, কি বিষয়ের উপর? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এই বিষয়ের উপর যে, আল্লাহর সম্মুখে নিজেকে ঝুকাইয়া দিবে এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মঙ্গল কামনা করিবে। ইহা শুনিয়া হযরত জারীর (রাঃ) বাইআত হইতে সম্মত হইলেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক ছিলেন। অতএব তিনি বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার সাধ্যানুসারে এই সকল বিষয়ের

উপর আমল করিব।' তাহার কারণে পরবর্তী সকলেই এই সুবিধা লাভ করিলেন। (কান্‌য)

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের বাইআত

হযরত আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেন, আমরা সাত অথবা আট অথবা নয় জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের নিকট বাইআত হইবে না? এইকথা তিনি তিনবার বলিলেন। অতএব আমরা আমাদের হাত বাড়াইয়া দিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়া গেলাম। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা বাইআত তো হইয়াছি, কিন্তু কি বিষয়ের উপর? তিনি বলিলেন, এই বিষয়ের উপর যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত করিবে, তাহার সহিত কোন জিনিষকে শরীক করিবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে। অতঃপর তিনি অনুচ্চস্বরে ছোট্ট একটি কথা এই বলিলেন, কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিবে না।

হযরত আওফ (রাঃ) বলেন, আমি এই বাইতকারীদের কোন কোন ব্যক্তিকে এমনও দেখিয়াছি যে, (ঘোড়ার পিঠ হইতে) চাবুক নীচে পড়িয়া গেলে কাহাকেও বলিতেন না যে, চাবুকটা তুলিয়া দাও। (বরং নিজেই ঘোড়ার পিঠ হইতে নামিয়া চাবুক তুলিয়া লইতেন।) (কান্‌য)

হযরত সাওবান (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কে আছে, বাইআত হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম হযরত সাওবান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদিগকে বাইআত করুন। তিনি বলিলেন, এই শর্তে যে, কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিবে না। হযরত

সাওবান (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, (এই শর্ত পূর্ণ করিলে) সে কি পাইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বেহেশত। অতএব হযরত সাওবান (রাঃ) বাইআত হইলেন। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি মক্কায় সর্বাধিক জনসমাবেশের মধ্যে তাহাকে উটের পিঠে দেখিয়াছি। তাহার চাবুক মাটিতে কিংবা কাহারো ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেলে কেহ তুলিয়া দিতে চাহিলেও তিনি তাহা লইতেন না, বরং নিজেই নামিয়া তুলিয়া লইতেন।

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কেও অনুরূপ চাবুকের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। (তারগীব)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঁচ বার বাইআত করিয়াছেন এবং সাতবার আমার নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রত্যেক বার তিনি আমার উপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখিয়া বলিয়াছেন যে, আমি যেন আল্লাহর ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের ভয় না করি।

হযরত আবুল মুসান্না (রহঃ) বলেন, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকিয়া বলিলেন, তুমি কি বাইআত হইতে আগ্রহ রাখ? বিনিময়ে বেহেশত লাভ করিবে। আমি বলিলাম, হাঁ, এবং হাত মেলিয়া দিলাম। তিনি আমার উপর এই শর্ত আরোপ করিলেন যে, আমি কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিব না। আমি বলিলাম, আচ্ছা, তাহাই করিব। তিনি বলিলেন, যদি (বাহনের উপর হইতে) তোমার চাবুক পড়িয়া যায় কাহাকেও তাহা তুলিয়া দিতে বলিবে না, বরং নিজে নামিয়া তুলিয়া লইবে।

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়দিন যাবৎ হযরত আবু যার (রাঃ)কে বলিতে থাকিলেন

যে, হে আবু যার, তোমাকে আগামীতে যাহা বলা হইবে তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবে। অতঃপর সপ্তম দিন বলিলেন, আমি তোমাকে গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করিবার অসিয়ত করিতেছি। যখন কোন গুনাহের কাজ করিয়া ফেল তখন সঙ্গে সঙ্গে কোন নেক কাজ করিয়া লইবে। কাহারো নিকট কোন জিনিস চাহিবে না। এমন কি তোমার পড়িয়া যাওয়া চাবুকও কাহাকেও তুলিয়া দিতে বলিবে না। কখনও (অন্যের) আমানত গ্রহণ করিবে না। (তারগীব)

হযরত সাহ্ল (রাঃ) ও অন্যান্যদের বাইআত

হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি, আবু যার, ওবাদাহ ইবনে সামেত, আবু সাঈদ খুদরী, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) ও ষষ্ঠ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই কথার উপর বাইআত হইলাম যে, আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার আমাদিগকে প্রভাবান্বিত করিবে না। ষষ্ঠ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কৃত বাইআত ফেরৎ চাহিলে তিনি তাহার বাইআত ফিরাইয়া দিলেন। (কান্য)

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, আমি মদীনার সেই সকল সর্দারদের একজন যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে এই মর্মে বাইআত করিয়াছিলেন যে, আমরা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, ব্যভিচার করিব না, শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত এমন কাহাকেও হত্যা করিব না যাহাকে হত্যা করা আল্লাহ তায়ালা হারাম করিয়াছেন। লুটতরাজ করিব না, নাফরমানী করিব না। আমরা এই সকল অঙ্গীকার পালন করিলে বেহেশত লাভ করিব। আর যদি এই সকল নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে কোন কাজ করি তবে উহার ফয়সালা আল্লাহর উপর থাকিবে।

ইবনে জারীর হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওবাদাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বাইআত হও যে, আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, ব্যভিচার করিবে না। যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পালন করিবে তাহার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রহিয়াছে। আর যে এই সকল কাজের কোনটা করিয়াছে এবং আল্লাহ তায়ালা (দুনিয়াতে) তাহা গোপন রাখিয়াছেন। তাহার ফয়সালা আল্লাহ তায়ালা করিবেন। তিনি ইচ্ছা করিলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করিলে মাফ করিয়া দিবেন।

আকাবায়ে ঊলার বাইআত

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, বাইআতে আকাবায়ে ঊলাতে আমরা এগারজন ছিলাম। তখনও আমাদের উপর যুদ্ধ করা ফরয হইয়াছিল না। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে সেই সকল বিষয়ের উপর বাইআত করিলেন যে সকল বিষয়ের উপর তিনি মহিলাদিগকে বাইআত করিতেন। আমরা তাঁহার নিকট এই মর্মে বাইআত হইলাম যে, আমরা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, ব্যভিচার করিব না, (সন্তানের ব্যাপারে) আপন হাত ও পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিব না, আপন সন্তানদেরকে হত্যা করিব না এবং নেককাজে আল্লাহর রাসূলের অবাধ্যতা করিব না। যে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে সে বেহেশত পাইবে ; আর যে এই সকল নিষিদ্ধ কাজসমূহের কোন কাজ করিবে, তাহার ফয়সালা আল্লাহ করিবেন। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করিলে তাহাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করিয়া দিবেন। পরবর্তী বৎসরও লোকেরা পুনরায় বাইআত হইলেন। (কান্‌য)

হিজরতের উপর বাইআত

হযরত ইয়া'লা ইবনে মুনইয়া (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার পিতাকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। তিনি বলিলেন, হিজরতের উপর নহে, বরং তাহাকে জেহাদের উপর বাইআত করিব। কারণ মক্কা বিজয়ের দিন হইতে হিজরতের হুকুম শেষ হইয়া গিয়াছে।

পূর্বে হযরত মুজাশে' (রাঃ)এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি আরয করিলাম, আমাদিগকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। তিনি বলিলেন, (মদীনার দিকে) হিজরত তো হিজরতকারীদের পর শেষ হইয়া গিয়াছে। হযরত জারীর (রাঃ)এর হাদীসও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন যে, তুমি শিরক পরিত্যাগ করিবে। বাইহাকী হইতে বর্ণিত হযরত জারীর (রাঃ)এর হাদীসে আছে যে, মুমিনদের মঙ্গল কামনা করিবে এবং মুশরিকদেরকে পরিত্যাগ করিবে।

খন্দকের দিন হিজরতের উপর বাইআত

হযরত হারেস ইবনে যিয়াদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি লোকদের নিকট হইতে হিজরতের উপর বাইআত গ্রহণ করিতেছিলেন। আমি ভাবিলাম (মদীনাবাসী ও বহিরাগত) সকলকেই বাইআতের জন্য ডাকা হইতেছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহাকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, আমার চাচাত ভাই হাওত ইবনে ইয়াযীদ অথবা বলিলেন, ইয়াযীদ ইবনে হাওত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদিগকে (অর্থাৎ মদীনার আনসারগণকে হিজরতের উপর) বাইআত করিতেছি না। লোকেরা তোমাদের নিকট

হিজরত করিয়া আসিবে, তোমরা লোকদের নিকট হিজরত করিয়া যাইবে না। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যে কেহ আল্লাহর সহিত সাক্ষাতকাল (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত আনসারকে ভালবাসিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ) করিবে যে, আল্লাহও তাহাকে ভালবাসেন। আর যে আল্লাহর সহিত সাক্ষাতকাল (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত আনসারদের সহিত শত্রুতা রাখিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ) করিবে যে, আল্লাহও তাহার সহিত শত্রুতা রাখেন।

হযরত আবু উসায়েদ সায়েদী (রাঃ) বলেন, খন্দক খননের সময় লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরতের উপর বাইআত হইতে আসিল। তিনি বাইআত গ্রহণ হইতে অবসর হইয়া বলিলেন, হে আনসারীগণ, তোমরা হিজরতের উপর বাইআত হইও না। কারণ অন্যান্য লোকেরা তোমাদের নিকট হিজরত করিয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি আনসারদের ভালবাসা অন্তরে লইয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহও তাহাকে ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আনসারদের শত্রুতা অন্তরে লইয়া মৃত্যুবরণ করিবে সে আল্লাহর সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, আল্লাহও তাহার সহিত শত্রুতা রাখেন।

নুসরতের উপর বাইআত

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় দশ বছর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে লোকদের অবস্থানস্থলে, ওকায ও মাজান্নার মেলায় লোকদের নিকট গিয়াছেন। তিনি লোকদের এই সকল সমাগমস্থলে যাইয়া বলিতেন, কে আছে আমাকে আশ্রয় দিবে? কে আছে আমাকে সাহায্য করিবে? আমি আমার পরওয়ারদিগারের পয়গাম পৌঁছাইব, বিনিময়ে সে (অর্থাৎ সাহায্যকারী ও আশ্রয়দাতা) বেহেশত লাভ করিবে। কিন্তু তিনি এমন কাহাকেও পাইতেন

না যে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে অথবা সাহায্য করিবে। (বরং ক্রমান্বয়ে লোকদের মধ্যে তাঁহার বিরোধিতা এমন চরমে পৌঁছিল যে,) ইয়ামান কিংবা মুযার এলাকা হইতে কেহ (মক্কায়) আসিতে চাহিলে আত্মীয়–স্বজন ও কাওমের লোকেরা তাহাকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিত যে, কোরাইশের সেই যুবক হইতে সাবধান থাকিও যেন তোমাকে ফেৎনায় না ফেলিয়া দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের অবস্থানস্থলের ভিতর দিয়া গমনকালে লোকেরা তাঁহার প্রতি আঙ্গুল তুলিয়া ইশারা করিত।

অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ইয়াসরাব হইতে আমাদিগকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। আমরা তাঁহাকে আশ্রয় দিলাম এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম। অতঃপর আমাদের এক একজন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত এবং তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিত। তিনি তাহাকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। সে নিজ পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিলে তাহার ইসলাম গ্রহণ দেখিয়া পরিবারস্থ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিত। এইরূপে আনসারদের প্রত্যেক মহল্লায় মুসলমানদের এক একটি জামাত তৈয়ার হইয়া গেল, যাহারা নিজেদের ইসলামকে প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেন। অতঃপর তাহারা সকলেই পরামর্শ করিলেন। আমরা বলিলাম, আমরা আর কতকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এইরূপে ফেলিয়া রাখিব? কতকাল তিনি এইভাবে মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইবেন আর বিতাড়িত হইতে থাকিবেন? সুতরাং হজ্জের মৌসুমে আমাদের মধ্য হইতে সত্তর জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী শে'বে আকাবাহ নামক স্থানে আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাতের স্থান ঠিক করিলাম। উক্ত আকাবায় আমরা একজন দুইজন করিয়া সকলেই সমবেত হইলাম। অতঃপর আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কিসের উপর আপনার নিকট বাইআত হইব? তিনি বলিলেন, তোমরা এই মর্মে বাইআত হইবে যে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়

সর্বাবস্থায় শুনিবে ও মানিবে এবং সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় খরচ করিবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিবে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কথা বলিতে থাকিবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করিবে না, আমি যখন তোমাদের নিকট আসিব তখন তোমরা আপন স্ত্রী–পুত্রদের যেরূপ হেফাজত করিয়া থাক আমারও সেরূপ হেফাজত করিবে এবং (ইহার বিনিময়ে) তোমরা বেহেশতে লাভ করিবে। আমরা দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইলে হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) তাঁহার হাত মুবারক ধরিলেন। তিনি সবার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। বাইহাকীর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, আমাদের সত্তরজনের মধ্যে আমি ব্যতীত অন্যান্যদের অপেক্ষা হযরত আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইয়াসরাববাসীগণ, থাম। আমরা উষ্ট্র হাঁকাইয়া তাঁহার নিকট এইজন্যই আসিয়াছি যে, আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আজ যখন তোমরা তাঁহাকে (নিজ এলাকায়) লইয়া যাইবে তখন সমগ্র আরব তোমাদের শত্রু হইবে, তোমাদের বিশিষ্ট লোকজন কতল হইবে এবং তরবারী তোমাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিবে। যদি তোমরা এইসব সহ্য করিতে রাজি থাক তবে তাঁহাকে লইয়া চল। আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। আর যদি তোমাদের অন্তরে এই ব্যাপারে কোনরূপ আশঙ্কা থাকিয়া থাকে তবে তাঁহাকে এখানেই থাকিতে দাও এবং তাঁহাকে (এখনই) পরিষ্কারভাবে বলিয়া দাও। ইহাতে আল্লাহর নিকট তোমাদের ওযর অধিক গ্রহণযোগ্য হইবে। উপস্থিত সকলেই বলিলেন, হে আসআদ, তুমি আমাদের মধ্য হইতে সরিয়া দাঁড়াও। খোদার কসম, আমরা এই বাইআত কখনও পরিত্যাগ করিব না এবং আমাদের নিকট হইতে কেহ এই বাইআত কখনও ছিনাইয়া নিতে পারিবে না। অতঃপর আমরা উঠিয়া তাঁহার হাতে বাইআত হইলাম। তিনি আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইলেন এবং করণীয় কাজ বলিয়া দিলেন এবং বিনিময়ে বেহেশতের ওয়াদা করিলেন।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তীস্থানে সমবেত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলাম। এমন সময় তিনি হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। যদিও হযরত আব্বাস (রাঃ) তখনও নিজ কাওমের ধর্মের উপর ছিলেন তথাপি তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের এই কাজে উপস্থিত থাকিতে এবং (আনসারদের নিকট হইতে) তাঁহার ব্যাপারে অঙ্গীকার লইতে ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিবার পর সর্বপ্রথম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা, তোমাদের জানা আছে যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের মধ্যেকার একজন। তাঁহার ব্যাপারে আমাদের ন্যায় মত্ পোষণকারী (অর্থাৎ যাহারা ঈমান গ্রহণ করে নাই এরূপ) আপন কাওমের লোকদের হাত হইতে আমরা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছি। বর্তমানে তিনি নিজ কাওমের মধ্যে সম্মান ও নিজ শহরে হেফাজতের সহিত আছেন। এখন তিনি সবকিছু ছাড়িয়া তোমাদের সহিত যাইবার ও তোমাদের সহিত থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের যদি আস্থা হয় যে, তোমরা তাঁহাকে যে বিষয়ে আহবান জানাইয়াছ তাহা যথাযথ পালন করিতে পারিবে এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচারীদের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে তবে তোমরা জান তোমাদের দায়িত্ব। আর যদি তোমাদের মনে হয় যে, তোমাদের নিকট যাইবার পর তোমরা (অপারগ হইয়া) তাঁহাকে দুশমনের হাতে তুলিয়া দিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করা ছাড়িয়া দিবে তবে এখনই তাঁহাকে এখানে রাখিয়া যাও। কারণ তিনি নিজ কাওমের মধ্যে ও নিজ শহরে অত্যন্ত সম্মান ও হেফাজতের সহিত আছেন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আব্বাস (রাঃ)কে বলিলাম, আমরা আপনার কথা শুনিয়াছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আপনি বলুন। আপনি নিজের জন্য এবং আপনার পরওয়ারদিগারের

জন্য যাহা ইচ্ছা অঙ্গীকার গ্রহণ করুন। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি কোরআন পাক হইতে তেলাওয়াত করিলেন, তারপর আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন, ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট হইতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করিতেছি যে, যে সকল জিনিস দ্বারা তোমরা আপন স্ত্রী–পুত্রদের হেফাজত করিয়া থাক তাহা দ্বারা আমার হেফাজত করিবে।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, হযরত বারা ইবনে মা'রূর (রাঃ) তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, হাঁ, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা সেইসকল জিনিস দ্বারা আপনার হেফাজত করিব যাহা দ্বারা আমরা নিজ স্ত্রী–পুত্রদের হেফাজত করিয়া থাকি। ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি আমাদিগকে বাইআত করুন। খোদার কসম, আমরা যোদ্ধাজাতি, বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে এই লড়াই–যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে। হযরত বারা (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা চলিতেছিল, এমন সময় হযরত আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়েহান (রাঃ) বলিয়া উঠিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিছুসংখ্যক লোক অর্থাৎ ইহুদীদের সহিত আমাদের পুরাতন সম্পর্ক চলিয়া আসিতেছে। (আপনার কারণে) আমরা সে সম্পর্ক ছিন্ন করিব। কিন্তু পরে যখন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন তখন আবার এমন না হয় যে, আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া আপন কাওমের নিকট চলিয়া যান। (এই কথা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিয়া বলিলেন, বরং তোমাদের রক্তের সহিত আমার রক্ত সংযুক্ত থাকিবে, যেখানে তোমাদের কবর সেখানে আমার কবর হইবে। আমি তোমাদের মধ্য হইতে এবং তোমরা আমা হইতে। তোমরা যাহার সহিত যুদ্ধ করিবে আমিও তাহার সহিত যুদ্ধ করিব এবং তোমরা যাহার সহিত সন্ধি করিবে আমিও তাহার সহিত সন্ধি করিব।

হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্য হইতে বারজন সর্দার ঠিক করিয়া আমার নিকট লইয়া আস, যাহারা নিজ নিজ কাওমের সর্ববিষয়ে যিম্মাদার হইবে। অতএব তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে বারজন সর্দার ঠিক করিয়া আনিলেন, নয়জন খাযরাজ গোত্র হইতে ও তিনজন আওস গোত্র হইতে। (বিদায়াহ)

হযরত আবুল হাইসাম (রাঃ)এর বাইআত

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম হযরত আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়েহান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কিছুসংখ্যক লোকের সহিত আমরা অঙ্গীকার সূত্রে আবদ্ধ আছি। (আপনার কারণে) আমরা সে সূত্র ছিন্ন করিব। কিন্তু পরে এমন না হয় যে, আমরা লোকদের সহিত অঙ্গীকারসূত্র ছিন্ন করিলাম এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলাম আর আপনি (আমাদিগকে ছাড়িয়া) নিজ কাওমের নিকট ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথায় হাসিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের রক্তের সহিত আমার রক্ত সংযুক্ত থাকিবে, যেখানে তোমাদের কবর সেখানে আমার কবর হইবে। হযরত আবুল হাইসাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরে নিশ্চিন্ত হইয়া আপন কাওমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আমার কাওম ইনি আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি সত্যবাদী। আজ তিনি আল্লাহর হারমে (অর্থাৎ আল্লাহ কর্তৃক নিরাপত্তা বিধানকৃত যমীনে) তাঁহারই আশ্রয়ে নিজ কাওম ও আত্মীয় স্বজনের মাঝে রহিয়াছেন। জানিয়া রাখ, তোমরা যখন তাঁহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবে তখন সমগ্র আরব তোমাদের প্রতি এক ধনুকে তীর বর্ষণ করিবে। যদি আল্লাহর রাহে মরিবার ও মাল আওলাদ সবকিছু উজাড় হইবার উপর তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে রাজি থাক তবে তাঁহাকে তোমাদের এলাকায় যাইবার আহবান জানাও। কারণ তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর

সত্য রাসূল। আর যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, তোমরা তাঁহার সাহায্য করিতে পারিবে না তবে তাঁহাকে এখনই ছাড়িয়া দাও। আনসারগণ তখন উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ হইতে অর্পিত সকল দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের পক্ষ হইতে আপনি যাহা কিছু চাহিয়াছেন আমরা তাহা সবই আপনাকে দান করিলাম। হে আবুল হাইসাম, তুমি আমাদের মাঝখান হইতে সরিয়া দাঁড়াও, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইব। আবু হাইসাম (রাঃ) বলিলেন, আমিই সর্বপ্রথম বাইআত হইব। অতঃপর সকলেই বাইআত হইলেন।

হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর বক্তব্য

হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, যখন আগত মদীনাবাসীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআতের জন্য সমবেত হইলেন তখন বনু সালেম ইবনে আওফ গোত্রের হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ ইবনে নাযলাহ (রাঃ) বলিলেন, হে খাযরাজের লোকেরা, তোমরা কি জান, কিসের উপর তোমরা এই ব্যক্তির হাতে বাইআত হইতেছ? লোকেরা বলিল, হাঁ, আমরা জানি। হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, এই ব্যক্তির হাতে বাইআতের অর্থ হইল, তোমাদিগকে আরব-অনারব সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। যদি মনে কর যে, যখন তোমাদের মাল-সম্পদ ধ্বংস হইতে দেখিবে এবং তোমাদের সর্দারদের মারা পড়িতে দেখিবে তখন তোমরা তাঁহাকে দুশমনের হাতে ছাড়িয়া দিবে তবে এখনই বল। কারণ খোদার কসম, তোমরা পরে যদি তাঁহাকে দুশমনের হাতে ছাড়িয়া দাও তবে তাহা তোমাদের জন্য দুনিয়া আখেরাতে চরম বেইজ্জতির বিষয় হইবে। আর যদি মনে কর যে, তোমাদের মাল-সম্পদ ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও এবং সর্দারদের মারা পড়িতে দেখিয়াও তোমরা যে বিষয়ে তাঁহাকে আহবান জানাইয়াছ তাহা যথাযথ পালন করিতে পারিবে তবে তাঁহাকে

লইয়া যাও। খোদার কসম, ইহা তোমাদের জন্য দুনিয়া–আখেরাতে কল্যাণকর হইবে। লোকেরা বলিল, আমাদের সমস্ত মাল–সম্পদ ধ্বংস হয় হউক, আমাদের সর্দারগণ মারা পড়ে পড়ুক, তবুও আমরা তাঁহাকে লইয়া যাইব। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যদি কৃত ওয়াদা পালন করি তবে আমরা কি পাইব? তিনি বলিলেন, বেহেশত। তাহারা বলিল, আপনার হাত প্রসারিত করুন। তিনি হাত প্রসারিত করিলে তাহারা সকলে বাইআত হইলেন। (বিদায়াহ)

হযরত মা'বাদ ইবনে কা'ব (রাঃ) তাহার ভাই আবদুল্লাহ হইতে বর্ণনা করেন যে, (বাইআতের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা এক দুইজন করিয়া নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া যাও। হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যদি আদেশ করেন তবে আগামীকালই আমরা তরবারী লইয়া মিনায় অবস্থানকারীদের উপর ঝাপাইয়া পড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এখনও আমাদিগকে ইহার আদেশ করা হয় নাই। তোমরা তোমাদের স্ব স্ব অবস্থানস্থলে ফিরিয়া যাও। (বিদায়াহ)

জেহাদের উপর বাইআত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের নিকট যাইয়া দেখিলেন, মুহাজির ও আনসারগণ প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সকালবেলা (খন্দক) খননের কাজ করিতেছেন। তাহাদের নিকট কোন গোলাম ছিল না যে, তাহাদের পরিবর্তে কাজ করিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةْ   فَاغْفِرِالْاَنْصَارَ وَ الْمُهَاجِرَةْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন,

আনসার ও মুহাজিরদিগকে মাফ করিয়া দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাবে সাহাবা (রাঃ) বলিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا

অর্থ ঃ আমরাই সেই সব লোক যাহারা (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব জেহাদ করিতে থাকিব। (বোখারী)

পূর্বে হযরত মুজাশে' (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাদিগকে কিসের উপর বাইআত করিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, ইসলাম ও জেহাদের উপর। হযরত বশীর ইবনে খাসাসিয়া (রাঃ) সম্পর্কেও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, হে বশীর, যাকাত দিবে না, জেহাদও করিবে না, তবে কিসের বিনিময়ে বেহেশতে প্রবেশ করিবে? হযরত বশীর (রাঃ) বলিলেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি বাইআত হইব। সুতরাং তিনি হাত প্রসারিত করিলে হযরত বশীর (রাঃ) বাইআত হইলেন। হযরত ইয়ালা ইবনে মুনইয়াহ (রাঃ)এর হাদীসও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতাকে হিজরতের উপর বাইআত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তাহাকে জেহাদের উপর বাইআত করিব।

মৃত্যুবরণের উপর বাইআত

হযরত সালামা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়া একটি গাছের ছায়ায় যাইয়া বসিলাম। লোকজনের ভিড় কমিয়া গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হে ইবনে আকওয়া, তুমি

বাইআত হইবে না? বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো বাইআত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, আবার হও। অতএব আমি দ্বিতীয়বার বাইআত হইলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত সালামা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু মুসলিম, আপনারা সেদিন কিসের উপর বাইআত হইতে ছিলেন। তিনি বলিলেন, মৃত্যুবরণের উপর। (বোখারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, হাররার যুদ্ধের দিন তাহার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইবনে হানযালা লোকদের নিকট হইতে মৃত্যুবরণের উপর বাইআত গ্রহণ করিতেছে। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহা শুনিয়া বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কাহারো হাতে মৃত্যুবরণের উপর বাইআত হইব না। (বোখারী)

শোনা ও মানার উপর বাইআত

হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, কোথাও হইতে কয়েক মশক শরাব আসিলে হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) আসিয়া মশকগুলি ছিঁড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় আমরা শুনিব এবং মানিব এবং সচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করিব, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিব, আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির কথা বলিতে থাকিব এবং এই ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করিব না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের নিকট ইয়াসরাবে আগমন করিবেন তখন আমরা তাঁহার সাহায্য করিব এবং সেই সকল জিনিস দ্বারা তাঁহার হেফাজত করিব যাহা দ্বারা আমরা নিজ নিজ স্ত্রী–পুত্রদের হেফাজত করিয়া থাকি। এই সকল কাজের বিনিময়ে আমরা বেহেশত লাভ করিব। ইহাই আমাদের সেই বাইআত যাহা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইয়াছিলাম। অপর

এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধের ব্যাপারে এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায়, ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং অন্যদেরকে আমাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইলেও আমরা শুনিব এবং মানিয়া চলিব। আর এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, আমীরের সহিত নেতৃত্ব লইয়া টানাটানি করিব না এবং যেখানেই থাকি হক কথা বলিতে থাকিব, আল্লাহর ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করিব না। (বিদায়াহ)

হযরত জারীর (রাঃ)এর বাইআত

হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, শুনিব ও মানিব এবং সকল মুসলমানের জন্য হিত কামনা করিব। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলাম, আমি আপনার নিকট এই মর্মে বাইআত হইব যে, পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় সর্ববিষয়ে শুনিব এবং মানিয়া চলিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এরূপ করিতে পারিবে কি? এরূপ না বলিয়া বরং তুমি বল, আমি আমার সাধ্যমত (শুনিব ও মানিব)। আমি বলিলাম, আমার সাধ্যমত (শুনিব ও মানিব)। অতএব তিনি আমাকে উক্ত বিষয়ের উপর এবং সকল মুসলমানের জন্য হিত কামনার উপর বাইআত করিলেন।

আবু দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থে উক্ত হাদীস এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জারীর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শোনা ও মানা এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হিতকামনার উপর বাইআত হইয়াছি। সুতরাং তিনি (অর্থাৎ হযরত জারীর (রাঃ)) যখন কোন জিনিস বিক্রয় অথবা ক্রয় করিতেন তখন ক্রেতা অথবা বিক্রেতাকে বলিতেন যে, তোমার নিকট হইতে যাহা লইয়াছি

তাহা আমার নিকট তোমাকে যাহা দিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয়, অতএব তোমার নিকট যাহা ভাল মনে হয় অবলম্বন কর। (তারগীব)

হযরত উতবাহ ইবনে আব্দ (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শোনা ও মানার উপর বাইআত হইতাম তখন তিনি আমাদিগকে 'সাধ্যমত' কথাটি বলিয়া দিতেন। হযরত উতবাহ ইবনে আব্দ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাতবার বাইআত হইয়াছি। তন্মধ্যে পাঁচবার মানার উপর ও দুইবার মুহাব্বাত করিবার উপর। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার এই হাত দ্বারা এই মর্মে বাইআত হইয়াছি যে, আমার সাধ্যমত শুনিব ও মানিয়া চলিব। (কান্‌য)

মহিলাদের বাইআত

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর আনসারী মহিলাদিগকে একটি ঘরে সমবেত করিয়া হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)কে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) দরজায় দাঁড়াইয়া মহিলাদিগকে সালাম দিলে তাহারা সালামের জবাব প্রদান করিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন,আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তাহারা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার দূতের জন্য মারহাবা। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বাইআত হইবে কি? যে, আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, যেনা করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না, আপন হাত ও

পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না এবং নেক কাজে অবাধ্যতা করিবে না। মহিলাগণ উত্তর দিলেন, হাঁ। অতএব হযরত ওমর (রাঃ) (কোন মহিলার হাত স্পর্শ ছাড়াই) দরজায় বাহির হইতে হাত বাড়াইলেন এবং মহিলাগণও (হযরত ওমর (রাঃ)এর হাত স্পর্শ ছাড়াই) ভিতর হইতে নিজেদের হাত বাড়াইলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহ ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

হযরত উম্মে আতিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই আদেশ করিয়াছেন যে, আমরা যেন দুই ঈদে ঋতুমতী ও কুমারী মেয়েদেরকেও (ঈদগাহে) লইয়া যাই। (তাহারা নামাযে শরীক হইতে না পারিলেও দোয়ায় তো শামিল হইতে পারিবে।) আমাদেরকে জানাযার সহিত যাইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, আমাদের উপর জুমআর নামায ফরয নহে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার উস্তাদকে 'মিথ্যা অপবাদ ও নেককাজে অবাধ্যতা না করা' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, কাহারো মৃত্যুতে বিলাপ করা। (মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

হযরত সালমা বিনতে কায়েস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত উভয় কেবলার দিকে ফিরিয়া নামায আদায় করিয়াছেন এবং তিনি বনি আদি ইবনে নাজ্জার গোত্রীয় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আনসারী মহিলাদের সহিত তাঁহার নিকট বাইআত হইলাম। তিনি যখন আমাদের উপর এই মর্মে শর্ত আরোপ করিলেন যে, আমরা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, যেনা করিব না, নিজ সন্তানকে হত্যা করিব না, নিজ হাত পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিব না এবং নেককাজে তাঁহার অবাধ্যতা করিব না, তখন তিনি (ইহাও)

বলিলেন যে, নিজ স্বামীদের সহিত খেয়ানত করিবে না। হযরত সালমা (রাঃ) বলেন, আমরা বাইআত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। অতঃপর আমি আনসারী মহিলাদের একজনকে বলিলাম, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা কর যে, আমাদের স্বামীদের সহিত খেয়ানতের কি অর্থ? উক্ত মহিলা জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (স্বামীর সহিত খেয়ানতের অর্থ হইল) তুমি স্বামীর অর্থ–সম্পদ লইয়া (তাহার অনুমতি ব্যতীত) অপরকে দিয়া দাও।

হযরত উকাইলাহ বিনতে আতিক ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন, আমি এবং আমার মা কারীরাহ বিনতে হারেস উতওয়ারিয়াহ (রাঃ) হিজরতকারিণী মহিলাদের সহিত আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইলাম। তিনি সেই সময় আবতাহ নামক স্থানে তাঁবুর ভিতর অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করিলেন যে, আমরা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিব না। অতঃপর তিনি (সূরা মুমতাহিনার শেষে বর্ণিত) আয়াতের অঙ্গীকারগুলি উল্লেখ করিলেন। আমরা অঙ্গীকারগুলি স্বীকার করিয়া বাইআতের জন্য হাত বাড়াইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি (বেগানা) মেয়েদের হাত স্পর্শ করি না। অতঃপর তিনি আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করিলেন। ইহাই ছিল আমাদের বাইআত।

হযরত উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রাঃ)এর বাইআত

হযরত উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রাঃ) বলেন, আমি কতিপয় মহিলার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে বাইআতের জন্য হাজির হইয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নিকট এই মর্মে বাইআত হইতেছি যে, আমরা আল্লাহর সহিত

কোন জিনিসকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, যেনা করিব না, আপন সন্তানকে হত্যা করিব না, নিজ হাত পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিব না এবং কোন নেককাজে আপনার অবাধ্যতা করিব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ইহাও বল যে,) যতখানি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হইবে এবং সাধ্যে কুলাইবে। আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক দয়াময়। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসুন (আপনার হাত প্রসারিত করুন) আমরা আপনার নিকট বাইআত হইব। তিনি বলিলেন, আমি (বেগানা) মেয়েদের সহিত মুসাফাহা করি না। একশতজন হউক বা একজন হউক সকল মেয়েদের জন্য আমার একই রকম কথা। (অর্থাৎ মেয়েদেরকে মুখে মুখে বাইআত করি। একশতজন হউক বা একজন হউক।) (এসাবাহ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, হযরত উমাইমাহ বিনতে রুকাইকাহ (রাঃ) ইসলামের উপর বাইআতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বাইআত করিতেছি যে, আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, যেনা করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না, নিজ হাত ও পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না, বিলাপ করিবে না এবং পূর্বের অজ্ঞতা-যুগের প্রথানুযায়ী সৌন্দর্য প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না। (মাজমা')

হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ (রাঃ) বাইআতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি তাহাকে (সূরা মুমতাহিনার আয়াত অনুসারে) শিরক

করিবে না, যেনা করিবে না ইত্যাদি অঙ্গীকার করিতে বলিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা লজ্জায় মাথায় হাত দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই লজ্জাশীলতাকে খুবই পছন্দ করিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন,এই মেয়ে,(লজ্জা করিও না,) অঙ্গীকার করিয়া লও। খোদার কসম,আমরাও এই সকল অঙ্গীকারের উপর বাইআত হইয়াছি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আচ্ছা, তবে ঠিক আছে। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের উপর বাইআত করিলেন। (মাজমা')

হযরত আয্যা বিনতে খাবিল (রাঃ)এর বাইআত

হযরত আযযা বিনতে খাবিল (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তাহাকে তিনি এই মর্মে বাইআত করিলেন যে, যেনা করিবে না, চুরি করিবে না, প্রকাশ্যে বা গোপনে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করিবে না। হযরত আয্যা (রাঃ) বলেন, প্রকাশ্যে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার অর্থ তো বুঝিয়াছি ; কিন্তু গোপনে সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার অর্থ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করি নাই এবং তিনি আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেন নাই। তবে আমার মনে আসিয়াছে, ইহার অর্থ গর্ভস্থিত সন্তান বিনষ্ট করা হইবে। খোদার কসম, আমি কখনও আমার সন্তান বিনষ্ট করিব না। (তাবারানী)

হযরত ফাতেমা ও তাহার বোন হিন্দ বিনতে উতবা (রাঃ)এর বাইআত

হযরত ফাতেমা বিনতে উতবাহ ইবনে রাবীআহ ইবনে আব্দে শামস (রাঃ) বলেন, আবু হোযাইফা ইবনে উতবাহ (রাঃ) তাহাকে ও তাহার বোন হিন্দ বিনতে উতবাহ (রাঃ)কে বাইআতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলেন। হযরত ফাতেমা (রাঃ)

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার লইলেন এবং বাইআতের শর্তাদি উল্লেখ করিলেন। আমি বলিলাম, হে চাচাতো ভাই, আপনি কি আপনার কাওমের ভিতর (চুরি, যেনা ইত্যাদির ন্যায়) এই সকল অপকর্ম ও নিন্দনীয় কোন কাজ হইতে দেখিয়াছেন? আবু হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, এইসব কথা রাখ এবং বাইআত হইয়া যাও। এই সকল অঙ্গীকার দ্বারাই বাইআত করা হয় এবং এরূপ শর্তাবলী আরোপ করা হয়। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আমি চুরি (না) করার ব্যাপারে আপনার নিকট বাইআত হইব না। কারণ আমি আমার স্বামীর মাল হইতে চুরি করিয়া থাকি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত টানিয়া লইলেন এবং হিন্দও নিজের হাত টানিয়া লইলেন। অবশেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং স্ত্রীর জন্য তাহার মাল হইতে লইবার অনুমতি প্রদান করিতে বলিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, কাঁচা (খাওয়া–দাওয়ার) জিনিসের ব্যাপারে অনুমতি আছে, কিন্তু শুকনা (অর্থাৎ সোনা, রূপা ইত্যাদি) জিনিসের ব্যাপারে অনুমতি দিব না, আর না কোন নেয়ামত জাতীয় জিনিসের অনুমতি দিব। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমরা বাইআত হইয়া গেলাম। বাইআতের পর হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট আপনার তাঁবু অপেক্ষা অপ্রিয় আর কোন তাঁবু ছিল না এবং এই তাঁবু ও তাঁবুর ভিতর যাহা আছে সবকিছু আল্লাহ পাক ধ্বংস করিয়া দেন ইহাই আমার সর্বাধিক কাম্য ছিল। কিন্তু খোদার কসম, এখন সকল তাঁবুর মধ্যে আপনার তাঁবুকে আল্লাহ তায়ালা আবাদ করুন এবং বরকতময় করুন, ইহারই সর্বাধিক কামনা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার সহিত তোমার এই মুহাব্বত আরো বৃদ্ধি পাইবে। খোদার কসম, তোমাদের মধ্যেকার কেহ ততক্ষণ পর্যন্ত কামেল ঈমানদার হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার নিকট নিজ সন্তানাদি ও পিতা অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হইব।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত হিন্দ বিনতে উতবাহ ইবনে রাবীআহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআতের জন্য আসিলেন। তিনি তাহার হাত দেখিয়া বলিলেন, যাও তোমার উভয় হাত (মেহেদী দ্বারা) পরিবর্তন করিয়া আস। তিনি (ঘরে) যাইয়া উভয় হাত মেহেদী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে এই মর্মে বাইআত করিতেছি যে, আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, যেনা করিবে না। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, কোন মুক্ত ও স্বাধীন (অর্থাৎ দাসী নয় এমন) মহিলাও কি যেনা করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, দরিদ্রতার ভয়ে নিজ সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আপনি কি আমাদের কোন সন্তান অবশিষ্ট রাখিয়াছেন যে, আমরা হত্যা করিব? (অর্থাৎ বিভিন্ন যুদ্ধে আপনি তাহাদিগকে কতল করিয়াছেন।) অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়া গেলেন এবং আপন হাতের দুইখানা সোনার কাঁকন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই কাঁকন সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জাহান্নামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্য হইতে দুইটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, যখন বলা হইল চুরি করিবে না, যেনা করিবে না, তখন হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, স্বাধীন (অর্থাৎ দাসী নয় এমন) মেয়েরা কি যেনা করিতে পারে? যখন বলা হইল আপন সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না, তখন হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, ছোটবেলায় সন্তানদিগকে আমরা প্রতিপালন করিয়াছি, আর বড় হইবার পর আপনি তাহাদিগকে কতল করিয়া দিয়াছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, 'সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না' এর জবাবে হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আপনিই তাহাদিগকে কতল

করিয়াছেন।

এক রেওয়ায়াতে আছে, বদরের যুদ্ধে আপনি আমাদের জন্য কোন সন্তান জীবিত রাখিয়াছেন কি?

ইবনে মান্দাহ হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতের প্রথমাংশে এরূপ উল্লেখ রহিয়াছে যে, হযরত হিন্দ (রাঃ) (আপন স্বামী হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)কে) বলিলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইতে চাহিতেছি। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, এ যাবৎ তো সর্বদা তোমাকে তাঁহার কথা অস্বীকার করিতে দেখিয়া আসিতেছি। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, খোদার কসম, তোমার কথাই ঠিক। তবে খোদার কসম, এই মসজিদে অদ্য রাত্রির পূর্বে কখনও আমি আল্লাহ তায়ালার এরূপ সত্যিকার এবাদত হইতে দেখি নাই। খোদার কসম, মুসলমানগণ কখনও দাঁড়াইয়া কখনও রুকুতে কখনও সেজদারত অবস্থায় সারারাত্র নামাযে কাটাইয়াছেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তুমি (আজ পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে) বহু কিছু করিয়াছ। সেহেতু তুমি নিজ কাওমের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যাও। সুতরাং তিনি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার সঙ্গে গেলেন এবং তাহার জন্য (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইবার) অনুমতি লইলেন। হযরত হিন্দ (রাঃ) নেকাব পরিহিত অবস্থায় ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী বাইআতের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লেখিত এই রেওয়ায়াতে ইমাম শা'বী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আমি তো আবু সুফিয়ানের বহু অর্থসম্পদ বিনষ্ট করিয়াছি। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তুমি এ পর্যন্ত আমার যত অর্থসম্পদ লইয়াছ তাহা তোমার জন্য হালাল করিয়া দিলাম।

ইবনে জারীর (রহঃ) উক্ত হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। বিস্তারিত এই রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, তুমি আমার যত

অর্থসম্পদ লইয়াছ তাহা শেষ হইয়া যাইয়া থাকুক বা অবশিষ্ট থাকুক সবই তোমার জন্য হালাল করিয়া দিলাম। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া দিলেন এবং হিন্দকে চিনিতে পারিয়া ডাকিলেন। হযরত হিন্দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং (অতীতের কৃতকর্মের জন্য) ক্ষমা চাহিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিই কি হিন্দ? হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, অতীতে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা আল্লাহ তায়ালা মাফ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিক হইতে মুখ ঘুরাইয়া অন্যান্য মহিলাদের প্রতি মনোযোগ দিলেন এবং বলিলেন, তাহারা যেনা করিবে না। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন মুক্ত ও স্বাধীন (অর্থাৎ দাসী নয় এমন) মেয়েও কি যেনা করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, খোদার কসম, স্বাধীন মেয়ে কখনও যেনা করিতে পারে না। তারপর বলিলেন, তাহারা নিজ সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না। হযরত হিন্দ (রাঃ) বলিলেন, আপনিই বদরযুদ্ধের দিন তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছেন। এখন আপনি জানেন আর তাহারা জানে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহারা নিজ হাত ও পায়ের মাঝে সাজানো মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিবে না এবং নেককাজে তাহারা অবাধ্যতা করিবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তাহাদিগকে বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। জাহিলিয়াতের যুগে মেয়েরা (শোকপ্রকাশের উদ্দেশ্যে) কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিত, চেহারা আঁচড়াইত, মাথার চুল কাটিয়া ফেলিত এবং হায় হায় করিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিত। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত উসায়েদ ইবনে আবি উসায়েদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়াছেন এমন একজন মহিলা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিষয়ে আমাদের নিকট হইতে বাইআত লইয়াছেন তন্মধ্যে ইহাও

ছিল যে, আমরা কোন নেক কাজে তাঁহার অবাধ্যতা করিব না, নিজের চেহারা আঁচড়াইব না, চুল বিক্ষিপ্ত করিব না, জামার বুক ফাড়িব না এবং হায় হায় করিয়া চিৎকার করিব না। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

অপ্রাপ্তবয়স্কদের বাইআত

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ)কে এরূপ অল্পবয়সে বাইআত করিয়াছেন যে, তখনও তাহাদের দাড়ি উঠে নাই এবং তাহারা সাবালগও হন নাই। আমাদের ব্যতীত আর কাহাকেও এরূপ অল্পবয়সে বাইআত করেন নাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, তাহারা উভয়ে সাত বৎসর বয়সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়কে দেখিয়া মুচকি হাসিয়াছেন এবং হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন। অতঃপর তাহারা বাইআত হইয়াছেন।

হযরত হেরমাস ইবনে যিয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি অল্পবয়স্ক বালক অবস্থায় বাইআতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হাত বাড়াইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে বাইআত করেন নাই।

(জামউল ফাওয়ায়েদ)

খোলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ)দের হাতে সাহাবা (রাঃ)দের বাইআত

হযরত মুনতাশির (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, যখন

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ –

অর্থ ঃ যাহারা আপনার নিকট বাইআত (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) হইতেছে,

তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই নিকট বাইআত (প্রতিজ্ঞাবদ্ধ) হইতেছে।

এই আয়াত নাযিল হইল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে এইভাবে বাইআত করিলেন যে, আমরা আল্লাহর জন্য বাইআত হইতেছি এবং হক কথা মানিয়া চলিব। হযরত আবু বকর (রাঃ) সাহাবাদের নিকট হইতে বাইআত গ্রহণকালে এইরূপ বলিয়াছেন যে, আমি যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করিতে থাকিব ততক্ষণ তোমরা আমার বাইআতের উপর কায়েম থাকিবে। আর হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহার পরবর্তী খলীফাদের বাইআত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইআতের অনুরূপ ছিল। (এসাবাহ)

হযরত ইবনে উফাইয়েফ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবু বকর (রাঃ)কে লোকদের নিকট হইতে বাইআত গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। সাহাবা (রাঃ)দের একদল তাহার নিকট সমবেত হইতেন আর তিনি তাহাদিগকে বলিতেন যে, তোমরা কি আমার নিকট এই মর্মে বাইআত হইবে যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁহার কিতাব অতঃপর আমীরের কথা শুনিব এবং মানিয়া চলিব? তাহারা বলিতেন, হাঁ। তারপর তিনি তাহাদিগকে বাইআত করিয়া লইতেন। ইবনে উফাইয়েফ (রাঃ) বলেন, আমি সেই সময় বা উহার কিছুদিন পূর্বে সাবালগ হইয়াছি। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন লোকদের নিকট হইতে বাইআত গ্রহণ করিতেছিলেন তখন আমি সেখানে কিছু সময় দাঁড়াইয়া রহিলাম এবং তাহার উল্লেখিত বাইআতের শর্তাবলী শিখিয়া লইলাম। তারপর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নিজেই বলিতে আরম্ভ করিলাম যে, আমি আপনার নিকট এই মর্মে বাইআত হইতেছি যে, আল্লাহ ও তাঁহার কিতাব অতঃপর আমীরের কথা শুনিব এবং মানিয়া চলিব। আমার কথা শুনিয়া তিনি চোখ তুলিয়া একবার আমার আপাদমস্তক দেখিলেন এবং দৃষ্টি অবনত করিলেন। আমার মনে হইল, তিনি আমার কথা খুবই পছন্দ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার উপর রহম করুন। অতঃপর তিনি আমাকে বাইআত করিয়া লইলেন।

আবু সাফার (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন সিরিয়ার দিকে কোন সৈন্য রওয়ানা করিতেন তখন তাহাদের নিকট হইতে এই মর্মে বাইআত গ্রহণ করিতেন যে, (যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদিগকে) বর্শাঘাতে জর্জরিত করিবে এবং প্লেগরোগ হইলেও অটল ও অবিচল থাকিবে। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর হাতে সাহাবা (রাঃ)দের বাইআত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হইলে আমি মদীনায় আসিলাম এবং হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার সঙ্গী (হযরত আবু বকর (রাঃ))এর হাতে যে বিষয়ের উপর বাইআত হইয়াছি সেই বিষয়ের উপর আপনার হাতে বাইআত হইব, অর্থাৎ যথাসম্ভব কথা শুনিব এবং মানিয়া চলিব।

হযরত ওমায়ের ইবনে আতিয়্যাহ লাইসী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার হাত উঁচু করুন, আল্লাহ উহাকে উন্নত রাখুন, আমি আপনার নিকট আল্লাহর সুন্নাত ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাতের উপর বাইআত হইব। তিনি হাত উঁচু করিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন, এই বাইআতের অর্থ হইল, তোমাদের উপর আমাদের কিছু হক হইবে এবং আমাদের উপর তোমাদের কিছু হক হইবে। (আর তাহা এই যে, তোমরা আমাদের কথা মানিয়া চলিবে এবং আমরা তোমাদিগকে সঠিক কথা বলিয়া দিব।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আমার এই হাত দ্বারা শুনা ও মানার উপর বাইআত হইয়াছি। (কান্‌য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে বাইআত

হযরত সুলাইম আবু আমের (রাঃ) বলেন, হামরার প্রতিনিধিদল হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট হাজির হইলে তিনি তাহাদের নিকট হইতে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা লইলেন যে, তাহারা আল্লাহর সহিত কোন জিনিসকে শরীক করিবে না, নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে এবং অগ্নিউপাসকদের উৎসব বর্জন করিবে। তাহারা স্বীকারোক্তি করিলে হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাদিগকে বাইআত করিলেন। (কান্‌যুল উম্মাল)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর খেলাফতের বাইআত

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) (তাঁহার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য) যে কয়জনকে দায়িত্ব দিয়াছিলেন তাহারা সমবেত হইয়া পরামর্শে বসিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবদুর রহমান (ইবনে আওফ) (রাঃ) সকলকে বলিলেন, এই খেলাফতের বিষয় লইয়া আপনাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার লোক আমি নহি। (খলীফা তো আপনাদের মধ্যেই কেহ হইবেন।) তবে আপনারা বলিলে আমি আপনাদের একজনকে নির্বাচন করিয়া দিতে পারি। অতএব সকলেই হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)কে উহার দায়িত্ব দিলেন। দায়িত্ব অর্পণের পর লোকদের মনোযোগ হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর প্রতি নিবদ্ধ হইল। অন্যান্যদের কাহারো নিকট যাইতে বা তাহাদের কাহারো পিছনে হাঁটিতে আর কাহাকেও দেখা গেল না। লোকেরা হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িল এবং তাঁহার নিকট নিজেদের মতামত ব্যক্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে সেই রাত আসিল যাহার পর সকালবেলা আমরা হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাতে বাইআত হইলাম। রাতের কিছু অংশ পার হইবার পর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আমার দ্বারে আসিয়া এমন জোরে

করাঘাত করিলেন যে, আমি জাগিয়া উঠিলাম। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, তুমি তো দেখি আরামে ঘুমাইতেছ, অথচ আমি আজ রাত্রে একটুও ঘুমাইতে পারি নাই। যাও হযরত যুবাইর ও হযরত সা'দ (রাঃ)কে ডাকিয়া আন। হযরত মেসওয়ার (রাঃ) বলেন, আমি তাহাদের দুইজনকে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি তাহাদের উভয়ের সহিত পরামর্শ করিলেন। পুনরায় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, হযরত আলী (রাঃ)কে ডাকিয়া আন। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি তাহার সহিত পৃথকভাবে মধ্যরাত পর্যন্ত কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) তাহার নিকট হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার মনে (খলীফা হইবার) কিছুটা আশা ছিল। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)ও এই ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ)এর পক্ষ হইতে কিছুটা শঙ্কিত ছিলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) আমাকে বলিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)কে ডাকিয়া আন। আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিলে তিনি তাহার সহিত ফজরের আযান পর্যন্ত কথাবার্তা বলিতে থাকিলেন। মুয়াযযিনের আযান উভয়কে পৃথক করিল। তারপর ফজরের নামায শেষে (খলীফা নির্বাচনে) ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ মিম্বারের নিকট সমবেত হইলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) মদীনায় উপস্থিত সকল মুহাজির ও আনসার এবং সেইসকল সেনাপ্রধানদের যাহারা এই বৎসর হজ্জের সময় হযরত ওমর (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলেন ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা সমবেত হইলে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) খোতবা পাঠ করিয়া বলিলেন, হে আলী, আমি লোকদের মতামত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা হযরত ওসমান (রাঃ)এর সমকক্ষ কাহাকেও মনে করে না। অতএব আপনি অন্য কোন চিন্তা ভাবনা অন্তরে স্থান দিবেন না। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হযরত ওসমান (রাঃ)এর হাত ধরিয়া বলিলেন, আমি আপনার নিকট এই মর্মে বাইআত হইতেছি যে, আপনি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার পরবর্তী উভয় খলীফার আদর্শ অনুসরণ করিবেন। হযরত

আবদুর রহমান (রাঃ)এর বাইআতের পর একে একে মুহাজিরীন ও আনসার এবং সেনাপ্রধানগণ ও সকল মুসলমান তাহার নিকট বাইআত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবী (রাঃ)গণ দ্বীন প্রচারের খাতিরে কিভাবে দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিতেন এবং আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করিবার উদ্দেশ্যে আল্লাহর জন্য জান কোরবান করা তাহাদের নিকট কিরূপ সহজ হইয়া গিয়াছিল ! !

নবী করীম (সাঃ)এর নবুওয়াত লাভকালের পরিবেশ ও পরিস্থিতি

হযরত নুফায়ের (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার মজলিসের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিল, কতই না ভাগ্যবান এই দুইটি চক্ষু যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছে! খোদার কসম, আমাদেরও একান্ত ইচ্ছা হয় যে, আপনি যাহা দেখিয়াছেন আমরাও যদি তাহা দেখিতে পাইতাম এবং আপনি যে সকল মজলিসে হাজির হইয়াছেন আমরাও যদি সেখানে হাজির হইতে পারিতাম! তাহার এই কথা শুনিয়া হযরত মেকদাদ (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। হযরত নুফায়ের (রহঃ) বলেন, আমি তাহার এই রাগ দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতে লাগিলাম। কারণ আমার ধারণা মতে উক্ত ব্যক্তি তো একটি ভাল কথাই বলিয়াছে। অতঃপর হযরত মেকদাদ (রাঃ) তাহার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে মজলিস হইতে দূরে রাখিয়াছেন তুমি কেন সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিবার আকাঙ্খা করিতেছ? কে জানে, তুমি সেই মজলিসে উপস্থিত থাকিলে তোমার কি অবস্থা হইত? আল্লাহর কসম, এমন বহু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা উপুড় করিয়া দোযখে ফেলিয়াছেন। তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করে নাই এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে নাই। তোমরা কি এইজন্য আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় কর না যে, তিনি তোমাদিগকে এমন অবস্থায় দুনিয়াতে আনিয়াছেন যে, তোমরা নিজেদের রব্বকে চিনিতেছ এবং তোমাদের নবী আলাইহিস সালাম যাহা আনিয়াছেন উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছ, ঈমানের পরীক্ষা অন্যদের উপর আসিয়াছে আর তোমরা সেই পরীক্ষা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছ? আল্লাহর কসম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিরাজমান কুফর ও শিরকের) এমন চরম এক অবস্থায় প্রেরিত হইয়াছেন যে, কোন নবী

এরূপ চরম অবস্থায় প্রেরিত হন নাই। দীর্ঘদিন যাবৎ নবীদের আগমন বন্ধ ছিল, তদুপরি এমন অজ্ঞতা ও মূর্খতার যুগ ছিল যে, মূর্তিপূজাকেই সর্বোত্তম দ্বীন মনে করা হইতেছিল। তিনি (এই চরম অবস্থায়) ফোরকান (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব কোরআন) লইয়া আসিলেন যাহা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দিল এবং (মুসলমান) পিতা ও (কাফের) পুত্রকে পৃথক করিয়া দিল। ফলে একজন (মুসলমান) তাহার পিতা, পুত্র ও ভাইকে কাফের দেখিত, অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানের জন্য উক্ত মুসলমানের অন্তরের তালা খুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া সে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিত, যে ব্যক্তি দোযখে গিয়াছে সে ধ্বংস হইয়াছে। এমতাবস্থায় নিজের প্রাণপ্রিয় (কাফের আত্মীয়–স্বজন)কে দোযখে যাইতে দেখিয়া কোনক্রমেই তাহার চক্ষুশীতল হইত না (বা শান্তি ও স্বস্তি অনুভব হইত না)। আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের এই দোয়াতে এইদিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন—

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ –

অর্থ ঃ হে আমাদের রব্ব, আমাদিগকে আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তানবর্গ হইতে চোখের শীতলতা (শান্তি) দান করুন।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বলেন, কুফাবাসী এক ব্যক্তি হযরত হোযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)কে বলিল, হে আবু আব্দিল্লা, আপনারা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, হাঁ। উক্ত ব্যক্তি বলিল, আপনারা কি করিতেন? হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা পুরাপুরি মেহনত করিতাম। সে ব্যক্তি বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা যদি তাঁহাকে পাইতাম তবে তাঁহাকে মাটিতে চলিতে দিতাম না, বরং তাঁহাকে কাঁধে উঠাইয়া রাখিতাম। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, আল্লাহর কসম, খন্দকের যুদ্ধের সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সহিত আমাদের চরম অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতঃপর তিনি এই হাদীসে সাহাবা (রাঃ)দের সেই সময়ের চরম ভয়–ভীতি, অত্যধিক ক্ষুধা ও অতিমাত্রায় শীতের কষ্ট সহ্য করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, 'তুমি এরূপ করিতে ! খোদার কসম, আমরা আহযাবের (অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধের) তীব্র বাতাস ও প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের অবস্থা দেখিয়াছি।'

অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। হাকেম ও বাইহাকী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, 'তোমরা এরূপ আকাঙ্খা করিও না।' এই হাদীসের পরবর্তী অংশ ভয় ভীতি সহ্য করার বর্ণনায় আসিতেছে।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান ও উহার জন্য নবী করীম (সাঃ)এর দুঃখ–কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহর (প্রতি দাওয়াতের) ব্যাপারে আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এরূপ আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই এবং আমাকে আল্লাহর (প্রতি দাওয়াতের) পথে যত ভয় দেখানো হইয়াছে এরূপ আর কাহাকেও দেখানো হয় নাই। ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত একাধারে আমার এমনও কাটিয়াছে যে, বেলালের বগলের নীচে ধারণ করিতে পারে এই পরিমাণ খাদ্য ব্যতীত প্রাণীকুলের আহারযোগ্য আর কোন খাদ্যবস্তু আমার ও বেলালের নিকট ছিল না। (বিদায়াহ্)

হযরত আকীল ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেন, কোরাইশগণ আবু তালিবের নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু তালিব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র (অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের ঘরে ও

আমাদের মজলিসে আসিয়া আমাদিগকে এমন কথা শুনায় যাহাতে আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়। অতএব ভাল মনে করিলে আপনি তাহাকে আমাদের নিকট আসা হইতে বিরত রাখুন। আবু তালিব আমাকে বলিলেন, হে আকীল, তোমার চাচাত ভাইকে আমার নিকট তালাশ করিয়া আন। আমি তাঁহাকে আবু তালিবের ছোট্ট একটি ঘর হইতে ডাকিয়া আনিলাম। তিনি আমার সহিত হাঁটিয়া আসিবার সময় (প্রখর রৌদ্রের দরুন) ছায়া তালাশ করিতেছিলেন কিন্তু কোথাও ছায়া পাইলেন না। অবশেষে (রৌদ্রের মধ্যেই হাঁটিয়া) আবু তালিবের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আবু তালিব বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, খোদার কসম, তুমি তো জান যে, আমি সর্বদাই তোমার কথা মানিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার কাওমের লোকেরা আসিয়া বলিতেছে যে, তুমি কা'বাঘরের নিকট এবং তাহাদের মজলিসে যাইয়া এমন কথা বল যাহা শুনিয়া তাহাদের খুবই কষ্ট হয়। যদি ভাল মনে কর তবে তাহাদের নিকট যাওয়া হইতে বিরত থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (চাচার মুখে এই কথা শুনিয়া) আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া তাকাইলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ পাকের কসম, তোমাদের কাহারো পক্ষে সূর্য হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লইয়া আসা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু যে কাজের জন্য আমি প্রেরিত হইয়াছি তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নহে। আবু তালিব (তাঁহার এই কথা শুনিয়া) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমার ভাতিজা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। তোমরা ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া যাও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আবু তালিব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তোমার কাওম আমার নিকট আসিয়া এই এই কথা বলিয়াছে। কাজেই তুমি আমার উপর দয়া কর এবং নিজের উপরও দয়া কর। আমার উপর এমন বোঝা চাপাইও না যাহা বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তোমার পক্ষেও সম্ভব হইবে না। অতএব যে সকল কথা তোমার কাওমের নিকট

খারাপ লাগে তাহা হইতে বিরত থাক। চাচার কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধারণা করিলেন যে, তাঁহার ব্যাপারে চাচার মনোভাবও পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি আর তাহাকে' সাহায্য করিবেন না, বরং কাওমের হাতে তুলিয়া দিবেন এবং তাঁহার সহযোগিতা করিতে অপারগ হইয়া গিয়াছেন। এইরূপ ধারণা করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, চাচাজান, যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চন্দ্রও আনিয়া দেওয়া হয় তবুও আমি এই কাজ ছাড়িতে পারিব না, যতদিন না আল্লাহ তায়ালা (আমার) এই কাজকে বিজয় দান করেন অথবা এই চেষ্টায় আমি নিঃশেষ হইয়া যাইব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় সজল হইয়া উঠিল এবং তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তিনি তথা হইতে ফিরিয়া চলিলেন। আবু তালিব যখন তাঁহার এরূপ দৃঢ়তা দেখিলেন তখন ডাকিয়া বলিলেন, হে আমার ভাতিজা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে ফিরিলে বলিলেন, যাও, তোমার যেরূপ ইচ্ছা কাজ করিতে থাক, আল্লাহর কসম, আমি কোন কারণে কোন অবস্থায়ই তোমার সাহায্য পরিত্যাগ করিব না। (বিদায়াহ)

চাচার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, আবু তালিবের ইন্তেকালের পর কোরাইশের এক দুরাচার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আসিল এবং তাঁহার গায়ে মাটি দিল। তিনি নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার এক কন্যা পিতার চেহারা হইতে মাটি মুছিতে মুছিতে কাঁদিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতে লাগিলেন, কাঁদিও না মা, আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতাকে হেফাজত করিবেন। তিনি ইহাও বলিতেছিলেন যে, আবু তালিবের মৃত্যুর পূর্বে কোরাইশগণ এইরূপ দুর্ব্যবহার করে নাই। এখন এই

দুর্ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আবু তালিবের ইন্তেকালের পর কোরাইশের লোকেরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রুক্ষ ব্যবহার আরম্ভ করিলে তিনি বলিলেন, হে চাচা, কত শীঘ্রই না আপনার অভাব অনুভব করিতেছি।

কোরাইশদের পক্ষ হইতে যেসকল কষ্ট সহ্য করিয়াছেন

হারেস ইবনে হারেস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন এক জায়গায় লোকদের ভীড় দেখিয়া আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে এত মানুষের ভীড় কেন? তিনি বলিলেন, লোকেরা তাহাদের কাওমের এক বেদ্বীনকে লইয়া ভীড় জমাইয়াছে। হারেস (রাঃ) বলেন, আমরা সেখানে বাহন হইতে নামিয়া দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদিগকে আল্লাহ তায়ালার তাওহীদ ও ঈমানের দিকে আহবান করিতেছেন, আর লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে এবং তাঁহাকে নানারকম কষ্ট দিতেছে। এইভাবে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলিল। তারপর লোকজন তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলে একজন মহিলা একটি পাত্রে পানি ও একটি রুমাল লইয়া আগাইয়া আসিল। মহিলাটির বুক ছিল খোলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট হইতে পাত্রটি লইয়া পান করিলেন এবং অযূ করিলেন। তারপর মহিলাটির প্রতি মাথা তুলিয়া বলিলেন, বেটি, তোমার বুক ঢাকিয়া লও, আর তোমার পিতার জন্য ভয় করিও না। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মহিলাটি কে? লোকেরা বলিল, তাঁহার মেয়ে যায়নাব (রাঃ)।

হযরত মুনীব আযদী (রাঃ) বলেন, আমি জাহিলিয়াতের যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেছিলেন, হে লোকসকল, তোমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বল সফলকাম হইবে। তাঁহার এই আহবান শুনিয়া কেহ তাঁহার মুখে থুথু

নিক্ষেপ করিতেছিল, কেহ মাটি নিক্ষেপ করিতেছিল আর কেহবা তাঁহাকে গালাগাল দিতেছিল। এইভাবে দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। এমন সময় একটি মেয়ে এক পেয়ালা পানি লইয়া আসিল। তিনি উহা দ্বারা নিজের হাত মুখ ধৌত করিয়া বলিলেন, হে আমার বেটি, তোমার পিতার জন্য আকস্মিকভাবে নিহত হইবার বা কোন প্রকার অপমানের আশংকা করিও না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটি কে? লোকেরা বলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে যায়নাব (রাঃ)। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে ছিলেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ইবনে আস (রাঃ)কে বলিলাম, মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট দিয়াছে এমন ঘটনা বলুন। তিনি বলিলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতীমে কা'বায় নামায পড়িতেছিলেন। এমন সময় ওকবা ইবনে আবি মুআইত অগ্রসর হইয়া তাঁহার গলায় কাপড় পেঁচাইয়া খুব জোরে কষিয়া ধরিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিয়া ওকবাকে ধরিয়া তাঁহার কাঁধের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া বলিলেন—

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَ قَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ

অর্থ ঃ তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু এই কথার জন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, সে বলে, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার, অথচ তিনি তোমাদের রবের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছেন? (বিদায়াহ)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, আমি শুধু একদিনই এমন দেখিয়াছি যে, কোরাইশগণ কা'বাশরীফের ছায়ায় বসিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কতলের পরামর্শ করিতেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাকামে ইবরাহীমের নিকট নামায পড়িতেছিলেন। ওকবা ইবনে আবি মুআইত উঠিয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিল এবং নিজের চাদর তাঁহার গলায় পেঁচাইয়া এমন জোরে টান মারিল যে, তিনি উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। লোকেরা চিৎকার করিয়া উঠিল। সকলে ধারণা করিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হইয়াছেন। (শোরগোল শুনিয়া) হযরত আবু বকর (রাঃ) দৌড়াইয়া আসিলেন এবং তাঁহার বাহু জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে তুলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, তোমরা কি একজন মানুষকে এই কথার জন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার। অতঃপর তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া নামায আদায় করিলেন। নামায শেষে তিনি তাহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহারা কা'বা শরীফের ছায়ায় বসিয়াছিল। তিনি বলিলেন, হে কোরাইশ! শোন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমাকে তোমাদের নিকট তোমাদিগকে জবাই করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। (অর্থাৎ যাহারা মানিবে না তাহারা শেষ পর্যন্ত আমাদের হাতে কতল হইবে।) এই কথা বলিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত আপন কণ্ঠনালীর উপর চালাইয়া জবাই এর দিকে ইশারা করিলেন। আবু জেহেল বলিল, আপনি তো এমন মূর্খলোক নহেন। (অর্থাৎ আপনি এরূপ কঠোর বাক্য উচ্চারণ না করিয়া ধৈর্য ধারণ করুন।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও তাহাদের মধ্যে একজন (যাহারা জবাই হইবে)। (কানযুল উম্মাল)

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, কোরাইশগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যে সকল শত্রুতামূলক দুর্ব্যবহার করিত তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা কি কঠোর ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, একবার কোরাইশ প্রধানগণ হাতীমের ভিতর সমবেত হইলে আমিও সেখানে ছিলাম। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে,

এই লোকটির ব্যাপারে আমাদের যতখানি সহ্য করিতে হইয়াছে ইতিপূর্বে কখনও আমাদের এরূপ সহ্য করিতে হয় নাই। আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে সে নির্বুদ্ধিতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। আমাদের বাপদাদাকে মন্দ বলিয়াছে। আমাদের ধর্মবিশ্বাসে দোষ বাহির করিয়াছে, আমাদের মধ্যেকার ঐক্যে ফাটল ধরাইয়াছে এবং আমাদের মা'বুদদের গালাগাল দিয়াছে। আমরা তাহার ব্যাপারে অনেক সহ্য করিয়াছি। তাহারা এই ধরণের বহু কথা বলিল। তাহারা এই সকল কথাবার্তা বলিতেছিল এমন সময় সামনের দিক হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসিতে দেখা গেল। তিনি হাঁটিয়া আসিয়া হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতঃ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ আরম্ভ করিলেন। তাওয়াফের সময় কাফেরদের নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহারা তাঁহার কোন কথা লইয়া বিদ্রূপ করিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকে তাহাদের এই বিদ্রূপের প্রতিক্রিয়া অনুভব করিলাম। তিনি (চুপচাপ) সামনে অগ্রসর হইয়া গেলেন। তারপর দ্বিতীয়বার অতিক্রমকালে তাহারা আবার পূর্বের ন্যায় বিদ্রূপ করিল। আমি তাঁহার চেহারা মুবারকে উহার প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করিলাম। তিনি (এবারও কোন কথা না বলিয়া) সামনে অগ্রসর হইয়া গেলেন। অতঃপর তৃতীয়বার অতিক্রমকালেও তাহারা পূর্বের ন্যায় বিদ্রূপ করিলে তিনি বলিলেন, হে কোরাইশগণ, তোমরা শুনিতে পাইতেছ কি? শোন, সেই পাক যাতের কসম যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি তো তোমদিগকে জবাই করিবার জন্য আসিয়াছি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা উপস্থিত সকলের মনে এমন ভীতি সঞ্চার করিল যে, তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল (এবং এমনভাবে মাথা হেঁট করিল) যেন তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় পাখী বসিয়াছে। তাহাদের মধ্যেকার সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ব্যক্তিটিও তাঁহাকে এই বলিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে, হে আবুল কাসেম, চলিয়া যান, ভালভাবে চলিয়া যান। খোদার কসম, আপনি তো

মূর্খলোক নহেন। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া আসিলেন।

পরদিন আবার তাহারা কা'বার হাতীমে সমবেত হইল। আমিও তাহাদের সঙ্গে ছিলাম। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে, তোমাদের ও তাঁহার মধ্যেকার পারস্পরিক বিবাদ সম্পর্কে তোমরা আলোচনা করিলে। তারপর তিনি যখন প্রকাশ্যে তোমাদিগকে অপছন্দনীয় কথা শুনাইয়া দিলেন তোমরা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে। তাহাদের এইরূপ আলাপ–আলোচনার মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিয়া পৌছিলেন। তাহারা সকলে একযোগে তাঁহার প্রতি ঝাপাইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল যে, তুমিই কি এইরূপ এইরূপ বলিয়া থাক? তাহাদের মা'বুদ ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল দোষের কথা বলিতেন সবই তাহারা বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, আমিই তাহা বলিয়া থাকি।

হযরত আমর (রাঃ) বলেন, আমি দেখিলাম তাহাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুকের চাদর জড় করিয়া ধরিল এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাহার মুকাবিলার জন্য উঠিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তোমরা কি একজন মানুষকে এইজন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়াদিগার। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমার দেখা মত ইহাই ছিল তাঁহার সহিত কোরাইশদের সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যবহার। (মুসনাদে আহমাদ) বাইহাকীও হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)কে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মুশরিকদের দুর্ব্যবহারের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর ব্যবহার কোনটি দেখিয়াছেন? তিনি

বলিলেন, মুশরিকগণ মসজিদে (হারামে) বসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের মা'বুদগুলির সম্পর্কে তাঁহার বিভিন্ন উক্তি লইয়া সমালোচনা করিতেছিল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে আসিয়া উঠিলেন। তাহারা সকলে একযোগে উঠিয়া তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরত আবু বকর (রাঃ) আর্তচিৎকার শুনিতে পাইলেন। লোকেরা বলিল, তোমার সঙ্গীকে বাঁচাও। তিনি আমাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহার মাথায় চারটি চুলের ঝুঁটি ছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, 'তোমাদের নাশ হউক! তোমরা একজন মানুষকে এইজন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার। অথচ তিনি তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট (এই বিষয়ে) নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছেম?' তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া দিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর ঝাপাইয়া পড়িল।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন (মুশরিকদের প্রহারের দরুন) তাহার অবস্থা এরূপ ছিল যে, চুলের যে কোন ঝুঁটিতে হাত দিতেই তাহা উঠিয়া আসিত। তিনি তখন শুধু ইহাই বলিতেছিলেন—

تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

অর্থাৎ কতই না বরকতময় আপনি হে মহিমাময় ও মহানুভব।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন নির্মমভাবে প্রহার করিল যে, তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, তোমাদের নাশ হউক, তোমরা কি একজন মানুষকে এই জন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল এই ব্যক্তি কে? কাফেরগণ বলিল, এই ব্যক্তি পাগল আবু বকর।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বীরত্ব

হযরত আলী (রাঃ) লোকদের উদ্দেশ্যে খোতবা প্রদানকালে বলিলেন, হে লোকসকল, সর্বাপেক্ষা বড় বীর কে? লোকেরা বলিল, আমীরুল মুমিনীন, আপনিই (বড় বীর)। তিনি বলিলেন, (অবশ্য) আমার সহিত যে কেহই মুকাবিলা করিয়াছে আমি তাহার উপর বিজয় লাভ করিয়াছি। তবে হযরত আবু বকর (রাঃ) হইলেন সর্বাপেক্ষা বড় বীর। বদরের যুদ্ধের দিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি ছাউনি তৈয়ার করিয়া বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (পাহারার জন্য) কে থাকিবে? যাহাতে কোন মুশরিক তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে না পারে। আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে কেহই এই কাজের সাহস করিল না। হযরত আবু বকর (রাঃ) খোলা তরবারী হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। যে কোন মুশরিক তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত তিনি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। ইনিই হইলেন সর্বাপেক্ষা বড় বীর। খোদার কসম, আমি এমনও দেখিয়াছি যে, কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। কেহ তাঁহার প্রতি রাগ ঝাড়িতেছিল, কেহ বা তাঁহাকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতেছিল, আর বলিতেছিল যে, তুমিই বহু মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ সাব্যস্ত করিয়াছ। আল্লাহর কসম, সে সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আমাদের মধ্যে আর কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইতে সাহস করে নাই। তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাদের একজনকে মারিলেন, একজনের সহিত লড়িলেন, একজনকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিলেন আর বলিতে লাগিলেন, তোমাদের নাশ হউক, তোমরা কি একজন মানুষকে এইজন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার? এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত আলী (রাঃ) গায়ের চাদর উঠাইয়া লইলেন এবং এত কাঁদিলেন যে, তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল।

তারপর তিনি বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়া জিজ্ঞাসা করি, ফেরআউনের বংশের সেই মুমিন উত্তম না ইনি (অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রাঃ))? উপস্থিত লোকেরা (কোন জবাব না দিয়া) চুপ করিয়া রহিল। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি ফেরআউনের বংশের মুমিন দ্বারা যমীন পরিপূর্ণ হয় তবে তাহাদের (সারা জীবনের নেক আমল) অপেক্ষা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক ঘন্টা অধিক উত্তম। কারণ ফেরআউনের বংশের উক্ত ব্যক্তি তাহার ঈমানকে গোপন রাখিয়াছিলেন আর ইনি তাঁহার ঈমানকে প্রকাশ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর পক্ষে আবুল বাখতারীর সাহায্য

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে নামায পড়িতেছিলেন। আবু জেহেল ইবনে হিশাম, রাবিআর দুই পুত্র শাইবাহ ও উতবাহ, ওকবা ইবনে আবি মুআইত, উমাইয়া ইবনে খালাফ ও অপর দুই ব্যক্তি তাহারা সাতজন হাতিমের ভিতর বসিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে সেজদা দীর্ঘ করিলেন। আবু জেহেল বলিল, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, অমুক বংশের জবাইকৃত উটের নাড়িভূড়ি লইয়া আসিবে? আমরা তাহা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর কাঁধের উপর চাপাইয়া দিব। তাহাদের মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা কমবখত ওকবা ইবনে আবি মুআইত গেল এবং তাহা লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর ফেলিয়া দিল। তিনি তখন সেজদারত ছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, কিন্তু আমার সাহস হয় নাই যে, কোন কথা বলি। কারণ আমার নিজেরও হেফাজতের কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমি সেখান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দেখিলাম,

হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার কাঁধ হইতে উহা সরাইলেন। অতঃপর কোরাইশদিগকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। কোরাইশদের কেহই তাহার কোন জবাব দিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা পূর্ণ করিয়া অভ্যাসমত মাথা উঠাইলেন। নামায শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার এই বদদোয়া করিলেন, হে আল্লাহ, কোরাইশকে পাকড়াও করুন, ওতবা, ওকবা, আবু জেহেল ও শাইবাকে পাকড়াও করুন। তারপর মসজিদ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পথে চাবুক হাতে আবুল বাখতারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিমর্ষ চেহারা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি হইয়াছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে যাইতে দাও। আবুল বাখতারী বলিল, আল্লাহ তায়ালা জানেন, আমি আপনাকে যাইতে দিব না যতক্ষণ না আপনি বলিবেন যে, আপনার কি হইয়াছে? নিশ্চয় আপনার কোন কষ্ট হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দেখিলেন, সে ছাড়িবে না তখন বলিলেন, আবু জেহেলের নির্দেশে আমার উপর উটের নাড়িভূড়ি চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আবুল বাখতারী বলিল, মসজিদে চলুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বাখতারী উভয়ে আসিয়া মসজিদে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর আবুল বাখতারী আবু জেহেলের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে আবুল হাকাম, তুমিই কি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর উটের নাড়িভূড়ি চাপাইবার নির্দেশ দিয়াছ? সে বলিল, হাঁ। আবুল বাখতারী চাবুক উঠাইয়া আবু জেহেলের মাথায় আঘাত করিল। ইহাতে কাফেরদের মধ্যে পরস্পর হাতাহাতি আরম্ভ হইয়া গেল। আবু জেহেল উচ্চস্বরে বলিল, তোমাদের নাশ হউক, আবুল বাখতারীর চাবুকের আঘাত আমি তাহার ব্যক্তিত্বের কারণে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাহিতেছেন, আমাদের

পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিয়া দিয়া তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ নিরাপদ থাকিবেন। (বায্‌যার ও তাবারানী)

বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে আবুল বাখতারীর এই ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে। বোখারী গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধের উপর উটের নাড়িভূড়ি চাপাইয়া দিয়া তাহারা এমনভাবে হাসিতে লাগিল যে, হাসির চোটে তাহারা একে অপরের উপর গড়াইয়া পড়িতেছিল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে আমি ইহাদের সকলকে নিহত হইতে দেখিয়াছি।

আবু জেহেল কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান

হযরত ইয়াকুব ইবনে ওতবা (রহঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলেন। এমন সময় আবু জেহেল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে অনেক কষ্ট দিল। হযরত হামযা (রাঃ) শিকারী লোক ছিলেন। তিনি সেদিন শিকারে গিয়াছিলেন। তাহার স্ত্রী আবু জেহেলকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে দেখিয়াছিলেন। হযরত হামযা (রাঃ) শিকার হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার স্ত্রী বলিলেন, হে আবু ওমারাহ, আজ আবু জেহেল তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কি দুর্ব্যবহারই না করিয়াছে, যদি তুমি তাহা দেখিতে!

শুনিয়া হযরত হামযা (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘাড়ের উপর ধনুক লটকানো অবস্থায় সোজা মসজিদে হারামে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি আবু জেহেলকে কোরাইশদের এক মজলিসে পাইলেন। তিনি কোন কথাবার্তা ছাড়াই ধনুক দ্বারা আবু জেহেলের মাথায় এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, তাহার মাথায় জখম

হইয়া গেল। কোরাইশের কিছু লোক হযরত হামযা (রাঃ)কে থামাইবার জন্য উঠিল। হযরত হামযা (রাঃ) বলিলেন, এখন হইতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনই আমার দ্বীন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর কসম, আমি এই দ্বীন হইতে কখনও ফিরিব না। যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হইয়া থাক তবে আমাকে বাধা দিয়া দেখ।

হযরত হামযা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের শক্তি বাড়িয়া গেল এবং তাঁহারা নিজেদের কাজে আরো মজবুত হইলেন। অপরদিকে কোরাইশগণ ভীত হইল এবং তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, হযরত হামযা (রাঃ) নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজত করিবেন।

(তাবারানী)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, একদিন হযরত হামযা (রাঃ) তীরন্দাজি হইতে ফিরিবার পথে একজন মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। মহিলাটি বলিল, হে আবু ওমারাহ, আজ তোমার ভাতিজাকে আবু জেহেল ইবনে হিশাম অনেক কষ্ট দিয়াছে। সে তাঁহাকে অনেক গালাগাল দিয়াছে, নানাহ রকম খারাপ কথা বলিয়াছে এবং বিভিন্ন রকম দুর্ব্যবহার করিয়াছে। হযরত হামযা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, এরূপ করিতে আর কেহ কি দেখিয়াছে? মহিলা বলিল, হাঁ, আল্লাহর কসম, বহু লোক দেখিয়াছে। হযরত হামযা (রাঃ) সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সাফা মারওয়ার নিকট এক মজলিসে পৌঁছিয়া দেখিলেন, লোকজন বসিয়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে আবু জেহেলও রহিয়াছে। তিনি আপন ধনুকের সহিত ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, তুমি এই এই গালাগাল দিয়াছ এবং এই এই দুর্ব্যবহার করিয়াছ? পরক্ষণেই দুই হাতে ধনুক ধরিয়া আবু জেহেলের মাথার উপর এমন জোরে মারিলেন যে, ধনুক ভাঙ্গিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, এই মার ধনুক দ্বারা গ্রহণ কর, পরবর্তী মার তরবারীর হইবে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় তিনি

আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে সত্য দ্বীন লইয়া আসিয়াছেন। লোকেরা বলিল, হে আবু ওমারাহ, তিনি আমাদের মা'বুদগুলির সমালোচনা করিয়াছেন। ইহা তো এমন কাজ যাহা আপনি করিলেও আমরা মানিয়া লইতাম না। যদিও বা আপনি তাঁহার অপেক্ষা উত্তম। হে আবু ওমারাহ, আপনি তো খারাপ লোক ছিলেন না।

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন মসজিদে হারামে বসিয়াছিলাম, এমন সময় আবু জেহেল—আল্লাহর লা'নত হউক তাহার প্রতি—আসিয়া বলিল, আমি আল্লাহর নামে মানত করিয়াছি যে, যদি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সেজদারত পাই তবে তাহার গর্দান মাড়াইয়া দিব। আমি সেখান হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম এবং তাঁহাকে আবু জেহেলের কথা জানাইলাম। তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং মসজিদে পৌঁছিলেন। দ্রুত মসজিদে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তিনি দরজা দিয়া না ঢুকিয়া দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, আজ কিছু একটা ঘটিবে। অতএব আমি মজবুত করিয়া লুঙ্গি বাঁধিয়া তাঁহার পিছনে চলিলাম। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থাৎ, পড় তোমার রব্বের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন জমাট রক্ত হইতে............

পড়িতে পড়িতে যখন আবু জেহেল সম্পর্কিত আয়াত—

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى - اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى-

অর্থাৎ, "সত্যই মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে" পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন এক ব্যক্তি আবু জেহেলকে বলিল, হে আবুল হাকাম, এই যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)। আবু জেহেল বলিল, আমি যাহা দেখিতেছি তোমরা কি তাহা দেখিতেছ না? খোদার কসম, আসমানের কিনারা পর্যন্ত আমার উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া সেজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করিলেন। (বিদায়াহ)

বাররা বিনতে তাজরাহ (রাঃ) বলেন, আবু জেহেল ও তাহার সঙ্গে কতিপয় কাফের মিলিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে বিভিন্ন রকমে কষ্ট দিল। তুলাইব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) আসিয়া আবু জেহেলকে এমনভাবে মারিল যে, তাহার মাথায় জখম হইয়া গেল। কাফেরগণ তুলাইব (রাঃ)কে ধরিলে আবু লাহাব তাহার সাহায্যের জন্য উঠিল। হযরত আরওয়া (রাঃ) এই সংবাদ পাইয়া বলিলেন, তুলাইবের জীবনে সর্বোত্তম দিন হইল ঐ দিন যেদিন সে তাহার মামাতো ভাইয়ের (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) সাহায্য করিয়াছে। আবু লাহাবকে কেহ বলিল, (তোমার বোন) আরওয়া বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া আবু লাহাব আরওয়া (রাঃ)এর নিকট গেল এবং তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। হযরত আরওয়া (রাঃ) বলিলেন, তুমি তোমার ভাতিজার সাহায্য কর। কারণ যদি তিনি বিজয়ী হন তবে তোমার এখতিয়ার থাকিবে। অন্যথায় ভাতিজার ব্যাপারে তোমার অপারগতা স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। আবু লাহাব বলিল, সমগ্র আরবের মুকাবিলা করিবার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? সে তো নতুন দ্বীন লইয়া আসিয়াছে। (এসাবাহ)

ওতাইবা ইবনে আবি লাহাব কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)কে ওতাইবা ইবনে আবি

লাহাব বিবাহ্ করে এবং অপর মেয়ে হযরত রুকাইয়্যা (রাঃ)কে তাহার ভাই ওতবা ইবনে আবি লাহাবের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের রুখসতীর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। তারপর যখন সূরা 'তাব্বাত ইয়াদা' নাযিল হইল তখন আবু লাহাব তাহার পুত্রদ্বয় ওতবা ও ওতাইবাকে বলিল, আমার সহিত তোমাদের কোন সম্পর্ক থাকিবে না যদি তোমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর মেয়েদেরকে তালাক প্রদান না কর।

তাহাদের মা—বিনতে হারব ইবনে উমাইয়া যাহাকে কোরআন শরীফে হাম্মালাতাল হাতাব (অর্থাৎ খড়িবাহক) বলা হয়েছে। সেও পুত্রদ্বয়কে বলিল, হে আমার ছেলেরা, তোমরা উহাদিগকে তালাক দিয়া দাও। কারণ তাহারা বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে।

অতএব তাহারা উভয়কে তালাক দিল। ওতাইবা হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)কে তালাক দিবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি তোমার দ্বীনকে অস্বীকার করিলাম এবং তোমার মেয়েকে তালাক দিলাম। তুমিও কখনও আমার নিকট আসিবে না, আর আমিও কখনও তোমার নিকট আসিব না। অতঃপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমন করিয়া বসিল এবং তাঁহার গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেইসময় ওতাইবা বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া যাইবার প্রস্তুতি লইতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিতেছি, তিনি যেন আপন সিংহ তোমার উপর লেলাইয়া দেন।

ওতাইবা কোরাইশদের এক কাফেলার সহিত রওয়ানা হইল। তাহারা যখন যারকা নামক স্থানে রাত্রি যাপনের জন্য অবতরণ করিল তখন সেই রাত্রে তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে একটি সিংহকে ঘোরাফেরা করিতে দেখা গেল। ওতাইবা সিংহের ঘোরাফেরা দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমার মায়ের ধ্বংস হউক, খোদার কসম, এই সিংহ আমাকে খাইবে যেমন মুহাম্মাদ

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন। ইবনে আবি কাবশা (কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই নামে ডাকিত) আমাকে হত্যা করিয়াছে, অথচ তিনি মক্কায় এবং আমি সিরিয়ায়। সকলের মধ্য হইতে সিংহ তাহার উপর আক্রমণ করিল এবং এমনভাবে কামড় বসাইল যে, সে মারা গেল।

যুহাইর ইবনে আলা (রহঃ) বলেন, হিশাম ইবনে ওরওয়া তাহার পিতা হইতে আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, সিংহটি সেই রাত্রে কাফেলার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। কাফেলার লোকজন ওতাইবাকে তাহাদের মাঝখানে লইয়া ঘুমাইল। তাহাদের ঘুমাইবার পর সিংহ সকলকে ডিঙ্গাইয়া ওতাইবাকে ধরিল এবং তাহার মাথা চাবাইয়া ফেলিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) প্রথমে হযরত রুকাইয়া (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন এবং তাঁহার ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন। (তাবারানী)

প্রতিবেশী আবু লাহাব ও ওকবা কর্তৃক নবী করীম (সাঃ)কে কষ্ট প্রদান

হযরত রাবীআহ ইবনে এবাদ দাইলী (রাঃ) বলেন, আমি তোমাদেরকে প্রায় বলিতে শুনি যে, কোরাইশগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিত। আমি সেই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর আবু লাহাব ও ওকবা ইবনে আবি মুআইতের ঘরের মাঝখানে ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরে ফিরিতেন তখন দরজার উপর হায়েজের ন্যাকড়া রক্ত ও ময়লা ইত্যাদি ঝুলানো দেখিতেন। তিনি ধনুকের মাথা দ্বারা ঐগুলি সরাইতেন আর বলিতেন, হে কোরাইশগণ, প্রতিবেশীর সহিত ইহা খুবই খারাপ ব্যবহার।

তায়েফের হৃদয়বিদারক ঘটনা

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ওহুদের দিন অপেক্ষাও কি কঠিন দিন আপনার জীবনে আসিয়াছে? তিনি বলিলেন, তোমার কাওমের লোকদের নিকট হইতে আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে তাহাদের পক্ষ হইতে আকাবার (অর্থাৎ তায়েফের) দিন সর্বাধিক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি (তায়েফের সর্দার) আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালের নিকট নিজেকে পেশ করিয়াছি, (যে, আমার উপর ঈমান আনয়ন কর, আমার সাহায্য কর এবং আমাকে আশ্রয় দান করিয়া তবলীগ করিবার সুযোগ করিয়া দাও।) কিন্তু সে আমার কোন কথা গ্রহণ করিল না। আমি অত্যন্ত মনোবেদনা লইয়া আপন পথে চলিতেছিলাম। কারনে সাআলিবে পৌঁছিয়া আমার হুঁশ হইল। আমি আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া দেখিলাম, একটুকরা মেঘ আমাকে ছায়া করিয়া আছে। আমি ভালোভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, উহাতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আছেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার সহিত আপনার স্বজাতীয় লোকদের কথাবার্তা শুনিয়াছেন এবং তাহাদের জবাবও শুনিয়াছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়সমূহের ফেরেশতাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাদের ব্যাপারে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় আদেশ করুন। অতএব পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকিয়া সালাম দিল এবং বলিল, হে মুহাম্মাদ, আপনি জিবরাঈলের নিকট যাহা শুনিয়াছেন তাহারই হুকুম হইয়াছে। অতএব আপনি কি চাহেন? আপনি যদি চাহেন তবে (মক্কায় অবস্থিত আবু কোবাইস ও আহমার) পাহাড়দ্বয়কে পরস্পর তাহাদের উপর মিলাইয়া দিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং আমি আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের ঔরসে এমন লোক পয়দা করিবেন যে এক আল্লাহর এবাদত

করিবে, তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। (বোখারী)

ইবনে শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আবু তালেবের ইন্তেকালের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় পাইবার আশা লইয়া তায়েফে গমন করিলেন। সেখানে বনু সাকীফের তিন সর্দারের নিকট গেলেন। তাহারা আমরের তিন ছেলে—আব্দে ইয়ালীল, হাবীব ও মাসউদ তিন ভাই ছিল। তাহাদের সম্মুখে নিজেকে পেশ করিলেন এবং নিজ কাওমের পক্ষ হইতে যে সকল লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন তাহার অভিযোগ করিলেন, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত মন্দভাবে জবাব দিল।

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, আবু তালেবের ইন্তেকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নির্যাতনের মাত্রা অত্যাধিক পরিমাণে বাড়িয়া গেল। তখন তিনি আশ্রয় ও সাহায্যের আশায় (তায়েফের) বনু সাকীফ গোত্রের নিকট গেলেন। সেখানে সাকীফের তিন সর্দারের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা তিন ভাই ছিল, আব্দে ইয়ালীল ইবনে আমর, হাবীব ইবনে আমর ও মাসউদ ইবনে আমর। তিনি তাহাদের নিকট নিজেকে পেশ করিলেন এবং নিজ কাওমের নির্যাতন ও তাহাদের লাঞ্ছনা গঞ্জনার অভিযোগ করিলেন। তিনজনের একজন বলিল, আল্লাহ তায়ালা যদি আপনাকে কখনও কিছু দিয়া প্রেরণ করিয়া থাকেন তবে আমি যেন কাবা শরীফের পর্দা চুরি করি। অপরজন বলিল, খোদার কসম, আমি আপনার সহিত এই মজলিসের পর কখনও একটি কথাও বলিব না। কারণ আপনি যদি সত্যিই রাসূল হইয়া থাকেন তবে আপনার পদমর্যাদা এত ঊর্ধ্বে যে, আমি আপনার সহিত কথা বলিবার যোগত্যাই রাখি না। তৃতীয়জন বলিল, আল্লাহ তায়ালা আর কাহাকেও রাসূল বানাইতে পারিলেন না? (আপনিই ছিলেন একমাত্র রাসূল হইবার জন্য?) তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাগুলি গোত্রের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল।

গোত্রের লোকেরা সমবেত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের সহিত বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পথের দুই পার্শ্বে হাতে পাথর লইয়া সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া গেল এবং প্রতি পদক্ষেপে তাঁহার পায়ের উপর পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সঙ্গে তাহারা ঠাট্টা বিদ্রূপও করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সকল কাফেরদের সারি পার হইয়া তাহাদের হাত হইতে রেহাই লাভ করিলেন তখন তিনি রক্তাক্ত পায়ে তাহাদের একটি বাগানে আসিয়া উঠিলেন। একটি আঙ্গুর গাছের গোড়ায় আসিয়া উহার ছায়াতে বসিলেন। যন্ত্রণাকাতর পা মুবারক হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছিল। এমন সময় বাগানের ভিতর ওতবা ইবনে রাবিআহ ও শাইবা ইবনে রাবিআহকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের সহিত তাহাদের শত্রুতার কথা ভাবিয়া নিদারুন কষ্ট সত্ত্বেও তাহাদের নিকট যাওয়া পছন্দ করিলেন না। ওতবা ও শাইবা তাহাদের নিন্‌ওয়াবাসী খৃষ্টান গোলাম আদ্দাসের হাতে তাঁহার নিকট একটি আঙ্গুরের ছড়া দিয়া পাঠাইল। আদ্দাস উহা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলে তিনি (খাওয়ার প্রথমে) বিসমিল্লাহ বলিলেন। ইহাতে আদ্দাস বিস্ময় প্রকাশ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদ্দাস, তুমি কোন্ দেশের অধিবাসী? আদ্দাস বলিল, আমি নিন্‌ওয়ার অধিবাসী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই নেক ব্যক্তি ইউনুস ইবনে মাত্তার শহরের অধিবাসী?

আদ্দাস জিজ্ঞাসা করিল, ইউনুস ইবনে মাত্তা সম্পর্কে আপনি কি জানেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউনুস (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে যাহা জানিতেন বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মুবারক এই ছিল যে, আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিবার ব্যাপারে কাহাকেও তুচ্ছ মনে করিতেন না। (অর্থাৎ ছোট বড় সকলকেই দাওয়াত প্রদান করিতেন।) আদ্দাস বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইউনুস ইবনে মাত্তা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে আমাকে বলুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউনুস ইবনে মাত্তা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে তাঁহার উপর যাহা কিছু ওহী নাযিল হইয়াছিল তাহা আদ্দাসকে শুনাইলেন। শুনিয়া আদ্দাস তাঁহার সম্মুখে সেজদায় পড়িয়া গেল এবং তাঁহার রক্তাক্ত পদযুগল চুম্বন করিল। ওতবা ও তাহার ভাই শাইবা তাহাদের গোলামকে এইরূপ করিতে দেখিয়া হতবাক হইয়া গেল। গোলাম তাহাদের নিকট ফিরিয়া গেলে তাহারা বলিল, কি ব্যাপার, তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সেজদা করিলে এবং তাঁহার পা চুম্বন করিলে? অথচ আমাদের কাহারো সঙ্গে তোমাকে এইরূপ করিতে তো কখনও দেখি নাই? আদ্দাস উত্তরে বলিল, ইনি একজন নেক ব্যক্তি। তিনি আমাকে আমাদের নিকট আল্লাহর প্রেরিত ইউনুস ইবনে মাত্তা নামক এক রাসূল সম্পর্কে এমন কিছু কথা শুনাইয়াছেন যাহা আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম। তিনি আমাকে (ইহাও) বলিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। ওতবা ও শাইবা ইহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, সে যেন তোমাকে তোমার খৃষ্টধর্ম হইতে বিচ্যুত করিতে না পারে। লোকটি মানুষকে ধোকা দিয়া থাকে (নাউযুবিল্লাহ)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। (আবু নুআঈম)

মূসা ইবনে ওকবা (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, তায়েফবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথের দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ হইয়া বসিয়া গেল। তিনি যখন পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন তখন প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁহার পদযুগলের উপর তাহারা পাথর নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে রক্তাক্ত করিয়া দিল। তিনি যখন তাহাদের হাত হইতে রেহাই পাইলেন তখন তাঁহার পদযুগল হইতে রক্ত ঝরিতেছিল।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনু সাকীফের কল্যাণের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া তাহাদের নিকট হইতে উঠিলেন তখন তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যাহা করিবার করিয়াছ (অর্থাৎ আমার দাওয়াতকে

প্রত্যাখ্যান করিয়াছ)। অন্ততপক্ষে এই কথাবার্তাগুলি প্রকাশ করিয়া দিও না। কারণ তিনি চাহিতেন না যে, এই সকল কথা তাঁহার কাওমের নিকট পৌছুক এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কাওমের লোকেরা আরো বেশী দুঃসাহসী হইয়া উঠুক। কিন্তু সাকীফের সর্দারগণ এই অনুরোধ রক্ষা করিল না, বরং তাহারা বখাটে ছোকরার দল ও নিজেদের গোলামদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উস্কাইয়া দিল। আর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগাল দিতে লাগিলএবং হৈচৈ করিতে আরম্ভ করিল যাহাতে বহু লোকজনের ভীড় জমিয়া গেল। তিনি বাধ্য হইয়া ওতবা ইবনে রাবিআহ ও শাইবা ইবনে রাবিআর বাগানে আশ্রয় লইলেন। ওতবা ও শাইবা তখন বাগানেই মওজুদ ছিল। সকীফের বখাটে ছোকরার দল ও তাহাদের অনুসারী লোকজন ফিরিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি আঙ্গুর গাছের ছায়ায় বসিলেন। রাবীআর দুইপুত্র ওতবা ও শাইবা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল এবং তায়েফের দুর্বৃত্তদের দুর্ব্যবহারও তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, আমার নিকট ইহাও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বনু জুমাহ গোত্রের একজন মহিলার সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, তোমার শ্বশুরালয়ের লোকদের নিকট হইতে আমাদেরকে কত কষ্টই না সহ্য করিতে হইয়াছে।

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (তায়েফবাসীদের হাত হইতে) নিশ্চিন্ত হইলেন তখন তিনি এই দোয়া করিলেন—

"আয় আল্লাহ, আপনারই নিকট আমি নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও লোকসমাজে অবহেলিত হওয়ার অভিযোগ করিতেছি। ইয়া আরহামার রাহিমীন, আপনিই দুর্বলদের প্রতিপালক এবং আপনিই আমার প্রতিপালক। আপনি আমাকে কাহার নিকট সোপর্দ করিতেছেন? অচেনা অনাত্মীয়ের নিকট? যে আমাকে দেখিলে মুখ বিকৃত করে না কোন এমন শত্রুর নিকট যাহাকে আমার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। যদি

আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন তবে আমি কাহারো পরওয়া করি না, আপনার হেফাজত আমার জন্য যথেষ্ট। আমি আপনার চেহারার নূর যাহা সকল অন্ধকারকে আলোকিত করিয়া দিয়াছে এবং যাহার দ্বারা দুনিয়া আখেরাতের সকল কার্যাবলী সমাধা হয় সেই নূরের উসিলায় আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি, যেন আমার উপর আপনার গজব পতিত না হয় এবং আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন। আপনার অসন্তোষকে দূর করা জরুরী যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন। আপনার তৌফিক ব্যতীত কেহ না গুনাহ হইতে ফিরিতে পারে, আর না নেক কাজে শক্তি অর্জন করিতে পারে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই নির্যাতন দেখিয়া রাবীআর দুই পুত্র ওতবা ও শাইবার মনে আত্মীয়তাবোধ জাগিয়া উঠিল এবং নিজেদের খৃষ্টান গোলাম আদ্দাসকে ডাকিয়া বলিল, এই রেকাবিতে করিয়া একছড়া আঙ্গুর ঐ ব্যক্তির নিকট লইয়া যাও এবং তাঁহাকে খাইতে বল। আদ্দাস আঙ্গুর লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেল এবং তাঁহার সম্মুখে আঙ্গুর রাখিয়া বলিল, আহার করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার উপর হাত রাখিয়া 'বিসমিল্লাহ' বলিলেন এবং আহার করিলেন। আদ্দাস তাঁহার চেহারার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া বলিল, খোদার কসম, এই এলাকার লোকজন তো (আহারের সময়) এইরূপ কথা বলে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আদ্দাস, তুমি কোন্ এলাকার লোক এবং তোমার দ্বীন কি? আদ্দাস বলিল, আমি খৃষ্টান। নিনওয়ার অধিবাসী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই নেক লোক ইউনুস ইবনে মাত্তার গ্রামের লোক? আদ্দাস বলিল, ইউনুস ইবনে মাত্তা সম্পর্কে আপনি কিভাবে জানিলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনি আমার ভাই, তিনি একজন নবী ছিলেন, আর আমিও নবী। আদ্দাস ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

উপর উপুড় হইয়া পড়িল এবং তাঁহার মাথা ও হাত পা চুম্বন করিতে লাগিল।

অপরদিকে রাবীআর দুইপুত্র ওতবা ও শাইবা একে অন্যকে বলিতে লাগিল যে, সে তো তোমার গোলামকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। অতঃপর আদ্দাস ফিরিয়া আসিলে তাহারা আদ্দাসকে বলিল, হে আদ্দাস, তোমার নাশ হউক, তুমি কেন এই ব্যক্তির মাথা ও হাত–পা চুম্বন করিতেছিলে? আদ্দাস বলিল, হে মনিব, যমীনের বুকে এই ব্যক্তি হইতে উত্তম আর কেহ নাই। তিনি আমাকে এমন কিছু বিষয় বলিয়াছেন যাহা নবী ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারে না। তাহারা উভয়ে বলিল, হে আদ্দাস, তোমার নাশ হউক, সে যেন তোমাকে তোমার ধর্ম হইতে সরাইয়া না দেয়, কারণ তোমার ধর্ম তাহার ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। (বিদায়াহ)

সুলাইমান তাইমী (রহঃ) তাহার সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত আদ্দাস (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিয়াছেন যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। (এসাবাহ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি যদি আমাকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (সওর পাহাড়ের) গুহায় আরোহনের সময় দেখিতে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরণযুগল হইতে রক্ত ঝরিতেছিল এবং আমার উভয় পা পাথরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালি পায়ে পথ চলিতে অভ্যস্ত ছিলেন না বিধায় তাঁহার পা মুবারক রক্তাক্ত হইয়াছিল।

(কান্‌যুল উম্মাল)

ওহুদের দিন নবী করীম (সাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের নিচের দাঁত মুবারক শহীদ

হইয়াছিল এবং মাথা মুবারক জখম হইয়াছিল। তিনি আপন চেহারা মুবারক হইতে রক্ত মুছিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, সেই জাতি কিভাবে কল্যাণ লাভ করিবে যাহারা তাহাদের নবীর মাথা যখম করিয়া দিয়াছে এবং তাঁহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, অথচ তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহবান জানাইতেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এই আয়াত নাযিল হইল—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

অর্থ ঃ এই ব্যাপারে আপনার কোন এখতিয়ার নাই, হয় আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তওবা (করিবার তৌফিক প্রদান করিয়া ক্ষমা করিয়া) দিবেন অথবা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন, কারণ তাহারা অন্যায়ের উপর রহিয়াছে।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক আহত হইলে হযরত মালিক ইবনে সিনান (রাঃ) সামনের দিক হইতে আসিয়া যখমের স্থান হইতে রক্ত চুষিয়া লইলেন এবং তাহা গিলিয়া ফেলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে ব্যক্তি এমন লোককে দেখিতে ইচ্ছা করে যাহার রক্তের সহিত আমার রক্ত মিশিয়া গিয়াছে সে যেন মালিক ইবনে সিনানকে দেখিয়া লয়। (জামউল ফাওয়ায়েদ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখনই ওহুদের দিনের কথা আলোচনা করিতেন বলিতেন, ওহুদের দিন তো সম্পূর্ণই তালহার অংশে। তারপর (বিস্তারিতভাবে) বর্ণনা করিতেন এবং বলিতেন, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া যাওয়ার উপক্রমকারীদের মধ্যে যাহারা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছিল তন্মধ্যে আমিই প্রথম ছিলাম। আমি (ফিরিয়া) দেখিলাম, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাজতের জন্য আল্লাহর রাহে প্রাণপণ লড়াই করিতেছে। মনে মনে বলিলাম, এই ব্যক্তি যেন তালহা হন। কেননা

আমি যে সওয়াব হইতে বঞ্চিত হইয়াছি তাহা যেন আমার গোত্রের কেহ লাভ করেন, ইহাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। আমার ও মুশরিকগণের মাঝখানে অপর এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, যাহাকে আমি চিনিতে পারিতেছিলাম না। তাহার অপেক্ষা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশী নিকটে ছিলাম। তিনি আমার অপেক্ষা দ্রুত চলিতেছিলেন। হঠাৎ দেখি তিনি আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)। আমরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাঁহার সামনের দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চেহারা মুবারক আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং চেহারার উপর শিরস্ত্রাণের দুইটি কড়া (আংটা) ঢুকিয়া গিয়াছে। তিনি আমাদিগকে বলিলেন, তোমাদের সঙ্গী তালহার খবর লও। কারণ তিনি অধিক রক্তক্ষরণের দরুন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু (স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু গুরুতর আহত হইয়াছিলেন সেহেতু) আমরা তাঁহার কথার প্রতি খেয়াল করিলাম না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারক হইতে আংটা বাহির করিবার জন্য অগ্রসর হইলে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) আমাকে বলিলেন, আপনাকে আমার হকের কসম, আমাকে এই সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ দিন। অতএব আমি তাহার জন্য এই সুযোগ ছাড়িয়া দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হইবে মনে করিয়া হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) হাত দিয়া টানিয়া বাহির করার পরিবর্তে দাঁতে কামড়াইয়া একটি আংটা টানিয়া বাহির করিলেন। ইহাতে তাহার সামনের একটি দাঁত পড়িয়া গেল। অতঃপর আমিও তাহার ন্যায় (দ্বিতীয় আংটা বাহির করিবার জন্য) অগ্রসর হইলে তিনি আবারও বলিলেন, আপনাকে আমার হকের কসম, আমার জন্য এই সৌভাগ্য অর্জনের সুযোগ ছাড়িয়া দিন। সুতরাং তিনি প্রথম বারের ন্যায় দ্বিতীয় বারও তাহাই করিলেন এবং ইহাতে তাহার সামনের অপর দাঁতটিও পড়িয়া গেল। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ)কে এই দন্তহীন অবস্থায় দেখিতে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগিত। আমরা রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত হইতে অবসর হইয়া হযরত তালহা (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি একটি গর্তের ভিতর পড়িয়াছিলেন। তাহার শরীরে সত্তরেরও বেশী তীর, তলোয়ার ও বল্লমের আঘাত লাগিয়াছিল, একটি আঙ্গুলও কাটিয়া গিয়াছিল। আমরা তাহার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করিলাম। (বিদায়াহ)

আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদানে সাহাবা (রাঃ)দের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করা

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পুরুষ সাহাবা (রাঃ)দের সংখ্যা যখন আটত্রিশজন হইল তখন একদিন তাহারা সমবেত হইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে জোর আবেদন জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, আমরা তো এখনও সংখ্যায় কম। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) বার বার অনুরোধ করিতেছিলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে দাওয়াতের জন্য বাহির হইলেন। মুসলমানগণ মসজিদে হারামের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রের নিকট যাইয়া বসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া রহিলেন। এইভাবে ইসলামের সর্বপ্রথম খতীব হইলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), যিনি লোকদেরকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি আহবান জানাইলেন। মুশরিকগণ হযরত আবু বকর (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং মসজিদে হারামের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদিগকে অত্যাধিক মারধর করিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে নির্মমভাবে মারা হইল এবং পা দ্বারা মাড়ান হইল।

ফাসেক ওতবা ইবনে রাবিআহ নিকটে আসিয়া পুরু তলাযুক্ত জুতা তেরছা ধরিয়া তাঁহার চেহারার উপর আঘাত করিতেছিল এবং পেটের উপর চড়িয়া লাফাইতেছিল। চেহারার উপর উপর্যুপরি আঘাতের দরুন তাঁহার চেহারা ও নাক চেনা যাইতেছিল না। (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোত্র) বনু তাইমের লোকেরা ছুটিয়া আসিল এবং তাঁহার নিকট হইতে মুশরিকদিগকে সরাইল। তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে একটি কাপড়ে জড়াইয়া ঘরে লইয়া গেল এবং তাহাদের নিশ্চিত ধারণা হইল যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) মারা গিয়াছেন। অতঃপর বনু তাইমের লোকেরা মসজিদে হারামে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিল যে, খোদার কসম, যদি আবু বকর মারা যায় তবে আমরা অবশ্যই ওতবা ইবনে রাবিআকে কতল করিব। এই ঘোষণার পর তাহারা পুনরায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া গেল। (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পিতা) আবু কোহাফা ও বনু তাইমের লোকেরা তাহার সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) সংজ্ঞাহীন ছিলেন। দিনের শেষ বেলায় (তাহার জ্ঞান ফিরিলে) তিনি কথা বলিলেন। তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? গোত্রের লোকেরা (এ কথা শুনিয়া) তাহাকে গালমন্দ ও তিরস্কার করিল এবং চলিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। যাওয়ার সময় তাহার মা উম্মে খায়েরকে বলিয়া গেল যে, দেখ, তাহাকে কিছু খাওয়াইতে বা পান করাইতে পার কিনা।

সকলে চলিয়া গেলে তাহার মা একাকী রহিলেন এবং তাহাকে কিছু খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) একই কথা বলিতেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তাহার মা বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমার সঙ্গীর ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নাই। তিনি বলিলেন, আপনি উম্মে জামীল বিনতে খাত্তাবের নিকট যাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন। তাহার মা উম্মে জামীলের নিকট যাইয়া বলিলেন, আবু বকর তোমার

নিকট মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর খবর জানিতে চাহিতেছে। উম্মে জামীল (রাঃ) বলিলেন, আমি আবু বকরকেও চিনি না, মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহকেও চিনি না, তবে যদি বল আমি তোমার সাথে তোমার ছেলের নিকট যাইতে পারি। উম্মে খায়ের বলিলেন, তবে চল। উম্মে জামীল তাহার সহিত রওয়ানা হইলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দেখিলেন, অতিশয় অসুস্থ (উঠিয়া বসিবারও শক্তি নাই) মাটিতে পড়িয়া আছেন। হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) তাঁহার নিকট যাইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, আল্লাহর কসম, যাহারা আপনার সহিত এই ব্যবহার করিয়াছে নিঃসন্দেহে তাহারা ফাসেক ও কাফের। আমি দৃঢ়বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের নিকট হইতে আপনার প্রতিশোধ লইবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) বলিলেন, এই যে আপনার মা শুনিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, তাহার পক্ষ হইতে তোমার জন্য কোন আশঙ্কা নাই। হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) বলিলেন, তিনি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় আছেন? হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) বলিলেন, তিনি আরকামের ঘরে আছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, যতক্ষণ না স্বয়ং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইব ততক্ষণ না কোন খাবার খাইব, না কোন পানীয় পান করিব। হযরত উম্মে খায়ের ও হযরত উম্মে জামীল (রাঃ) (রাতের বেশ কিছু সময় পর্যন্ত) অপেক্ষা করিলেন। তারপর লোক চলাচল বন্ধ হইয়া গেলে উভয়ে তাহাকে ভর দিয়া লইয়া চলিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। উপস্থিত মুসলমানগণও তাঁহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কোরবান হউন, চেহারার উপর ফাসেকের আঘাতের যন্ত্রণা ব্যতীত আমার আর কোন কষ্ট নাই। এই আমার মা, যিনি আপন ছেলের প্রতি অত্যন্ত সদয়, আর আপনি বরকতময়। অতএব তাহাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত প্রদান করুন এবং তাহার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন, হয়ত আল্লাহ তায়ালা আপনার উসিলায় তাহাকে আগুন হইতে বাঁচাইয়া দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মায়ের জন্য দোয়া করিলেন এবং তাহাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন। তাহারা মা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (আরকাম (রাঃ)এর) ঘরে একমাস কাল অবস্থান করিলেন। তাহাদের সংখ্যা তখন ঊনচল্লিশজন পুরুষ ছিল।

হযরত আবু বকর (রাঃ)কে যেদিন প্রহার করা হইল সেদিনই হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও আবু জেহেল ইবনে হেশামের (হেদায়েতের) জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। তাহা হযরত ওমর (রাঃ)এর জন্য কুবল হইল। তিনি বুধবার দিন দোয়া করিলেন, আর বৃহস্পতিবার দিন হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। (হযরত ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও গৃহে অবস্থানরত সকলেই এত জোরে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন যে, মক্কার উঁচুপ্রান্ত পর্যন্ত তাহা শুনা গেল। হযরত আরকাম (রাঃ)এর পিতা যিনি অন্ধ ও কাফের ছিলেন তিনি এই বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন যে, আয় আল্লাহ, আমার ছেলে—তোমার ক্ষুদ্র গোলাম আরকামকে ক্ষমা করিয়া দিও, কারণ সে (নতুন ধর্ম গ্রহণ করিয়া) কাফের হইয়া গিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) (ইসলাম গ্রহণের পর) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ, আমরা যখন হকের উপর রহিয়াছি তখন নিজেদের দ্বীনকে কেন গোপন রাখিব? অথচ তাহারা বাতিলের উপর থাকিয়া প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্ম পালন করিয়া বেড়াইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর, আমরা সংখ্যায় কম, আর তুমি তো দেখিয়াছ আমরা কিরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়াছি। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি যে সকল মজলিসে কুফরির অবস্থায় বসিয়াছি সে সকল মজলিসে ঈমানকে প্রকাশ করিবই করিব। তারপর তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া বাইতুল্লার তওয়াফ করিলেন। তওয়াফ শেষে কোরাইশের নিকট গেলেন। কোরাইশগণ তাহার অপেক্ষায়ই ছিল। আবু জেহেল ইবনে হেশাম বলিল, অমুক বলিতেছে, তুমি নাকি বেদ্বীন হইয়া গিয়াছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন শরীক নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। (মুশরিকগণ (ইহা শুনামাত্রই) তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আর তিনি ওতবার উপর আক্রমন চালাইয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহার বুকের উপর চড়িয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ওতবার চোখের ভিতর আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিলেন। ওতবা চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলে লোকজন হটিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইভাবে যে কোন দল তাহার নিকটে আসিতে চেষ্টা করিত তিনি তাহাদের মধ্যেকার সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তিকে ধরিয়া বসিতেন (এবং মারিতে আরম্ভ করিতেন)। এইরূপে লোকদেরকে পরাজিত করিয়া তিনি যে সকল মজলিসে (ইসলামের পূর্বে) বসিতেন, সে সকল মজলিসে ঈমানকে প্রকাশ করিলেন। অতঃপর সকলের উপর বিজয় লাভ করিয়া তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনার আর কোন ভয় নাই। আল্লাহর কসম,

আমি যে সকল মজলিসে কুফুরির অবস্থায় বসিয়াছি এরূপ সকল মজলিসে যাইয়া নির্ভয়ে ও নিঃশঙ্কচিত্তে ঈমানকে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) তাঁহার সম্মুখে চলিলেন। তিনি বাইতুল্লার তওয়াফ করিলেন এবং নিশ্চিন্ত মনে জোহরের নামায আদায় করিলেন। তারপর হযরত ওমর (রাঃ) সহ হযরত আরকাম (রাঃ)এর ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। পুনরায় হযরত ওমর (রাঃ) একাই (নিজ ঘরে) ফিরিয়া গেলেন এবং তাহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ফিরিয়া গেলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, তিনি নবুওয়াতের ষষ্ঠ বৎসর সাহাবা (রাঃ)দের হাবশায় হিজরতের পর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হিজরতের উদ্দেশ্যে হাবশার দিকে রওয়ানা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার জ্ঞান বুদ্ধি হওয়ার পর হইতেই আমি আমার পিতামাতাকে ইসলামের উপর পাইয়াছি। প্রতিদিন সকাল বিকাল দুইবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসিতেন। মুসলমানদের উপর (কাফেরদের) অত্যাচারের মাত্রা চরমরূপ ধারণ করিলে হযরত আবু বকর (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে হাবশার দিকে রওয়ানা হইলেন। বারকুল গিমাদ পর্যন্ত পৌছার পর কারাহ গোত্রের সর্দার ইবনে দাগিনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইবনে দাগিনা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু বকর, কোথায় যাইতেছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার কাওম আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন আমার ইচ্ছা হইতেছে, যমীনের বুকে ভ্রমণ করিতে থাকিব এবং আমার পরওয়ারদিগারের এবাদত করিতে থাকিব। ইবনে দাগিনা বলিল, হে আবু

বকর (রাঃ) আপনার ন্যায় ব্যক্তি না দেশ ত্যাগ করিতে পারে আর না দেশত্যাগে বাধ্য করা উচিত হইবে। কারণ আপনি তো গরীব দুঃখীর অন্ন যোগান, আত্মীয়–স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় অনাথের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদ–আপদে সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় প্রদান করিলাম। চলুন, আপনি নিজ শহরে নিজ রব্বের এবাদত করিবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার সঙ্গে ইবনে দাগিনাও আসিল। সেদিন সন্ধ্যায় ইবনে দাগিনা কোরাইশের সর্দারদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, আবু বকরের ন্যায় ব্যক্তি দেশ ত্যাগ করিতে পারে না এবং তাহার ন্যায় ব্যক্তিকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করাও উচিত হইবে না। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে দেশত্যাগে বাধ্য করিতেছ, যিনি গরীব–দুঃখীর অন্ন যোগান, আত্মীয়–স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, অসহায়–অনাথের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, মেহমানদারী করেন এবং বিপদ–আপদে সাহায্য করেন? কোরাইশ ইবনে দাগিনার আশ্রয় দানের কথাকে অস্বীকার করিল না, বরং তাহারা ইবনে দাগিনাকে বলিল, আবু বকরকে বলিয়া দাও, সে যেন আপন রব্বের এবাদত নিজ ঘরে বসিয়া করে। ঘরের ভিতরেই নামায ও যত ইচ্ছা কোরআন পড়ে। প্রকাশ্যে এই সকল কাজ করিয়া আমাদিগকে কষ্ট না দেয়। তাহার কারণে আমরা আমাদের স্ত্রী–পুত্রদের গোমরাহ হওয়ার আশঙ্কা করিতেছি। ইবনে দাগিনা এইকথাগুলি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিয়া দিল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছুদিন পর্যন্ত (কোরাইশদের শর্ত অনুযায়ী) নিজ ঘরেই আপন রব্বের এবাদত করিতে থাকিলেন। উচ্চস্বরে নামায পড়িতেন না এবং নিজ ঘর ব্যতীত অন্য কোথাও কোরআন তেলাওয়াত করিতেন না। কিছুদিন পর তাঁহার খেয়াল হইল এবং তিনি নিজ ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ বানাইয়া উহাতে নামায ও (উচ্চস্বরে) কোরআন তেলাওয়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যাধিক কান্নাকাটি করিতেন। কোরআন তেলাওয়াতের সময় তিনি

নিজের অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। তাহার কোরআন তেলাওয়াত ও কান্নাকাটির দরুন মুশরিকদের স্ত্রী–পুত্রগণ তাহার নিকট ভিড় করিতে লাগিল এবং তাহারা অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। ইহাতে কোরাইশের মুশরিক সর্দারগণ বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহারা ইবনে দাগিনাকে সংবাদ দিল। ইবনে দাগিনা আসিলে তাহারা বলিল, তোমার আশ্রয়দানের সম্মানে আমরাও আবু বকরকে এই শর্তে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলাম যে, সে নিজ ঘরে আপন রব্বের এবাদত করিবে, কিন্তু সে এই শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে এবং সে ঘরের আঙ্গিনায় মসজিদ বানাইয়া প্রকাশ্যে নামায ও কোরআন তেলাওয়াত করিতেছে। আমরা আমাদের স্ত্রী–পুত্রদের গোমরাহ হইবার আশঙ্কা করিতেছি। অতএব তুমি তাহাকে নিষেধ কর। যদি সে নিজ ঘরে আপন রব্বের এবাদত বন্দেগী করিতে চাহে, করুক। আর যদি সে তাহা না করিয়া প্রকাশ্যে এই সকল কার্যকলাপ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়া থাকে তবে তুমি বল, যেন তোমার দায়িত্ব হইতে তোমাকে নিষ্কৃতি দান করে। কারণ আমরা তোমার দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কিন্তু আমরা তাহার এই প্রকাশ্যে কার্যকলাপও মানিয়া লইতে পারি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইবনে দাগিনা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আপনি জানেন, আমি আপনার ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। এখন হয় আপনি নিজ ঘরে সীমাবদ্ধ থাকুন, আর না হয় আমাকে দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করুন ; কারণ আমি চাহি না যে, আমার দায়িত্ব গ্রহণকে অমান্য করা হইবে, আর তাহা আরববাসী শুনিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফেরত দিলাম এবং আল্লাহ আযযা ও জাল্লার আশ্রয়েই সন্তুষ্ট রহিলাম। ইমাম বোখারী (রহঃ) অতঃপর হিজরত সম্পর্কিত দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) মক্কা হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া এক বা

দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পর ইবনে দাগিনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইবনে দাগিনা তখন আহাবীশ (অর্থাৎ কারাহ ও উহার শাখা গোত্রসমূহ)এর সর্দার ছিল। সে বলিল, হে আবু বকর, কোথায় যাইতেছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার কাওম আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে, আমাকে কষ্ট দিয়াছে, মক্কায় আমার জীবন দুর্বিষহ করিয়া দিয়াছে। ইবনে দাগিনা জিজ্ঞাসা করিল, কেন? খোদার কসম, আপনি তো বংশের শোভা বর্ধন করেন, বিপদ আপদে সাহায্য করেন, ভাল কাজ করেন, গরীব দুঃখীর অন্ন যোগান। ফিরিয়া চলুন, আপনি আমার আশ্রয়ে থাকিবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার সহিত ফিরিয়া আসিলেন। মক্কায় প্রবেশ করিয়া ইবনে দাগিনা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পাশে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিল যে, হে কোরাইশগণ, আমি ইবনে আবি কোহাফা (অর্থাৎ আবু বকর (রাঃ))কে আশ্রয় প্রদান করিলাম, তাহার সহিত প্রত্যেকেই সদাচরণ করিবে। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর কোরাইশগণ তাহার সহিত কোনরূপ অসদাচরণ হইতে নিবৃত রহিল। এই রেওয়ায়াতের শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, (কোরাইশগণ ইবনে দাগিনাকে ডাকিয়া অভিযোগ করার পর) সে (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া) বলিল, হে আবু বকর, আমি আপনাকে এইজন্য আশ্রয় দেই নাই যে, আপনি নিজ কাওমের লোকদেরকে কষ্ট দিবেন। আপনার (ঘরের আঙ্গিনায় এবাদতের) এই স্থানকে তাহারা অপছন্দ করিতেছে এবং ইহাতে তাহাদের কষ্ট হইতেছে। অতএব আপনি নিজ ঘরে থাকুন এবং সেখানেই যাহা ইচ্ছা হয় করুন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি কি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফেরৎ দিয়া আল্লাহর আশ্রয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না? ইবনে দাগিনা বলিল, তবে আমার আশ্রয় আমাকে ফেরৎ দিন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহা তোমাকে ফেরৎ দিলাম। ইবনে দাগিনা উঠিয়া ঘোষণা দিল যে, হে কোরাইশগণ, ইবনে আবি কোহাফা আমার দেওয়া আশ্রয় আমাকে ফেরৎ দিয়াছে, সুতরাং তোমরা তোমাদের সঙ্গীর সহিত যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। (বিদায়াহ)

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ইবনে দাগিনার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কা'বা শরীফের দিকে যাইতেছিলেন। পথে কোরাইশের এক কমজাতের সহিত দেখা হইলে সে তাঁহার মাথায় ধুলা দিল। ওলীদ ইবনে মুগীরা অথবা আস ইবনে ওয়ায়েল হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি কি দেখিতেছ না, এই কমজাত কি করিতেছে? সে উত্তরে বলিল, তুমি নিজেই নিজের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছ। একথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিতে লাগিলেন, হে আমার রব্ব, আপনি কতই না ধৈর্যশীল! হে আমার রব্ব, আপনি কতই না ধৈর্যশীল, হে আমার রব্ব, আপনি কতই না ধৈর্যশীল। (বিদায়াহ)

পূর্বে হযরত আসমা (রাঃ)এর হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) আর্তচিৎকার শুনিতে পাইলেন। লোকেরা বলিল, তোমার সঙ্গীকে বাঁচাও। তিনি আমাদের নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তাহার মাথায় চারটি চুলের ঝুটি ছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমাদের নাশ হউক! তোমরা একজন মানুষকে এইজন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ যে, তিনি বলেন, আল্লাহই আমার পরওয়ারদিগার। অথচ তিনি তোমাদের রবের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট (এই বিষয়ে) নিদর্শনাবলী লইয়া আসিয়াছেন? তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়িয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন (মুশরিকদের প্রহারের দরুন) তাঁহার অবস্থা এরূপ ছিল যে, চুলের যে কোন ঝুটিতে হাত দিতেই তাহা উঠিয়া আসিল। তিনি তখন শুধু ইহাই বলিতেছিলেন—

تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অর্থাৎ কতই না বরকতময় আপনি হে মহিমাময় ও মহানুভব।

হযরত ওমর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোরাইশদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা কথা প্রচার করিতে ওস্তাদ? বলা হইল জামীল ইবনে মা'মার জুমাহী। হযরত ওমর (রাঃ) সকালবেলা তাহার নিকট গেলেন। হযরত আবদুল্লাহ (ইবনে ওমর) (রাঃ) বলেন, আমি ও তাহার পিছনে পিছনে গেলাম যে, দেখি, তিনি কি করেন? আমি তখন ছোট হইলেও যাহা দেখিতাম তাহা বুঝিতে পারিতাম। হযরত ওমর (রাঃ) জামীলের নিকট পৌছিয়া বলিলেন, হে জামীল, তুমি কি জানিতে পারিয়াছ যে, আমি মুসলমান হইয়া গিয়াছি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন গ্রহণ করিয়াছি? হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, জামীল কোন জবাব না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আপন চাদর টানিতে টানিতে চলিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার পিছনে এবং আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর পিছনে চলিলাম। সে মসজিদে (হারামের) দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, হে কোরাইশগণ, শোন, খাত্তাবের বেটা বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। কোরাইশগণ তখন কা'বার চতুর্দিকে নিজ নিজ মজলিসে বসিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) জামীলের পিছন হইতে বলিলেন, সে মিথ্যা বলিয়াছে। বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং সাক্ষ্য দিয়াছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। কাফেরগণ ইহা শুনামাত্রই হযরত ওমর (রাঃ)এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। (দ্বিপ্রহরের) সূর্য মাথা বরাবর হওয়া পর্যন্ত হযরত ওমর (রাঃ) ও তাহাদের মধ্যে লড়াই চলিতে থাকিল।

অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। আর তাহারা মাথার উপর দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি বলিতেছিলেন, "তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিতেছি, আমরা (মুসলমানগণ) যদি তিনশত জন হইতে পারি তবে হয়ত আমরা

তোমাদের জন্য মক্কার যমীন ছাড়িয়া চলিয়া যাইব, আর না হয় তোমরা আমাদের জন্য তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।" এমন সময় ইয়ামানী চাদর গায়ে ডোরাদার কোর্তা পরিহিত একজন কোরাইশী বয়স্ক লোক তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি হইয়াছে? তাহারা বলিল, ওমর বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। বয়স্ক লোকটি বলিল, ছাড় তাহাকে, একজন সে নিজের জন্য একটা বিষয় পছন্দ করিয়াছে তাহাতে তোমাদের করিবার কি আছে? তোমরা কি মনে করিয়াছ, বনু আদির লোকেরা তাহাদের লোককে তোমাদের হাতে এমনিই ছাড়িয়া দিবে? ছাড়িয়া দাও লোকটিকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, বয়স্ক লোকটির কথায় তাহারা হযরত ওমর (রাঃ)কে ছাড়িয়া এমনভাবে সরিয়া গেল যেন একটি চাদর তাহার উপর হইতে সরাইয়া দেওয়া হইল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা হিজরত করিয়া মদীনা পৌঁছিবার পর একদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আব্বাজান, আপনার ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় যখন লোকেরা আপনার সহিত লড়াই করিতেছিল তখন যে ব্যক্তি তাহাদিগকে ধমকাইয়া সরাইয়া দিয়াছিল সে লোকটি কে ছিল? তিনি বলিলেন, বেটা, সে ছিল আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী। (বিদায়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) ঘরের ভিতর ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় বসিয়াছিলেন। এমন সময় আমরের পিতা আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমী তাহার নিকট আসিল। তাহার পরনে একটি কোর্তা ছিল যাহার ধারগুলি রেশম দ্বারা সেলাই করা ছিল এবং গায়ে ইয়ামানী চাদর ছিল। আস ইবনে ওয়ায়েলের গোত্র হইল বনু সাহম। আর এই গোত্র জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের মিত্র ছিল। সে হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, তোমার কি হইয়াছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তোমার কাওমের লোকেরা বলিতেছে, আমাকে কতল করিবে।

আস ইবনে ওয়ায়েল বলিল, (আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়াছি) তোমার সহিত কেহ কোন দুর্ব্যবহার করিতে পারিবে না। আসের এই কথার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। আস ইবনে ওয়ায়েল সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখিল মাঠভরা লোকের ঢল নামিয়াছে। আস ইবনে ওয়ায়েল জিজ্ঞাসা করিল তোমরা কোথায় যাইতেছ? লোকেরা বলিল, আমরা এই খাত্তাবের বেটা (ওমর)কে ধরিতে যাইতেছি, যে কিনা বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে। আস ইবনে ওয়ায়েল বলিল, তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া লোকজন ফিরিয়া গেল। (বোখারী)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁহার চাচা হাকাম ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া রশি দ্বারা মজবুত করিয়া বাঁধিলেন এবং বলিলেন, তুমি বাপদাদার ধর্ম ছাড়িয়া নতুন দ্বীন গ্রহণ করিয়াছ? খোদার কসম, এই নতুন দ্বীন যাহা গ্রহণ করিয়াছ তাহা ত্যাগ করা পর্যন্ত তোমার বাঁধন খুলিব না। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনও সেই দ্বীন পরিত্যাগ করিব না। হাকাম যখন তাঁহাকে দ্বীনের উপর মজবুত দেখিলেন তখন ছাড়িয়া দিলেন।

হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত মাসউদ ইবনে হিরাশ (রাঃ) বলেন, আমরা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করিতেছিলাম। এমন সময় দেখিলাম, বহু লোক ঘাড়ের উপর হাত বাঁধা এক যুবকের পিছনে পিছনে যাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যুবকের কি হইয়াছে? লোকেরা বলিল, এই যুবকের নাম তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ। সে বেদ্বীন হইয়া গিয়াছে।

যুবকটির পিছনে একজন মহিলাকে দেখিলাম, তাহার প্রতি রাগান্বিত হইয়া গালাগাল দিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহিলাটি কে? লোকেরা বলিল, যুবকের মা সা'বাহ বিনতে হাযরামী। (এসাবাহ)

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে তালহা (রহঃ) বলেন, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি বসরার মেলায় ছিলাম। সেখানে গীর্জার এবাদতখানায় একজন পাদ্রী ছিল। সে বলিল, মেলার লোকদের জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের মধ্যে হারাম অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী কোন লোক আছে কিনা? হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হাঁ, আমি আছি। সে জিজ্ঞাসা করিল, বর্তমানে আহমাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর আবির্ভাব ঘটিয়াছে কি? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আহমাদ কে? সে বলিল, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। এই মাসেই তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে। তিনি শেষ নবী। হারামে (অর্থাৎ মক্কায়) তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে এবং তিনি এমন স্থানে হিজরত করিবেন যেখানে খেজুর বাগান ও প্রস্তরময় লোনা যমীন হইবে। এমন যেন না হয় যে, লোকেরা তোমার পূর্বে তাহার অনুসারী হইল আর তুমি পিছনে পড়িয়া রহিলে। হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, পাদ্রীর কথাগুলি আমার অন্তরে স্থান করিয়া লইল। সুতরাং আমি দ্রুত রওয়ানা হইয়া মক্কায় পৌঁছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, নতুন কোন ঘটনা ঘটিয়াছে কি? লোকেরা বলিল, হাঁ, আল-আমীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ নবুওয়াতের দাবী করিয়াছেন এবং ইবনে আবি কোহাফা (অর্থাৎ আবু বকর (রাঃ)) তাঁহার অনুসারী হইয়াছেন।

হযরত তালহা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট গেলাম এবং বলিলাম, আপনি কি এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর অনুসরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তুমি চল এবং তাঁহার নিকট যাইয়া তুমিও তাঁহার অনুসরণ কর ; কারণ তিনি সত্যের প্রতি আহবান জানাইতেছেন। অতঃপর হযরত তালহা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সেই পাদ্রীর

কথাগুলি শুনাইলেন। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত তালহা (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া গেলেন। হযরত তালহা (রাঃ) সেখানে ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং পাদ্রীর কথাগুলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও শুনাইলেন। তিনি শুনিয়া তাঁহারও মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল।

হযরত আবু বকর ও হযরত তালহা (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পর নওফাল ইবনে খুওয়াইলিদ ইবনে আদাবিয়াহ তাহাদের উভয়কে এক রশিতে বাঁধিল, কিন্তু বনু তাইমের লোকেরা তাহাদের কোন সাহায্য করিল না। নাওফাল ইবনে খুওয়াইলিদকে কোরাইশের সিংহ বলা হইত। এক রশিতে বাঁধার কারণেই হযরত আবু বকর ও হযরত তালহা (রাঃ)এর নাম কারীনাইন (অর্থাৎ দুই সঙ্গী) হইয়াছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছেন যে, আয় আল্লাহ, ইবনে আদাবিয়ার অনিষ্ট হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। (বিদায়াহ)

হযরত যুবাইর (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) আট বৎসর বয়সে মুসলমান হইয়াছেন এবং আঠার বৎসর বয়সে তিনি হিজরত করিয়াছেন। তাঁহার চাচা তাঁহাকে (ইসলাম গ্রহণের কারণে) চাটাইয়ের মধ্যে পেঁচাইয়া আগুনের ধুঁয়া দিত এবং বলিত যে, কুফুরির দিকে ফিরিয়া আস। কিন্তু হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিতেন, আমি কখনও কাফের হইব না।

হাফস ইবনে খালেদ (রহঃ) বলেন, একবার মুসিল হইতে একজন বৃদ্ধলোক আমাদের নিকট আসিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সহিত এক সফরে ছিলাম। এক জনশূন্য প্রান্তরে তাঁহার গোসলের প্রয়োজন হইল। সেখানে পানি, ঘাস ও মানুষ বলিতে কিছুই ছিল না। তিনি বলিলেন, (আমার গোসলের জন্য) একটু পর্দার

ব্যবস্থা কর। আমি তাহার জন্য পর্দার ব্যবস্থা করিলাম। গোসল করার সময় হঠাৎ তাঁহার শরীরের প্রতি আমার নজর পড়িল। আমি লক্ষ্য করিলাম, তাহার শরীরের বিভিন্ন স্থানে তলোয়ারের আঘাত রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আল্লাহর কসম, আপনার শরীরে আমি যে পরিমাণ তলোয়ারের আঘাত দেখিয়াছি অন্য কাহারো শরীরে তাহা দেখি নাই। হযরত যুবাইর (রাঃ) বলিলেন, তুমি দেখিয়া ফেলিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন, শুনিয়া রাখ, আল্লাহর কসম, ইহার প্রত্যেকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আল্লাহর রাহে লাগিয়াছে।

আলী ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ)এর শরীর দেখিয়াছে এমন এক ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহার বুকের উপর চোখের ন্যায় তীর ও বর্শার আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মুআযযিন হযরত বেলাল (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, সর্বপ্রথম যাহারা ইসলামকে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা সাতজন ছিলেন—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আম্মার ও তাঁহার মা সুমাইয়া (রাঃ), হযরত সুহাইব (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) ও মেকদাদ (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার চাচার দ্বারা এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)কে তাহার কাওমের দ্বারা হেফাজত করিয়াছেন। অন্যসকলকে কাফেরগণ ধরিয়া এইভাবে শাস্তি প্রদান করিয়াছে যে, লৌহবর্ম পরিধান করাইয়া তাহাদিগকে রৌদ্রে দাঁড় করাইয়া দিত এবং প্রখর রৌদ্রে সেই লৌহবর্ম উত্তপ্ত হইয়া তাহাদের কষ্ট হইত। হযরত বেলাল (রাঃ) ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেকেই (এই ধরনের অত্যাচার ও উৎপীড়নে বাধ্য হইয়া বাহ্যিকভাবে) কাফেরদের কথাকে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু হযরত বেলাল (রাঃ)

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে নিজের প্রাণের কোন পরওয়া করেন নাই এবং তাহার কাওমের নিকটও তাহার কোন মর্যাদা ছিল না। এই কারণেই মুশরিকগণ তাহাকে ধরিয়া বালকদের হাতে দিয়া দিল। বালকরা তাহাকে মক্কার অলিগলিতে টানিয়া ফিরিত আর তিনি আহাদ, আহাদ (অর্থাৎ আল্লাহ্ এক আল্লাহ্ এক) বলিতে থাকিতেন। (বিদায়াহ)

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, অন্যান্যদেরকে কাফেরগণ লৌহবর্ম পরিধান করাইয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিত। এইভাবে আল্লাহর ইচ্ছায় লোহার গরমে ও রৌদ্রের তাপে তাহাদের সীমাহীন কষ্ট হইত। অতঃপর সন্ধ্যার সময় মালাউন আবু জেহেল বর্শা হাতে আসিয়া তাহাদিগকে গালাগাল করিত এবং ধমকাইত।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, মুশরিকগণ হযরত বেলাল (রাঃ)এর গলায় রশি বাঁধিয়া মক্কার দুই আখশাবাইন পাহাড়ের মাঝে টানিয়া বেড়াইত। (ইবনে সা'দ)

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) বনু জুমাহ গোত্রীয়া এক মহিলার গোলাম ছিলেন। মুশরিকগণ তাহাকে মক্কার উত্তপ্ত বালুর উপর শোয়াইয়া শাস্তি দিত এবং (বুকের উপর ভারি পাথর চাপা দিয়া) উত্তপ্ত বালুর সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশকে লাগাইয়া দিত যেন (অতিষ্ঠ হইয়া) মুশরিক হইয়া যায়। কিন্তু তিনি আহাদ, আহাদ উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। (হযরত খাদীজা (রাঃ)এর চাচাত ভাই) অরাকা (ইবনে নাওফাল) এই অবস্থায় তাঁহার পাশ দিয়া যাওয়ার সময় বলিতেন, হে বেলাল, আহাদ, আহাদ (অর্থাৎ হাঁ, মা'বুদ একজনই)। (অতঃপর মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলিতেন) আল্লাহর কসম, তোমরা যদি এই অবস্থায় তাহাকে হত্যা কর তবে আমি তাহার কবরকে রহমত ও বরকতের স্থান বানাইয়া লইব। (এসাবাহ)

ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত বেলাল (রাঃ) নির্যাতন সহ্য করিতেছেন আর আহাদ, আহাদ বলিতেছেন। এমতাবস্থায় অরাকা ইবনে নাওফাল তাহার পাশ দিয়া যাইতেন আর বলিতেন, হে বেলাল, আহাদ,

আহাদ (অর্থাৎ মা'বুদ একজনই)। আল্লাহই সেই মা'বুদ। অতঃপর উমাইয়া ইবনে খালাফ যে হযরত বেলাল (রাঃ)এর সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেছিল তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহর নামে কসম করিয়া বলিতেছি যে, যদি তোমরা তাহাকে এইভাবে হত্যা কর তবে আমি তাহার কবরকে রহমত ও বরকতের স্থান বানাইয়া লইব। অবশেষে একদিন তাহারা এরূপ নির্যাতন চালাইতেছিল এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)এর পাশ দিয়া যাওয়ার সময় উমাইয়াকে বলিলেন, এই অসহায়ের ব্যাপারে কি তুমি আল্লাহকে ভয় কর না? কতদিন (এইভাবে তাহার উপর নির্যাতন চালাইবে)? উমাইয়া বলিল, তুমিই তো তাহাকে নষ্ট করিয়াছ। তুমিই তাহাকে এই শাস্তি হইতে মুক্ত কর। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহাকে মুক্ত করিব। আমার নিকট তোমার ধর্মেবিশ্বাসী এবং শক্তিশালী ও মজবুত একজন হাবশী গোলাম রহিয়াছে। আমি তাহাকে বেলালের পরিবর্তে তোমাকে দিয়া দিলাম। উমাইয়া বলিল, আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ) উক্ত গোলাম তাহাকে দিয়া দিলেন এবং হযরত বেলাল (রাঃ)কে লইয়া স্বাধীন করিয়া দিলেন। তারপর মক্কা হইতে হিজরতের পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ) আরো ছয়জনকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) তন্মধ্যে সপ্তম ছিলেন।

ইবনে ইসহাক (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, উমাইয়া হযরত বেলাল (রাঃ)কে উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে বাহির করিয়া আনিত এবং মক্কার প্রস্তরময় যমীনের উপর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিত। অতঃপর একটি বড় পাথর তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিবার নির্দেশ দিত। নির্দেশ মত তাহার বুকের উপর ভারি পাথর রাখা হইত। এমতাবস্থায় উমাইয়া বলিত, তুমি এইভাবে মরিয়া যাইবে আর না হয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করিবে এবং লা–ত ওয্যার পূজা করিবে। হযরত বেলাল (রাঃ) এই কষ্টের মধ্যেও বলিতেন, আহাদ, আহাদ। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হযরত

বেলাল (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীদের দুঃখকষ্ট সহ্য করার এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার ঘটনা স্মরণ করিয়া নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নাম আতীক (অর্থাৎ দোযখ হইতে মুক্ত) ছিল। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই উপাধি দিয়াছিলেন অথবা তাঁহার মা তাঁহার এই নাম রাখিয়াছিলেন।)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর কবিতা নিম্নরূপ—

جَزَى اللّٰهُ خَيْرًا عَنْ بِلَالٍ وَ صَحْبِهِ عَتِيْقًا وَاَخْزَى فَاكِهًا وَّ اَبَاجَهْلِ

عَشِيَّةَ هَمَّافِى بِلَالٍ بِسُوْءَةٍ وَلَمْ يَحْذَرَامَا يَحْذَرُ الْمَرْءُ ذُوالْعَقْلِ

بِتَوْحِيْدِهٖ رَبَّ الْاَنَامِ وَ قَوْلِهٖ شَهِدْتُّ بِاَنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ عَلٰى مَهْلِ

فَاِنْ يَقْتُلُوْنِىْ يَقْتُلُوْنِىْ فَلَمْ اَكُنْ لِاُشْرِكَ بِالرَّحْمٰنِ مِنْ خِيْفَةِ الْقَتْلِ

فَيَارَبَّ اِبْرَاهِيْمَ وَالْعَبْدِيُوْنُسَ وَمُوْسٰى وَ عِيْسٰى نَجِّنِىْ ثُمَّ لَاتُبْلِ

لِمَنْ ظَلَّ يَهْوَى الْغَىَّ مِنْ اٰلِ غَالِبٍ عَلٰى غَيْرِ بِرٍّكَانَ مِنْهُ وَلَا عَدْلِ

অর্থ ঃ (১) হযরত বেলাল (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদের পক্ষ হইতে আল্লাহ তায়ালা আতীক (অর্থাৎ হযরত আবু বকর)কে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং (আবু জেহেলের চাচা) ফাকেহ (ইবনে মুগীরা) ও আবু জেহেলকে অপমানিত করুন। (২) আমি সেই বিকালের কথা ভুলিব না যখন তাহারা উভয়ে হযরত বেলাল (রাঃ)কে নির্যাতন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিল এবং তাহারা এরূপ নির্যাতন করিতে কোন ভয় করিতেছিল না যাহা করিতে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তি ভয় করিয়া থাকে। (৩) এই অমানুষিক নির্যাতনের কারণ এই ছিল যে, হযরত বেলাল (রাঃ) সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালকের একত্ববাদকে স্বীকার করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ, একটু তো থাম ! (৪) তাহারা আমাকে হত্যা করিতে চাহে করুক,

আমি হত্যার ভয়ে রাহমানের সহিত শিরিক করিব না। (৫) হে ইবরাহীম, ইউনুস, মূসা ও ঈসা (আঃ)এর প্রতিপালক আমাকে মুক্তি দান করুন, আর কখনও আমাকে গালিবের পরিবারস্থ ঐ সকল লোকের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলিবেন না যাহারা পথভ্রষ্ট হইতে চায় এবং অসৎ ও ইনসাফ করে না।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও তাহার পরিবারের কষ্ট সহ্য করা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আম্মার (রাঃ) ও তাঁহার পরিবারের উপর ভীষণ নির্যাতন করা হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় বলিলেন, হে ইয়াসিরের বংশধরগণ, সুসংবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা রহিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত প্রস্তরময় ভূমির উপর দিয়া যাইতে ছিলাম। এমন সময় দেখিলাম, হযরত আম্মার (রাঃ) ও তাহার পিতা মাতাকে ইসলাম হইতে ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রখর রৌদ্রের মধ্যে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। হযরত আম্মার (রাঃ)এর পিতা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সারাজীবন কি এই রকমই চলিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সবর কর, হে ইয়াসিরের বংশধরগণ। আয় আল্লাহ, আপনি ইয়াসিরের বংশধরকে মাফ করিয়া দিন। আর অবশ্যই আপনি তাহা করিয়াছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, হযরত ইয়াসির, আম্মার ও উম্মে আম্মার (রাঃ)কে আল্লাহ তায়ালার (উপর ঈমান আনার) কারণে কষ্ট দেওয়া হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট দিয়া যাইবার সময় বলিলেন, হে ইয়াসিরের পরিবার, তোমরা সবর কর, হে ইয়াসিরের পরিবার তোমরা সবর কর,

তোমাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা রহিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসিরেরও উল্লেখ রহিয়াছে এবং ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আবু জেহেল হযরত সুমাইয়া (রাঃ)এর লজ্জাস্থানে বর্শা মারিলে তিনি ইন্তেকাল করিলেন, আর হযরত ইয়াসির (রাঃ) নির্যাতন ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে তীর নিক্ষেপ করা হইলে তিনি পড়িয়া গেলেন।

মুজাহিদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, ইসলামের প্রথম যুগে সর্বপ্রথম শহীদ হইলেন হযরত আম্মার (রাঃ)এর মা হযরত সুমাইয়া (রাঃ)। আবু জেহেল তাঁহার লজ্জাস্থানে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। (বিদায়াহ)

আবু ওবাইদাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আম্মার (রাঃ) বলেন, মুশরিকগণ হযরত আম্মার (রাঃ)কে ধরিয়া এমন কষ্ট দিল যে, (প্রাণের খাতিরে) বাধ্য হইয়া তিনি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবীমূলক কথা বলিলেন এবং তাহাদের মা'বুদগুলির প্রশংসা করিলেন তখন ছাড়া পাইলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া আসিয়াছ? হযরত আম্মার (রাঃ) বলিলেন, খুবই খারাপ কাজ করিয়াছি। আপনার সম্পর্কে অবাঞ্ছিত কথা ও তাহাদের মা'বুদগুলির প্রশংসা না করা পর্যন্ত আমাকে তাহারা ছাড়িল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দিলের অবস্থা কিরূপ পাইতেছ? তিনি বলিলেন, আমার দিলকে ঈমানের উপর স্থির ও অবিচল পাইতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে কোন অসুবিধা নাই। যদি তাহারা তোমার সহিত পুনরায় এইরূপ ব্যবহার করে তবে তুমিও এইরূপ করিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আম্মার (রাঃ)এর সাক্ষাৎ হইল। হযরত

আম্মার (রাঃ) কাঁদিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চক্ষুদ্বয় মুছিয়া দিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, তোমাকে কাফেরগণ ধরিয়া পানিতে ডুবাইয়াছে আর তুমি এই এই অবাঞ্ছিত কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছ। (তোমার দিল যখন ঈমানের উপর শান্ত ছিল তখন কোন অসুবিধা নাই।) যদি তাহারা তোমার সহিত আবারও এইরূপ ব্যবহার করে তবে তুমিও এইরূপ কথা বলিও।

আমর ইবনে মাইমূন (রহঃ) বলেন, মুশরিকগণ হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)কে আগুনে পোড়াইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেন এবং বলিতেন, হে আগুন, আম্মারের জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হইয়া যাও, যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য হইয়াছিলে। (হে আম্মার) তোমাকে এক বিদ্রোহীদল হত্যা করিবে। (অর্থাৎ তুমি শাহাদাত বরণ করিবে।)

হযরত খাব্বাব (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ত (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে নিজের বিশেষ আসনের উপর বসাইয়া বলিলেন, যমীনের বুকে এক ব্যক্তিই এমন আছেন যিনি তোমার অপেক্ষা বেশী এই আসনে বসিবার অধিকার রাখেন। হযরত খাব্বাব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমীরুল মুমিনীন, কে সেই ব্যক্তি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হযরত বেলাল (রাঃ)। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, না, তিনি আমার অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখেন না। কারণ মুশরিকদের মধ্যে হযরত বেলাল (রাঃ)এর পক্ষে এমন লোকও ছিল যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে রক্ষা করিতেন। কিন্তু আমার পক্ষে তাহাদের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাকে রক্ষা করিবেন। একদিন আমার অবস্থা

এমনও হইয়াছে যে, মুশরিকগণ আগুন জ্বালাইয়া আমাকে উহার উপর ফেলিয়া দিল এবং এক ব্যক্তি আমার বুকের উপর পা রাখিল। আমার নিজের পিঠ ব্যতীত সেই উত্তপ্ত যমীন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায় ছিল না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত খাব্বাব (রাঃ) নিজের পিঠের কাপড় সরাইয়া দেখাইলেন। দেখা গেল, পিঠ পুড়িয়া শ্বেত রোগের ন্যায় সাদা হইয়া গিয়াছে। (কানযুল উম্মাল)

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ)কে তাঁহার প্রতি মুশরিকদের নির্যাতন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমার পিঠের অবস্থা দেখুন। হযরত ওমর (রাঃ) (তাহার পিঠ দেখিয়া) বলিলেন, আমি এইরূপ পিঠ কখনও দেখি নাই। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিলেন, মুশরিকগণ আগুন জ্বালাইয়া আমাকে উহার উপর শোয়াইয়া দিয়াছিল। আমার পিঠের চর্বি গলিয়া সেই আগুন নিভিয়াছে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খাব্বাব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি বলিলেন, নিকটে আস, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ তোমার অপেক্ষা অধিক এই আসনে বসিবার অধিকার রাখে না। হযরত খাব্বাব (রাঃ) তাঁহাকে নিজের পিঠের উপর মুশরিকদের অত্যাচারের চিহ্ন দেখাইতে লাগিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আস ইবনে ওয়ায়েলের নিকট আমার কিছু পাওনা ছিল। আমি তাহাকে আমার পাওনা পরিশোধের কথা বলিলাম। সে বলিল, না, খোদার কসম, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে অস্বীকার করিবে ততক্ষণ আমি তোমার পাওনা আদায় করিব না। আমি বলিলাম, না, আল্লাহর কসম, তুমি মরিয়া পুনরায় জীবিত হইবে তবুও আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করিব না। সে বলিল, আমি মরিয়া পুনরায় জীবিত হইলে তখন তুমি আমার নিকট আসিও। সেখানেও আমার

মাল–আওলাদ হইবে, আমি তোমার পাওনা দিয়া দিব। আল্লাহ্ তায়ালা তাহার এই কথার জবাবে কোরআনের আয়াত নাযিল করিলেন—

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًا - .....
وَيَأْتِينَا فَرْدًا -

অর্থ ঃ 'আপনি কি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, যে আমার নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করে এবং বলে, আমাকে অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হইবে। সে কি অদৃশ্য বিষয় জানিয়া ফেলিয়াছে, অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছে? না, এরূপ কখনও নহে। সে যাহা বলে আমি তাহা লিখিয়া রাখিব এবং তাহার শাস্তি দীর্ঘায়িত করিতে থাকিব। সে যাহা বলে মৃত্যুর পর আমি তাহা লইয়া লইব এবং সে আমার নিকট আসিবে একাকী।'

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত খাব্বাব (রাঃ) বলিয়াছেন যে, আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম। তিনি চাদরে হেলান দিয়া কা'বা শরীফের ছায়ায় বসিয়াছিলেন। সেই সময় আমরা মুশরিকদের পক্ষ হইতে নিদারুন কষ্ট সহ্য করিতেছিলাম। আমি বলিলাম, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া কেন করিতেছেন না? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহা শুনিতেই) সোজা হইয়া বসিলেন এবং তাঁহার চেহারা মুবারক রক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যে, লোহার চিরুনী দ্বারা তাহার হাড় হইতে গোশত খুলিয়া লওয়া হইত কিন্তু তাহাকে দ্বীন হইতে সরাইতে পারিত না। আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই এই দ্বীনকে পরিপূর্ণতা দান করিবেন। তোমরা দেখিতে পাইবে যে, সানআ হইতে একজন আরোহী হাজারা মাউত পর্যন্ত সফর করিবে। তাহার অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারো ভয় থাকিবে না এবং তাহার বকরির পালের উপর বাঘের ভয় ব্যতীত আর কোন ভয় থাকিবে না, কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করিতেছ।

হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়ার পর নিজের ভাইকে বলিলেন, তুমি মক্কায় যাইয়া আমার জন্য সেই লোক সম্পর্কে সংবাদ লইয়া আস যিনি নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করিতেছেন এবং তাঁহার নিকট আসমান হইতে খবর আসে বলিতেছেন। তাঁহার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে এবং আমার নিকট আসিয়া জানাইবে। তাহার ভাই রওয়ানা হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলেন এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া হযরত আবু যার (রাঃ)এর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং বলিলেন, আমি তাঁহাকে দেখিলাম যে, তিনি উত্তম চরিত্রাবলীর আদেশ করেন এবং তাঁহাকে এমন কিছু কথা বলিতে শুনিলাম যাহা কোন কবিতা নহে। হযরত আবু যার (রাঃ) (ভাইয়ের কথা শুনিয়া) বলিলেন, তুমি আমাকে আশানুরূপ পরিতৃপ্ত করিতে পারিলে না।

অতঃপর নিজেই সফরের সামান প্রস্তুত করিলেন, মশক ভরিয়া পানি লইলেন এবং মক্কায় পৌঁছিয়া মসজিদে হারামে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজ করিলেন। কিন্তু তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনিতেন না, আর (পরিস্থিতির কারণে) তাঁহার ব্যাপারে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা সমীচীন মনে করিলেন না। এইভাবে রাত্র হইয়া গেলে তিনি মসজিদেই শুইয়া পড়িলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া বিদেশী মুসাফির বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। হযরত আবু যার (রাঃ) তাহাকে দেখিয়া তাহার পিছন পিছন চলিলেন। (হযরত আলী (রাঃ) রাত্রে তাহার মেহমানদারী করিলেন।) কিন্তু উভয়ের কেহ কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। সকাল হইলে হযরত আবু যার (রাঃ) নিজের সামানপত্র ও পানির মশক লইয়া মসজিদে আসিয়া পড়িলেন। সারাদিন মসজিদেই রহিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটিল না। তিনি নিজের শুইবার জায়গায় আসিলেন। এমন সময় হযরত আলী (রাঃ) তাহার নিকট গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, লোকটি কি এখনও নিজের ঠিকানা খুঁজিয়া পায় নাই? অতএব হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং (আজও) কেহ কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। তারপর তৃতীয় দিনও হযরত আলী (রাঃ) তাহাকে সঙ্গে করিয়া (নিজের ঘরে) লইয়া গেলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি আমাকে তোমার আগমনের উদ্দেশ্য বলিবে? হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, তুমি যদি আমার সহিত এই মর্মে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা কর যে, অবশ্যই সঠিক পথ বলিয়া দিবে তবে বলিতে পারি। হযরত আলী (রাঃ) ওয়াদাবদ্ধ হইলে তিনি তাহার নিকট নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই ইহা সত্য এবং তিনি আল্লাহর রাসূল। সকালবেলা তুমি আমার পিছন পিছন চলিবে। যদি পথে তোমার জন্য আশঙ্কাজনক কিছু দেখি তবে আমি প্রস্রাব করিবার বাহানায় থামিয়া যাইব, (কিন্তু তুমি হাঁটিতে থাকিও)। পুনরায় আমি যখন চলিতে আরম্ভ করিব তখন তুমি আমার অনুসরণ করিবে এবং আমি যে ঘরে প্রবেশ করি তুমিও সেখানে প্রবেশ করিবে।

(সকালবেলা) হযরত আবু যার (রাঃ) নির্দেশ মোতাবেক কাজ করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)কে অনুসরণ করিয়া চলিলেন। অবশেষে হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং সঙ্গে হযরত আবু যার (রাঃ)ও প্রবেশ করিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাবার্তা শুনিয়া সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি নিজের কাওমের নিকট ফিরিয়া যাও এবং তাহাদিগকে সকল বিষয়ে অবগত কর। তোমার নিকট আমার নির্দেশ পৌছা পর্যন্ত তুমি সেখানেই অবস্থান কর। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার

প্রাণ রহিয়াছে, আমি কাফেরদের মাঝে উচ্চস্বরে কলেমায়ে তাওহীদের ঘোষণা দিব। তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন, আশহাদু আল্‌লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। মুশরিকগণ এই আওয়াজ শুনিবামাত্র উঠিল এবং তাহাকে মারিতে মারিতে শোয়াইয়া ফেলিল। এমন সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) সেখানে আসিলেন এবং (তাহাকে বাঁচাইবার জন্য) তাহার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক! তোমরা কি জাননা যে, এই ব্যক্তি গিফার গোত্রের লোক? সিরিয়ার পথে তোমাদের বাণিজ্য কাফেলাকে তাহাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতে হয়? এইভাবে হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহাকে মুশরিকদের হাত হইতে মুক্ত করিলেন। পরদিনও হযরত আবু যার (রাঃ) এইরূপ করিলেন এবং কাফেরগণ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে মারধর করিল, আর হযরত আব্বাস (রাঃ) তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহাকে বাঁচাইলেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, হে কোরাইশগণ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। মুশরিকগণ বলিল, এই বেদ্বীনকে ধর। তাহারা উঠিয়া আমাকে এমন মার মারিল যে, আমি মৃত্যুর মুখে পৌঁছিয়া গিয়াছিলাম। হযরত আব্বাস (রাঃ) আমার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন এবং আমার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া লোকদেরকে বলিলেন, তোমাদের নাশ হউক, তোমরা একজন গিফার গোত্রীয়কে হত্যা করিতেছ? অথচ গিফার গোত্রের উপর দিয়াই তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের পথ। হযরত আব্বাস (রাঃ)এর এই কথার পর লোকেরা আমার নিকট হইতে সরিয়া গেল। পরদিন সকালবেলা আমি পুনরায় পূর্বের ন্যায় কলেমায়ে শাহাদাতের ঘোষণা দিলাম। লোকেরা বলিল, ধর এই বেদ্বীনকে। সুতরাং গতকল্যের ন্যায় আজও আমার সহিত একই ব্যবহার করা হইল, আর হযরত আব্বাস

(রাঃ) আমার সাহায্যে আগাইয়া আসিলেন এবং আমার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া লোকদেরকে পূর্বের ন্যায় বলিলেন।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে তাহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ভিন্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমার ভাই মক্কা গেল এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, আমি মক্কা পৌছিয়া দেখিলাম, লোকেরা এক ব্যক্তিকে বেদ্বীন বলিতেছে। লোকটি দেখিতে অনেকটা আপনার মত। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, তারপর আমি স্বয়ং মক্কায় আসিয়া এক ব্যক্তিকে দেখিলাম তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় সেই বেদ্বীন? ইহাতে লোকটি আমাকে বেদ্বীন বেদ্বীন বলিয়া চিৎকার জুড়িয়া দিল। লোকজন (ছুটিয়া আসিল এবং) আমাকে পাথর মারিতে আরম্ভ করিল। এত পাথর মারিল যে, আমি (রক্তাক্ত হইয়া) যেন (রক্তমাখা) লালমূর্তি হইয়া গেলাম। আমি কা'বা শরীফের পর্দার আড়ালে লুকাইয়া গেলাম। দিবারাত্র পনের দিন যাবৎ সেখানে লুকাইয়া রহিলাম। যমযমের পানি ব্যতীত আমার নিকট কোন দানাপানি ছিল না। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) মসজিদে (হারামে) আসিলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আল্লাহর কসম, সর্বপ্রথম আমিই তাঁহাকে ইসলামী তরীকায় সালাম করিলাম এবং বলিলাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি (জবাবে) বলিলেন, 'ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, তুমি কে?' বলিলাম, আমি একজন বনু গিফারের লোক। তাঁহার সঙ্গী বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আজ রাতে তাহাকে মেহমান হিসাবে রাখিবার জন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। অতঃপর তিনি আমাকে মক্কার নীচু এলাকায় তাহার নিজ ঘরে লইয়া গেলেন এবং আমাকে কয়েক মুষ্ঠি কিসমিস দিলেন।

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, তারপর আমি আমার ভাইয়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে জানাইলাম যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি।

আমার ভাই বলিল, আমি ও তোমার দ্বীনকে গ্রহণ করিলাম। অতঃপর আমরা উভয়ে আমাদের মায়ের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আমিও তোমাদের দ্বীনকে গ্রহণ করিলাম। তারপর আমি আমার কাওমের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিলাম। তাহাদের মধ্যে কিছু লোক আমার অনুসরণ করিল (এবং মুসলমান হইয়া গেল)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, (ইসলাম গ্রহণের পর) আমি মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থান করিলাম। তিনি আমাকে ইসলামের বিষয় শিক্ষা দিলেন এবং কিছু কোরআনও পড়িলাম। তারপর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার দ্বীনকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তিনি বলিলেন, আমি তোমার নিহত হওয়ার আশংকা করিতেছি। আমি বলিলাম, আমি অবশ্যই প্রকাশ করিব যদিও ইহাতে নিহত হই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই কথা শুনিয়া) নীরব হইয়া গেলেন। কোরাইশগণ মসজিদে বিভিন্ন মজলিসে আলাপরত ছিল। আমি সেখানে যাইয়া বলিলাম, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তৎক্ষণাৎ মজলিসগুলি ভাঙ্গিয়া গেল এবং সকলে উঠিয়া আমাকে মারিতে আরম্ভ করিল। মারিতে মারিতে তাহারা আমাকে (রক্তমাখা) লালমূর্তির ন্যায় করিয়া ছাড়িল এবং তাহারা আমাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া মনে করিল। তারপর আমার জ্ঞান ফিরিলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে নিষেধ করি নাই? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার মনে একটি আকাঙ্খা ছিল, তাহা পূরণ করিয়াছি। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকিতে লাগিলাম। একসময় তিনি বলিলেন, তুমি নিজ কাওমের নিকট চলিয়া যাও। আমার বিজয়ের খবর শুনিলে তুমি

পুনরায় চলিয়া আসিও।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি মক্কায় আসিলে লোকেরা পাথর ও হাড় লইয়া আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আমাকে এমনভাবে মারিল যে, আমি জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলাম। জ্ঞান ফিরিবার পর দেখিলাম যে, আমি (রক্তমাথা) লালমূর্তির ন্যায় হইয়া গিয়াছি। (হিলইয়াহ)

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) ও তাঁহার স্ত্রী ফাতেমা (রাঃ) অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)এর বোনের কষ্ট সহ্য করা

কায়েস (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রাঃ)কে কুফার মসজিদে বলিতে শুনিয়াছি যে, খোদার কসম, ইসলাম গ্রহণের কারণে হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তুমি যদি আমার অবস্থা দেখিতে, যখন হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে ও তাঁহার বোনকে ইসলাম গ্রহণের কারণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তখনও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) গলায় তরবারী ঝুলাইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। পথে বনু যোহরা গোত্রের এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, হে ওমর, কোথায় যাইতেছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, (নাউযুবিল্লাহ) (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কতল করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। লোকটি বলিল, (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কতল করিলে বনু হাশিম ও বনু যোহরা হইতে কিভাবে আত্মরক্ষা করিবে? হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, মনে হয় নিজের পূর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমিও বেদ্বীন হইয়া গিয়াছ। লোকটি বলিল, আমি কি তোমাকে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য খবর বলিব? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তাহা কি? লোকটি বলিল, তোমার বোন ও

বোনজামাই উভয়ে তোমার ধর্ম ত্যাগ করিয়া নতুন দ্বীন গ্রহণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং (বোনের বাড়ীর দিকে) চলিলেন। তিনি যখন বোন ও বোন জামাইয়ের নিকট পৌঁছিলেন তখন সেখানে তাহাদের নিকট মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে হযরত খাব্বাব (রাঃ) নামে এক ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। হযরত খাব্বাব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর পায়ের আওয়াজ শুনিয়া ঘরের ভিতর আত্মগোপন করিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের এই চাপা আওয়াজ, যাহা আমি তোমাদের নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম?

বর্ণনাকারী বলেন, তাহারা তখন সূরা তা–হা পাঠ করিতেছিলেন। বোন ও বোন জামাই উভয়ে বলিলেন, আমরা পরস্পর কথাবার্তা বলিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা মনে হয় (সেই নবীর প্রতি) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছ। বোন জামাই উত্তরে বলিলেন, হে ওমর, তোমার কি মনে হয়! যদি তোমার ধর্ম ব্যতীত সত্য অন্যত্র থাকিয়া থাকে? ইহা শুনামাত্রই হযরত ওমর (রাঃ) আপন বোনজামাইয়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে অত্যাধিকরূপে পদদলিত করিলেন। তাঁহার বোন নিজের স্বামীর উপর হইতে তাঁহাকে সরাইবার জন্য আসিলে তিনি আপন বোনকে এমন জোরে মারিলেন যে, চেহারা রক্তাক্ত হইয়া গেল। বোন অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, হে ওমর, যদি তোমার ধর্ম ব্যতীত সত্য অন্যত্র হইয়া থাকে (তবুও কি আমরা তাহা গ্রহণ করিব না)? (এই কথা বলিয়া তিনি বলিলেন,) আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই এবং সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। হযরত ওমর (রাঃ) যখন (তাহাদের ব্যাপারে) নিরাশ হইয়া গেলেন তখন বলিলেন, তোমাদের সেই কিতাব আমাকে দাও, আমি তাহা পড়িব। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) বই–পুস্তকাদি পড়িতে জানিতেন। বোন বলিলেন, তুমি নাপাক, এই কিতাব পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত স্পর্শ

করিতে পারে না। উঠিয়া গোসল অথবা ওযূ করিয়া লও। হযরত ওমর (রাঃ) ওযূ করিলেন। তারপর কিতাব হাতে লইয়া সূরা তা–হা পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং এই আয়াত পর্যন্ত পড়িলেন—

إِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ –

অর্থ ঃ 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। অতএব আমারই এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর।'

অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট লইয়া চল। হযরত খাব্বাব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর এই কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, হে ওমর, সুসংবাদ গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার রাত্রে এই দোয়া করিয়াছিলেন, হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশাম (আবু জেহেল)এর (ইসলাম গ্রহণ) দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করুন। আমি আশা করি তাঁহার এই দোয়া তোমার পক্ষে কবূল হইয়াছে।

বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত একটি ঘরে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) যখন সেখানে পৌঁছিলেন তখন ঘরের দরজায় হযরত হামযা ও হযরত তালহা (রাঃ) সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হইতে কতিপয় লোক উপস্থিত ছিলেন। হযরত হামযা (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)এর কারণে লোকদেরকে ভীত হইতে দেখিয়া বলিলেন, হাঁ, এই ওমর, যদি আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য মঙ্গল চাহিয়া থাকেন তবে সে ইসলাম গ্রহণ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হইবে। অন্যথায় তাহাকে হত্যা করা আমাদের জন্য অতি তুচ্ছ ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ঘরের ভিতরে অবস্থান করিতেছিলেন এবং তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতেছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিলেন এবং তাহার জামার বুক ও তরবারীর ফিতা ধরিয়া বলিলেন, তুমি কি ক্ষান্ত হইবে না? হে ওমর! (তুমি কি ইহার অপেক্ষা করিতেছ যে,) আল্লাহ তায়ালা তোমার উপরও সেই অপমান ও শাস্তি নাযিল করেন যাহা ওলীদ ইবনে মুগীরার উপর নাযিল করিয়াছেন? আয় আল্লাহ, এই ওমর ইবনে খাত্তাব, আয় আল্লাহ, আপনি ওমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা দ্বীনকে শক্তিশালী করুন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি (মসজিদে হারামে নামাযের উদ্দেশ্যে) বাহির হউন। (বিদায়াহ)

তাবারানী হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সাওবান (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আয় আল্লাহ, ওমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করুন। সেই রাতের প্রথম অংশে হযরত ওমর (রাঃ)এর বোন

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ –

অর্থ ঃ (হে নবী,) আপনি নিজ রব্বের নাম লইয়া কোরআন পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন।

তেলাওয়াত করিতেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে এতো বেশী প্রহার করিলেন যে, তিনি আশঙ্কা করিলেন যে, হয়ত তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন। ভোররাতে হযরত ওমর (রাঃ) ঘুম হইতে উঠিয়া পুনরায় তাহাকে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, ইহা না কোন কবিতা আর না অস্পষ্ট কোন কথা যাহা বুঝা যায় না। অতএব তিনি সেখান হইতে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দরজায় হযরত বেলাল (রাঃ)কে পাইলেন। তিনি দরজায় করাঘাত করিলে হযরত বেলাল (রাঃ) জিজ্ঞাসা

করিলেন, কে? তিনি উত্তর দিলেন, ওমর ইবনে খাত্তাব। হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, (অপেক্ষা কর) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে তোমার জন্য অনুমতি লইয়া আসি। অতঃপর হযরত বেলাল (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওমর দরজায় উপস্থিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যদি ওমরের ভাল চাহেন তবে তাহাকে দ্বীন (ইসলাম) গ্রহণের তৌফিক দিবেন' এবং হযরত বেলাল (রাঃ)কে বলিলেন, (দরজা) খুলিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বাহির হইয়া আসিলেন এবং) হযরত ওমর (রাঃ)এর দুই বাহু ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, তুমি কি চাও, কেন আসিয়াছ? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনি যে বিষয়ে দাওয়াত দিয়া থাকেন তাহা আমার নিকট পেশ করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা তাঁহার কোন শরীক নাই এবং (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ,) বাহিরে চলুন।

হযরত ওমর (রাঃ)এর গোলাম হযরত আসলাম (রাঃ) বলেন, (একবার) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমরা কি আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শুনিতে চাও? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় সর্বাপেক্ষা কঠোর ছিলাম। একদিন কোরাইশের এক ব্যক্তি প্রচণ্ড গরমের সময় মক্কার কোন এক পথে আমাকে চলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে ইবনে খাত্তাব, কোথায় যাইতেছ? আমি বলিলাম, এই ব্যক্তির (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করিবার) উদ্দেশ্যে যাইতেছি। সে বলিল, হে ইবনে খাত্তাব, (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) এই দ্বীন তো তোমার ঘরেও প্রবেশ করিয়াছে, আর তুমি কিনা এমন কথা বলিতেছ! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা

কিরূপে? সে বলিল, তোমার বোন তাঁহার নিকট গিয়াছে (এবং তাঁহার দ্বীন গ্রহণ করিয়াছে)। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাগান্বিত হইয়া ফিরিয়া চলিলাম এবং বোনের দরজায় আসিয়া করাঘাত করিলাম। তখনকার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কোন গরীব লোক যাহার চলার মত কোন ব্যবস্থা নাই ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহাকে বা তাহার ন্যায় এক দুইজনকে কোন ধনী ব্যক্তির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতেন যাহাতে সে তাহাদের উপর খরচ করে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমার বোন জামাইয়ের ঘরেও এরূপ দুই ব্যক্তি ছিল। আমি যখন দরজায় করাঘাত করিলাম তখন ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করা হইল, কে? আমি বলিলাম, ওমর ইবনে খাত্তাব। তাহাদের হাতে একখানা কিতাব (কোরআন শরীফ) ছিল যাহা তাহারা পড়িতেছিল। আমার আওয়াজ শুনিয়া তাহারা ঘরের ভিতর আত্মগোপন করিল, কিন্তু কিতাবখানা রাখিয়া গেল। তারপর আমার বোন দরজা খুলিলে আমি বলিলাম, ওরে আপন জানের দুশমন! তুই বেদ্বীন হইয়া গিয়াছিস! তারপর একটা কিছু উঠাইয়া তাহার মাথার উপর মারিতে উদ্যত হইলে সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল, হে ইবনে খাত্তাব, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার, আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। (তাহার এই কথা শুনিয়া) আমি ভিতরে যাইয়া চৌকির উপর বসিয়া পড়িলাম। হঠাৎ দরজার মাঝখানে একখানা কিতাব দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এইখানে এই কিতাব কিসের? আমার বোন বলিল, হে ইবনে খাত্তাব, তুমি উহা স্পর্শ করিও না, কারণ তুমি তো ফরয গোসল কর না, পবিত্রতা হাসিল কর না। এই কিতাব শুধু পবিত্র লোকেরাই স্পর্শ করিতে পারে। কিন্তু আমি বারবার অনুরোধ করার পর সে আমাকে উহা দিল। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত ওমর (রাঃ)এর ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী দীর্ঘ ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। (বায্যার)

হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের অবস্থা দেখিলেন যে, তাহারা কিরূপ নির্যাতন সহ্য করিতেছেন আর তিনি ওলীদ ইবনে মুগীরার আশ্রয়ে আরামে কালাতিপাত করিতেছেন, তখন তিনি ভাবিলেন, আমি সকাল বিকাল একজন মুশরিকের আশ্রয়ে নিরাপদে কাটাইতেছি, অথচ আমার সঙ্গীগণ ও দ্বীনী ভাইগণকে এরূপ নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে যাহা আমাকে করিতে হইতেছে না। খোদার কসম, ইহা তো আমার মধ্যে অনেক বড় ত্রুটি। অতএব তিনি ওলীদ ইবনে মুগীরার নিকট যাইয়া বলিলেন, হে আবু আব্দে শামস, তুমি তোমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করিয়াছ। আমি তোমার আশ্রয় তোমাকে ফেরৎ দিলাম। সে বলিল, হে আমার ভাতিজা, কেন? আমার কাওমের কেহ কি তোমাকে কষ্ট দিয়াছে? হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না, তবে আমি আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকিতে চাই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো আশ্রয় চাই না। সে বলিল, তবে মসজিদে যাইয়া প্রকাশ্যে আমার আশ্রয় ফেরতের ঘোষণা দাও, যেমন আমি তোমাকে প্রকাশ্যে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহারা উভয়ে মসজিদে আসিলেন। ওলীদ লোকদের উদ্দেশ্যে বলিল, এই যে ওসমান আমার আশ্রয় ফেরৎ দিবার জন্য আসিয়াছে। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, ওলীদ সত্য বলিয়াছে। আমি তাহাকে ওয়াদা পালনকারী ও উত্তম আশ্রয় প্রদানকারী হিসাবে পাইয়াছি। কিন্তু আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো আশ্রয় গ্রহণ করিব না, অতএব তাহার আশ্রয় তাহাকে ফেরত দিলাম। অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ) ফিরিয়া আসিতে দেখিলেন কোরাইশদের একটি মজলিসে (আরবের প্রসিদ্ধ কবি) লাবীদ ইবনে রাবীআহ ইবনে মালেক ইবনে কিলাব কাইসী তাহাদিগকে কবিতা শুনাইতেছে। হযরত ওসমান (রাঃ) তাহাদের মজলিসে বসিলেন। লাবীদ

কবিতা আবৃত্তি করিতে যাইয়া বলিল—

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللّٰهَ بَاطِلُ

অর্থ ঃ শুনিয়া রাখ, আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই বাতিল।

হযরত ওসমান (রাঃ) জবাবে বলিলেন, তুমি সত্য বলিয়াছ।

লাবীদ বলিল—

وَ كُلُّ نَعِيْمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ

অর্থ ঃ প্রত্যেক নেয়ামতই একদিন না একদিন শেষ হইয়া যাইবে।

হযরত ওসমান (রাঃ) জবাবে বলিলেন, তুমি ভুল বলিয়াছ। বেহেশতের নেয়ামত কখনও শেষ হইবে না। (হযরত ওসমান (রাঃ)এর এই কথা শুনিয়া) লাবীদ বলিল, হে কোরাইশগণ, ইতিপূর্বে তো তোমাদের মজলিসে কাহাকেও এরূপ কষ্ট দেওয়া হইত না, এই নতুন প্রথা কখন হইতে সৃষ্টি হইল? (অর্থাৎ ইতিপূর্বে তো আমার কবিতায় কেহ কোন আপত্তি করে নাই, আজ আমার কবিতা ভুল প্রমাণকারী কোথা হইতে আসিল?) মজলিসের এক ব্যক্তি বলিল, এই ব্যক্তি একটি নির্বোধ লোক। তাহার সহিত আরো কিছু নির্বোধ লোক রহিয়াছে, যাহারা আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। সুতরাং তাহার কথায় আপনি মনে কিছু নিবেন না। হযরত ওসমান (রাঃ) তাহার প্রত্যুত্তর করিলেন। উভয়ের মধ্যে কথা বাড়িয়া গেল। উক্ত ব্যক্তি উঠিয়া আসিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর চোখের উপর এমন জোরে চড় মারিল যে, তাহার চোখ কাল হইয়া গেল। ওলীদ ইবনে মুগীরা নিকটেই বসিয়া হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত এই ব্যবহার দেখিতেছিল। অবশেষে ওলীদ বলিল, হে ভাতিজা, (তুমি যদি আমার আশ্রয়ে থাকিতে তবে) তোমার চোখের এই অবস্থা হইত না। তুমি তো এক নিরাপদ দায়িত্বে কালাতিপাত করিতেছিলে। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আব্দে শামস, তোমার কথা সত্য বটে, তবে আল্লাহর কসম, আমার আঘাতপ্রাপ্ত চোখের ন্যায় সুস্থ চোখটিও আল্লাহর খাতিরে এইরূপ আঘাত সহ্য

করিবার আকাঙ্খা রাখে। হে আবু আব্দে শামস, আমি যাহার আশ্রয়ে আছি তিনি তোমার অপেক্ষা অতিশয় মর্যাদাশীল ও শক্তির অধিকারী। অতঃপর হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ) আপন চোখের এই মুসীবতের উপর কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

فَإِنْ تَكُ عَيْنِيْ فِيْ رِضَى الرَّبِّ نَالَهَا يَدَا مُلْحِدٍ فِيْ الدِّيْنِ لَيْسَ بِمُهْتَدِ

فَقَدْ عَوَّضَ الرَّحْمٰنُ مِنْهَا ثَوَابَهُ وَمَنْ يُرْضِهِ الرَّحْمٰنُ يَا قَوْمِ يَسْعَدِ

فَإِنِّيْ - وَإِنْ قُلْتُمْ غَوِيٌّ مُضَلَّلٌ سَفِيْهٌ - عَلَى دِيْنِ الرَّسُوْلِ مُحَمَّدِ

أُرِيْدُ بِذَاكَ اللّٰهَ وَالْحَقُّ دِيْنُنَا عَلَى رَغْمِ مَنْ يَبْغِيْ عَلَيْنَا وَ يَعْتَدِيْ

অর্থ ঃ যদি এক বেদ্বীন পথভ্রষ্টের হাতে আমার চোখ আল্লাহ রাব্বুল ইয্যতের সন্তুষ্টির জন্য আঘাত খাইয়া থাকে (তবে কোন ক্ষতি নাই)। কারণ রাহমান উহার বিনিময়ে সওয়াব দান করিয়াছেন। হে আমার কাওম, যাহাকে (স্বয়ং) রহমান (সওয়াব দান করিয়া) সন্তুষ্ট করেন সে বড় ভাগ্যবান হইয়া থাকে। তোমরা আমাকে যতই পথহারা, ভ্রান্তপথে পরিচালিত, নির্বোধ বল না কেন, আমি কিন্তু (হযরত) মুহাম্মাদ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দ্বীনের উপর আছি। এই দ্বীনের মাধ্যমে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছা করিয়াছি, আর যাহারা আমাদের উপর জুলুম অত্যাচার করে তাহাদের নিকট যতই খারাপ লাগুক না কেন আমাদের দ্বীনই সত্য দ্বীন।

হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর চোখের এই আঘাতের উপর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এরূপ কবিতা বলিয়াছেন—

أَمِنْ تَذَكُّرِ دَهْرٍ غَيْرِ مَأْمُوْنٍ أَصْبَحْتَ مُكْتَئِبًا تَبْكِيْ كَمَحْزُوْنٍ

أَمِنْ تَذَكُّرِ أَقْوَامٍ ذَوِيْ سَفَهٍ يَغْشَوْنَ بِالظُّلْمِ مَنْ يَدْعُوْ إِلَى الدِّيْنِ

لَا يَنْتَهُوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ مَا سَلِمُوْا وَالْغَدْرُ فِيْهِمْ سَبِيْلٌ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ

أَلَا تَرَوْنَ أَقَلَّ اللّٰهُ خَيْرَهُمْ أَنَّا غَضِبْنَا لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ

اِذْ يَلْطِمُوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ مُقْلَتَهُ طَعْنًا دِرَاكًا وَضَرْبًا غَيْرَ مَا فُوْنِ
فَسَوْفَ يَجْزِيْهِمْ اِنْ لَمْ يَمُتْ عَجِلًا كَيْلًا بِكَيْلٍ جَزَاءً غَيْرَ مَغْبُوْنِ

অর্থ ঃ অতীতের সেই নিরাপত্তাহীন দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়া কি তুমি ভারাক্রান্ত হইতেছ এবং দুঃখী লোকের ন্যায় কাঁদিতেছ? তুমি কি সেই নির্বোধ লোকদের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছ, যাহারা দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীদের প্রতি জুলুম করিত? যতদিন তাহারা সুস্থ–সবল থাকিবে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ হইতে বিরত হইবে না, তাহাদের মধ্যেকার বিশ্বাসঘাতকতার স্বভাব তো একটি নিরাপত্তাহীন পথ। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য কোন মঙ্গল না রাখেন, তুমি কি দেখিতেছ না যে, আমরা হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর ঘটনায় ক্রুদ্ধ হইয়াছি? যখন তাহারা নির্ভয়ে তাহারা চোখের উপর চড় মারিতেছিল আর অনবরত খোঁচা দিতেছিল এবং আঘাত করিতে তাহারা কোন প্রকার কম করে নাই। ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ) যদিও শীঘ্র মারা না যায় তবু অতিসত্বর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সমপরিমাণ এমন পরিপূর্ণ বদলা দিবেন যাহাতে কোন প্রকার লোকসান থাকিবে না।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়াতে আছে যে, (এই ঘটনার পর) ওলীদ হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)কে বলিল, ভাতিজা, তুমি আবার আমার আশ্রয়ে ফিরিয়া আস। কিন্তু হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, না। (বিদায়াহ)

হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

মুহাম্মাদ আবদারী (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) মক্কার সর্বাপেক্ষা সুদর্শন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক ছিলেন। যুবকদের মধ্যে তাহার মাথার চুল সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। পিতামাতা তাহাকে অত্যাধিক ভালবাসিতেন। তাহার মা

ধনবান মহিলা ছিলেন। ছেলেকে সর্বাধিক সুন্দর ও পাতলা কাপড় পরিধান করাইতেন।

হযরত মুসআব (রাঃ) মক্কায় সর্বাধিক পরিমাণে দামী সুগন্ধি আতর ব্যবহার করিতেন এবং হাযারা মউত হইতে আমদানীকৃত দামী জুতা পরিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেন, মক্কায় মুসআব ইবনে ওমায়ের অপেক্ষা সুন্দর চুলের অধিকারী, পাতলা কাপড় পরিধানকারী ও ভোগবিলাসে লালিত আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) যখন জানিতে পারিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আরকাম ইবনে আরকাম (রাঃ)এর ঘরে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিতেছেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া মা ও কওমের ভয়ে ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখেন। তিনি গোপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে যাওয়া আসা করিতেন। একদিন ওসমান ইবনে তালহা তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়া তাহার মা ও কাওমকে জানাইয়া দিলেন। কাওমের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া আটক করিল। পরে তিনি এই বন্দী অবস্থা হইতে হাবশার প্রথম হিজরতের সময় হাবশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তারপর যখন মুসলমানরা হাবশা হইতে ফিরিলেন তিনিও তাহাদের সহিত ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া একেবারে ভগ্নাবস্থা হইয়া গিয়াছিল। তাহার এই ভগ্নাবস্থা দেখিয়া মা গালাগাল ও তিরস্কার করা হইতে বিরত হইল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা সাহমী (রাঃ)এর কষ্ট সহ্য করা

হযরত আবু রাফে (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রোম দেশে একটি মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। সেই বাহিনীতে

আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা নামে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। রোম বাহিনী হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বন্দী করিয়া তাহাদের বাদশাহ তাগিয়ার দরবারে লইয়া গেল এবং বলিল, এই ব্যক্তি (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর একজন সহচর। তাগিয়া হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলিল, তুমি যদি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ কর তবে তোমাকে (অর্ধেক রাজ্য দান করিয়া) আমার রাজত্বের অংশীদার করিব। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, যদি তুমি আমাকে তোমার সমগ্র রাজ্য ও আরব জাহানের সম্পূর্ণ রাজত্ব ও দান কর তবুও আমি চোখের পলকের জন্যও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন ছাড়িতে পারিব না। বাদশাহ বলিল, তবে তো আমি তোমাকে কতল করিব। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলিলেন, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার। অতএব বাদশাহের আদেশে তাহাকে শূলে চড়ানো হইল। বাদশাহ তীরন্দাজদের বলিয়া দিল যে, তোমরা তাহার প্রতি এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করিবে যেন হাত ও পায়ের নিকট দিয়া তীর চলিয়া যায় (শরীরে বিদ্ধ হইয়া মারা না যায়, বরং ভীত হয়)। (তাহারা নির্দেশমত কাজ করিল।) বাদশাহ পুনরায় তাঁহার নিকট খৃষ্টধর্ম পেশ করিল, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিলেন।

বাদশাহের আদেশে তাহাকে শূলী হইতে নামান হইল। তারপর বাদশাহ একটি বড় ডেগের নীচে আগুন ধরাইয়া পানি গরম করিল। ডেগের পানি যখন ফুটিতে আরম্ভ করিল তখন দুইজন মুসলমান কয়েদী ডাকিয়া আনিয়া একজনকে সেই ফুটন্ত পানিতে ফেলিবার আদেশ দিল। আদেশ মোতাবেক একজনকে উহার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইল। (হযরত আবদুল্লাহকে এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখাইয়া) বাদশাহ পুনরায় তাহার নিকট খৃষ্টধর্ম পেশ করিল, কিন্তু তিনি আবারো অস্বীকার করিলেন। অতঃপর বাদশাহ তাহাকেও ডেগের ভিতর ফেলিবার আদেশ দিল। যখন তাহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন। বাদশাহকে জানানো হইল যে, সে কাঁদিয়াছে। বাদশাহ ভাবিল, তিনি ভয়

পাইয়াছেন। সুতরাং তাহাকে ফেরৎ লইয়া আসিবার নির্দেশ দিল। ফিরিয়া আসার পর বাদশাহ তাহার নিকট খৃষ্টধর্ম পেশ করিল, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তবে কেন কাঁদিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমি এই ভাবিয়া কাঁদিয়াছি যে, আমার একটিমাত্র প্রাণ যাহা এই ডেগে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইবে। আমার তো ইচ্ছা হয় যে, শরীরের সমগ্র পশম পরিমাণ যদি আমার প্রাণ হইত আর তাহা আল্লাহর জন্য ডেগে নিক্ষেপ করা হইত। (তাঁহার এই কথায়) বাদশাহ তাগিয়া (বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া) বলিল, তুমি যদি আমার মাথা চুম্বন কর তবে আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। হযরত আবদুল্লাহ বলিলেন, সমস্ত মুসলমান কয়েদীকে মুক্তি দিতে হইবে। বাদশাহ বলিল, সমস্ত মুসলমান কয়েদীকে মুক্তি দিব। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি ভাবিলাম, আল্লাহর দুশমনদের মধ্য হইতে সেও এক দুশমন। তাহার মাথায় চুম্বন করিলে যদি আমাকে সহ সকল মুসলমানকে মুক্তি প্রদান করে তবে ক্ষতি কি? অতএব তিনি নিকটে যাইয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন এবং সে সকল মুসলমান কয়েদীকে ছাড়িয়া দিল।

তিনি তাহাদিগকে লইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত শুনাইলেন। হযরত ওমর (রাঃ) (ঘটনা শুনিয়া) বলিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফার মাথায় চুম্বন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য এবং আমি সর্বপ্রথম চুম্বন করিব। হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া তাহার মাথায় চুম্বন করিলেন। (কানযুল উম্মাল)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ সাহাবা (রাঃ)দের কষ্ট সহ্য করা

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, মুশরিকগণ কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উপর এত অত্যাচার করিত যে, অতিষ্ঠ হইয়া (বাহ্যিকভাবে) দ্বীন ছাড়িয়া দিলেও তাহাদিগকে নিরপরাধ

মনে করা হইত? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। আল্লাহর কসম, মুশরিকগণ একজন মুসলমানকে এত পরিমাণ মারধর করিত এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট দিত যে, অত্যাধিক কষ্টের দরুন সে সোজা হইয়া বসিতে পারিত না। এমনকি (প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাধ্য হইয়া) তাহাদের শিরকী কথা মুখে উচ্চারণ করিতে হইত। তাহারা বলিত, বল, আল্লাহ ব্যতীত লাত–ওয্যা দুই মা'বুদ। সে মুসলমান (বাধ্য হইয়া) বলিত, হাঁ। এমনকি কোন ময়লার পোকা সম্মুখে পড়িলে বলিত, বল, আল্লাহ ব্যতীত এই পোকা তোর মা'বুদ কিনা? সে মুসলমান প্রাণের খাতিরে অতিষ্ঠ হইয়া হাঁ বলিতে বাধ্য হইত। (বিদায়াহ)

হিজরতের পর মদীনায় সাহাবাদের (রাঃ)দের কষ্ট সহ্য করা

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবীগণ যখন মদীনায় আসিলেন এবং আনসারগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন তখন সমগ্র আরব (তাহাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়া আক্রমণ চালাইল যেন সকলে) মিলিয়া তাহাদিগকে এক ধনুকে তীর নিক্ষেপ করিল। সাহাবা (রাঃ)দের দিবারাত্র সর্বক্ষণ সশস্ত্র থাকিতে হইত। মুসলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিতেন, আমাদের জীবনে কি এমন সময়ও আসিবে যে, আমরা শান্তিতে ও নিরাপদে রাত কাটাইব এবং আমাদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো ভয় থাকিবে না? এই প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল—

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ -

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে এবং নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ তাহাদেরকে ওয়াদা দিয়াছেন যে, তাহাদেরকে

অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করিবেন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) যখন মদীনায় আগমন করিলেন এবং আনসারগণ তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন তখন সমগ্র আরব তাহাদিগকে এক ধনুকে তীর নিক্ষেপ করিল। (অর্থাৎ তাহাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে শত্রুতা আরম্ভ করিল।) এই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হইল—

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْأَرْضِ -

অর্থ ঃ তাহাদিগকে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করিবেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক যুদ্ধে রওয়ানা হইলাম। (বাহনের অভাবে) আমাদের ছয়জনের জন্য একটি উট ছিল। আমরা পালাক্রমে উহাতে আরোহন করিতাম। (পাথরের যমীনে খালি পায়ে হাঁটার দরুন) আমাদের পায়ের চামড়া পাতালা হইয়া উহাতে ফোসকা পড়িয়া গেল। আমারও উভয় পায়ে ফোসকা পড়িয়া গেল এবং আমার নখগুলি ঝরিয়া গেল। অবশেষে আমরা পায়ে ন্যাকড়া জড়াইয়া লইলাম। পায়ে ন্যাকড়া জড়াইবার দরুন এই সফরের নাম 'ন্যাকড়ার সফর' রাখা হইয়াছিল।

উক্ত রেওয়ায়াত বর্ণনাকারী আবু বুরদা বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) এই হাদীস বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি এই হাদীস বর্ণনা করিতে চাহিয়াছিলাম না। অর্থাৎ তিনি এই নেক আমলকে প্রকাশ করিতে চাহেন নাই। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহই উহার প্রতিদান দান করিবেন। (কোন দ্বীনী ফায়দা উদ্দেশ্য না হইলে নিজের নেক আমল গোপন রাখাই উত্তম বলিয়া তিনি এই কথা বলিয়াছেন।)

আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর প্রতি দাওয়াত প্রদান করিতে যাইয়া ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

নবী করীম (সাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, তোমাদের যাহা মন চাহে পানাহার করিতে পার, এমন নহে কি? অথচ আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি পেট ভরিয়া খাওয়ার মত নিকৃষ্ট মানের খেজুরও পাইতেন না।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত নো'মান (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার তাঁহার যুগে লোকদের দুনিয়াবী সচ্ছলতার আলোচনা করিয়া বলিলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, সারাদিন ক্ষুধায় অস্থির থাকিতেন। খাওয়ার মত নিকৃষ্টমানের খেজুরও পাইতেন না। (তারগীব)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে যাইয়া দেখিলাম, তিনি বসিয়া নামায আদায় করিতেছেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনাকে বসিয়া নামায আদায় করিতে দেখিতেছি, আপনার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ক্ষুধা, হে আবু হোরায়র ! (শুনিয়া) আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, কাঁদিও না। যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় দুনিয়াতে ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করিবে কেয়ামতের দিন সে হিসাবের কড়াকড়ি হইতে বাঁচিয়া যাইবে। (কান্‌য)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার রাত্রিবেলায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরের লোকেরা আমাদের জন্য বকরীর একখানা পা পাঠাইলেন। আমি সেই পা ধরিলাম আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা কাটিয়া টুকরা করিলেন। অথবা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা ধরিলেন আর আমি কাটিয়া টুকরা করিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) এই হাদীস বর্ণনা

করিতে যাইয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, এই কাজ (আমরা) চেরাগ ছাড়া অন্ধকারে করিয়াছি। তাবারানী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (শ্রোতা বলেন,) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে উম্মুল মুমিনীন, এই কাজ কি চেরাগের আলোতে করিয়াছেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, চেরাগ জ্বালাইবার মত তেল থাকিলে তো আমরা উহা খাইয়া লইতাম। (তারগীব)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের উপর চাঁদের পর চাঁদ (অর্থাৎ মাসের পর মাস) পার হইয়া যাইত অথচ তাহাদের কাহারো ঘরে না চেরাগ জ্বলিত, আর না (চুলায়) আগুন জ্বলিত। তেল পাইলে তাহারা উহা গায়ে মাখিতেন,আর চর্বি জাতীয় কিছু পাইলে তাহা খাইয়া লইতেন। (তারগীব)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ লোকদের উপর চাঁদের পর চাঁদ পার হইয়া যাইত অথচ তাহাদের ঘরে কোন আগুন জ্বলিত না। না রুটি সেঁকার জন্য আর না কোন কিছু পাকানোর জন্য। শ্রোতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু হোরায়রা, তবে তাহারা কি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন? তিনি বলিলেন, দুই কালো জিনিস—খেজুর ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। তাহাদের কিছু আনসারী প্রতিবেশী ছিল—আল্লাহ তাহাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তাহারা নিজেদের দুধের জানোয়ার হইতে কিছু দুধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিতেন, হে আমার ভাগিনা, আমরা এক চাঁদের পর আরেক চাঁদ তারপর আরেক চাঁদ, এইভাবে দুই মাসে তিন চাঁদ দেখিতাম, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ঘরে আগুন জ্বলে নাই। আমি বলিলাম, খালাজান, তবে আপনারা কিভাবে জীবনধারণ করিতেন? তিনি

বলিলেন, দুই কালো জিনিস—খেজুর ও পানি দ্বারা। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু আনসারী প্রতিবেশী ছিল। তাহারা নিজেদের দুধের জানোয়ার হইতে কিছু দুধ তাঁহার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা আমাদিগকে পান করাইতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করিতাম অথচ আমরা তাঁহার ঘরে না আগুন জ্বালাইয়াছি আর না অন্য কোন ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা কিভাবে জীবন ধারণ করিতেন? তিনি বলিলেন, দুই কালো জিনিস—খেজুর ও পানি দ্বারা। তাহাও যদি পাওয়া যাইত।

হযরত মাসরূক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি আমার জন্য খাবার আনাইলেন এবং বলিলেন, আমি যখনই পেট ভরিয়া খাই তখনই আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হয় এবং কাঁদি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, আমার সেই সময়ের কথা স্মরণ হয় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছেন। আল্লাহর কসম, তিনি রুটি ও গোশত দ্বারা দিনে দুই বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মদীনায় আগমনের পর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি গমের রুটি একাধারে তিনদিন পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারস্থ লোকজন একাধারে দুইদিনও যবের রুটি দ্বারা পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই।

অপর এই রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল পর্যন্ত দুই কালো জিনিস—খেজুর ও পানি দ্বারাও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই। (কান্‌য)

বাইহাকীর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে তিনদিন পেট ভরিয়া খান নাই। অবশ্য ইচ্ছা করিলে আমরা পেট ভরিয়া খাইতে পারিতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিতেন। (তারগীব)

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জান দিয়া লোকদের সাহায্য সহানুভূতি করিতেন। এমনকি আপন লুঙ্গিতে চামড়া দ্বারা তালি লাগাইতেন এবং মউত পর্যন্ত একাধারে তিন দিন সকাল বিকাল খাইতে পান নাই।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মউত পর্যন্ত কখনও টেবিলে আহার করেন নাই এবং পাতলা চাপাতি রুটিও আহার করেন নাই।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি কখনও ভুনা বকরী চোখে দেখেন নাই। (তারগীব)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার পরিবারবর্গের লোকেরা একাধারে কয়েক রাত্রি অনাহারে কাটাইয়া দিতেন। রাতের খাবার জুটিত না। আর তাহাদের রুটিও অধিকাংশ সময় যবেরই হইত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একদল লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদের সম্মুখে ভুনা বকরী রাখা ছিল। তাহারা তাঁহাকে (খাইবার জন্য) ডাকিলে তিনি খাইতে অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া হইতে বিদায় লইয়া গিয়াছেন অথচ তিনি যবের রুটি দ্বারাও কখনও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই। (তারগীব)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত ফাতেমা (রাঃ) যবের রুটির একটি টুকরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পেশ করিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, গত তিন দিনের মধ্যে ইহাই প্রথম খাবার, যাহা তোমার পিতা খাইতেছে। তাবারানীর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ফাতেমা (রাঃ) যবের রুটির টুকরা সামনে পেশ করিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, এই রুটি আমি তৈয়ার করিয়াছি। কিন্তু আমার একা খাইতে মনে চাহিল না। অতএব আপনার জন্য এই টুকরা আনিয়াছি। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত কথা এরশাদ করিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গরম খাবার আনয়ন করা হইল। তিনি খাওয়ার পর বলিলেন, আল হামদুলিল্লাহ, এত এত দিন যাবত আমার পেটে গরম খাবার পড়ে নাই। (তারগীব)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তি হইতে মউত পর্যন্ত কখনও ময়দা দেখেন নাই। হযরত সাহল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আপনাদের নিকট কি চালুনি ছিল? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তি হইতে মউত পর্যন্ত চালুনি দেখেন নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনারা যবের আটা চালুনি ব্যতীত কিরূপে খাইতেন? তিনি বলিলেন, আমরা যব পিষিবার পর উহাতে ফুঁ মারিতাম, যাহা উড়িয়া যাইবার যাইত। বাকি অংশ পানি দ্বারা মথিয়া লইতাম। (তারগীব)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্তরখানে কমবেশী যবের রুটি কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের দস্তরখান কখনও তাঁহার সম্মুখ হইতে এমন উঠান হয় নাই যে, উহাতে কিছু উদ্বৃত্ত খাবার রহিয়াছে। (তারগীব)

ক্ষুধার দরুন পেটে পাথর বাঁধা

হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ক্ষুধার কষ্টের কথা বলিলাম এবং আমরা নিজ নিজ পেটের উপর হইতে কাপড় সরাইয়া (ক্ষুধার কষ্টে) সেখানে এক এক খানা পাথর বাঁধা দেখাইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পেটের কাপড় সরাইয়া সেখানে দুইখানা পাথর বাঁধা দেখাইলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হযরত ইবনে বুজাইর (রাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার তাড়নায় একটি পাথর লইয়া পেটের উপর রাখিয়া বলিলেন, শুনিয়া রাখ, অনেক লোক দুনিয়াতে সুস্বাদু খাবার খায় ও আয়েশি জীবন যাপন করে, কিন্তু কেয়ামতের দিন তাহারা ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ থাকিবে। শুনিয়া রাখ, অনেক লোক (খায়েশমত চলিয়া আপন মনে) নিজেকে সম্মান করিতেছে (বলিয়া ধারণা করিতেছে) ; অথচ (প্রকৃতপক্ষে) সে নিজেকে অপমান করিতেছে। (কারণ কেয়ামতের দিন সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইবে।) শুনিয়া রাখ, অনেক লোক (আল্লাহ তায়ালার হুকুম মত চলিয়া বাহ্যিকভাবে) নিজেকে অপমান করিতেছে (মনে হয়) ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে সম্মান করিতেছে। (কারণ কেয়ামতের দিন তাহাকে সম্মানিত করা হইবে।) (তারগীব)

পেট ভরিয়া খাওয়া সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মুসীবত সৃষ্টি হইয়াছে

তাহা হইল পেট ভরিয়া আহার করা। কোন জাতি যখন পেট ভরিয়া আহার করে তখন তাহাদের শরীর মোটা হইয়া যায় এবং তাহাদের অন্তর দুর্বল হইয়া পড়ে, আর তাহাদের খাহেশাত মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়।

নবী করীম (সাঃ) ও তাঁহার আহলে বাইত এবং হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ক্ষুধা (সহ্য করা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) দ্বিপ্রহরের কঠিন গরমের মধ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া মসজিদে আসিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আবু বকর, এই সময় আপনি (ঘর হইতে) কেন বাহির হইয়া আসিলেন? তিনি উত্তরে বলিলেন, অত্যাধিক ক্ষুধার জ্বালা আমাকে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমিও একই কারণে বাহির হইয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সময় তোমরা কেন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছ? তাহারা উভয়ে বলিলেন, আল্লাহর কসম, অত্যাধিক ক্ষুধার জ্বালাই আমাদিগকে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে পাক যাতের হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার কসম, আমাকেও একই জিনিস বাহির করিয়া আনিয়াছে। চল, তোমরা উঠ।

অতঃপর তাঁহারা হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ)এর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) কোন খাবার অথবা দুধ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। কিন্তু সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসিতে দেরী হইল। প্রত্যহ যে সময়ে তিনি আসিতেন সে সময়ে আসিতে পারেন নাই। অতএব হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) উক্ত খাবার

পরিবারের লোকদের খাওয়াইয়া দিলেন এবং নিজে খেজুর বাগানে কাজের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)এর দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহার স্ত্রী বাহির হইয়া বলিলেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে মারহাবা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আবু আইয়ূব কোথায়? হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বাগানে কাজ করিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার আওয়াজ শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে মারহাবা। হে আল্লাহর নবী, ইহা ত আপনার নিত্যকার আসিবার সময় নহে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সত্য বলিয়াছ। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বাগানে যাইয়া শুকনা, তাজা ও আধপাকা খেজুরের একটি ছড়া কাটিয়া আনিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এমন কেন করিলে? আমাদের জন্য শুকনা খেজুর বাছিয়া আনিলেই পারিতে। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে চাহিয়াছে যে, আপনি শুকনা, তাজা ও আধপাকা সবরকম খাইবেন। আর আমি আপনার জন্য একটি বকরী জবাই করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি জবাই কর তবে দুগ্ধবতী জবাই করিও না। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) এক বছর অথবা উহা অপেক্ষা কমবয়স্ক একটি বকরী জবাই করিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য আটা মথিয়া রুটি তৈয়ার কর। কারণ তুমি রুটি ভাল তৈয়ার করিতে জান।

অতঃপর হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) জবাইকৃত বকরীর অর্ধেকে গোশত রান্না করিলেন এবং বাকি অর্ধেক ভুনিয়া লইলেন। খাবার তৈয়ার হইয়া গেলে হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) তাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের সামনে রাখিলেন। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য গোশত একটি রুটির উপর রাখিয়া বলিলেন, হে আবু আইয়ুব, ইহা ফাতেমাকে দিয়া আস। কারণ দীর্ঘদিন যাবত সে এরূপ খাবার পায় নাই। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) তাহা হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে দিয়া আসিলেন।

খাওয়া শেষ করিয়া পরিতৃপ্ত হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, রুটি গোশত, শুকনা, তাজা ও আধপাকা খেজুর.... এই পর্যন্ত বলিতেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তারপর বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, এই সেই নেয়ামতরাজি যাহার সম্পর্কে কেয়ামতের দিন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। সাহাবা (রাঃ)দের নিকট ইহা অত্যন্ত কঠিন মনে হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তোমরা যখন এরূপ খাবার পাও তখন খাবারের প্রতি হাত বাড়াইবার সময় বিসমিল্লাহ বলিবে এবং তারপর যখন পরিতৃপ্ত হও তখন এই দোয়া পড়িবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَاَ شْبَعَنَا وَ اَنْعَمَ عَلَيْنَا فَاَفْضَلَ -

অর্থ ঃ 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নেয়ামত দান করিয়াছেন তো অনেক উত্তম দিয়াছেন।'

এই দোয়া খাওয়ার সমপরিমাণ বদলা হইয়া যাইবে। (অতএব কেয়ামতের দিন উহা সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসাবাদ হইবে না।)

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান হইতে উঠিবার সময় হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)কে বলিলেন, আগামীকাল সকালে আমার নিকট আসিও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস মোবারক ছিল যে, কেহ তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলে তিনি তাহাকে উহার প্রতিদান দিতে পছন্দ করিতেন। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনিতে

পান নাই। সুতরাং হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে আগামীকাল তাঁহার নিকট আসিতে বলিতেছেন।

পরদিন হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) আসিলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের বাঁদী দিয়া দিলেন এবং বলিলেন, হে আবু আইয়ুব, ইহার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, কারণ আমাদের নিকট থাকাকালীন আমরা তাহাকে ভাল দেখিয়াছি। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইছি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে উক্ত বাঁদীকে লইয়া আসিয়া ভাবিলেন, তাহাকে মুক্তিদান করাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনের উত্তম উপায় হইবে। অতএব তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (তারগীব)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুপুর বেলা বাহিরে আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে মসজিদে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই সময় কেন আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে কারণে বাহির হইয়া আসিয়াছেন আমিও সেই কারণে বাহির হইয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, তুমি কেন আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, যে কারণে আপনারা দুইজন আসিয়াছেন আমিও সেই কারণে আসিয়াছি। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বসিয়া পড়িলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়ের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এক পর্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ খেজুর বাগান পর্যন্ত যাইবার শক্তি আছে কি? সেখানে গেলে তোমরা খাদ্য, পানি ও ছায়া লাভ করিতে পারিবে। তারপর বলিলেন, চল আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়্যেহান আনসারীর বাড়ী যাই। অতঃপর বর্ণনাকারী

দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। হাফেজ মুনযিরী (রহঃ) বলেন, আপাতদৃষ্টিতে এরূপ দুইবার ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। একবার হযরত আবুল হাইসাম (রাঃ)এর সঙ্গে এবং একবার হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) সঙ্গে।

হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নাতিরা (অর্থাৎ হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ)) কোথায়? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, সকাল হইতে আমাদের ঘরে মুখে দেওয়ার মত কিছুই ছিল না। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি উভয়কে আমার সঙ্গে লইয়া যাই। অন্যথা আমার আশঙ্কা হয় (ক্ষুধার দরুন) তাহারা তোমার নিকট কান্নাকাটি করিবে, অথচ তোমার কাছে কিছুই নাই। তিনি (কাজের উদ্দেশ্যে) অমুক ইহুদীর নিকট গিয়াছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, হযরত হাসান ও হুসাইন (রাঃ) একটি হাউজের নিকট খেলিতেছেন এবং তাহাদের সম্মুখে কিছু খেজুর রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, হে আলী, রৌদ্র প্রখর হওয়ার পূর্বে কি আমার নাতিদেরকে (ঘরে) ফিরাইয়া নিবে না? হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আজ সকাল হইতে আমাদের ঘরে কিছুই ছিল না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটু অপেক্ষা করুন, ফাতেমার জন্যও কিছু খেজুর সংগ্রহ করিয়া লই। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া রহিলেন, ততক্ষণে ফাতেমার জন্যও কিছু খেজুর সংগ্রহ হইয়া গেল। হযরত আলী (রাঃ) খেজুরগুলি একটি কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন, অতঃপর ছেলেদের একজনকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অপরজনকে হযরত আলী

(রাঃ) উঠাইয়া লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। (তারগীব)

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমাদের উপর কয়েক দিন এমন কাটিয়াছে যে, আমাদের কাছেও (আহার করার মত) কোন কিছু ছিল না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও ছিল না। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, রাস্তায় একটি দীনার পড়িয়া আছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিলাম, দীনারটি লইব কি লইব না। তারপর (কয়েকদিনের অনাহারের) কষ্টের কথা ভাবিয়া উঠাইয়া লইলাম এবং এক দোকানে যাইয়া আটা খরিদ করিলাম। অতঃপর ফাতেমা (রাঃ)কে দিয়া বলিলাম, আটা মথিয়া রুটি বানাও। তিনি আটা মথিতে বসিলেন। (অনাহারের কষ্টে) অত্যাধিক দুর্বলতার দরুন তাহার কপালের চুল বারংবার আটার গামলার সহিত লাগিতেছিল। রুটি প্রস্তুত হইবার পর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলাম এবং তাঁহার নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা উহা খাও। কারণ ইহা এমন রিযিক যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে (আপন গায়েবী খাযানা হইতে) দান করিয়াছেন। (কান্‌য)

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কুরাযী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নিজের অবস্থা এমনও দেখিয়াছি যে, ক্ষুধার দরুন পেটের উপর পাথর বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আর আজ আমার অবস্থা এই যে, আমার মালের যাকাত চল্লিশ হাজার দীনার পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। অপর রেওয়ায়াতে আছে, আজ আমার যাকাত চল্লিশ হাজার হইয়াছে।

হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাম তাহাকে (ক্ষুধার কষ্টে অস্থির হইতে দেখিয়া) বলিলেন, ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহর কসম, আজ সাত দিন যাবৎ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ঘরের লোকদের নিকট কিছুই নাই। তিন দিন যাবৎ তাহাদের হাঁড়ির নিচে আগুন জ্বলে নাই। আল্লাহর কসম, আমি

যদি আল্লাহ তায়ালার নিকট তেহামার সমস্ত পাহাড় স্বর্ণ বানাইয়া দিবার দোয়া করি তবে তিনি তাহা করিয়া দিবেন। (কান্‌য)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট

হযরত সা'দ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মক্কায় অবস্থানকালে অভাব অনটনের এক কষ্টকর জীবন–যাপন করিয়াছি। যখন কষ্ট হইল তখন ধৈর্য ধারণ করিলাম। ক্রমে কষ্ট–ক্লেশ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সবর করিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মক্কায় আমি নিজের অবস্থা এমনও দেখিয়াছি যে, একরাত্রে প্রস্রাব করিতে যাইয়া প্রস্রাবের স্থলে একটি কিছুর খরখর শব্দ শুনিতে পাইলাম। লক্ষ্য করিয়া বুঝিলাম, উঠের চামড়ার একটি টুকরা। উহা আনিয়া ধুইলাম এবং আগুনে পোড়াইয়া দুইটি পাথরের মাঝে রাখিয়া পিষিয়া লইলাম। তারপর উহার শুকনা গুড়া মুখে পুরিয়া পানি পানি করিয়া লইলাম। এইভাবে উহা দ্বারা তিন দিন কাটাইয়া দিলাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপকারী আমিই আরবের সর্বপ্রথম ব্যক্তি। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত জিহাদে যাইতাম। (মরুভূমির কাঁটাযুক্ত) বাবুল ও কেকর গাছের পাতা ব্যতীত আমাদের নিকট কোন খাদ্য থাকিত না। (উক্ত গাছের পাতা খাওয়ার দরুন) আমাদের পায়খানা বকরির পায়খানার ন্যায় দানা দানা হইত। (তারগীব)

হযরত মেকদাদ (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়ের ক্ষুধার কষ্ট

হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, একবার আমি ও আমার দুই সঙ্গী এমন অবস্থায় আসিলাম যে, ক্ষুধার দরুন আমাদের

শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। আমরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের নিকট পেশ করিতে লাগিলাম, (যেন কেহ কিছু খাওয়ায়) কিন্তু কেহই আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছিল না। (কারণ সকলের অবস্থা একই রকম ছিল।) অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গের জন্য তিনটি বকরি ছিল যাহার দুধ তাহারা দোহন করিয়া লইতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দুধ ভাগ করিয়া দিতেন। আমরা আমাদের নিজেদের অংশ পান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশ তুলিয়া রাখিতাম। তিনি রাত্রে আসিয়া এমনভাবে সালাম করিতেন যেন জাগ্রত ব্যক্তি শুনিতে পায় এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম না ভাঙ্গে। একদিন শয়তান আমাকে বলিল, (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রাখা) এই এক ঢোক পরিমাণ দুধ যদি তুমি পান করিয়া লও (তবে তেমন কি ক্ষতি হইবে), কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের নিকট গেলে তাহারা তাঁহাকে খাতির করিবে এবং কিছু না কিছু খাওয়াইয়া দিবে। শয়তান এইভাবে আমাকে প্ররোচনা দিতে লাগিল। অবশেষে আমি উহা পান করিয়া ফেলিলাম। পান করিবার পর শয়তান আবার আমার ভিতর এই বলিয়া অনুতাপ সৃষ্টি করিল যে, তুমি একি করিয়াছ? হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া যখন নিজের দুধ পাইবেন না তখন তোমার জন্য বদ দোয়া করিবেন আর তুমি ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমার দুই সঙ্গী, তাহারা নিজেদের অংশ পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। আর আমার ঘুম আসিতেছিল না। আমার নিকট একটি চাদর ছিল যাহা মাথার উপর টানিয়া দিলে পা খোলা থাকিত আর পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকিত। ইতিমধ্যে নিত্যকার নিয়মে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং আল্লাহর ইচ্ছায় কিছুক্ষণ নামায

পড়িলেন। অতঃপর দুধের পাত্রের প্রতি চাহিলেন। সেখানে কিছু না দেখিয়া (দোয়ার জন্য) হাত উঠাইলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, এখনই তিনি আমার জন্য বদদোয়া করিবেন আর আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিলেন, "আয় আল্লাহ যে আমাকে আহার করায় তুমি তাহাকে আহার করাও, আর যে আমাকে পান করায় তুমি তাহাকে পান করাও।" আমি (তাঁহার এই দোয়া শুনিয়া) তৎক্ষণাৎ একটি ছুরি লইলাম এবং চাদর গায়ে জড়াইয়া বকরিগুলির নিকট গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জবাই করিবার উদ্দেশ্য হাতড়াইয়া মোটা সোটা একটি বকরি তালাশ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ইহা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম যে, সবগুলির স্তনই দুধে পরিপূর্ণ। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পারিবারের সেই পাত্রটি লইলাম যাহাতে তাহারা দুধ দোহন করিতে পছন্দ করিতেন এবং এত পরিমান দুধ দোহন করিলাম যে, ফেনা জমিয়া গেল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লইয়া আসিলাম। তিনি পান করিয়া আমাকে দিলেন, আমি পান করিয়া পুনরায় তাঁহাকে দিলাম। তিনি পান করিয়া পুনরায় আমাকে দিলেন। আমি উহা পান করিলাম। তারপর (কিছুক্ষণ পূর্বে আমার কার্যকলাপ ও বর্তমানে উহার ধারণাতীত সুফলের কথা স্মরণ করিয়া আনন্দের আতিশয্যে) হাসিতে লাগিলাম এবং হাসিতে হাসিতে মাটিতে পড়িয়া গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মেকদাদ, ইহা তোমারই কোন কারসাজি! অতএব আমি যাহা করিয়াছি তাহা আদ্যপান্ত বর্ণনা করিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (শুনিয়া) বলিলেন, (এই সময় বকরির স্তনে ধারণাতীতভাবে দুধ পাওয়া) আল্লাহ পাকেরই রহমত। তুমি যদি তোমার সঙ্গীদ্বয়কে জাগাইয়া লইতে তবে তাহারাও পান করিতে পারিত। আমি বলিলাম, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে (দ্বীনে) হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আপনি যখন পান করিয়াছেন আর আমি আপনার

অবশিষ্টাংশ পান করিতে পারিয়াছি তখন আর কেহ পাইল কি না পাইল আমি উহার পরওয়া করি না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত মেকদাদ (রাঃ) বলেন, আমরা মদীনায় আসিবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি দশ জনকে এক এক ঘরে ভাগ করিয়া দিলেন। আমি সেই দশ জনের মধ্যে ছিলাম যাহাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। আমাদের দশজনের জন্য একটি মাত্র বকরি ছিল যাহার দুধ আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতাম।

(হিলইয়াহ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেন, আল্লাহর কসম, ক্ষুধার জ্বালায় আমি মাটির সহিত বুক লাগাইয়া পড়িয়া থাকিতাম। কখনও ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিতাম। একদিন আমি লোক চলাচলের পথের উপর বসিয়া গেলাম। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সেই পথে যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া নিজ ঘরে লইয়া যাইবেন (এবং কিছু খাইতে দিবেন)। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। (সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পারেন নাই বা তাঁহার নিজের ঘরেও খাওয়ার কিছু ছিল না।) অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) সেই পথ দিয়া আসিলেন। আমি তাহাকেও কোরআনের একটি আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া নিজ ঘরে লইয়া যাইবেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। (সম্ভবতঃ তাহারও একই অবস্থা হইবে।) অতঃপর হযরত আবুল কাসেম (রাসূলুল্লাহ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পথে আগমন করিলেন এবং আমার চেহারা দেখিয়া

মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, হে আবু হোরায়রা! আমি বলিলাম, লাব্বাইয়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, আমার সঙ্গে আস। তারপর আমি ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া এক পেয়ালা দুধ দেখিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ঘরের লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন) এই দুধ তোমাদের নিকট কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহারা বলিলেন, অমুক অথবা বলিলেন, অমুক ঘরের লোকেরা আমাদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠাইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন হে আবু হির! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, যাও, সকল আহলে সুফ্ফাকে আমার নিকট ডাকিয়া লইয়া আস।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আহলে সুফফা ছিলেন ইসলামের মেহমান। তাহাদের কোন ঘর বা অর্থসম্পদ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদিয়া স্বরূপ যাহা কিছু আসিত তাহা হইতে তিনি নিজেও গ্রহণ করিতেন এবং আহলে সুফফাকে দিতেন। আর যদি সদকাস্বরূপ কিছু আসিত তবে সম্পূর্ণই আহলে সুফফার নিকট প্রেরণ করিয়া দিতেন। নিজে উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আহলে সুফফাদের ডাকিতে বলায় আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। কারণ, আমি আশা করিয়া ছিলাম যে, এই দুধ হইতে সামান্য এক ঢোক পান করিতে পারিলে একদিন রাত্রি কাটাইবার মত শক্তি অর্জন করিতে পারিব। এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, (ডাকিয়া আনার জন্য) আমাকেই পাঠান হইতেছে। তাহারা আসার পর আমিই তাহাদিগকে পান করাইব তখন আমার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ মান্য করা ব্যতীত আর কোন উপায়ও নাই। অতএব আমি যাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। তাহারা আসিয়া ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া

গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু হির! লও, ইহাদিগকে দাও। আমি পেয়ালা লইয়া একেকজন করিয়া দিতে লাগিলাম। প্রত্যেকেই পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিবার পর পেয়ালা ফেরৎ দিল। এইভাবে সর্বশেষ ব্যক্তি পান করিবার পর আমি পেয়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফেরৎ দিলাম। তিনি পেয়ালা হাতে লইলেন। পেয়ালায় কিছু দুধ অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি আমার প্রতি মাথা উঠাইয়া চাহিলেন এবং মুচকি হাসিয়া বলিলেন, আবু হির! আমি বলিলাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, আমি আর তুমি অবশিষ্ট আছি। আমি বলিলাম, ঠিক বলিয়াছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলিলেন, বস, পান কর। আমি বসিয়া পান করিলাম। তিনি পুনরায় বলিলেন, পান কর। আমি আবার পান করিলাম। তিনি এইভাবে বারংবার (আরো) পান কর বলিতে লাগিলেন, আর আমি পান করিতে থাকিলাম। অবশেষে আমি বলিলাম, না, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমার ভিতর যাওয়ার আর কোন জায়গা খালি নাই। বলিলেন, পেয়ালা আমাকে দাও। আমি তাঁহাকে পেয়ালা ফেরৎ দিলাম। তিনি অবশিষ্টাংশ পান করিলেন। (বিদায়াহ)

ইবনে হিব্বান (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার উপর তিন দিন এমন অতিবাহিত হইয়াছে যে, আমি কিছুই খাই নাই। আহলে সুফফার নিকট যাওয়ার জন্য ঘর হইতে বাহির হইলাম, কিন্তু (দুর্বলতার দরুন) বার বার পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। বালকেরা (আমার এই অবস্থা দেখিয়া) বলিতে লাগিল, আবু হোরায়রা পাগল হইয়া গিয়াছে। আর আমি তাহাদিগকে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম, বরং তোমরা পাগল হইয়াছ। অবশেষে (কোন রকমে) সুফফার নিকট পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই পেয়ালা সারীদ (রুটি ও গোশত একত্রে পাকানো খাদ্যবিশেষ) আনা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে সুফফাদেরকে ডাকিয়াছেন, আর তাহারা তাহা খাইতেছেন। আমি বারংবার মাথা উঠাইয়া তাকাইতে ছিলাম যাহাতে আমাকেও ডাকেন। অবশেষে সকলে খাইয়া উঠিয়া গেলে পেয়ালার আশে পাশে সামান্য কিছু সারীদ লাগিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙ্গুল দ্বারা সেইগুলিকে একত্র করিলে তাহা এক লোকমা পরিমাণ হইল। তিনি সেই লোকমা পরিমাণ সারীদ হাতের আঙ্গুলের উপর উঠাইয়া লইয়া আমাকে বলিলেন, বিসমিল্লাহ বলিয়া খাও। সেই পাক যাতের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমি তাহা হইতে এত পরিমাণ খাইলাম যে, আমার পেট ভরিয়া গেল।

(তারগীব)

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার পরিধানে গেরুয়া রঙের দুইখানা কাতানের কাপড় ছিল। তিনি একখানা কাতানের কাপড়ে নাক পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, বাহ বাহ আবু হোরায়রা (আজ) কাতানের কাপড়ে নাক মুছিতেছে। অথচ আমার অবস্থা এমনও দেখিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বার ও হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হুজরা শরীফের মাঝখানে আমি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া থাকিতাম, আর মানুষ পাগল ভাবিয়া পা দ্বারা আমার ঘাড় মাড়াইত। (সে যুগে পা দ্বারা ঘাড় মাড়াইয়া পাগলের চিকিৎসা করা হইত।) অথচ আমি পাগল ছিলাম না, বরং অত্যাধিক ক্ষুধার দরুন আমি বেহুঁশ হইয়া যাইতাম।

ইবনে সা'দ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, পেট ভরিয়া খাইতে পাইব এবং সফরের সময় পালাক্রমে সওয়ার হইবার সুযোগ পাইব এই শর্তে আমি ইবনে আফফান ও গাযওয়ানের বেটির নিকট কাজ করিতাম। সুতরাং যখন তাহারা সওয়ারীতে আরোহন করিত আমি তাহাদের পিছনে বাহন হাঁকাইতাম এবং যখন তাহারা কোথাও অবতরণ করিত তখন তাহাদের খেদমত করিতাম। একদিন গাযওয়ানের বেটি আমাকে বলিল,

তুমি খালি পায়ে সাওয়ারীর নিকট আসিবে এবং উট দাঁড়ানো অবস্থায় উহার উপর সওয়ার হইবে। (অর্থাৎ আমরা তোমার জন্য এতখানি অপেক্ষা করিতে পারিব না যে, তুমি উটের নিকট আসিয়া জুতা খুলিবে তারপর সওয়ার হইবে, বরং তুমি পূর্ব হইতেই জুতা খুলিয়া উটের নিকট আসিবে, আর আমরা তোমার সওয়ার হইবার জন্য উট বসাইতে পারিব না, বরং উট দাঁড়ানো অবস্থায়ই তুমি উহাতে সওয়ার হইবে।) আর এখন আল্লাহ তায়ালা সেই গাযওয়ানের বেটিকে আমার স্ত্রী বানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমিও (তাহার সেই পূর্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে হাস্যচ্ছলে) তাহাকে বলিলাম, তুমি খালি পায়ে সওয়ারীর নিকট আসিবে এবং উট দাঁড়ানো অবস্থায় সওয়ার হইবে।

ইবনে সা'দ (রহঃ) সালীম ইবনে হাইয়ান হইতে ইহার পূর্বের অংশ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সালীম ইবনে হাইয়ান (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলিয়াছেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি এতিম অবস্থায় প্রতিপালিত হইয়াছি, মিসকিন অবস্থায় হিজরত করিয়াছি। আমি পেট ভরিয়া আহার ও সফরে পালাক্রমে সওয়ারীতে আরোহণের বিনিময়ে বুসরা বিনতে গাযওয়ানের নিকট কাজ করিতাম। তাহারা (সফর অবস্থায়) কোথাও অবতরণ করিলে আমি তাহাদের খেদমত করিতাম এবং তাহারা যখন আরোহণ করিত তখন আমি (তাহাদের বাহন হাঁকাইবার) হুদী (গীত) গাহিতাম। আজ আল্লাহ তায়ালা সেই বুসরাকেই আমার সহিত বিবাহ করাইয়া দিয়াছেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি দ্বীনকে সমস্ত কাজ দুরুস্ত বা পরিশুদ্ধ হইবার উপায় করিয়াছেন এবং আবু হোরায়রাকে ইমাম বানাইয়াছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর সহিত মদীনায় এক বৎসর কাটাইয়াছি। একদিন আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর হুজরা শরীফের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় তিনি আমাকে বলিলেন, আমরা আমাদের অবস্থা এমনও

দেখিয়াছি, যখন মোটা চাদর ব্যতীত আমাদের আর কোন কাপড় ছিল না এবং কয়েক দিন যাবত এই পরিমাণ খাবার পাইতাম না যাহা দ্বারা কোমর সোজা করিতে পারি। আমরা পিঠ সোজা করিবার জন্য পেটের গর্তে পাথর রাখিয়া কাপড় দ্বারা উহা বাঁধিয়া লইতাম।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে খেজুর আর পানিই আমাদের খাদ্য ছিল। আল্লাহর কসম, আমরা তোমাদের এই গম দেখি নাই এবং আমরা জানিতামও না গম কি জিনিষ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাদের পোষাক ছিল গ্রাম্য লোকদের ন্যায় পশমের তৈরী চাদর। (তারগীব)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সালামা (রাঃ) ও হযরত যুবাইর (রাঃ)কে বনু নযীরের এলাকায় এক টুকরা জমি জায়গীর হিসাবে দান করিয়াছিলেন। একবার আমি সেই জমিতে গিয়াছিলাম। (আমার স্বামী) হযরত যুবাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সফরে গিয়াছিলেন। এক ইহুদী আমাদের প্রতিবেশী ছিল। সে একটি বকরি জবাই করিল। গোশত রান্না হইলে উহার সুঘ্রাণ আমার নাকে আসিয়া লাগিল। (গোশতের ঘ্রাণ পাইয়া) আমার মনে (গোশত খাওয়ার) এমন তীব্র আগ্রহ জাগিল যে, ইতিপূর্বে কখনও এমন আগ্রহ জাগে নাই। আমার মেয়ে খাদীজা তখন আমার গর্ভে ছিল। আমি ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলাম এবং আগুন চাহিবার বাহানায় ইহুদী মহিলার নিকট গেলাম। ভাবিয়াছিলাম সে হয়ত আমাকে গোশত খাইতে দিবে। আমার তখন আগুনের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাহার ঘরে যাইয়া যখন গোশতের ঘ্রাণ পাইলাম এবং স্বচক্ষে গোশত দেখিলাম তখন উহার প্রতি আগ্রহ

চরমভাবে বৃদ্ধি পাইল। আমি ঘরে আসিয়া আগুন নিভাইয়া দিলাম এবং পুনরায় আগুন আনিবার বাহানায় তাহার ঘরে গেলাম। এইভাবে তিনবার গেলাম। (প্রতি বারেই ইহুদী মহিলা আমাকে আগুন দিয়া বিদায় করিয়া দিল, গোশত দিল না) তারপর ঘরে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে ইহুদী মহিলার স্বামী ঘরে আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের নিকট কি কেহ আসিয়াছিল? স্ত্রী বলিল হাঁ, এই আরবী মহিলা আগুন লইতে আসিয়াছিল। ইহুদী বলিল, তুমি যতক্ষণ না ইহা হইতে কিছু গোশত তাহার জন্য প্রেরণ করিয়াছ ততক্ষণ আমি এই গোশত হইতে খাইব না। অতএব সেই মহিলা এক আঁজলা পরিমাণ গোশত আমার জন্য পাঠাইয়া দিল। জমিনের বুকে সেই সামান্য খাবার হইতে প্রিয় জিনিষ তখন আমার নিকট আর কিছুই ছিল না। (এসাবাহ)

সাধারণ সাহাবা (রাঃ)দের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু জেহাদ (রাঃ)কে তাঁহার পুত্র বলিলেন, আব্বাজান, আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছেন! আল্লাহর কসম আমি যদি তাঁহাকে দেখিতাম তবে এই করিতাম, সেই করিতাম, (অর্থাৎ মনে প্রাণে তাঁহার খেদমত করিতাম।) পিতা হযরত আবু জেহাদ (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল পথে চলিতে থাক। সেই পাক যাতের কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, আমরা খন্দকের যুদ্ধের রাত্রিতে তাঁহার সহিত ছিলাম। তিনি বলিতেছিলেন, কে আছে তাহাদের (অর্থাৎ শত্রুদের) নিকট যাইয়া খবর আনিয়া দিবে? আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে আমার সঙ্গী করিবেন। কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুধা ও শীতের দরুন এই কাজে গমন করিতে কেহ রাজী হইল না। অবশেষে তৃতীয় বারে তিনি হে হোযাইফা, বলিয়া

আওয়াজ দিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দের চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন দেখিয়া বলিলেন, সুসংবাদ হোক তোমাদের জন্য! অতিসত্বর তোমাদের এমন দিন আসিবে যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা সারীদ খাইতে পাইবে এবং বিকালেও অনুরূপ পাইবে। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তো আমাদের অবস্থা ভাল হইবে। রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বরং তোমরা সেই দিন অপেক্ষা আজ ভাল আছ।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের উপর তিনদিন এমন কাটিয়া যাইত যে, তাহারা আহার করিবার মত কিছুই পাইতেন না। তাহারা চামড়ার টুকরা ভুনিয়া খাইতেন, যখন তাহাও না পাইতেন তখন পেটে পাথর বাঁধিয়া কোমর সোজা করিতেন। (তারগীব)

হযরত ফাযালাহ ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়াইতেন তখন অনাহারের দরুন আসহাবে সুফফার অনেকে নামাযের মধ্যে (মাথা ঘুরিয়া) পড়িয়া যাইতেন। তাহাদিগকে দেখিয়া গ্রামের লোকেরা বলিত, ইহারা পাগল হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিতেন, আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য যে পুরস্কার রহিয়াছে, যদি তোমরা তাহা জানিতে তবে অভাব ও দারিদ্রের কষ্ট আরো বেশী হউক ইহাই কামনা করিতে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে সাতজন একটি খেজুর চুষিতেন এবং (অনেক সময়) তাহারা গাছের ঝরিয়া পড়া পাতা চিবাইতেন। ইহাতে তাহাদের মাড়ি ফুলিয়া যাইত।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাতজন সাহাবীর অত্যন্ত ক্ষুধা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রত্যেককে জন প্রতি একটি করিয়া সাতটি খেজুর দিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন আমার অত্যধিক ক্ষুধা লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় ঘর হইতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হইলাম, সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবীর দেখা পাইলাম। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়রা, এই সময় আপনি কেন আসিয়াছেন? আমি বলিলাম, একমাত্র ক্ষুধাই আমাকে বাহির করিয়া আনিয়াছে। তাহারা বলিল আল্লাহর কসম, আমাদেরকেও ক্ষুধাই বাহির করিয়া আনিয়াছে। আমরা সকলে উঠিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই সময় কেন আসিয়াছ? আমরা বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! একমাত্র ক্ষুধাই আমাদিগকে লইয়া আসিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুরের পাত্র আনাইয়া তাহা হইতে আমাদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া খেজুর দিলেন এবং বলিলেন, এইগুলি খাইয়া পানি পান করিয়া লও, তোমাদের সারা দিনের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি একটি খাইয়া অপরটি কোমরে গুজিয়া রাখিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, একটি খেজুর রাখিয়া দিলে কেন? আমি বলিলাম, আমার মায়ের জন্য রাখিয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি উহা খাইয়া ফেল, আমি তোমার মায়ের জন্য আরো দুইটি খেজুর দিব। অতএব তিনি আমার মায়ের জন্য আরো দুইটি খেজুর দিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের দিকে গমন করিলেন। সেখানে মুহাজির ও আনসারী সাহাবা (রাঃ) শীতকালীন সকালে খনন কাজ করিতে ছিলেন। তাহাদের কোন ভৃত্য বা চাকর ছিল না যে, তাহাদের হইয়া এই কাজ করিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের পরিশ্রম ও ক্ষুধার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهْ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَه

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। আপনি আনসার ও মুহাজিরদিগকে মাফ করিয়া দিন।

সাহাবা (রাঃ) জবাবে বলিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا

অর্থ ঃ আমরাই হইলাম তাহারা, যাহারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে এই কথার উপর বাইআত গ্রহণ করিয়াছি যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জেহাদ করিতে থাকিব।

অপর রেওয়ায়তে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মুহাজির ও আনসারগণ মদীনার আশে পাশে খন্দক খনন করিতেছিলেন এবং তাহারা কোমরের উপর মাটি বহন করিয়া ফেলিতেছিলেন, আর বলিতেছিলেন—

نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْاِسْلَامِ مَابَقِيْنَا اَبَدًا

অর্থ ঃ আমরাই হইলাম তাহারা, যাহারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত গ্রহণ করিয়াছি যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ইসলামের উপর চলিতে থাকিব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের জবাবে বলিতেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْآخِرَه فَبَارِكْ فِى الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَه

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, নিঃসন্দেহে আখেরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বরকত দান করুন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, দুই মুষ্টি পরিমাণ যব দীর্ঘদিনের

পুরাতন গলানো চর্বি দ্বারা রান্না করিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখা হইত। তাহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইতেন (বলিয়া তাহা খাইয়া লইতেন)। অথচ এই খাদ্য এরূপ অরুচিকর পচাগন্ধ যুক্ত হইত যে, গলা বন্ধ হইয়া আসে।

(বিদায়াহ)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধের সময় খন্দক খনন করিতেছিলাম। একটি কঠিন পাথর খনন কাজে বাধা হইল। সাহাবা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, এই কঠিন পাথর খনন কাজে বাধা হইতেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি নিজে (এই পাথর ভাঙ্গিতে) নামিব। অতঃপর তিনি উঠিলেন। তাঁহার পেট মোবারকের উপর (ক্ষুধার দরুন) পাথর বাঁধা ছিল। আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমরা তিন দিন যাবত কিছুই মুখে দেই নাই। (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) ক্ষুধার দরুন পেটের উপর পাথর বাঁধা অবস্থায় খন্দক খনন করিয়াছেন। অতঃপর দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উপরোক্ত দুই হাদীস আমরা সাহাবা (রাঃ)দের গায়েবী সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার অধ্যায়ে উল্লেখ করিব। হযরত জাবের (রঃ) হইতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীস ইবনে আবি শাইবা হইতেও বর্ণিত হইয়াছে এবং উক্ত রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত আছে যে, সেই দিন সাহাবা (রাঃ)দের সংখ্যা আটশত ছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবিআহ (রাঃ) তাহার পিতা আমের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জেহাদের উদ্দেশ্যে) কোন কোন সারিইয়্যাতে (অর্থাৎ যে সকল জামাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যান নাই) আমাদিগকে প্রেরণ করিতেন। আমাদের রসদ শুধুমাত্র এক থলি খেজুর হইত। আমাদের আমীর প্রথমতঃ প্রত্যেককে এক মুষ্টি করিয়া দিতেন এবং শেষের দিকে একটি করিয়া দিতেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)

বলেন, আমি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একটি খেজুরে কি হইত? তিনি বলিলেন, বেটা, এই কথা বলিও না, যখন তাহাও শেষ হইয়া গেল তখন এই একটি খেজুর পাওয়ার আকাঙ্খাই প্রবল হইয়া উঠিত।

(আবু নুআঈম)

হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে কোরাইশের এক কাফেলার মুকাবিলা করিবার জন্য পাঠাইলেন এবং হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রাঃ)কে আমাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে রসদ হিসাবে একথলি খেজুর দিলেন। তিনি আমাদিগকে দিবার মত এই এক থলি খেজুর ব্যতীত আর কিছুই পান নাই। হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) প্রত্যেককে একটি করিয়া খেজুর দিতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, একটি মাত্র খেজুর দিয়া আপনারা কি করিতেন? তিনি বলিলেন, আমরা শিশুর দুধ চোষার ন্যায় উহা চুষিয়া পানি পান করিয়া লইতাম। এইভাবে সকাল হইতে রাত পর্যন্ত আমাদের জন্য তাহা যথেষ্ট হইয়া যাইত। আমরা লাঠি দ্বারা গাছের পাতা পাড়িয়া লইতাম এবং উহা পানিতে ভিজাইয়া খাইতাম। (বিদায়াহ)

ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত আছে যে, এই সফরে সাহাবা (রাঃ)দের সংখ্যা তিনশত জন ছিল। ইমাম তাবারানী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে তাহাদের সংখ্যা ছয়শত ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম মালেক (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, বর্ণনাকারী হযরত জাবের (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই এক খেজুর দ্বারা কি হইত? তিনি উত্তরে

বলিলেন, যখন তাহাও শেষ হইয়া গেল তখন আমরা উহার মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

তেহামার যুদ্ধে সাহাবা (রাঃ)দের ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করা

হযরত আবু খুনাইস গিফারী (রাঃ) তেহামার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমরা উসফান নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ক্ষুধা আমাদিগকে দুর্বল করিয়া দিয়াছে, সওয়ারীর জানোয়ার জবাই করিয়া খাওয়ার জন্য আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। হযরত ওমর (রাঃ) এই খবর পাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, আপনি ইহা কি করিলেন? আপনি লোকদেরকে সাওয়ারীর জানোয়ার জবাই করিয়া খাইতে আদেশ করিয়াছেন। (এরূপ করিলে তো সাওয়ারীর জানোয়ার শেষ হইয়া যাইবে) তখন তাহারা কিসের উপর সাওয়ার হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ইবনে খাত্তাব, তোমার কি রায়? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার রায় এই যে, আপনি লোকদেরকে বলুন, যাহার নিকট যাহা কিছু অবশিষ্ট খাদ্য রসদ আছে তাহা আনিয়া একটি পাত্রে জমা করুক। অতঃপর আপনি তাহাদের জন্য (বরকতের) দোয়া করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে ইহার আদেশ করিলেন। তাহারা নিজেদের নিকট যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল আনিয়া একটি পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করিলেন এবং বলিলেন, তোমরা নিজনিজ পাত্র লইয়া আস। সকলেই নিজ নিজ পাত্র ভরিয়া সেখান হইতে লইয়া গেলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস

বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন,আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এক জেহাদে শরীক ছিলাম। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, শত্রুগণ আমাদের সামনে আসিয়া গিয়াছে। তাহারা পানাহারে পূর্ণ পরিতৃপ্ত, আর আমরা ক্ষুধার্ত। আনসারগণ বলিলেন, আমরা আমাদের উট জবাই করিয়া লোকদেরকে খাওয়াইয়া দিব কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যাহার নিকট অবশিষ্ট খাদ্য রহিয়াছে সে যেন তাহা লইয়া আসে। অতএব কেহ এক মুদ (অর্থাৎ চৌদ্দ ছটাক) পরিমাণ, কেহ এক সা' (সর্থাৎ সাড়ে তিন সের) পরিমাণ, কেহ কম, কেহ বেশী লইয়া আসিল। সম্পূর্ণ সৈন্যদল হইতে যাহা কিছু জমা হইল তাহা বিশ সা' হইতে সামান্য বেশী হইবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্তূপীকৃত খাদ্যের এক পার্শ্বে বসিয়া (বরকতের) দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, শান্তভাবে (নিজ নিজ পাত্র ভরিয়া) লইয়া যাও, কাড়াকাড়ি করিও না। অতএব প্রত্যেকে নিজ নিজ থলি ও বস্তায় ভরিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেকেই আপন আপন পাত্র ভরিয়া লইয়া গেলেন, এমন কি কেহ নিজের জামার আস্তিনে গিঁঠ দিয়া ভরিয়া লইলেন। সকলে লইয়া যাওয়ার পর খাদ্যস্তূপ যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে কোন বান্দা এই কলেমা খাঁটি দিলে পড়িবে এবং আল্লাহর নিকট তাহা লইয়া হাজির হইবে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দোযখের আগুন হইতে রক্ষা করিবেন।

এক মহিলার প্রতি জুমআয় খানা খাওয়াইবার ঘটনা

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমাদের গোত্রের এক মহিলা তাহার ক্ষেতে বীট আবাদ করিতেন। শুক্রবার দিন তিনি উহার

শিকড় তুলিয়া আনিয়া একটি পাতিলে রান্না করিতেন। উহার মধ্যে এক মুষ্টি যব পিশিয়া মিলাইয়া দিতেন। বীটের শিকড়গুলি গোশত লাগিয়া থাকা হাড্ডির মত হইত। হযরত সাহল (রাঃ) বলেন, আমরা জুমআর নামায শেষে তাহার নিকট যাইয়া সালাম করিতাম, আর তিনি আমাদের দিকে সেই খাবার আগাইয়া দিতেন। আমরা সেই খাবারের কারণে জুমআর দিনের জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিতাম।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, সেই খাবারের মধ্যে চর্বি জাতীয় কোন জিনিষ থাকিত না। জুমআর দিন আমাদের (সেই খাবারের দরুন) বড় আনন্দ হইত।

জেহাদের সফরে পঙ্গপাল খাওয়া

হযরত ইবনে আবি আওফা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ছয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছি। সেই সকল যুদ্ধে আমরা পঙ্গপাল ধরিয়া খাইয়াছি।

(ইবনে সা'দ)

জীবনে প্রথম গমের রুটি খাওয়া

হযরত আবু বারযাহ (রাঃ) বলেন, আমরা একযুদ্ধে মুশরিকদিগকে পরাজিত করিলাম। তাহারা নিজেদের রুটি সেঁকিবার তন্দুর ফেলিয়া পালাইয়া গেলে আমরা তাহাদের স্থান দখল করিয়া লইলাম এবং তাহাদের পাকানো রুটি খাইতে লাগিলাম। জাহিলিয়াতের (ইসলামপূর্ব) যুগে আমরা শুনিয়াছিলাম, (গমের) রুটি খাইলে মানুষ মোটা হয়। সুতরাং রুটি খাওয়ার পর আমাদের প্রত্যেকে নিজের বাহু ধরিয়া দেখিতে লাগিল মোটা হইয়াছে কিনা?

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) বলেন, এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আমরা খাইবারের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের শত্রুরা তাহাদের ময়দার রুটি ফেলিয়া পালাইয়া গেল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, খাইবার বিজয়ের পর আমরা কিছুসংখ্যক ইহুদীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। তাহারা নিজেদের তন্দুরের আগুনে রুটি সেঁকিতেছিল। আমরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। (তাহারা রুটি ফেলিয়া পালাইয়া গেলে) আমরা রুটিগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলাম। আমার ভাগেও এক টুকরা পড়িল, যাহার কিছু অংশ পুড়িয়া গিয়াছিল, আমি শুনিয়াছিলাম যে, রুটি খাইলে মানুষ মোটা হইয়া যায়। সুতরাং রুটি খাওয়ার পর আমি আমার উভয় বাহুর প্রতি তাকাইয়া দেখিলাম, মোটা হইয়াছি কি না!

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে পিপাসার কষ্ট সহ্য করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, লোকেরা হযরত ওমর (রাঃ)কে কঠিন সময় (অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধের সময়) সম্পর্কে বর্ণনা করিতে বলিলে তিনি বলিলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় তবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলাম। একস্থানে পৌঁছিবার পর পিপাসায় আমাদের এমন অবস্থা হইল যে, মনে হইল যেন, আমাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমাদের মধ্যে কাহারো অবস্থা এমন শোচনীয় হইল যে, নিজের অবস্থানের জায়গা তালাশ করিতে যাইয়া ফিরিবার সময় মনে হইল যেন তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে। কেহ কেহ নিজেদের উট জবাই করিয়া উহার পাকস্থলী হইতে ঘাস বাহির করিয়া নিঙড়াইয়া পান করিল এবং ঘাসগুলি নিজেদের পেট ও বুকের উপর রাখিয়া দিল (যাহাতে শরীরের উপরের অংশ হইতে ভিতরে ঠাণ্ডা পৌঁছে)। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়া কবুল করিবেন বলিয়া নিয়ম করিয়াছেন, অতএব আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি চাও যে, আমি দোয়া করি? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত আসমানের দিকে

উঠাইলেন (এবং দোয়া করিলেন)। তিনি (দোয়া শেষ করিয়া) হাত নামাইবার পূর্বেই আসমানে মেঘ দেখা দিল। তারপর বৃষ্টির ফোটা পড়িতে আরম্ভ করিল এবং পরে মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল। সাহাবা (রাঃ) নিজ নিজ পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া লইলেন। তারপর আমরা দেখিতে গেলাম যে, বৃষ্টি কোন্ পর্যন্ত হইয়াছে? দেখিলাম, শুধু সৈন্যদের অবস্থানের উপরই বৃষ্টি হইয়াছে, বাহিরে কোথাও হয় নাই।

ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিন সাহাবী (রাঃ)এর পিপাসার কষ্ট সহ্য করা

হযরত হাবীব ইবনে আবি সাবেত (রাঃ) বলেন, ইয়ারমূকের যুদ্ধের দিন হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ), হযরত ইকরামা ইবনে আবি জেহেল (রাঃ) ও হযরত আইয়াশ ইবনে আবি রাবিসাহ (রাঃ) লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। তাহারা লড়াই করিতে করিতে গুরুতর আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রাঃ) পান করিবার জন্য পানি চাহিলেন, (তাহার জন্য পানি আনা হইলে) হযরত ইকরামা (রাঃ) তাহার দিকে তাকাইলেন। হযরত হারেস (রাঃ) বলিলেন, এই পানি ইকরামাকে দাও। হযরত ইকরামা (রাঃ) যখন পানি হাতে লইলেন তখন হযরত আইয়াশ (রাঃ) তাহার দিকে তাকাইলেন। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলিলেন, এই পানি আইয়াশকে দিয়া দাও। হযরত আইয়াশ (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। অতঃপর পানি লইয়া হযরত ইকরামা ও হযরত হারেস (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাদেরও ইন্তেকাল হইয়া গেল। (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহর রাস্তায় পিপাসার কষ্ট সহ্য করার অপর একটি ঘটনা

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত আবু আমর আনসারী (রাঃ) বদর যুদ্ধে, আকাবার বাইআতে ও ওহুদের যুদ্ধে

অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে (এক যুদ্ধের ময়দানে রোযা অবস্থায় দেখিয়াছি, তিনি পিপাসায় ছটফট করিতেছিলেন এবং গোলামকে বলিতেছিলেন যে, তোমার ভাল হউক, আমাকে ঢাল দাও। গোলাম তাহাকে ঢাল দিলে তিনি (দুর্বলতার দরুন) খুবই কমজোরভাবে তিনটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করিবে, সেই তীর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারুক বা না পারুক, সেই তীর কেয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর হইবে। অতঃপর সূর্যাস্তের পূর্বেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি গোলামকে বলিলেন, আমার উপর পানি ছিটাও। গোলাম তাহার গায়ে পানির ছিটা দিল। (তারগীব)

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে শীতের কষ্ট সহ্য করা

হযরত আবু রাইহানা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কোন এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শরীক ছিলেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা একটি উঁচু স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম। সেখানে এমন প্রচণ্ড শীত পড়িল যে, আমি দেখিলাম, লোকেরা গর্ত খনন করিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল এবং গর্তের মুখ ঢাল দিয়া ঢাকিয়া দিল! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 'কে আমাদের পাহারাদারী করিবে? আমি তাহার জন্য এমন দোয়া করিব যাহা কবুল হইবে।' আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উঠিলেন এবং বলিলেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? জবাব দিলেন, আমি অমুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কাছে আস। সে ব্যক্তি কাছে আসিলে তিনি তাহার কাপড় ধরিয়া দোয়া করিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত আবু রাইহানা (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহার দোয়া শুনিয়া বলিলাম, আমি এক

ব্যক্তি (পাহারা দিব)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বলিলাম, আবু রাইহানা। তিনি আমার জন্য আমার সঙ্গী অপেক্ষা কম দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দিয়াছে তাহার উপর (দোযখের) আগুন হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (এসাবাহ)

এই বিষয়ে হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর হাদীস সামনে আসিতেছে।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে কাপড়ের অভাব সহ্য করা

হযরত হামযা (রাঃ)এর কাফন

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত্ব (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি যে, হযরত হামযা (রাঃ)এর কাফনের জন্য আমরা একটি চাদর ব্যতীত আর কোন কাপড় পাই নাই। সেই চাদরও এরূপ খাট ছিল যে, আমরা উহা দ্বারা তাহার পা ঢাকিলে মাথা খোলা থাকে এবং মাথা ঢাকিলে পা খোলা থাকিয়া যায়। অতএব আমরা চাদর দ্বারা তাহার মাথা এবং ইযখির (এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস) দ্বারা তাহার পা ঢাকিয়া দিলাম। (মুনতাখাব)

হযরত শুরাহবীল (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত শেফা বিনতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া একটা জিনিষ বারংবার চাহিতে লাগিলাম। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করিলে আমি তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হইয়া গেলে আমি সেখান হইতে নিজের মেয়ের ঘরে চলিয়া আসিলাম। শুরাহবীল ইবনে হাসানা (রাঃ)এর সহিত আমার মেয়ের বিবাহ হইয়াছিল। আমি শুরাহবীলকে ঘরে পাইয়া তাহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলাম যে, নামাযের সময় হইয়া গিয়াছে আর তুমি

এখনও ঘরে বসিয়া আছ। সে বলিল, খালাজান, আপনি আমাকে তিরস্কার করিবেন না, কারণ আমার নিকট একখানাই কাপড় ছিল। যাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হইতে ধার নিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, আমার পিতা-মাতা কোরবান হউন, তাঁহার এই অবস্থা (যে, অন্যের নিকট হইতে কাপড় ধার করিয়া পরিধান করিয়াছেন) আর আমি না জানিয়া আজ সকাল হইতে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছি। হযরত শুরাহবীল (রাঃ) বলেন, তাহাও এমন একখানা সাধারণ কোর্তা ছিল যাহাতে অনেক জায়গায় তালি লাগাইয়া ছিলাম। (তারগীব)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কাপড়ের অভাব সহ্য করা

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ) বসিয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একটি চোগা ছিল, যাহার বুকের উপর (বোতামের পরিবর্তে) কাঁটা দ্বারা আটকাইয়া লইয়াছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম অবতরণ করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাম জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কি ব্যাপার, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিধানে চোগা দেখিতেছি যাহা বুকের উপর কাঁটা দ্বারা আটকাইয়া রাখিয়াছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে জিব্রাঈল, আবু বকর তাহার সকল অর্থ মক্কা বিজয়ের পূর্বে আমার উপর খরচ করিয়াছে। (এখন তাহার নিকট এই পরিমাণ অর্থও নাই যে, বোতাম লাগাইতে পারে।) হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম বলিলেন, আপনি আবু বকরকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাম পৌঁছাইয়া দিন এবং তাহাকে বলুন যে, তোমার রব্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তুমি কি তোমার এই অভাবের উপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছ, না অসন্তুষ্ট?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হে আবু বকর, এই যে জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম তোমাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে সালাম বলিতেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, তুমি কি এই অভাবের উপর আমার প্রতি সন্তুষ্ট আছ, না অসন্তুষ্ট? হযরত আবু বকর (রাঃ) (ইহা শুনিয়া) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি কি আমার রবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইব? আমি আমার রব্বের প্রতি সন্তুষ্ট আছি, আমি আমার রব্বের প্রতি সন্তুষ্ট আছি। (আবু নোআঈম)

হযরত আলী ও হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর কাপড়ের অভাব

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বিবাহ করিয়াছি। আমার ও তাহার জন্য একটি ভেড়ার চামড়া ব্যতীত কোন বিছানা ছিল না। রাত্রে আমরা উহা বিছাইয়া শয়ন করিতাম এবং দিনে সেই চামড়ায় উটনীকে আহার করাইতাম। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ব্যতীত আমার কাজ দেখাশুনার জন্য কোন খাদেমও ছিল না। (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের পশমের কাপড় পরিধান করা

হযরত আবু বুরদাহ (রহঃ) বলেন, আমার পিতা (হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)) আমাকে বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বৃষ্টি হইবার পর যদি তুমি আমাদিগকে দেখিতে তবে আমাদের কাপড়ের মধ্য হইতে ভেড়ার গন্ধ পাইতে। (কারণ আমাদের বেশীর ভাগ কাপড় ভেড়ার পশমের হইত।)

ইবনে সা'দের রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বুরদাহ রহঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমাকে

বলিলেন, বেটা, যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তুমি আমাদের অবস্থা দেখিতে! বৃষ্টি হইলে পর পশমের কাপড়ের দরুন আমাদের শরীর হইতে ভেড়ার গন্ধ পাইতে।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, আমাদের পোশাক পশমের ও খাদ্য দুই কালো জিনিষ অর্থাৎ খেজুর ও পানি হইত।

আসহাবে সুফ্‌ফাদের কাপড়ের অভাব

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি সত্তর জন আহলে সূফফাকে দেখিয়াছি। তাহাদের কাহারো নিকট বড় ধরণের কোন চাদর ছিল না। কাহারো নিকট একখানা লুঙ্গি অথবা কাহারো নিকট একখানা কম্বল ছিল যাহা তাহারা গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন। কাহারো সেই কম্বল পায়ের অর্ধ গোছা পর্যন্ত পৌঁছিত। আর কাহারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পৌঁছিত। লজ্জাস্থান প্রকাশ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় উভয় প্রান্ত জড়ো করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিতেন। (তারগীব)

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ) বলেন, আমি আহলে সুফফার একজন ছিলাম। আমাদের কাহারো নিকট পূর্ণ কাপড় ছিল না। আমাদের শরীরে এত ময়লা ও ধুলা–বালি জমিয়া যাইত যে, ঘামের দরুন ময়লা ও ধুলাবালির রেখা পড়িয়া যাইত।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট তাঁহার এক বাঁদী বসিয়াছিল। তাহার গায়ে পাঁচ দেরহাম মূল্যের একটি কামীজ ছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আমার এই বাঁদীর প্রতি একটু তাকাইয়া দেখ, সে এই কামীজ ঘরের ভিতরও পরিধান করিতে রাজী নহে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মদীনায় কোন মেয়েকে (বিবাহের উদ্দেশ্য) সাজাইবার প্রয়োজন হইলে লোক পাঠাইয়া আমার নিকট হইতে এই কামীজ ধার নেওয়া হইত। (তারগীব)

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে ভয়-ভীতি সহ্য করা

খন্দকের যুদ্ধে শীত, ক্ষুধা ও ভয়-ভীতি সহ্য করা

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, একবার হযরত হোযাইফা (রাঃ) সেই সকল যুদ্ধের কথা আলোচনা করিলেন, যাহাতে সাহাবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। মজলিসে উপস্থিত লোকেরা বলিল, আল্লাহর কসম, আমরা যদি সেই সময় থাকিতাম তবে এই এই করিতাম। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, তোমরা এইরূপ আকাঙ্খা পোষণ করিও না। খন্দকের যুদ্ধের রাত্রিতে আমরা আমাদের এই অবস্থা দেখিয়াছি যে, আমরা কাতার বন্দী হইয়া বসিয়াছিলাম। আবু সুফিয়ান ও তাহার সঙ্গীগণ আমাদের উপরি ভাগে চড়াও হইয়াছিল। বনু কোরাইযার ইহুদীগণ আমাদের নীচের অংশে ছিল। এই ইহুদীদের কারণে আমরা আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিলাম। এমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও প্রবল বায়ূময় রাত্রি আমাদের জীবনে আর আসে নাই। প্রচণ্ড বাতাসের বেগের ভিতর হইতে বজ্রপাতের ন্যায় শব্দ হইতেছিল। অন্ধকারে কেহ নিজের হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছিল না। মোনাফিকগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া এই বলিয়া (বাড়ী ফিরিবার) অনুমতি চাইতে লাগিল যে, আমাদের বাড়ীঘর (নিরাপত্তাহীন) খালি পড়িয়া আছে। অথচ তাহাদের বাড়ী–ঘর (নিরাপত্তাহীন) খালি পড়িয়া ছিল না। যে কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাহিত তিনি তাহাকে অনুমতি দিয়া দিতেন। এইভাবে তিনি মোনাফিকদেরকে অনুমতি দিলেন এবং তাহারাও গোপনে গোপনে সরিয়া পড়িতেছিল। আমাদের সংখ্যা প্রায় তিনশত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেক জন করিয়া আমাদের প্রত্যেকের সম্মুখে আসিলেন। এমনিভাবে যখন আমার সম্মুখে আসিলেন তখন আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমার নিকট না দুশমন হইতে আত্মরক্ষার কিছু ছিল, আর না শীত হইতে বাঁচার কোন কাপড় ছিল। আমার স্ত্রীর ব্যবহৃত একটি পশমী চাদর আমার গায়ে ছিল, যাহা অতি কষ্টে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে। আমি হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই ব্যক্তি? আমি বলিলাম, হোযাইফা। তিনি বলিলেন, হোযাইফা! আমি দাঁড়াইবার ইচ্ছা না থাকায় মাটির সহিত আরো চাপিয়া বসিয়া বলিলাম, জী হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। অতঃপর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও) দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন, শত্রুদলের ভিতর কিছু একটা ঘটিতে পারে, তুমি আমার নিকট তাহাদের খবর লইয়া আস। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় পাইতেছিলাম এবং সর্বাধিক শীতে কাতর ছিলাম (কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালন না করিয়া উপায় ছিল না বিধায়) আমি রওয়ানা হইলাম। তিনি আমার জন্য এই বলিয়া দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ তাহাকে সামনে পিছনে, ডানে বামে, উপরে নীচে (সর্বদিক) হইতে হেফাজত করুন। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম আমার ভিতর যত ভয় ও শীত আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গেল। আমি ভয় বা শীত কিছুই অনুভব করিতে ছিলাম না। অতঃপর যখন আমি রওয়ানা হইলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, হে হোযাইফা, আমার নিকট ফিরিয়া আসা পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে নতুন কিছু ঘটাইও না। তারপর আমি রওয়ানা হইয়া শত্রু বাহিনীর নিকটে পৌঁছিয়া এক জায়গায় আগুন জ্বলিতে দেখিলাম। একজন কালো মোটা সোটা লোক সেই আগুনে হাত গরম করিয়া কোমরের উপর বুলাইতেছে, আর বলিতেছে, পালাও পালাও। ইতিপূর্বে আমি আবু সুফিয়ানকে চিনিতাম না। আমি (সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া) আগুনের আলোতে তাহার উপর তীর নিক্ষেপের

উদ্দেশ্যে আপন তীরদান হইতে সাদা পর যুক্ত একটি তীর বাহির করিয়া ধনুকে জুড়িলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ 'তাহাদের মধ্যে নতুন কিছু ঘটাইও না' স্মরণ হইতেই থামিয়া গেলাম এবং তীর পুনরায় তীরদানে রাখিয়া দিলাম। তারপর নিজের মনে আরো একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া শত্রুবাহিনীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। আমার নিকটবর্তী বনু আমিরের লোকেরা বলিতেছিল, হে আমের গোত্র, পালাও পালাও, এখন আর তোমাদের জন্য এখানে থাকা সমীচীন নহে। শত্রুবাহিনীর উপর প্রচণ্ডবেগে বাতাস বহিতেছিল। তাহাদের অবস্থানের এক বিঘত বাহিরেও কোন বাতাস ছিল না। আল্লাহর কসম, প্রচণ্ড বাতাস পাথরসমূহ উড়াইয়া তাহাদের বিছানা ও অবস্থানের উপর ফেলিতেছিল আর আমি উহার আওয়াজ শুনিতে পাইতেছিলাম। আমি সেখান হইতে ফেরৎ রওয়ানা হইলাম। আধা আধি পথ অতিক্রম করিবার পর বিশজনের মত পাগড়ী পরিহিত ঘোড় সওয়ারের সহিত আমার সাক্ষাত হইল। তাহারা বলিল, তোমার মনিব (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সংবাদ দিয়া দিও যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার শত্রুদের নিজেই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তিনি একখানা ছোট চাদর জড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আল্লাহর কসম, আমি ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে শীত আমাকে চাপিয়া ধরিল এবং আমি শীতের দরুন কাঁপিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় আমার প্রতি ঈশারা করিলেন। আমি তাহার নিকটে গেলাম। তিনি চাদরের এক কিনারা আমার উপর ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার অভ্যাস মোবারক এই ছিল যে, যখনই কোন ভয় ভীতি দেখা দিত তিনি নামাযে মনোনিবেশ করিতেন। (নামাযের পর) আমি তাঁহাকে শত্রুর খবরা খবর জানাইলাম এবং আমি ইহাও বলিলাম যে, আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছি যে, তাহারা চলিয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা

কোরআনের এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ...... وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا -

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হইয়াছিল, অতঃপর আমি তাহাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্চাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলাম, যাহাদেরকে তোমরা দেখিতে না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহা দেখেন। যখন তাহারা তোমাদের নিকটবর্তী হইয়াছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি হইতে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হইয়াছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল এবং তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে নানাহ রকম বিরূপ ধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে। সেই সময় মুমিনগণ পরীক্ষিত হইয়াছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল এবং যখন মুনাফিক ও যাহাদের অন্তরে রোগ ছিল তাহারা বলিতে শুরু করিয়াছিল যে, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নহে। এবং যখন তাহাদের একদল বলিয়াছিল, হে ইয়াসরাববাসী, তোমরা তিষ্টিতে পারিবে না, ফিরিয়া চল। তাহাদেরই একদল নবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়া বলিতেছিল, আমাদের ঘর–বাড়ী খালি অথচ সেইগুলি খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাহাদের ইচ্ছা। যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক হইতে নগরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইত, অতঃপর বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিত, তবে তাহারা অবশ্যই বিদ্রোহ করিত এবং তাহারা মোটেই বিলম্ব করিত না। অথচ তাহারা পূর্বে আল্লাহর সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে। বলিয়া দিন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা হইতে পলায়ন কর, তবে এই পলায়ন তোমাদের

কাজে আসিবে না। তখন তোমাদিগকে সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে। বলিয়া দিন, কে তোমাদেরকে আল্লাহ হইতে রক্ষা করিবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল চাহেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করেন? তাহারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাইবে না। আল্লাহ খুব জানেন, তোমাদের মধ্যে কাহারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কাহারা তাহাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে আস। তাহারা অল্পই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাহারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন ভীতি আসে তখন আপনি দেখিবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির ন্যায় চোখ উল্টাইয়া তাহারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন ভয় কাটিয়া যায় তখন তাহারা ধন--সম্পদের লালসায় তোমাদিগকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে। তাহারা মুমিন নহে। সুতরাং আল্লাহ তাহাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করিয়া দিয়াছেন। ইহা আল্লাহর জন্য অতি সহজ কাজ। তাহারা মনে করে শত্রু বাহিনী চলিয়া যায় নাই। যদি শত্রুবাহিনী আবার আসিয়া পড়ে তবে তাহারা কামনা করিবে যে, যদি তাহারা গ্রামবাসীদের মধ্যে থাকিয়া তোমাদের সংবাদাদি জানিয়া লইত তবেই ভাল হইত। তাহারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করিলেও সামান্যই যুদ্ধ করিত। যাহারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাহাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম নমুনা রহিয়াছে। যখন মুমিনগণ শত্রুবাহিনীকে দেখিল তখন বলিল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ইহারই ওয়াদা আমাদিগকে দিয়াছিলেন, এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সত্য বলিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পাইল। মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সহিত কৃত ওয়াদা পূরণ করিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং কেহ কেহ প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহারা তাহাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করে নাই। ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাহাদের সত্যবাদীতার কারণে প্রতিদান প্রদান করিবেন এবং মুনাফিকদিগকে ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করিবেন অথবা ক্ষমা

করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আল্লাহ কাফেরদিগকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাহারা কোন কল্যাণ পায় নাই। যুদ্ধ করিবার জন্য আল্লাহ মুমিনদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া গেলেন, আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (বিদায়াহ)

ইয়াযীদ তাইমী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পাইতাম, তবে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া (কাফেরদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করিতাম এবং প্রাণ উৎসর্গ করিতাম। হযরত হোযাইফা (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি এরূপ করিতে পারিতে? আমরা প্রচণ্ড বাতাস ও শীতের মধ্যে খন্দকের যুদ্ধের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের অবস্থা দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন কেহ আছে কি, যে আমার নিকট কাফেরদের খবর লইয়া আসিবে এবং কেয়ামতের দিন সে আমার সঙ্গে থাকিবে? অতঃপর বর্ণনাকারী উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং হাদীসের শেষাংশে এরূপ রহিয়াছে যে, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিতেই শীত আমাকে আবার ধরিল এবং আমি কাঁপিতে লাগিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (শত্রুর খবরাখবর সম্পর্কে) অবহিত করিলাম। তিনি যে চোগা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেছিলেন উহার কিছু অংশ আমার শরীরের উপর দিয়া দিলেন। আমি সকাল পর্যন্ত ঘুমাইয়া রহিলাম। সকাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে নিদ্রামগ্ন, উঠ।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন কে আছে, যে দুশমন কি করিতেছে, উঠিয়া দেখিবে এবং ফিরিয়া আসিবে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিবার শর্ত করিলেন। (অর্থাৎ তাহাকে অবশ্যই

ফিরিয়া আসিতে হইবে।) আমি তাহার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিব যেন সে বেহেশতে আমার সঙ্গী হয়। কিন্তু অতিশয় ভয়, প্রচণ্ড শীত ও ক্ষুধার দরুন কেহই উঠিল না।

আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের পথে যখম ও রোগ-ব্যাধি সহ্য করা

হযরত আবু সায়েব (রাঃ) বলেন, বনু আব্দুল আশহাল গোত্রের এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমি এবং আমার ভাই ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমরা উভয়ে যুদ্ধ হইতে আহত অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার পর নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণাকারী যখন দুশমনের পিছনে ধাওয়া করিতে যাওয়ার ঘোষণা দিল তখন আমি আমার ভাইকে বলিলাম, অথবা আমার ভাই আমাকে বলিল, আমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ হারাইব? (অর্থাৎ আমরা এই সুযোগও হাতছাড়া করিব না।) অথচ আল্লাহর কসম, আমাদের কোন সাওয়ারী ছিল না, উপরন্তু আমরা উভয়ে ছিলাম গুরুতর আহত। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত রওয়ানা হইলাম। উভয়ের মধ্যে আমি একটু কম আহত ছিলাম। আমার ভাই যখন চলিতে চলিতে অক্ষম হইয়া যাইত, আমি তাহাকে বহন করিয়া লইতাম। এইভাবে কিছুদূর তাহাকে বহন করিয়া আবার কিছুদূর পায়ে হাঁটিয়া আমরা সেইস্থান পর্যন্ত পৌঁছিলাম যেখানে মুসলমান বাহিনী পৌঁছিয়াছিল।

ওয়াকেদী হইতে ইবনে সা'দ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সাহ্ল ও তাহার ভাই রাফে' ইবনে সাহ্ল (রাঃ) উভয়ে আহত অবস্থায় একে অপরকে বহন করিয়া হামরা উল আসাদ (নামক পাহাড়) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। তাহাদের নিকট আরোহণের কোন সওয়ারী ছিল না।

হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ)এর ঘটনা

বনু সালামার কতিপয় বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) অনেক বেশী খোঁড়া ছিলেন। সিংহের ন্যায় তাহার চার পুত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সকল যুদ্ধে শরীক হইত। ওহুদের যুদ্ধের সময় পুত্রগণ পিতাকে (যুদ্ধে অংশগ্রহণ হইতে) বিরত রাখিতে চাহিল এবং তাহারা বলিল, আল্লাহ তায়ালা তো আপনাকে অক্ষম করিয়াছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরজ করিলেন, আমার পুত্রগণ আপনার সহিত এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমাকে বাধা দিতে চাহিতেছে। আল্লাহর কসম, আমি আমার এই খোঁড়া পা লইয়া বেহেশতে বিচরণ করিতে আশা করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাকে আল্লাহ তায়ালা অক্ষম করিয়াছেন, তোমার জন্য জেহাদে যাওয়া আবশ্যক নহে এবং তাহার পুত্রগণকে বলিলেন, তোমরা তাহাকে জেহাদে যাইতে বাধা দিও না, হয়ত আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শাহাদাত নসীব করিবেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিলেন এবং শাহাদৎ বরণ করিলেন। হযরত কাতাদা (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, হযরত আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে বলুন, আমি যদি আল্লাহর রাহে লড়াই করিতে করিতে মারা যাই তবে কি বেহেশতে আমার এই খোঁড়া পা ঠিক হইয়া যাইবে এবং আমি সুস্থ পায়ে সেখানে হাঁটিতে পারিব? তিনি খোঁড়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, (তোমার পা বেহেশত ঠিক হইয়া যাইবে।) অতঃপর তিনি, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহার এক গোলাম ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হইলেন। শাহাদাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি যে, সে তাহার সুস্থ পায়ে

বেহেশতে বিচরণ করিতেছে। তিনি উভয় ভাই ও তাহাদের গোলাম তিনজনকে একই কবরে দাফন করিবার নির্দেশ দিলেন।

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর ঘটনা

ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল হামীদের দাদী বর্ণনা করেন যে, হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)এর বুকে তীর বিদ্ধ হইল। বর্ণনাকারী আমর ইবনে মারযূক বলেন, আমার উস্তায ওহুদের যুদ্ধের দিন, না হুনাইনের যুদ্ধের দিন বলিয়াছিলেন তাহা আমার স্মরণ নাই। হযরত রাফে' (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার তীর বাহির করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, হে রাফে', যদি চাও তীর ও ফলক উভয়টাই বাহির করিয়া দিব, আর যদি চাও ফলক রাখিয়া শুধু তীর বাহির করিয়া দিব এবং কেয়ামতের দিন আমি তোমার শাহাদতের সাক্ষ্য দিব। হযরত রাফে' (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফলক রাখিয়া শুধু তীর বাহির করিয়া দিন এবং কেয়ামতের দিন আপনি সাক্ষ্য দিন যে, আমি শহীদ হইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই করিলেন।

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) ইহার পর বহুদিন জীবিত ছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর খেলাফত আমলে পুনরায় তাহার সেই যখম তাজা হয় এবং তিনি আসরের নামাযের পর ইন্তেকাল করেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, তাহার ইন্তেকাল হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর খেলাফত আমলের পরে হইয়াছে, আর ইহাই সঠিক। এসাবা গ্রন্থে উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে বলা হইয়াছে যে, সম্ভবত যখম তাজা হইবার দীর্ঘদিন পর তাহার ইন্তেকাল হইয়াছে। এই বিষয়ে আরো হাদীস সবরের অধ্যায়ে আসিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

হিজরত

মাতৃভূমি পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হওয়া সত্ত্বেও সাহাবা (রাঃ) কিরূপে মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন? মৃত্যু পর্যন্ত তাহারা আর সেই মাতৃভূমিতে ফিরিয়া যান নাই। দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল জিনিষ অপেক্ষা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করা তাহাদের নিকট কিরূপ প্রিয় হইয়া গিয়াছিল? তাহারা কেমন করিয়া দ্বীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দিয়াছিলেন যে, উহা নষ্ট হইয়া যাওয়ার পরওয়া করেন নাই এবং উহা নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। আপন দ্বীনকে ফেৎনা হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা কেমনভাবে এক দেশ হইতে অন্য দেশে ছুটিয়া বেড়াইতেন। তাহারা যেন আখেরাতের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছিলেন এবং উহারই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ফলে মনে হইত যেন দুনিয়া শুধু তাহাদের (খেদমতের) জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল।

নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হিজরতের বিবরণ

হযরত ওরওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হজ্বের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্বের বাকী দিনগুলি, মহররম ও সফর মাস মক্কায় অবস্থান করিয়াছিলেন। কোরাইশের মুশরিকগণ তখন পরিস্কারভাবে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে বাহির হইয়া যাইবেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহার জন্য মদীনায় হেফাজত ও আশ্রয়স্থল নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। তাহারা ইহাও জানিতে পারিয়াছিল যে, মদীনার আনসারগণ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুহাজিরগণ সেখানে হিজরত করিয়া যাইতেছেন। অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শেষ সিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করিল যে, তাঁহাকে ধরিয়া (নাউযু বিল্লাহ) কতল করিয়া দিবে অথবা বন্দী করিয়া রাখিবে বা যমীনের উপর হেঁচড়াইবে। (বন্দী করিবে বলিয়াছে বা যমীনের উপর হেঁচড়াইবে বলিয়াছে এই ব্যাপারে বর্ণনাকারী আমর ইবনে খালেদ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন) অথবা তাঁহাকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া দিবে বা বাঁধিয়া রাখিবে। আল্লাহ তায়ালা তখন নিম্নবর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহাদের এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে অবহিত করিয়া দিলেন।

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْيَقْتُلُوْكَ اَوْيُخْرِجُوْكَ وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ -

অর্থ ঃ আর স্মরণ করুন যখন কাফেরগণ ষড়যন্ত্র করিতেছিল আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা বাহির করিয়া দিবার জন্য, তখন তাহারা পরিকল্পনা করিতেছিল এবং আল্লাহও পরিকল্পনা করিতেছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হযরত আবু বকর

(রাঃ)এর ঘরে আসিলেন সেদিনই তিনি জানিতে পারিলেন যে, তিনি যখন রাত্রে বিছানায় শয়ন করিবেন তখন কাফেরগণ তাঁহার উপর আক্রমণ করিবে। সুতরাং তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া রাতের অন্ধকারে মক্কা হইতে বাহির হইলেন এবং সওর পাহাড়ের গুহায় যাইয়া উঠিলেন। উহা সেই গুহা যাহা আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদে উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানায় শয়ন করিলেন, যাহাতে গুপ্তচরগণ তাঁহার গমন সম্পর্কে বুঝিতে না পারে, (বরং তাহারা এই ধারণা করিতে থাকে যে, তিনি বিছানায় শায়িত আছেন।) কোরাইশের মুশরিকগণ রাতভর ঘোরাফিরা ও পরামর্শ করিতে লাগিল যে, বিছানায় শায়িত ব্যক্তির উপর অতর্কিতে হামলা করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিব। রাতভর এই সকল জল্পনা–কল্পনা করিতে করিতে তাহাদের সকাল হইয়া গেল। তাহারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিল না। সকালবেলা দেখিল, হযরত আলী (রাঃ) বিছানা হইতে উঠিতেছেন। তাহারা নবীকরীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন, এই ব্যাপারে তাহার কিছু জানা নাই। মুশরিকগণ তখন বুঝিতে পারিল যে, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাহারা সওয়ারীতে আরোহণপূর্বক চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে তালাশ করিতে লাগিল। আশে–পাশে ঝর্ণার ধারে বসতিগুলিতে সংবাদ পাঠাইল যে, তাহারা যেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে। এই কাজের উপর বিরাট পুরস্কারেরও ঘোষণা করা হইল।

মুশরিকগণ তালাশ করিতে করিতে সেই গুহার নিকটও পৌঁছিল যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) অবস্থান করিতেছিলেন। এমনকি তাহারা সেই গুহার মুখেও পৌঁছিয়া গেল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেই সময় অত্যন্ত

ভীত হইলেন এবং ভয় ও বিষন্নতা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাহাকে বলিলেন—

لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -

বিষন্ন হইও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এবং তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাহার (অন্তরের) উপর প্রশান্তি ঢালিয়া দিলেন। যেমন কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍلَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

অর্থ ঃ অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করিলেন, এবং তাঁহার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠাইলেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের কথা নীচু করিয়া দিলেন, আর আল্লাহর কথা সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কিছু দুধের বকরী ছিল, যাহা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) ও মক্কায় তাহার পরিবারের নিকট হাজির হইত। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) উহার দুধ পান করিতেন।) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোলাম হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ) অত্যন্ত আমানতদার, বিশ্বস্ত ও খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তাহাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন পথপ্রদর্শক ঠিক করিবার জন্য পাঠাইলেন। হযরত আমের (রাঃ) বনু আব্দ ইবনে আদীএর ইবনে উরাইকিত নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই কাজের জন্য ঠিক করিলেন। এই ব্যক্তি কোরাইশের বনু সাহ্ম অর্থাৎ বনু আস ইবনে ওয়ায়েলের মিত্র ছিল এবং সে তখনও মুশরিক ছিল। (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) লোকদের পথ দেখাইবার কাজ করিত। গুহায় অবস্থানের দিনগুলিতে সে আমাদের

বাহনগুলি লইয়া আত্মগোপন করিয়াছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর (রাঃ) মক্কার সমস্ত খবরাখবর লইয়া সন্ধ্যার সময় তাহাদের উভয়ের নিকট যাইতেন। হ্যরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ)ও প্রত্যেক রাত্রিতে বকরি লইয়া তাহাদের নিকট যাইতেন এবং তাহারা দুধ দোহন করিয়া পান করিতেন, জবাই করিয়া গোশত খাইতেন। তারপর সকালে ভোরে ভোরে বকরি লইয়া হযরত আমের (রাঃ) অন্যান্য রাখালদের নিকট চলিয়া যাইতেন। কেহই জানিতে পারিত না।

অবশেষে যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে মক্কায় সব রকম আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল এবং হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ) আসিয়া তাঁহাদিগকে অবহিত করিলেন যে, লোকজনের মধ্যে এই ব্যাপারে আলোচনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখন হযরত আমের (রাঃ) ও ইবনে উরাইকিত উভয়ের বাহন লইয়া হাজির হইলেন। তাঁহারা দুইদিন দুই রাত্র গুহায় কাটাইয়া ছিলেন। অতঃপর তাঁহারা সেখান হইতে রওয়ানা হইলেন, তাঁহাদের সহিত হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ)ও চলিলেন। তিনি তাঁহাদের বাহন হাঁকাইতেন, খেদমত করিতেন এবং (বিভিন্ন কাজে) তাঁহাদের সাহায্য করিতেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) পালাক্রমে তাহাকে নিজের পিছনে বাহনে বসাইতেন। হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ) ও বনু আদীর পথপ্রদর্শক ব্যতীত আর কেহ তাঁহাদের সহিত ছিল না।

হ্যরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যহ সকালে বা সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট এক সময়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরে আসিতেন। যেদিন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হিজরত করিবার এবং আপন কাওমের মধ্য হইতে মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন, সেদিন তিনি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আমাদের নিকট আসিলেন। পূর্বে এই সময়ে তিনি কখনও আমাদের নিকট আসিতেন না। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে (এই অসময়ে আসিতে) দেখিয়া বলিলেন, নিশ্চয়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অসময়ে আগমনের পিছনে নতুন কোন ব্যাপার রহিয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করিলে হযরত আবু বকর (রাঃ) (তাঁহাকে জায়গা দিবার জন্য) নিজের চৌকি হইতে একটু পিছনে সরিয়া বসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট তখন আমি ও আমার বোন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নিকট যাহারা বসিয়া আছে তাহাদিগকে বাহিরে পাঠাইয়া দাও। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইহারা দুইজন তো আমার মেয়ে। আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউক, ইহাদের এইখানে থাকায় কোন অসুবিধা নাই। তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে চলিয়া যাইবার এবং হিজরত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (এই হিজরতের সফরে) আমি আপনার সহিত যাইতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমিও সঙ্গে চল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি জানিতাম না যে, মানুষ আনন্দেও কাঁদে। সেদিন হযরত আবু বকর (রাঃ)কে কাঁদিতে দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম। অতঃপর তিনি আরজ করিলেন, হে আল্লাহর নবী, এই দুইটি সওয়ারী আমি এই সময়ের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। অতঃপর তাঁহারা বনু দুয়েল ইবনে বকরের আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত নামক এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ প্রদর্শনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। আব্দুল্লাহ মুশরিক ছিল এবং তাহার মা বনু সাহম ইবনে আমর গোত্রীয়া ছিল। বাহন দুইটি তাহার নিকট দিয়া দিলেন এবং নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সে বাহন দুইটি চরাইতে থাকিল।

আল্লামা বাগাবী অতি উৎকৃষ্ট সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে এই হাদীসের কিছু অংশ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু

বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, আমি আপনার সহিত থাকিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি সঙ্গে থাকিবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট দুইটি বাহন আছে। আমি উহাদিগকে ছয় মাস যাবত এই সময়ের জন্য ঘাস খাওয়াইতেছি। আপনি একটিকে গ্রহণ করুন। তিনি বলিলেন, (আমি তোমার নিকট হইতে বিনামূল্যে লইব না।) বরং কিনিয়া লইব। সুতরাং তিনি উহা কিনিয়া লইলেন। তারপর তাহারা সেখান হইতে বাহির হইয়া গুহায় যাইয়া উঠিলেন। অতঃপর হাদীসের বাকী অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন প্রতিদিন দিনে দুইবার আমাদের নিকট আসিতেন। একদিন তিনি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় আসিলেন। আমি বলিলাম, আব্বাজান, এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়াছেন। আমার পিতা-মাতা তাঁহার উপর কোরবান হউন, নিশ্চয় তিনি এই সময় কোন বিশেষ কারণে আসিয়াছেন। (হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার নিকট গেলেন।) তিনি বলিলেন, তুমি কি জান যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে এখান হইতে চলিয়া যাইবার অনুমতি দিয়াছেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সহিত যাইতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে, তুমি আমার সহিত চল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট দুইটি সওয়ারী আছে যাহাদিগকে আমি আজ এই দিনের অপেক্ষায় ঘাস খাওয়াইয়া আসিতেছি। উহা হইতে একটি আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মূল্যের বিনিময়ে লইব। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, আপনি যদি ইহাতে খুশী থাকেন তবে মূল্যের বিনিময়েই গ্রহণ করুন। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমরা তাঁহাদের উভয়ের জন্য সফরের খাবার প্রস্তুত করিলাম এবং আমি

নিজের কমরবন্ধ ছিড়িয়া এক টুকরা দ্বারা সেই খাবার বাঁধিয়া দিলাম। অতঃপর তাঁহারা রওয়ানা হইয়া সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইলেন। গুহার নিকট পৌঁছিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথম গুহার ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং ভিতরে প্রতিটি ছিদ্রের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া দেখিলেন, কোন বিষাক্ত প্রাণী আছে কিনা?

কাফেরগণ তাঁহাদিগকে মক্কায় না পাইয়া তালাশ করিতে বাহির হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরিয়া আনার উপর একশত উটের পুরস্কার নির্ধারণ করিল। তাহারা মক্কার পাহাড়গুলিতে সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে সেই পাহাড়ে যাইয়া উঠিল যেখানে তাঁহারা দুইজন অবস্থান করিতেছিলেন। অনুসন্ধানকারীদের একজন গুহার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি তো আমাদিগকে দেখিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না, কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে, ফেরেশতাগণ আমাদিগকে তাহাদের পাখা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি বসিয়া গুহার দিকে ফিরিয়া পেশাব করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি আমাদিগকে দেখিত তবে এইরূপ করিত না। তাঁহারা সেখানে তিনরাত্র অবস্থান করিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোলাম হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা (রাঃ) সন্ধ্যায় তাঁহার বকরির পাল লইয়া আসিতেন এবং শেষ রাত্রে তাঁহাদের নিকট হইতে বকরির পাল লইয়া চলিয়া যাইতেন এবং চারণভূমিতে যাইয়া অন্যান্য রাখালদের সহিত বকরি চরাইতেন। সন্ধ্যার সময় রাখালদের সহিত ফিরিবার সময় তিনি একটু ধীরগতিতে হাঁটিতেন এবং পিছনে থাকিয়া যাইতেন। রাত্রি অন্ধকার হইয়া গেলে বকরির পাল লইয়া গুহায় আসিতেন। অন্যান্য রাখালগণ মনে করিত তিনি তাহাদের সহিত আছেন। অপর দিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ) মক্কায় থাকিয়া খবরাখবর সংগ্রহ করিতেন এবং রাত্রি অন্ধকার হইয়া গেলে গুহায় পৌঁছিয়া তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে

অবহিত করিতেন। তারপর শেষরাত্রে সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সকাল পর্যন্ত মক্কায় পৌঁছিয়া যাইতেন। (তিন রাত্রি পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহা হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র উপকূলবর্তী পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) কখনও আগে আগে চলিতেন, কিন্তু যখনই পিছন হইতে কাহারো আসিবার আশঙ্কা মনে জাগিত তখন পিছনে পিছনে চলিতেন। এইভাবে সমস্ত পথ কখনও আগে কখনও পিছনে চলিতে থাকিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যেহেতু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, সেহেতু কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে যদি জিজ্ঞাসা করিত, তোমার সহিত ইনি কে? তিনি বলিতেন, ইনি একজন পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখাইতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইত দ্বীনের পথ দেখাইতেছেন, আর অপর লোকটি মনে করিত সফরের পথ দেখাইতেছেন।

তাঁহারা চলার পথে যখন কুদাইদ নামক জনপদের নিকট পৌঁছিলেন তখন একব্যক্তি বনু মুদলিজ গোত্রের নিকট যাইয়া বলিল, আমি দুইজন উষ্ট্রারোহীকে সমুদ্র উপকূলের দিকে যাইতে দেখিয়াছি। আমার ধারণা হয়, ইহারা কোরাইশের সেই দুই ব্যক্তি যাহাদিগকে তোমরা তালাশ করিতেছ। সুরাকা ইবনে মালেক বলিল, এই দুইজন তো তাহারা, যাহাদিগকে আমরা লোকদের অন্য এক কাজে পাঠাইয়াছি। (প্রকৃতপক্ষে সুরাকা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইহারা হযরত আবু বকর (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু সে অন্যান্যদের নিকট গোপন করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিল।) অতএব সুরাকা নিজের বাঁদীকে ডাকিয়া তাহার কানে কানে বলিয়া দিল, সে যেন তাহার ঘোড়া বাহির করিয়া রাখে। অতঃপর সে তাঁহাদের সন্ধানে বাহির হইল। সুরাকা ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তাঁহাদের নিকটে পৌঁছিয়া গেলাম। এইরূপে তিনি পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা সামনে আসিতেছে।

ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর যুগে কতিপয় লোক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিল। তাহারা আলোচনা প্রসঙ্গে

এমন কথা বলিল, যাহাতে তাহাদের নিকট হযরত আবু বকর (রাঃ) অপেক্ষা হযরত ওমর (রাঃ) শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝা যাইতেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এই কথা জানিতে পারিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক রাত্র ওমরের সম্পূর্ণ খান্দানের (যিন্দেগী) হইতে উত্তম এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক দিন ওমরের সম্পূর্ণ খান্দানের (যিন্দেগী) অপেক্ষা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া রাত্রিবেলায় ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং গুহায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই রাত্রে হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছুক্ষণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে আগে হাঁটিতেন আবার কিছু সময় পিছন পিছন হাঁটিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিতে পরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবু বকর, তোমার কি হইয়াছে? কিছুক্ষণ আগে চল আবার কিছুক্ষণ পিছনে চল? তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যখন আমার মনে হয় যে, পিছন হইতে না কেহ আসিয়া পড়ে, তখন আমি পিছনে হাঁটি। আবার যখন মনে হয় যে, সামনে কেহ ওৎ পাতিয়া বসিয়াছে কি না? তখন সামনে হাঁটি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, (আল্লাহ না করুন) যদি কোন বিপদ আসিয়া পড়ে তবে তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তাহা আমার পরিবর্তে তোমার উপর আসুক? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে (দ্বীনে) হক দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমি ইহাই চাই। তাঁহারা যখন গুহার নিকট পৌঁছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি একটু এইখানে দাঁড়ান, আমি আপনার জন্য গুহাটা পরিস্কার করিয়া লই। হযরত আবু বকর (রাঃ) ভিতরে প্রবেশ করিয়া গুহা পরিস্কার করিলেন। তারপর বাহিরে আসিয়া মনে হইল যে, ছিদ্রগুলি পরিস্কার করা হয় নাই। আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন, আমি ছিদ্রগুলি

পরিষ্কার করিয়া আসি। অতঃপর ভিতরে যাইয়া গুহাকে ভালভাবে পরিষ্কার করিয়া আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ভিতরে আসুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এই ঘটনা ব্যক্ত করিবার পর হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সেই রাত্র ওমরের সম্পূর্ণ খান্দানের (যিন্দেগী) অপেক্ষা উত্তম। (বিদায়াহ)

হযরত হাসান বিসরী (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কোরাইশগণও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসন্ধানে গুহার নিকট পৌঁছিল। কিন্তু গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া তাহারা বলিল, এই গুহায় কেহ প্রবেশ করে নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (গুহার ভিতর) দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছিলেন, আর হযরত আবু বকর (রাঃ) পাহারা দিতেছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, এই আপনার কওম, আপনাকে তালাশ করিতেছে। আল্লাহর কসম, আমার নিজের প্রাণের জন্য কোন চিন্তা করি না। কিন্তু আমার ভয় হইল, আপনার উপর না কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, কোন ভয় করিও না, নিশ্চয় আমাদের সহিত আল্লাহ আছেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমরা যখন গুহার ভিতর ছিলাম তখন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলাম, যদি কাফেরদের কেহ নিজের পায়ের দিকে দৃষ্টি করে তবে আমাদিগকে তাহাদের পায়ের নীচে দেখিয়া ফেলিবে। তিনি বলিলেন, হে আবু বকর, তোমার সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা যাহাদের সঙ্গে তৃতীয় জন আল্লাহ রহিয়াছেন?

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ)

(আমার পিতা) হযরত আযেব (রাঃ)এর নিকট হইতে তের দেরহামের একটি জিনপোষ খরিদ করিয়া বলিলেন, (তোমার ছেলে) বারাকে বল, সে যেন এই জিন আমার ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। হযরত আযেব (রাঃ) বলিলেন, আগে আপনি সেই ঘটনা বলুন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আপনি হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন তখন আপনি কি করিয়াছিলেন? হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরা গুহা হইতে রাত্রের প্রথমাংশে বাহির হইয়া সারা রাত্র এবং পরবর্তী সারা দিন ও সারা রাত্র অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিলাম। এমন কি তার পরদিন দুপুর হইয়া গেল এবং রৌদ্র প্রচণ্ড গরম হইয়া উঠিল। আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম যে, কোথাও ছায়া দেখা যায় কি না, যেখানে একটু বিশ্রাম করিব। একটি বড় পাথর দেখিতে পাইলাম। দ্রুত সেখানে যাইয়া দেখিলাম, এখনো কিছু ছায়া বাকি আছে। আমি জায়গা সমান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি চামড়া বিছাইয়া দিলাম এবং আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, একটু শুইয়া পড়ুন। তিনি শয়ন করিলেন। তারপর আমি বাহির হইয়া দেখিতে লাগিলাম এদিকে কেহ তালাশ করিতে আসিতেছে কি না? দেখিলাম, এক রাখাল বকরি চরাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ছেলে, তুমি কার রাখাল? সে কোরাইশের এক ব্যক্তির নাম বলিল, যাহাকে আমি চিনিতে পারিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বকরিতে দুধ আছে কি? সে বলিল, আছে। আমি বলিলাম, আমাকে কি কিছু দুধ বাহির করিয়া দিতে পার? (অর্থাৎ তোমার মালিকের পক্ষ হইতে দুধ দিবার অনুমতি আছে কি না?) সে বলিল, হাঁ, দিতে পারি। আমার কথামত সে একটি বকরির পা বাঁধিল এবং হাত দ্বারা বকরির স্তন হইতে ধুলাবালি ঝাড়িয়া নিজের হাতও ঝাড়িয়া লইল। আমার নিকট একটি পাত্র ছিল যাহার মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। সে আমাকে উহাতে সামান্য দুধ দোহন করিয়া দিল। আমি দুধের পেয়ালায় পানি ঢালিলাম যাহাতে পেয়ালার তলা পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া দেখিলাম, তিনি জাগ্রত হইয়াছেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দুধ পান করুন। তিনি এত পরিমাণ পান করিলেন যে, আমি সন্তুষ্ট হইয়া গেলাম। তারপর বলিলাম, রওয়ানা হওয়ার সময় হইয়া গিয়াছে। অতএব আমরা রওয়ানা হইয়া গেলাম।

মক্কার লোকেরা আমাদের সন্ধান করিতেছিল। সুরাকা ইবনে মালেক ব্যতীত আর কেহ আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে নাই। সে নিজের ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল। আমি (তাহাকে দেখিয়া) বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, অনুসন্ধানকারী আমাদের নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, চিন্তা করিও না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর সুরাকা আমাদের এত নিকটে আসিয়া পড়িল যে, আমাদের ও তাহার মধ্যে এক বা দুই অথবা বলিয়াছেন, দুই বা তিন বর্শা পরিমাণ দূরত্ব বাকি রহিল। তখন আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আনুসন্ধানকারী আমাদের একেবারে নিকটে আসিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, কাঁদিতেছ কেন? আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, আমি নিজের জন্য কাঁদিতেছি না, বরং আপনার জন্য কাঁদিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ দোয়া করিলেন, 'ইয়া আল্লাহ, আপনার যেভাবে ইচ্ছা হয় আমাদিগকে ইহার হাত হইতে রক্ষা করুন।' তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার সম্মুখের দুই পা বুক পর্যন্ত কঠিন মাটির ভিতর ধ্বসিয়া গেল এবং সে ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি বিশ্বাস করি, ইহা আপনারই কাজ। আমাকে এই মুসীবত হইতে উদ্ধার করার জন্য আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। আল্লাহর কসম, যাহারা পিছনে আপনার সন্ধানে আসিতেছে আমি তাহাদিগকে ধোকা দিয়া দিব। (অর্থাৎ পিছনে কাহাকেও আসিতে দিব না।) আর আমার এই তীরদান হইতে আপনি একটি তীর লইয়া যান। অমুক জায়গায় আমার উট–বকরির পাল আপনার পথে পড়িবে। আপনি (এই তীর দেখাইয়া) প্রয়োজন মত যত ইচ্ছা বকরি

লইয়া যাইবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার উহার প্রয়োজন নাই। তারপর তিনি তাহার জন্য দোয়া করিলেন, সে উক্ত মুসীবত হইতে মুক্তি পাইল এবং নিজের সঙ্গীদের নিকট চলিয়া গেল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। অবশেষে আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম। লোকেরা আমাদেরকে স্বাগত জানাইল এবং তাহারা রাস্তায় দুই ধারে ছাদের উপর উঠিয়া দেখিতে লাগিল এবং রাস্তায় খাদেম ও বালকগণ ছুটাছুটি করিতেছিল এবং বলিতেছিল, আল্লাহু আকবার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিয়াছেন। (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করিয়াছেন। মদীনার লোকেরা পরস্পর এই ব্যাপারে টানাটানি করিতে লাগিল যে, কে তাঁহাকে নিজ ঘরে লইয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আজ রাত্রে আমি আব্দুল মুত্তালিবের মাতুল বংশ বনু নাজ্জারের সম্মানার্থে তাহাদের নিকট যাপন করিব। (সুতরাং তিনি সেখানে রাত্রি যাপন করিলেন।) পরদিন সকালে তিনি সেখানে গমন করিলেন, যেখানে যাওয়ার জন্য আল্লাহর আদেশ হইয়াছিল। (বিদায়াহ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর মদীনায় আগমন ও আনসার (রাঃ)দের আনন্দ উৎসব

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত যুবাইর (রাঃ) মুসলমানদের এক ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত সিরিয়া হইতে ফিরিতেছিলেন। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার সাক্ষাত হইল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সাদা রঙের কাপড় পরিধান করাইলেন। মদীনায় মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মক্কা হইতে রওয়ানা হইবার

সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাহারা প্রত্যহ সকালবেলা হাররা (নামক স্থান) পর্যন্ত আসিয়া এস্তেকবাল অর্থাৎ স্বাগত জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেন। যখন দ্বিপ্রহরের রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিত তখন তাহারা মদীনায় ফিরিয়া যাইতেন। একদিন তাহারা দীর্ঘসময় অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া গেলেন। যখন তাহারা নিজ নিজ ঘরে যাইয়া পৌঁছিলেন তখন এক ইহুদী তাহার নিজের কোন কিছু দেখিবার জন্য কিল্লার উপর উঠিল। তাহার দৃষ্টি সাদা পোষাক পরিহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গীদের উপর পড়িল। তাঁহাদের চলার দরুন মরুভূমির মরিচিকা কাটিয়া যাইতেছিল। ইহুদী ধৈর্য রাখিতে না পারিয়া, উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, হে আরবগণ, তোমাদের প্রতীক্ষিত ব্যক্তি আসিয়া গিয়াছেন। মুসলমানগণ তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য হাররা পর্যন্ত ছুটিয়া গেল। তাহারা সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানাইল। তিনি তাহাদের সকলকে লইয়া হাররার ডান দিকে ঘুরিয়া বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট অবতরণ করিলেন। সেদিন রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) লোকদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। আনসারদের মধ্যে যাহারা এযাবৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে নাই তাহারা আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে সালাম করিতে লাগিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর রৌদ্র পড়ার দরুন হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহাকে চাদর দ্বারা ছায়া করিলেন তখন তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ রাত্রেরও অধিক বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট অবস্থান করিলেন। তিনি সেখানে সেই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিলেন যাহার বর্ণনা কোরআন মজীদে আসিয়াছে—

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى -

অর্থ ঃ তবে যেই মসজিদের ভিত্তি রাখা হইয়াছে পরহেযগারীর উপর।

তিনি সেই মসজিদে নামায পড়িলেন। তারপর নিজ সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলেন। লোকেরাও তাঁহার সঙ্গে চলিতেছিল। বর্তমানে মদীনায় যেখানে মসজিদে নববী অবস্থিত আছে সেখানে আসিয়া তাঁহার উট বসিয়া পড়িল। মুসলমানগণ সেখানে পূর্ব হইতেই নামায পড়িয়া আসিতেছিলেন। উক্ত জায়গাটি সোহাইল ও সাহ্ল (রাঃ) নামক দুই এতীম বালকের মালিকানাধীন তাহাদের খেজুর শুকাইবার স্থান ছিল। হযরত আসআদ ইবনে যুরারা (রাঃ)এর তত্বাবধানে তাহারা লালিত পালিত হইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী সেখানে আসিয়া বসিয়া গেলে তিনি বলিলেন, ইনশাআল্লাহ ইহাই মনযিল (অর্থাৎ অবস্থানের জায়গা) হইবে। অতঃপর তিনি উক্ত দুই বালককে ডাকিয়া মসজিদের সেই জায়গা খরিদ করিতে চাহিলেন। তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এই জায়গা আপনাকে বিনা মূল্যে দান করিতেছি। কিন্তু তিনি তাহাদের নিকট হইতে দান হিসাবে লইতে রাজী হইলেন না, বরং তাহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইলেন এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং সাহাবা (রাঃ)দের সহিত নির্মাণ কাজে কাঁচা মাটির ইট বহন করিতেছিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرْ - هٰذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرْ -

অর্থাৎ এই (ইটের) বোঝা খাইবারের (খেজুর ও কিসমিসের) বোঝার মত নহে, হে আমাদের রব, ইহা তাহা অপেক্ষা উত্তম ও পবিত্র।

কখনও এইরূপ আবৃত্তি করিতেছিলেন—

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَاَجْرُالْاٰخِرَةْ فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةْ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, প্রকৃত আজর ও সওয়াব তো আখেরাতের আজর ও সওয়াব, আপনি আনসার ও মুহাজিরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মুসলমানের কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন, যাহার নাম আমার নিকট বর্ণনা করা হয় নাই। ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কবিতা ব্যতীত আর কাহারো সম্পূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন বলিয়া আমরা হাদীসের মধ্যে কোথাও পাই নাই।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমিও ছেলেদের সহিত ছুটাছুটি করিতেছিলাম। সকলে বলিতেছিল, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসিয়া গিয়াছেন। আমি দৌড়াইতেছিলাম ঠিকই কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছিলাম না। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার সঙ্গী হযরত আবু বকর (রাঃ) আগমন করিলেন এবং মদীনার একটি অনাবাদ স্থানে আসিয়া থামিলেন। তারপর তাঁহারা আনসারদের নিকট একজন গ্রাম্য লোক মারফৎ তাহাদের আগমনের সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইয়া পাঁচশত আনসার তাহাদের সম্বর্ধনার জন্য অগ্রসরে হইলেন। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, চলুন, আপনারা উভয়ে নিরাপদ ও মাননীয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ) অভ্যর্থনাকারীদের মাঝখানে চলিতেছিলেন। সমগ্র মদীনাবাসী সম্বর্ধনা জানাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িল। এমন কি কুমারী মেয়েরা ঘরের ছাদের উপর একে অপর হইতে আগে বাড়িয়া দেখিতেছিল এবং পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতেছিল যে, তিনি কোন্ জন? তিনি কোন্ জন? আমরা এমন দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম যেদিন আমাদের নিকট আগমন করেন এবং যেদিন তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন এই উভয় দিনে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। এই দুই দিনের ন্যায় আমি আর কখনও দেখি নাই।

হযরত ইবনে আয়েশা (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন তখন নারী শিশু সকলেই আনন্দে এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল—

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاعٍ

অর্থ ঃ ওদায়ের ঘাঁটি হইতে আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হইয়াছে। যতদিন কেহ আল্লাহর পক্ষে দাওয়াত দিতে থাকিবে, ততদিন আমাদের উপর শোকর করা ওয়াজিব থাকিবে। (বিদায়াহ)

হযরত ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের হিজরত

হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদের নিকট (মদীনায়) হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ও হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আসিয়াছেন। তাহারা দুইজন আমাদিগকে কোরআন শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তারপর হযরত আম্মার, হযরত বেলাল ও হযরত সা'দ (রাঃ) আসিলেন। ইহাদের পর হযরত ওমর (রাঃ) বিশজন সাহাবা (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে আমি মদীনাবাসীকে যেরূপ আনন্দিত হইতে দেখিয়াছি এরূপ আর কোন বিষয়ে তাহাদিগকে আনন্দিত হইতে দেখি নাই। আমি তাঁহার আগমনের পূর্বেই মুফাসসালের সূরাসমূহের মধ্যে সব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। (কানুযুল উম্মাল)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত বারা (রাঃ) বলেন, মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে সর্বপ্রথম বনু আব্দে দার গোত্রের হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ) ও তাহার পর বনু ফেহের গোত্রের অন্ধসাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আমাদের নিকট আসিলেন। তাহাদের পর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বিশজন আরোহী সহ আসিলেন। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি হইল। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তিনি আমার পিছনে আসিতেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং তাঁহার সহিত হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন। হযরত বারা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেই আমি মুফাসসালের কয়েকটি সূরা পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আইয়াশ ইবনে আবি রাবিআহ, হযরত হিসাম ইবনে আস ও আমি মদীনায় হিজরতের ইচ্ছা করিলাম তখন আমরা সারেফ নামক স্থানের উপরি ভাগে বনু গিফারের হাউজের পার্শ্বে তানাযিব উপত্যকায় একত্রিত হইবার সিদ্ধান্ত করিলাম এবং আমরা ইহাও আলোচনা করিলাম যে, আমাদের তিনজনের কেহ সকাল পর্যন্ত যথাস্থানে পৌঁছিতে না পারিলে বুঝিতে হইবে যে, সে কাফেরদের হাতে আটকা পড়িয়াছে। অতএব অপর দুইজন রওয়ানা হইয়া যাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি ও হযরত আইয়াশ (রাঃ) সকালে তানাযিবে পৌঁছিলাম, আর হিশাম (কাফেরদের হাতে) আটকা পড়িল। সে পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া ফেতনায় পতিত হইল। (অর্থাৎ ইসলাম হইত ফিরিয়া গেল) আমরা মদীনায় আসিয়া কোবায় বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট উঠিলাম। আবু জেহেল ইবনে হিশাম ও হারেস ইবনে হিশাম হযরত আইয়াশের সহিত সম্পর্কে একই মায়ের ঘরের চাচাত ভাই ছিল। আবু জেহেল ও হারেস হযরত আইয়াশকে ফেরৎ লইয়া যাইবার জন্য মদীনায় আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনও মক্কায় ছিলেন। তাহারা দুইজন হযরত আইয়াশ (রাঃ)এর সহিত আলোচনা করিল এবং বলিল, তোমার মা মানত করিয়াছে যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত চুলে চিরুনী লাগাইবে না এবং রৌদ্র হইতে ছায়ায় যাইবে না। মায়ের কথা শুনিয়া হযরত আইয়াশের মন গলিয়া গেল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম আল্লাহর কসম, ইহারা তোমাকে তোমার দ্বীন হইতে সরাইতে চাহিতেছে, তুমি হুঁশিয়ার থাক। আল্লাহর কসম, উকুন জ্বালাতন করিলে তোমার মা অবশ্যই চিরুনী লাগাইবে এবং মক্কার রৌদ্রে অতিষ্ট হইয়া নিজেই ছায়ায় গমন করিবে। হযরত আইয়াশ বলিলেন, আমি আমার মায়ের মানতও পূর্ণ করিব এবং মক্কায় আমার কিছু মাল রহিয়াছে তাহাও লইয়া আসিব। আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, তুমি জান, আমি কোরাইশের একজন ধনী ব্যক্তি। আমি তোমাকে আমার অর্ধেক মাল দিয়া দিব, তবুও তুমি তাহাদের সহিত যাইও না। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনিলেন না এবং তাহাদের সহিত যাওয়ার উপর অটল হইয়া রহিলেন। তিনি যখন তাহাদের সহিত যাওয়ার পাকা সিদ্ধান্ত করিলেন তখন আমি তাহাকে বলিলাম যাহা করিবার করিয়াছ। তাহাদের সহিত যখন যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করিয়াছ, আমার এই উটনী লইয়া যাও। ইহা নিতান্ত উন্নত বংশজাত ও অত্যন্ত অনুগত। তুমি ইহার উপর হইতে অবতরণ করিও না। যদি ইহাদের ব্যাপারে তোমার মনে কোন সন্দেহ জাগে তবে এই উটনীতে বসিয়া পালাইয়া আসিও। অতএব হযরত আইয়াশ উটনীতে সওয়ার হইয়া তাহাদের দুইজনের সহিত রওয়ানা হইলেন। পথে এক জায়গায় আবু জেহেল হযরত আইয়াশকে বলিল, ভাই, খোদার কসম, আমার এই উট অত্যন্ত ধীরগতি হইয়া পড়িয়াছে। তুমি কি আমাকে তোমার উটের পিছনে বসাইয়া লইবে? হযরত আইয়াশ বলিলেন, হাঁ অবশ্যই। অতঃপর তিনি নিজের উট বসাইলেন। তাহার উটে উঠিবার জন্য আবু জেহেল ও হারেসও তাহাদের উট বসাইল। হযরত আইয়াশ উট হইতে নামিতেই তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং রশি দ্বারা

তাহাকে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর মক্কা লইয়া গিয়া তাহাকে ইসলাম হইতে ফিরাইবার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাইল। তিনি শেষ পর্যন্ত ইসলাম হইতে ফিরিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর আলোচনা করিতাম যে, যাহারা ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কুফুরিতে ফিরিয়া যাইবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের তওবা কবুল করিবেন না। যাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিত তাহারাও এরূপ ধারণা পোষণ করিত। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমন করিবার পর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ - وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ - وَاتَّبِعُوْا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

অর্থ ঃ বলিয়া দিন, হে আমার বান্দাগণ, যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছ তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন, তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমূখী হও এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ হও, তোমাদের নিকট আযাব আসিবার পূর্বে, অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না। তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর, তোমাদের নিকট অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসিবার পূর্বে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি এই আয়াত লিখিয়া হযরত হিশাম ইবনে আসের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। হযরত হিশাম বলেন, আমার নিকট যখন এই আয়াতসমূহ পৌঁছিল তখন আমি যিতুআ নামক স্থানে যাইয়া উহা পড়িতে লাগিলাম এবং (উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য) উপর হইতে নীচ পর্যন্ত দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি উহার উদ্দেশ্য

বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে আমি দোয়া করিলাম, আয় আল্লাহ, আমাকে উহার অর্থ বুঝাইয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে ঢালিলেন যে, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছে। (অর্থাৎ আমরা নিজেদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করিতাম এবং আমাদের সম্পর্কে লোকেরা যাহা বলাবলি করিত যে, যাহারা ইসলাম পরিত্যাগ করিয়া কাফের হইয়া গিয়াছে, তাহাদের তওবা আল্লাহ তায়ালা কবুল করিবেন না। আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়া এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, তওবা কবুল হইবে।) অতএব আমি আমার উটের নিকট আসিয়া উহাতে আরোহণ করিলাম এবং মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া হাজির হইলাম।

(বিদায়াহ)

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)এর হিজরত

হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, নিজের পরিবার–পরিজন লইয়া যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর জন্য হিজরত করিয়াছেন, তিনি হইলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)। আমি হযরত নাযার ইবনে আনাস (রাঃ)এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত আবু হামযা অর্থাৎ হযরত আনাস (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ) হিজরত করিয়া হাবশায় চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার সহধর্মিনী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত রোকাইয়া (রাঃ) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাদের কুশল সংবাদ আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। একজন কোরাইশী মহিলা আসিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি আপনার জামাতাকে দেখিয়াছি, তাহার স্ত্রীও তাহার সহিত রহিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাদিগকে কি অবস্থায় দেখিয়াছ? মহিলাটি বলিল, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, স্ত্রীকে একটি দুর্বল গাধার পিঠে বসাইয়া নিজে

গাধাটিকে হাঁকাইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তাহাদের সঙ্গী হউন! হযরত লূত আলাইহিস সালামের পর ওসমানই সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যে সপরিবারে হিজরত করিয়াছে।

তাবারানী হযরত আনাস (রাঃ) হইতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের কোন সংবাদ না পাওয়ার দরুন ঘর হইতে বাহির হইয়া লোকদের নিকট তাহাদের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি তাহাদের সংবাদের অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে একজন মহিলা আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহাদের সংবাদ দিল।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর হিজরত

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনা যাইবার সময় আমাকে তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর অবস্থান করতে আদেশ করিলেন এবং তাঁহার নিকট লোকদের গচ্ছিত আমানত উহার মালিকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে বলিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোকেরা আমানত রাখিত বলিয়া তাঁহাকে আল–আমীন বলা হইত। আমি তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর সেখানে তিন দিন অবস্থান করিলাম। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রকাশ্যে চলাফেরা করিতাম। একদিনও আমি আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকি নাই। অতঃপর আমি মক্কা হইতে বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ধরিয়া চলিলাম। আমি যখন বনু আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি কুলসূম ইবনে হাদামের ঘরে উঠিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই ঘরেই উঠিয়াছিলেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের প্রথম হাবশায় ও পরে মদীনায় হিজরত

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি খেজুরগাছ সমৃদ্ধ এক ভূখণ্ড স্বপ্নে দেখিয়াছি, তোমরা সেখানে চলিয়া যাও। সুতরাং হযরত হাতিব ও হযরত জাফর (রাঃ) সমুদ্র পথে রওয়ানা হইলেন। (হযরত হাতিব (রাঃ)এর পুত্র) মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, আমি সেই নৌকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি (যাহাতে চড়িয়া তাহারা রওয়ানা হইয়াছিলেন)।

হযরত ওমায়ের ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত জাফর (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে অনুমতি দিন আমি এমন এক দেশে চলিয়া যাই যেখানে নির্ভয়ে আল্লাহর এবাদত করিতে পারি। তিনি তাহাকে এই ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। হযরত জাফর (রাঃ) নাজাশী বাদশাহের নিকট চলিয়া গেলেন। হাদীসের পরবর্তী বিস্তারিত অংশ সামনে আসিতেছে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, মক্কাভূমি মুসলমানদের জন্য সংকীর্ণ হইয়া গেল। সাহাবা (রাঃ) বিভিন্ন রকমের জুলুম নির্যাতনের শিকার হইতে লাগিলেন। তাহারা দেখিলেন, দ্বীনের কারণে তাহাদের উপর বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা ও মুসীবত আসিতেছে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এই সকল পরীক্ষা ও মুসীবত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আপন কওম ও আপন চাচার কারণে হেফাজতে ছিলেন এবং তিনি সাহাবাদের ন্যায় জুলুম-অত্যাচার বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছিলেন না। (এই সকল অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা (রাঃ)দেরকে বলিলেন, হাবশায় এমন একজন বাদশাহ রহিয়াছেন, যাহার কারণে সেখানে কেহ কাহারো উপর জুলুম করিতে পারে না। তোমরা তাহ

দেশে চলিয়া যাও। আল্লাহ তায়ালা যতদিন তোমাদের জন্য কোন সুবিধা বা যে মুসীবতে তোমরা লিপ্ত রহিয়াছ তাহা হইতে মুক্তির পথ বাহির না করিয়া দেন, তোমরা সেখানে অবস্থান কর।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা পৃথক পৃথক জামাত হিসাবে রওয়ানা হইয়া হাবশায় যাইয়া একত্রিত হইলাম এবং সেখানে বসবাস করিতে লাগিলাম। বড় ভাল এলাকা ছিল, সেখানকার লোকেরা উত্তম প্রতিবেশী ছিল। আমরা নিশ্চিন্তে আপন দ্বীনের উপর চলিতেছিলাম। সেখানে আমাদের কোন প্রকার জুলুম অত্যাচারের ভয় ছিল না। হাবশায় আমাদের নিরাপদ অবস্থান লাভ হইয়াছে দেখিয়া কোরাইশগণ তেলে–বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, আমাদের ব্যাপারে হাবশার বাদশাহের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিবে এবং আমাদিগকে নাজাশীর দেশ হইতে বাহির করিয়া মক্কায় লইয়া আসিবে। অতএব আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবীআহকে তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে সাব্যস্ত করিল। এবং নাজাশী ও তাহার বড় বড় সেনাপতিদের জন্য বহু উপঢৌকন সামগ্রী জমা করিল। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক উপঢৌকন তৈয়ার করিয়া লইল। প্রতিনিধিদলের উভয়কে কোরাইশগণ বলিয়া দিল যে, সাহাবাদের ব্যাপারে কথা বলার পূর্বেই সেনাপতিদিগকে উপঢৌকন দিবে। অতঃপর নাজাশীকে তাহার উপঢৌকন দিবে এবং মুসলমানদের সহিত নাজাশী কোনরূপ আলাপ আলোচনার পূর্বেই যেন তাহাদিগকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করিয়া দেয়, এই চেষ্টা করিবে।

আমর ইবনে আস ও আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবীআহ নাজাশীর নিকট পৌঁছিয়া প্রত্যেক সেনাপতির নিকট গেল এবং প্রত্যেককে উপঢৌকন পেশ করিয়া বলিল, আমরা আমাদের কতিপয় নির্বোধ লোকের ব্যাপারে এই বাদশাহের নিকট আসিয়াছি। তাহারা আপন কাওমের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আপনাদের ধর্মও গ্রহণ করে নাই। আমাদিগকে তাহাদের কাওমের লোকেরা প্রেরণ করিয়াছে, যেন বাদশাহ

তাহাদিগকে কাওমের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। আমরা যখন বাদশাহের নিকট এই ব্যাপারে কথা বলিব তখন আপনারাও তাহাকে পরামর্শ দিবেন যেন তিনি এইরূপ করেন। সেনাপতিগণ প্রত্যেকেই (সম্মত হইয়া) বলিল, (হাঁ) আমরা এইরূপ করিব। তারপর তাহারা নাজাশীর নিকট উপঢৌকন সামগ্রী পেশ করিল। মক্কার উপঢৌকন সামগ্রীর মধ্যে পাকা চামড়া তাহার নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। উপঢৌকন পেশ করিবার পর তাহারা নাজাশীকে বলিল, হে বাদশাহ, আমাদের কতিপয় নির্বোধ যুবক আপন কাওমের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। তাহারা আপনার ধর্মও গ্রহণ করে নাই, বরং অজ্ঞাত এক মনগড়া ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। এখন তাহারা আপনার দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। তাহাদের খান্দান, পিতা-মাতা, চাচাগণ এবং তাহাদের কাওমের লোকেরা আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে যেন আপনি তাহাদিগকে নিজ কাওমের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেন। কারণ, আপনার অপেক্ষা কাওমের লোকেরাই তাহাদের বিষয়ে ভাল জানিবে। উপরন্তু তাহারা যেহেতু আপনার ধর্মও কখনও গ্রহণ করিবে না, সেহেতু আপনি কেন তাহাদের সাহায্য বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন? নাজাশী (ইহা শুনিয়া) রাগান্বিত হইয়া বলিল, না। আল্লাহর কসম, তাহাদেরকে না ডাকিয়া, কথাবার্তা না শুনিয়া এবং তাহাদের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা না করিয়া আমি তাহাদিগকে ফেরৎ দিতে পারি না। তাহারা আমার দেশে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে এবং অন্য কাহারো প্রতিবেশী না হইয়া আমার প্রতিবেশী হওয়াকে পছন্দ করিয়াছে। যদি তাহারা এমনই হয় যেমন ইহারা বলিয়াছে তবে তাহাদিগকে ফেরৎ দিব। অন্যথায় আমি তাহাদের হেফাজত করিব, তাহাদের ও মক্কাবাসীদের মধ্যে আমি পড়িব না এবং (তাহাদিগকে ফেরৎ প্রেরণ করিয়া) মক্কাবাসীদের চক্ষু শীতল করিব না।

(নাজাশী মুসলমানদিগকে ডাকিল।) মুসলমানগণ নাজাশীর দরবারে হাজির হইয়া সালাম করিলেন কিন্তু তাহাকে সেজদা করিলেন না। নাজাশী জিজ্ঞাসা করিল, হে (মুহাজিরীনের) দল, তোমরা কেন তোমাদের

স্বজাতীয়দের ন্যায় আমাকে (সেজদা করিয়া) সালাম করিলে না? আর বল, হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তোমাদের দ্বীন কি? তোমরা কি নাসারা (অর্থাৎ খৃষ্টান)? তাহারা বলিলেন, না। নাজাশী জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ইহুদী? তাহারা বলিলেন, না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি তোমাদের কাওমের দ্বীনের উপর আছ? তাহারা বলিলেন, না। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, তবে তোমাদের দ্বীন কি? তাহারা বলিলেন, ইসলাম। বাদশাহ্ জিজ্ঞাসা করিল, ইসলাম কাহাকে বলে? তাহারা উত্তর দিলেন, আমরা আল্লাহর এবাদত করি, তাঁহার সহিত কাহাকেও অংশীদার করি না। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিল, এই দ্বীন তোমাদের নিকট কে লইয়া আসিয়াছেন? তাহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যেকারই একজন এই দ্বীন আমাদের নিকট লইয়া আসিয়াছেন, যাঁহাকে আমরা উত্তমরূপে জানি। তাঁহার ও তাঁহার বংশ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছি। আল্লাহ তায়ালা যেরূপ অন্যান্য নবীগণকে আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, সেরূপ তাঁহাকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে নেককাজ করা, দান–খয়রাত করা, অঙ্গীকার পালন করা ও আমানত পরিশোধ করার আদেশ করিয়াছেন। মূর্তিপূজা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এক আল্লাহ যাঁহার কোন অংশীদার নাই তাঁহার এবাদত করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, আল্লাহর কালামের পরিচয় লাভ করিয়াছি এবং তিনি যাহা কিছু আনিয়াছেন তাহা আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি। এই সকল কারণে আমাদের কাওম আমাদের ও এই সত্য নবীর শত্রু হইয়াছে। তাহারা নবীকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছে এবং তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছে। আমাদের দ্বারা মূর্তিপূজা করাইতে চাইয়াছে। আমরা নিজেদের দ্বীন ও প্রাণরক্ষার খাতিরে আপন কাওমের নিকট হইতে আপনার নিকট পলায়ন করিয়া আসিয়াছি। নাজাশী বলিল, আল্লাহর কসম এ সকল কথা–বার্তা সেই একই নূরের তাক হইতে বাহির হইয়াছে

যেখান হইতে মূসা আলাইহিস সালামের দ্বীন বাহির হইয়াছিল।

হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আপনি সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, (সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, বেহেশতীদের সালাম আসসালামু আলাইকুম হইবে। তিনি আমাদিগকে এইরূপ সালাম করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব আপনাকে সেইভাবে সালাম করিয়াছি যেভাবে আমরা পরস্পর সালাম করিয়া থাকি। বাকি রহিল হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস। (তাঁহার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস হইল,) তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। তিনি আল্লাহর সেই কলেমা যাহা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার রুহ, কুমারী ও পুরুষের সংস্পর্শ হইতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকারিণী (মারইয়াম)এর পুত্র। নাজাশী একটি কাঠি হাতে লইয়া বলিল, আল্লাহর কসম হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তিনি তাহা অপেক্ষা এই কাঠি পরিমাণও অতিরঞ্জিত নহেন।

নাজাশীর এই কথা শুনিয়া হাবশার উচ্চপদস্থ সরদারগণ বলিল, আল্লাহর কসম, হাবশার জনগণ যদি আপনার (এই বক্তব্য) শুনিতে পায় তবে তাহারা আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দিবে। নাজাশী বলিল, আল্লাহর কসম, আমি কখনও হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিব না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে পুনঃরাজত্ব দান করিতে লোকদের কথা শুনেন নাই, তবে আমি কেন আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাহাদের কথা শুনিব? এইরূপ কাজ হইতে আমি আল্লাহর পানাহ্ চাহিতেছি।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, অতঃপর নাজাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সাহাবা (রাঃ)দেরকে ডাকিয়া পাঠাইল। নাজাশীর দূত আসিয়া সংবাদ দিবার পর তাহারা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, নাজাশীর নিকট যাওয়ার পর তোমরা এই ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে কি বলিবে? তাহারা (এই ব্যাপার একমত হইয়া) বলিলেন, আমরা তাহাই বলিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন এবং বলিবার আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে যাহা হয় হইবে। মুসলমানগণ দরবারে পৌঁছিয়া দেখিলেন, নাজাশী তাহাদের পূর্বেই বড় বড় পাদ্রীগণকে ডাকাইয়া আনিয়াছে। পাদ্রীগণ নিজেদের কিতাবাদী খুলিয়া নাজাশীর চতুর্দিকে বসিয়া আছে। নাজাশী মুসলমানদিগকে প্রশ্ন করিল, তোমরা যে দ্বীনের কারণে আপন কাওমকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা কি? তোমরা আমার ধর্মও গ্রহণ কর নাই অথবা বর্তমান প্রচলিত অন্য কোন ধর্মও গ্রহণ কর নাই। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাজাশীর সহিত যিনি কথা বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)। তিনি বলিলেন, হে বাদশাহ, আমরা অন্ধ ছিলাম, মূর্তিপূজা করিতাম, মৃত পশুর গোশত খাইতাম, অশ্লীল কাজ করিতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করিতাম, প্রতিবেশীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিতাম, আমাদের মধ্যে শক্তিশালী দুর্বলকে ভক্ষণ করিত। এরূপ চরম অবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্যেকার এক ব্যক্তিকে রাসূল হিসাবে আমাদের নিকট প্রেরণ করিলেন, যাঁহার বংশ পরিচয়, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ও নিষ্পাপ চরিত্র সম্পর্কে আমরা পূর্ব হইতে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে আল্লাহর প্রতি আহবান করিলেন যেন আমরা তাঁহাকে এক মানি, তাঁহার এবাদত করি এবং আমরা ও আমাদের বাপ দাদাগণ আল্লাহ ব্যতীত যে সকল পাথর ও মূর্তিপূজা করিতাম, তাহা পরিত্যাগ করি। তিনি আমাদিগকে সত্য কথা বলা, আমানত রক্ষা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা, প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করার আদেশ করিয়াছেন এবং হারাম কাজ ও অন্যায়ভাবে হত্যা করা হইতে বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।

আমাদিগকে অশ্লীল কাজ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, এতীমের মাল ভক্ষণ ও নিষ্পাপ নারীদের উপর অপবাদ আরোপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন যেন আমরা আল্লাহর এবাদত করি এবং তাঁহার সহিত কোন জিনিষকে অংশীদার না করি, নামায কায়েম করি ও যাকাত প্রদান করি।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত জা'ফর (রাঃ) ইসলামের বিষয়গুলি নাজাশীর নিকট উল্লেখ করিলেন। (অতঃপর বলিলেন) আমরা তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তিনি যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করিয়াছি। আমরা এক আল্লাহর এবাদত করিয়াছি, তাহার সহিত কোন জিনিষকে অংশীদার করি নাই। আল্লাহ তায়ালা যাহা কিছু আমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন, তাহাকে হারাম মনে করিয়াছি এবং যাহা তিনি আমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন, তাহাকে হালাল জানিয়াছি। এই কারণে আমাদের কাওম আমাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা আমাদিগকে বিভিন্ন উপায়ে শাস্তি দিল এবং আমাদিগকে আমাদের দ্বীন হইতে ফিরাইয়া আল্লাহর এবাদতের পরিবর্তে মূর্তিপূজা করাইবার জন্য নানাহ প্রকারে উৎপীড়ন করিল। তাহারা চাহিল যে, আমরা পুনরায় সেই সকল খারাপ কাজকে বৈধ মনে করি, যাহাকে আমরা পূর্বে বৈধ মনে করিতাম। তাহারা যখন আমাদের উপর (এই ব্যাপারে) অত্যাধিক চাপ সৃষ্টি করিল এবং জুলুম অত্যাচার করিল, আমাদের জীবন দুর্বিষহ করিয়া দিল এবং আমাদের দ্বীনের উপর চলার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইল, তখন হে বাদশাহ, আমরা আপনার দেশে বাহির হইয়া আসিয়াছি। অন্যের পরিবর্তে আপনাকে গ্রহণ করিয়াছি এবং আপনার প্রতিবেশী হইয়া থাকাকে পছন্দ করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছি যে, আপনার এখানে আমাদের উপর জুলুম হইবে না।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাজাশী বলিল, তোমাদের নবী আল্লাহর নিকট হইতে যে কালাম লইয়া আসিয়াছেন উহার কিছু কি

তোমার স্মরণ আছে? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, স্মরণ আছে। নাজাশী বলিল, তাহা পড়িয়া শুনাও। হযরত জা'ফর (রাঃ) কাফ–হা–ইয়া–আঈন–সাদ (অর্থাৎ সূরা মারইয়াম)এর প্রথম হইতে কয়েকটি আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন। নাজাশী তেলাওয়াত শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার দাড়ি ভিজিয়া গেল। তাহার পাদ্রীগণও কাঁদিল এবং কান্নায় তাহাদের কিতাবসমূহ ভিজিয়া গেল। অতঃপর নাজাশী বলিল, এই কালামও হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক আনীত কালাম, একই নূরের তাক্ হইতে বাহির হইয়াছে।

নাজাশী (কোরাইশের প্রতিনিধিদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিল, তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও। আল্লাহর কসম, আমি উহাদিগকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি না, বরং তোমাদের হাতে তুলিয়া দিবার কথা চিন্তাও করিতে পারি না।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাজাশীর দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর আমর ইবনে আস (তাহার সঙ্গীকে) বলিল, আল্লাহর কসম, আগামীকাল নাজাশীয় দরবারে আসিয়া আমি মুসলমানদের এমন দোষ বর্ণনা করিব যে, তাহাদের জামাতের মূলোৎপাটন করিয়া ছাড়িব। উভয়ের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি রাবীআহ আমাদের ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত নরম ও সৎপ্রকৃতির ছিল। আব্দুল্লাহ আমরকে বলিল, এমন করিও না, (ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া) আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহারা তো আমাদেরই আত্মীয়। আমর বলিল, আল্লাহর কসম, আমি নাজাশীকে অবশ্যই বলিব যে, তাহারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে (আল্লাহর) বান্দা বলিয়া বিশ্বাস করে। অতএব, পরদিন আমর নাজাশীর দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে বাদশাহ, এই মুসলমানগণ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে অনেক বড় (বেয়াদবীমূলক) কথা বলিয়া থাকে। আপনি তাহাদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে তাহারা কি বলে? সুতরাং নাজাশী হযরত ঈসা

আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য লোক মারফৎ মুসলমানদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমাদের উপর এরূপ কঠিন অবস্থা আর আসে নাই। মুসলমানগণ সকলেই সমবেত হইয়া পরস্পর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, নাজাশী যখন তোমাদিগকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে তখন তোমরা কি উত্তর দিবে? অতঃপর মুসলমানগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা লইয়া আসিয়াছেন আমরা তাহাই বলিব। (আমরা সত্য কথা বলিব তারপর) যাহা হইবার হইবে। অতএব মুসলমানগণ দরবারে উপস্থিত হইলে, নাজাশী জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কি বল? হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) নাজাশীর প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছেন, আমরা তাহার ব্যাপারে সেই কথাই বলিয়া থাকি। তিনি আল্লাহর বান্দা, তাঁহার রাসূল, ও তাঁহার (সৃষ্ট) রূহ। তিনি আল্লাহর সেই কলেমা যাহা তিনি কুমারী ও পুরুষের সংশ্রব হইতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপনকারিণী মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নাজাশী হাত বাড়াইয়া মাটির উপর হইতে একটি কাঠি উঠাইয়া বলিল, আল্লাহর কসম, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা অপেক্ষা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এই কাঠি পরিমাণও অতিরিক্ত নহেন। নাজাশীর এই কথা শুনিয়া তাহার চারিদিকে উপরিষ্ট সেনা কর্মকর্তাগণ (রাগে) বিড়বিড় করিতে লাগিল। নাজাশী বলিল, তোমরা যতই বিড়বিড় কর না কেন, আল্লাহর কসম (ইহাই সত্য)।

অতঃপর নাজাশী (মুসলমানদের উদ্দেশ্যে) বলিলেন, যাও, তোমরা আমার দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যে তোমাদিগকে গালি দিবে, তাহার উপর জরিমানা হইবে। পুনরায় বলিলেন, যে তোমাদিগকে গালি দিবে তাহার

উপর জরিমানা হইবে। এক পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়েও আমি তোমাদের কাহাকেও কষ্ট দেওয়া পছন্দ করিব না। অতঃপর (নিজের লোকদেরকে) বলিলেন, কোরাইশ প্রতিনিধিদ্বয়ের উপঢৌকন সামগ্রী তাহাদিগকে ফেরৎ দিয়া দাও, এই সকল উপঢৌকনের আমার কোন প্রয়োজন নাই। আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ তায়ালা যখন আমার রাজত্ব আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন তখন তিনি আমার নিকট হইতে কোন উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। কাজেই আমি আল্লাহর ব্যাপারে কি করিয়া উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারি? আল্লাহ তায়ালা আমার ব্যাপারে লোকদের কথা শুনেন নাই, আমি কেন আল্লাহর ব্যাপারে লোকদের কথা শুনিব? অতএব, কোরাইশ প্রতিনিধিদ্বয় তাহাদের আনীত উপহারসামগ্রী সহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিল। আর আমরা তাহার নিকট নিশ্চিন্তে বসবাস করিতে লাগিলাম। এলাকা হিসাবে অতি উত্তম স্থান ছিল এবং প্রতিবেশী হিসাবেও সেখানকার লোকজন অতি উৎকৃষ্ট ছিল। আল্লাহর কসম, নাজাশীও এই অবস্থার উপর বিদ্যমান ছিল। এমন সময় হঠাৎ এক শত্রু রাজত্ব ছিনাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে তাহার উপর আক্রমণ করিয়া বসিল। ইহাতে আমরা এত বেশী চিন্তিত হইলাম যে, ইতিপূর্বে আমরা কখনও এরূপ চিন্তিত হই নাই।

আমরা এই ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছিলাম যে, যদি শত্রু নাজাশীর উপর জয়লাভ করে তবে হয়ত এমন ব্যক্তি বাদশাহ হইবে, যে নাজাশীর ন্যায় আমাদের হক চিনিবে না (এবং আমাদের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে না)।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, নাজাশী শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হইলেন। তাহার ও শত্রু সৈন্যের মাঝে নীলনদের ব্যবধান ছিল। নাজাশী তাহার সৈন্যদল সহ নীলনদ পার হইয়া অপর পারে গেলেন (এবং সেখানেই যুদ্ধের ময়দান কায়েম হইল)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, কে আছে, যুদ্ধের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া আমাদিগকে জানাইবে? হযরত যুবাইর ইবনে

আওয়াম (রাঃ) বলিলেন, আমি প্রস্তুত আছি। সকলে বলিলেন, হাঁ, তুমি এই কাজের উপযুক্ত। তিনি সাহাবা (রাঃ)দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বয়সের ছিলেন। মুসলমানরা (নদী পার হইবার জন্য) একটি চামড়ার মশকে বাতাস ভরিয়া তাহাকে দিলেন। তিনি উহা বুকে বাঁধিয়া লইলেন এবং সাঁতরাইয়া নদীর যে পাড়ে যুদ্ধ হইতেছিল সেখানে পৌঁছিয়া গেলেন। নদী পার হইবার পর কিছু দূর হাঁটিয়া তিনি যুদ্ধস্থলে পৌঁছিলেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমরা নাজাশীর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিলাম, যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শত্রুর উপর বিজয় দান করেন এবং সারা দেশের উপর তাহার রাজত্বকে মজবুত করিয়া দেন। আল্লাহর কসম, আমরা দোয়ায় মশগুল ছিলাম এবং যুদ্ধের খবরাখবরের অপেক্ষায় ছিলাম, এমন সময় হযরত যুবাইর (রাঃ)কে সম্মুখ হইতে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিলাম। তিনি কাপড় নাড়িয়া বুঝাইতেছিলেন যে, তোমরা সুসংবাদ লও, নাজাশী জয়লাভ করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহার শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং নাজাশীর রাজত্বকে মজবুত করিয়া দিয়াছেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা সেদিনের ন্যায় কখনও এরূপ আনন্দিত হইয়াছি বলিয়া আমার মনে পড়ে না। নাজাশী যুদ্ধেশেষে ফিরিয়া আসিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাহার শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন, তাহার রাজত্বকে মজবুত করিয়া দিয়াছেন। ফলে হাবশার বাদশাহী তাহার জন্য সুদৃঢ় হইয়া গেল। আমরাও তাহার নিকট সুখে শান্তিতে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম। অতঃপর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম। তিনি তখনও মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিলেন। আমরা প্রায় আশি জন পুরুষ ছিলাম। ইহাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত জা'ফর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উরফুতাহ, হযরত

ওসমান ইবনে মাযউন ও হযরত আবু মূসা (রাঃ)ও ছিলেন। তাহারা নাজাশীর নিকট পৌঁছিবার পর কোরাইশগণ আমর ইবনে আস ও ওমারা ইবনে ওলীদকে বহু উপঢৌকন সামগ্রীসহ নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিল। তাহারা উভয়ে নাজাশীর দরবারে পৌঁছিয়া তাহাকে সেজদা করিল এবং দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহার ডানে ও বায়ে বসিয়া গেল। তারপর বলিল, আমাদের কতিপয় চাচাত ভাই আমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনার দেশে চলিয়া আসিয়াছে। নাজাশী জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কোথায়? আমর ইবনে আস ও ওমারাহ বলিল, তাহারা আপনার দেশে (ওমুক স্থানে) আছে। লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া আনুন। অতএব নাজাশী মুসলমানদের ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইল। হযরত জা'ফর (রাঃ) (সঙ্গীদেরকে) বলিলেন, আজ তোমাদের পক্ষ হইতে আমি (বাদশাহের সম্মুখে) কথা বলিব। অতঃপর মুসলমানগণ সকলেই হযরত জাফর (রাঃ)কে অনুসরণ করিলেন। হযরত জাফর (রাঃ) দরবারে (উপস্থিত হইয়া) সালাম করিলেন, সেজদা করিলেন না। সভাসদগণ তাহাকে বলিল, তুমি বাদশাহকে সেজদা করিলে না কেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও সেজদা করি না। নাজাশী বলিল, ইহা কেমন কথা? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, যেন আল্লাহ ব্যতীত আমরা আর কাহাকেও সেজদা না করি। তিনি আমাদিগকে নামায ও যাকাতেরও হুকুম দিয়াছেন। আমর ইবনে আস বলিল, ইহারা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আপনার বিপরীত মত পোষণ করে। নাজাশী বলিল, তোমরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম ও তাঁহার মাতা সম্পর্কে কি বল? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, আমরা তাঁহার সম্পর্কে তাহাই বলি যাহা আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন। তিনি আল্লাহর কলেমা ও তাঁহার সেই রূহ, যাহা তিনি কুমারী ও পুরুষ সংস্পর্শ হইতে পৃথক বসবাসকারিণী (হযরত মারইয়াম)এর নিকট প্রেরণ

করিয়াছেন। যাঁহাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং (হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে প্রসব করার দরুন) তাহার কুমারীত্বও নষ্ট হয় নাই। নাজাশী মাটি হইতে একটি কুটা উঠাইয়া বলিল, হে হাবশাবাসী, হে ঈসায়ী ধর্মের ওলামা ও পাদ্রীগণ, হে সন্যাস অবলম্বনকারীগণ, আল্লাহর কসম, আমরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যাহা বলিয়া থাকি এই মুসলমানগণ তাহা অপেক্ষা এই কুটা পরিমাণও অতিরিক্ত বলিতেছে না। (অতঃপর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলিলেন,) মারহাবা তোমাদিগকে এবং তোমরা যাঁহার পক্ষ হইতে আসিয়াছ তাঁহাকেও মারহাবা। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি সেই নবী যাঁহার আলোচনা আমরা ইঞ্জীলে পাই। তিনি সেই রাসূল, যাহার সম্পর্কে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সুসংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। তোমরা (আমার দেশে) যেখানে ইচ্ছা হয় বসবাস কর। আল্লাহর কসম, যদি বাদশাহীর দায়িত্ব আমার উপর না থাকিত তবে আমি স্বয়ং তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জুতা মোবারক বহন করিতাম। অতঃপর নাজাশীর আদেশে কোরাইশের প্রতিনিধিদ্বয়ের উপঢৌকন সামগ্রী ফেরৎ দেওয়া হইল। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সকলের আগে তাড়াতাড়ি মদীনায় চলিয়া আসিলেন। ফলে তিনি বদরে শরীক হইতে পারিলেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)এর সহিত নাজাশীর নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। কোরাইশগণ এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আমর ইবনে আস ও ওমারাহ্ ইবনে ওলীদকে নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিল। এই রেওয়ায়াতের অবশিষ্টাংশ হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। তবে শেষাংশে এরূপ বলা হইয়াছে যে, (নাজাশী বলিলেন,) যদি আমার উপর বাদশাহীর দায়িত্ব না হইত তবে আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার জুতা মোবারক চুম্বন করিতাম। (মুসলমানদেরকে বলিলেন)

তোমরা আমার দেশে যতদিন ইচ্ছা হয় অবস্থান কর। এই কথা বলিয়া নাজাশী আমাদের খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন।

হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বলেন, কোরাইশগণ আমর ইবনে আস ও ওমারাহ ইবনে ওলীদকে আবু সুফিয়ানের পক্ষ হইতে উপঢৌকন সামগ্রী দিয়া নাজাশীর নিকট প্রেরণ করিল। আমরা তখন নাজাশীর দেশে অবস্থান করিতেছিলাম। তাহারা নাজাশীকে বলিল, আমাদের কতিপয় নীচ প্রকৃতির নির্বোধ লোক আপনার এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আপনি তাহাদিগকে আমাদের হাতে তুলিয়া দিন। নাজাশী বলিলেন, তাহাদের বক্তব্য না শুনিয়া আমি তাহাদিগকে তোমাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারি না। হযরত জাফর (রাঃ) বলেন, নাজাশী আমাদিগকে লোক পাঠাইয়া ডাকাইলেন। অতঃপর (আমরা দরবারে উপস্থিত হইলে) আমাদিগকে বলিলেন, ইহারা (অর্থাৎ আমর ইবনে আস ও ওমারাহ ইবনে ওলীদ) কি বলিতেছে? হযরত জা'ফর (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, ইহারা মূর্তিপূজা করে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। নাজাশী আমর ইবনে আস ও ওমারাহ ইবনে ওলীদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি তোমাদের গোলাম? তাহারা বলিল, না। নাজাশী জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি তাহাদের উপর তোমাদের কোন পাওনা ঋণ রহিয়াছে? তাহারা বলিল, না। নাজাশী বলিলেন, তোমরা তাহাদের পথ ছাড়িয়া দাও। অতঃপর আমরা তাহার দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

(আমরা দরবার হইতে বাহির হইয়া আসিবার পর) আমর ইবনে আস বলিল, আপনারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যাহা বলিয়া থাকেন ইহারা তাহার বিপরীত বলিয়া থাকে। নাজাশী বলিলেন, যদি তাহারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আমি যেরূপ বলি সেরূপ না বলে তবে আমি তাহাদিগকে আমার দেশে এক মিনিটের জন্য

অবস্থান করিতে দিব না। অতঃপর আমাদিগকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। দ্বিতীয় বারের তলব আমাদের জন্য প্রথম বার অপেক্ষা অধিক কঠিন মনে হইল। (আমরা পুনরায় তাহার দরবারে উপস্থিত হইলাম।) নাজাশী বলিলেন, তোমাদের নবী হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কি বলেন? আমরা বলিলাম, তিনি বলেন যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট রূহ এবং তাঁহার সেই কলেমা যাহা তিনি কুমারী ও পুরুষের সংশ্রব হইতে পৃথক বসবাসকারিণী (হযরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম)এর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ) বলেন, নাজাশী লোক পাঠাইয়া বলিলেন, অমুক অমুক বড় পাদ্রী ও সন্ন্যাসীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কি বল? তাহারা জবাব দিল, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম, আপনি কি বলেন? নাজাশী মাটি হইতে কোন ছোট একটি জিনিষ উঠাইয়া বলিলেন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এই সকল মুসলমানগণ যাহা বলিয়াছে তাহা অপেক্ষা তিনি এই ছোট জিনিষ পরিমাণও অতিরিক্ত নহেন। তারপর নাজাশী (মুসলমানদেরকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদেরকে কি কেহ কষ্ট দেয়? তাহারা জবাব দিলেন, হাঁ। (অতএব নাজাশীর আদেশে) একজন ঘোষণাকারী এই মর্মে ঘোষণা করিয়া দিল যে, যে ব্যক্তি এই মুসলমানদের কাহাকেও কষ্ট দিবে তাহার নিকট হইতে চার দেরহাম জরিমানা আদায় করিবে। অতঃপর নাজাশী মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পরিমাণ জরিমানা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে কি? আমরা বলিলাম, না। অতএব নাজাশী জরিমানা দ্বিগুণ অর্থাৎ আট দেরহাম করিয়া দিলেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ) বলেন, তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করিলেন এবং সেখানে তিনি বিজয় লাভ করিলেন তখন আমরা নাজাশীকে বলিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়লাভ করিয়াছেন এবং তিনি হিজরত করিয়া মদীনা চলিয়া গিয়াছেন। যে সকল কাফেরদের (অত্যাচার) সম্পর্কে আমরা আপনার নিকট আলোচনা করিতাম, তিনি তাহাদিগকে কতল করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা এখন তাঁহার নিকট চলিয়া যাইতে চাহিতেছি। আপনি আমাদিগকে যাইবার অনুমতি দান করুন। নাজাশী বলিলেন, ঠিক আছে এবং আমাদিগকে সাওয়ারী ও সফরের সামানপত্রও দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি তোমাদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি তাহা তোমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলিও, আর আমার এই প্রতিনিধি তোমাদের সঙ্গে থাকিবে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং তিনি (অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তাঁহাকে বলিও, তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

হযরত জা'ফর (রাঃ) বলেন, আমরা সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনায় পৌঁছিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বাগত জানাইলেন এবং আমার সহিত গলাগলি করিলেন। তারপর বলিলেন, জানি না আমি খাইবার বিজয়ে অধিক আনন্দিত হইয়াছি, না জা'ফরের আগমনে অধিক আনন্দিত হইয়াছি? হযরত জা'ফর (রাঃ) খাইবার বিজয়ের সময় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়া পড়িলেন। নাজাশীর দূত বলিল, এই জা'ফর! তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমাদের বাদশাহ তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। হযরত জা'ফর (রাঃ) বলিলেন, জ্বী হাঁ, তিনি আমাদের সহিত এই এই করিয়াছেন এবং আসিবার সময় আমাদিগকে সওয়ারী ও সফরের সামানপত্র দিয়াছেন। তিনি কলেমায় শাহাদাত পড়িয়াছিলেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই আর আপনি

আল্লাহর রাসূল। আর তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিও, যেন তিনি আমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন। এইকথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া অযূ করিলেন এবং তিনবার এই দোয়া করিলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلنَّجَاشِيِّ -

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, নাজাশীকে মাফ করিয়া দিন।

মুসলমানগণ 'আমীন' বলিলেন। অতঃপর হযরত জা'ফর (রাঃ) নাজাশীর দূতকে বলিলেন, তুমি যাও এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহা করিতে দেখিয়াছ তোমার বাদশাহকে উহার সংবাদ দিবে। (বিদায়াহ)

উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে আবি হাসমা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা হাবশা যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলাম এবং আমার স্বামী হযরত আমের (রাঃ) আমাদেরই কোন প্রয়োজনে বাহিরে গিয়াছিলেন, এমন সময় হযরত ওমর (রাঃ) আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি তখন মুশরিক ছিলেন এবং আমরা তাহার পক্ষ হইতে নানাহ রকমের কষ্ট–যাতনা সহ্য করিতেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে উম্মে আব্দুল্লাহ, তোমরা চলিয়া যাইতেছ? হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ বলিলেন, হাঁ, তোমরা যখন আমাদিগকে কষ্ট দিতেছ এবং আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছ, অতএব আমরা চলিয়া যাইতেছি। আল্লাহর যমীনের কোন এক স্থানে যাইয়া থাকিব, যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য (এই সকল মুসীবত হইতে) মুক্তির পথ করিয়া দেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হউন।

হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যে আমি তখন এমন বিগলিতভাব লক্ষ্য করিলাম যাহা ইতিপূর্বে কখনও তাহার মধ্যে দেখি নাই। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) চলিয়া গেলেন।

আমার ধারণা হয় যে, আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার অন্তরে ব্যথা লাগিতেছিল। হযরত আমের (রাঃ) আমাদের প্রয়োজন সমাধা করিয়া ঘরে আসিলে আমি বলিলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ, তুমি যদি একটু পূর্বে আসিতে তবে দেখিতে আমরা চলিয়া যাইব কারণে হযরত ওমর (রাঃ)এর মধ্যে কেমন বিগলিতভাব সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহাকে কেমন ব্যথিত দেখাইতেছিল। হযরত আমের (রাঃ) বলিলেন, তুমি কি তাহার ইসলাম গ্রহণের আশা করিতেছ? আমি বলিলাম, হাঁ। হযরত আমের বলিলেন, যতক্ষণ না খাত্তাবের গাধা মুসলমান হইয়াছে ততক্ষণ তুমি যাহাকে দেখিয়াছ সে (অর্থাৎ হযরত ওমর (রাঃ)) মুসলমান হইবে না। হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ইসলামের ব্যাপার হযরত ওমর (রাঃ)এর কঠোর বিরোধিতার কারণে নিরাশ হইয়া হযরত আমের (রাঃ) এই কথা বলিয়াছেন। হযরত উম্মে আব্দুল্লাহ (রাঃ)এর নাম ছিল লায়লা।

হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস ও তাঁহার ভাই হযরত আমর (রাঃ) উভয়ে হাবশাগামী মুহাজির ছিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের এক বৎসর পর যখন হাবশাগামী মুহাজিরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহারা নিকটবর্তী হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে স্বাগত জানাইবার জন্য আগাইয়া গেলেন। তাহারা বদরে অংশগ্রহণ করিতে না পারার দরুন মনক্ষুন্ন হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কেন মনক্ষুন্ন হইতেছ? লোকেরা এক হিজরত করিয়াছে আর তোমরা দুই হিজরত করিয়াছ। একবার তোমরা হিজরত করিয়া হাবশার বাদশাহের নিকট গিয়াছ। পুনরায় তোমরা তাহার নিকট হইতে হিজরত করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকা অবস্থায় সংবাদ পাইলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করিয়া মদীনা চলিয়া গিয়াছেন। অতএব আমি ও আমার দুইভাই,

আমরা তিনজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমি সবার মধ্যে ছোট ছিলাম। আমার অপর দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন হযরত আবু বুরদা (রাঃ) ও অপরজন হযরত আবু রুহ্ম (রাঃ) ছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা আমাদের কাওমের পঞ্চাশের উর্দ্ধে অথবা বলিয়াছেন, তিপ্পান্ন জনের অথবা বলিয়াছেন বাহান্ন জনের সহিত ছিলাম। আমরা একটি নৌকায় আরোহণ করিলাম। কিন্তু নৌকা আমাদিগকে হাবশায় নাজাশীর নিকট পৌঁছাইয়া দিল। সেখানে আমরা হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)কে পাইলাম। আমরা তাহার সহিত সেখানে থাকিয়া গেলাম। তারপর আমরা একত্রে মদীনায় আসিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাইবার বিজয়ের পর আমরা তাঁহার খেদমতে পৌঁছিলাম। অনেকে আমাদের নৌকার আরোহীদেরকে বলিতে লাগিল যে, আমরা হিজরতে তোমাদের অপেক্ষা অগ্রগামী রহিয়াছি। (অর্থাৎ আমরা তোমাদের পূর্বে মদীনায় হিজরত করিয়াছি, তোমরা আমাদের অপেক্ষা পিছনে রহিয়াছ।) হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) ও হাবশা হইতে আগমনকারী আমাদের মধ্যেকার একজন ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত হাফসা (রাঃ)এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ঘরে গেলেন। হযরত আসমা (রাঃ) মুসলমানদের সহিত হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)এর ঘরে যাইয়া সেখানে হযরত আসমা (রাঃ)কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, ইনি হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ)। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, সেই হাবশায় হিজরতকারিণী, সমুদ্রে সফরকারিণী? হযরত আসমা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হিজরতের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা অগ্রণী, অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আমরা তোমাদের অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখি।

ইহা শুনিয়া হযরত আসমা (রাঃ)এর রাগ হইল। তিনি বলিলেন, কখনও এমন হইতে পারে না, আল্লাহর কসম! আপনারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন, আপনাদের ক্ষুধার্তকে তিনি খাওয়াইতেন, অন্ধকে শিক্ষা দিতেন। আমরা হাবশায় এমন জায়গায় ছিলাম, যেখানকার লোকজন দ্বীন হইতে দূরে, দ্বীনের দুশমন ছিল। আর এই সকল কষ্ট আমরা আল্লাহ ও রাসূলের খাতিরে সহ্য করিয়াছি। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ না আপনার এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা করিয়াছি এবং তাঁহাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি ততক্ষণ আমি কিছুই খাইব না, পান করিব না। আল্লাহর কসম, আমি কোন মিথ্যা কথা বলিব না, এদিক সেদিকের কথা ও অতিরঞ্জিত কিছু বলিব না। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলে হযরত আসমা (রাঃ) বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, হযরত ওমর (রাঃ) এই এই কথা বলিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিয়াছ? বলিলাম, আমি এই এই কথা বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, আমার ব্যাপারে সে তোমার অপেক্ষা বেশী অধিকার রাখে না। তাহার ও তাহার সঙ্গীদের শুধু এক হিজরত, আর তোমাদের নৌকায় আরোহীদের দুই হিজরত হইয়াছে।

হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, হযরত আবু মূসা (রাঃ) ও নৌকায় আরোহী অন্যান্যরা দলে দলে আসিয়া আমার নিকট এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সম্পর্কে যে ফজীলতের কথা বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা বড় ও আনন্দের বিষয় তাহাদের নিকট দুনিয়ার আর কোন জিনিষ ছিল না। হযরত আসমা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আবু মূসা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি বার বার আমার নিকট হইতে এই হাদীস শুনিতেন।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আশআরী সাথীগণ যখন রাত্রিবেলায় কোরআন তেলায়াত করে তখন আমি তাহাদের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারি এবং দিনেরবেলায় যদিও তাহাদের অবস্থানগুলি আমি দেখি নাই, তথাপি রাত্রিবেলায় কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি তাহাদের অবস্থানগুলি জানিতে পারি। হযরত হাকীম (রাঃ)ও এই আশআরী সাথীদের মধ্যে একজন। তিনি (এমন বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন যে,) শত্রুর সহিত মুকাবিলার সময় (পলায়নরত শত্রু সৈন্যদিগকে যুদ্ধের আহবান জানাইয়া) বলিতেন, (পালাইও না) আমার সঙ্গীগণ তোমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছে অথবা মুসলমান ঘোড়সওয়ারদিগকে দেখিলে বলিতেন, আমার সঙ্গীগণ তোমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছে (যেন সকলে একত্রিতে আক্রমণ করিতে পারি)।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিছু লোক আমাদের উপর গর্ব করিয়া বলে যে, আমরা অগ্রবর্তী মুহাজিরীনদের অন্তর্ভুক্ত নহি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা নহে, বরং তোমাদের তো দুই হিজরত হইয়াছে। প্রথম তোমরা হিজরত করিয়া হাবশায় গিয়াছ, তারপর তোমরা পুনরায় হিজরত করিয়া (মদীনায়) আসিয়াছ।

(ফাতহুল বারী)

হযরত আবু সালামা ও উম্মে সালামা (রাঃ)এর মদীনায় হিজরত

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ) মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর উটের উপর আসন ঠিক করিয়া আমাকে উহার উপর বসাইলেন এবং আমার শিশুপুত্র সালামা ইবনে আবি সালামাকে আমার কোলে দিলেন। তারপর উট টানিয়া আমাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। (আমার গোত্র) বনু মুগীরার লোকেরা তাহাকে (এইভাবে চলিয়া যাইতে) দেখিয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিল

ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আশআরী সাথীগণ যখন রাত্রিবেলায় কোরআন তেলায়াত করে তখন আমি তাহাদের কণ্ঠস্বর চিনিতে পারি এবং দিনেরবেলায় যদিও তাহাদের অবস্থানগুলি আমি দেখি নাই, তথাপি রাত্রিবেলায় কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি তাহাদের অবস্থানগুলি জানিতে পারি। হযরত হাকীম (রাঃ)ও এই আশআরী সাথীদের মধ্যে একজন। তিনি (এমন বাহাদুর ব্যক্তি ছিলেন যে,) শত্রুর সহিত মুকাবিলার সময় (পলায়নরত শত্রু সৈন্যদিগকে যুদ্ধের আহবান জানাইয়া) বলিতেন, (পালাইও না) আমার সঙ্গীগণ তোমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছে অথবা মুসলমান ঘোড়সওয়ারদিগকে দেখিলে বলিতেন, আমার সঙ্গীগণ তোমাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছে (যেন সকলে একত্রিতে আক্রমণ করিতে পারি)।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিছু লোক আমাদের উপর গর্ব করিয়া বলে যে, আমরা অগ্রবর্তী মুহাজিরীনদের অন্তর্ভুক্ত নহি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা নহে, বরং তোমাদের তো দুই হিজরত হইয়াছে। প্রথম তোমরা হিজরত করিয়া হাবশায় গিয়াছ, তারপর তোমরা পুনরায় হিজরত করিয়া (মদীনায়) আসিয়াছ।

(ফাতহুল বারী)

হযরত আবু সালামা ও উম্মে সালামা (রাঃ)এর মদীনায় হিজরত

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ) মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর উটের উপর আসন ঠিক করিয়া আমাকে উহার উপর বসাইলেন এবং আমার শিশুপুত্র সালামা ইবনে আবি সালামাকে আমার কোলে দিলেন। তারপর উট টানিয়া আমাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন। (আমার গোত্র) বনু মুগীরার লোকেরা তাহাকে (এইভাবে চলিয়া যাইতে) দেখিয়া তাহার দিকে আগাইয়া আসিল

এবং বলিল, তোমার উপর আমাদের কোন অধিকার নাই সত্য, কিন্তু আমরা আমাদের মেয়েকে কেন তোমার হাতে এইভাবে ছাড়িয়া দিব যে, তুমি তাহাকে লইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে?

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমার গোত্রের লোকেরা হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর হাত হইতে উটের রশি কাড়িয়া নিল এবং আমাকে তাহার নিকট হইতে লইয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর গোত্র বনু আব্দুল আসাদের লোকদের রাগ হইল। তাহারা বলিল, তোমরা যখন তোমাদের মেয়ে (উম্মে সালামা)কে আমাদের লোক (আবু সালামা)এর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়াছ তখন আমরাও আমাদের ছেলে (সালামা)কে তোমাদের মেয়ের নিকট দিব না। অতএব আমার ছেলে (সালামা)কে লইয়া তাহাদের মধ্যে টানাটানি আরম্ভ হইয়া গেল। আর এই টানাটানিতে তাহারা ছেলের বাহু ছুটাইয়া ফেলিল। অবশেষে (আবু সালামা (রাঃ)এর গোত্র) বনু আব্দুল আসাদ তাহাকে লইয়া গেল এবং বনু মুগীরার লোকেরা আমাকে আটক করিয়া রাখিল। আমার স্বামী হযরত আবু সালামা (রাঃ) মদীনা চলিয়া গেলেন। এইভাবে আমি, আমার ছেলে ও স্বামী আমরা তিনজন একে অপর হইতে পৃথক হইয়া গেলাম। আমি প্রত্যহ সকালে আবতাহের ময়দানে বসিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদিতাম। এই অবস্থায় এক বৎসরকাল কাটিয়া যাইবার পর একদিন বনু মুগীরা গোত্রীয় আমার এক চাচাত ভাই নিকট দিয়া যাইবার সময় আমার অবস্থা দেখিয়া তাহার অন্তরে দয়া হইল। সে বনু মুগীরার লোকদেরকে বলিল, তোমরা কি এই অসহায়া মেয়েটিকে যাইতে দিবে না? তোমরা তাহাকে, তাহার পুত্র ও স্বামী, তিন জনকে পৃথক পৃথক করিয়া দিয়াছ। এই কথার পর বনু মূগীরা আমাকে বলিল, ইচ্ছা করিলে তুমি তোমার স্বামীর নিকট চলিয়া যাইতে পার।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, বনু আব্দুল আসাদ আমার ছেলেকে ফিরাইয়া দিল। আমি উটের উপর হাওদা বাঁধিয়া এবং ছেলেকে কোলে লইয়া স্বামীর নিকট মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া গেলাম।

আল্লাহর কোন বান্দা আমার সঙ্গে ছিল না। তানঈম নামক স্থানে পৌঁছিবার পর বনু আব্দেদার গোত্রের হযরত ওসমান ইবনে তালহা ইবনে আবি তালহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হে আবু উমাইয়ার বেটি, কোথায় যাইতেছ? আমি বলিলাম, আমার স্বামীর নিকট মদীনায় যাইতে চাহিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সঙ্গে কেহ আছে কি? আমি বলিলাম, আল্লাহ এবং আমার ছেলে ব্যতীত আর কেহ আমার সঙ্গে নাই। তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমাকে এইভাবে একা ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অতঃপর তিনি আমার উটের রশি ধরিয়া আমার সঙ্গে চলিলেন এবং আমার উটকে অত্যন্ত দ্রুত চালাইলেন। আল্লাহর কসম, আমি তাহার ন্যায় ভদ্র ও চরিত্রবান, আরবের কোন ব্যক্তির সহিত চলি নাই। যখন কোন মনযিলে পৌঁছিতেন তখন উট বসাইয়া তিনি পিছনে সরিয়া যাইতেন। আমি উট হইতে নামিয়া গেলে তিনি উট লইয়া পিছনে চলিয়া যাইতেন এবং উহার হাওদা নামাইয়া উটকে গাছের সহিত বাঁধিয়া দিতেন, তারপর তিনি পার্শ্বে কোন গাছের নিচে আরাম করিতেন। আবার রওয়ানা হওয়ার সময় হইলে উটের উপর হাওদা বাঁধিয়া আমার নিকট আনিয়া বসাইয়া দিতেন এবং নিজে পিছনে সরিয়া যাইতেন। আমাকে বলিতেন, আরোহণ কর। অতঃপর আমি উটের উপর ঠিক হইয়া বসিয়া গেলে তিনি উটের রশি ধরিয়া সামনের মনযিল পর্যন্ত চলিতে থাকিতেন। সফরের শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সহিত এই ব্যবহার করিয়াছেন এবং মদীনায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। যখন কোবায় বনু আমর ইবনে আওফের বস্তি তাহার দৃষ্টিগোচর হইল তখন তিনি বলিলেন, তোমার স্বামী এই বস্তিতে আছেন, তুমি সেখানে যাও, আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। হযরত আবু সালামা (রাঃ) সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর হযরত ওসমান ইবনে তালহা সেখান হইতে মক্কা ফিরিয়া চলিয়া গেলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলিতেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর ঘরের লোকদের যত মুসীবত সহ্য করিতে হইয়াছে আমার মনে হয় আর কোন ঘরের লোকদের এত

মুসীবত সহ্য করিতে হয় নাই। আর আমি হযরত ওসমান ইবনে তালহা অপেক্ষা অধিক ভদ্র ও চরিত্রবান সফরসঙ্গী আর কাহাকেও দেখি নাই। হযরত ওসমান ইবনে তালহা ইবনে আবি তালহা আবদারী (রাঃ) হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলমান হইয়াছেন। তিনি ও হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) এক সঙ্গে হিজরত করিয়াছেন।

হযরত সোহাইব ইবনে সিনান (রাঃ)এর হিজরত

হযরত সোহাইব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হইয়াছে। দুইটি প্রস্তরময় ময়দানের মধ্যবর্তী একটি লবণাক্ত স্থান। উক্ত স্থান সম্ভবতঃ হাজর অথবা ইয়াসরাব হইবে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় চলিয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আমারও তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কোরাইশের কতিপয় যুবক আমার জন্য বাধা হইল। আমি সেই রাত্রে দাঁড়াইয়া কাটাইলাম, মোটেও বসি নাই। তাহারা আমাকে পাহারা দিতেছিল। (আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া) তাহারা বলাবলি করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পেটের রোগে লিপ্ত করিয়া তোমাদিগকে নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়াছেন। (সে এখন কোথাও যাইতে পারিবে না। কাজেই তোমাদের পাহারার প্রয়োজন নাই।) অথচ আমার কোন পেটের রোগ ছিল না। তাহারা (আমাকে অসুস্থ ভাবিয়া) ঘুমাইয়া পড়িল। আমি সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমি রওয়ানা হইতেই তাহাদের কিছুলোক আমার নিকট পৌঁছিয়া গেল। আমাকে ফেরৎ লইয়া যাওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমাদিগকে কয়েক উকিয়া স্বর্ণ দিব এইশর্তে যে, তোমরা আমার পথ ছাড়িয়া দিবে এবং এই অঙ্গীকার পালন করিবে। তাহারা একমত হইল। সুতরাং আমি তাহাদের পিছনে পিছনে মক্কা আসিলাম এবং বলিলাম, দরজার চৌকাঠের নিচে

খনন কর, সেখানে কয়েক উকিয়া স্বর্ণ আছে। আর অমুক মহিলার নিকট যাও, তাহার নিকট দুই জোড়া কাপড় আছে লইয়া লও। অতঃপর আমি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া কোবায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি তখনও কোবা হইতে মদীনার দিকে রওয়ানা হন নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু ইয়াহইয়া, (তোমার) ব্যবসা বড় লাভজনক হইয়াছে। (অর্থাৎ স্বর্ণ ও কাপড়ের বিনিময়ে হিজরতের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছ।) আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পূর্বে তো আপনার নিকট কেহ আসে নাই। নিশ্চয় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামই আপনাকে জানাইয়াছেন। (বিদায়াহ)

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রহঃ) বলেন, হযরত সোহাইব (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার পর কোরাইশের একদল মুশরিক তাহার অনুসরণ করিল। (তাহারা নিকটবর্তী হইলে) তিনি সওয়ারী হইতে নামিয়া তূনীর হইতে তীর বাহির করিয়া বলিলেন, হে কোরাইশগণ, তোমাদের জানা আছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আল্লাহর কসম, আমার তূণীরে একটি তীর অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তীর শেষ হইবার পর আমার হাতে যতক্ষণ তলোয়ার থাকিবে আমি উহা দ্বারা তোমাদের উপর আক্রমণ করিতে থাকিব। তারপর তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিও। আর যদি তোমরা বল, তবে আমি মক্কায় আমার সম্পদের সন্ধান বলিয়া দিব, তোমরা (তাহা লইয়া লও এবং) আমার পথ ছাড়িয়া দাও। তাহারা বলিল, ঠিক আছে। এই কথার উপর তাহাদের সন্ধি হইয়া গেলে তিনি তাহাদিগকে নিজের সম্পদের সন্ধান বলিয়া দিলাম। আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনার উপর আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআনের এই আয়াত নাযিল করিলেন—

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ -

অর্থ ঃ আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদেরকে বিক্রয় করে, আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বড়ই মেহেরবান।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সোহাইব (রাঃ)কে দেখিবামাত্রই বলিলেন, হে আবু ইয়াহইয়া, (তোমার) ব্যবসা বড় লাভজনক হইয়াছে, আবু ইয়াহইয়া, (তোমার) ব্যবসা বড় লাভজনক হইয়াছে। তারপর তাহাকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন।

(কানযুল উম্মাল)

হযরত ইকরিমা (রহঃ) বলেন, হযরত সোহাইব (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার পর মক্কাবাসীগণ তাহাকে অনুসরণ করিল। তিনি তূনীর হইতে চল্লিশটি তীর বাহির করিয়া বলিলেন, আমি যতক্ষণ না তোমাদের প্রত্যেকের শরীরে এক একটি করিয়া তীর বিদ্ধ করিব ততক্ষণ তোমরা আমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। তীর শেষ হইবার পর আমি তলোয়ার ধারণ করিব। তোমরা জান, আমি একজন বীরপুরুষ। (অথবা তোমরা এমনও করিতে পার যে,) মক্কায় আমি দুইটি দাসী ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহাদেরকে তোমরা লইয়া লও (এবং আমাকে ছাড়িয়া দাও)।

হযরত আনাস (রাঃ)ও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সোহাইব (রাঃ)এর এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল হইয়াছে—

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ -

অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, হে আবু ইয়াহইয়া, '(তোমার) ব্যবসা লাভজনক হইয়াছে' এবং তাহাকে উক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত সোহাইব (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি মক্কা হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরত করিবার ইচ্ছা করিলে কোরাইশগণ বলিল, তুমি যখন (রোম দেশ হইতে) আমাদের এখানে আসিয়াছিলে তখন তোমার কোন অর্থসম্পদ ছিল না। আর এখন তুমি তোমার অর্থসম্পদ লইয়া (মক্কা হইতে) চলিয়া যাইবে। আল্লাহর কসম কখনও এরূপ হইতে পারিবে না। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, আচ্ছা বল, যদি আমি আমার অর্থসম্পদ তোমাদিগকে প্রদান করি তবে কি তোমরা আমাকে ছাড়িয়া দিবে? তাহারা বলিল, হাঁ। অতএব আমি তাহাদিগকে আমার অর্থসম্পদ দিয়া দিলাম, আর তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া মদীনা চলিয়া আসিলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি দুইবার বলিলেন, সোহাইবের অনেক লাভ হইয়াছে, সোহাইবের অনেক লাভ হইয়াছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর হিজরত

হযরত মুহাম্মদ ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন (মক্কায় অবস্থিত) তাহার সেই ঘরের নিকট দিয়া যাইতেন, যেখান হইতে তিনি হিজরত করিয়া মদীনায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি আপন চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া লইতেন। উহার প্রতি তাকাইতেন না এবং কখনও সেই ঘরে উঠিতেন না। অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করিতেন, কাঁদিতেন এবং যখনই (মক্কায় অবস্থিত) নিজের ঘরের নিকট দিয়া যাইতেন, চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া লইতেন। (এসাবাহ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর হিজরত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যাহারা হিজরত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অবশিষ্ট সর্বশেষ ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) ছিলেন। (প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর নহে বরং তাহার ভাই হযরত আব্দ ইবনে জাহাশ (রাঃ)এর ঘটনা। ইহাই সঠিক, যাহার বর্ণনা সামনে আসিতেছে।) তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। যখন তিনি হিজরতের পাকা সিদ্ধান্ত করিলেন তখন তাহার স্ত্রী আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমাইয়ার মেয়ের নিকট তাহা পছন্দ হইল না এবং তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট হিজরত করিবার পরামর্শ দিতে লাগিল। কিন্তু তিনি (এই পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া) নিজের পরিবার ও মাল–সম্পদ লইয়া কোরাইশ হইতে গোপনে হিজরত করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনায় চলিয়া আসিলেন। (তাহার শ্বশুর) আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (ক্রুদ্ধ হইয়া) সঙ্গে সঙ্গে মক্কায় অবস্থিত হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ)এর ঘরখানা বিক্রয় করিয়া দিল। তারপর একদিন আবু জেহেল ইবনে হিশাম, ওতবা ইবনে রাবীআহ, শাইবা ইবনে রাবীআহ, আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ও হোয়াইতিব ইবনে আব্দিল ওয্যা সেই ঘরের নিকট দিয়া যাইতেছিল। সেখানে কিছু লবণ মাখানো কাঁচা চামড়া রাখা ছিল। ঘরের এই দৃশ্য দেখিয়া ওতবার চোখে পানি আসিল এবং সে এই কবিতা আবৃত্তি করিল—

وَكُلُّ دَارٍ وَاِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا
يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُوْبُ

অর্থ ঃ প্রত্যেক ঘর দীর্ঘকাল আবাদ থাকিলেও একদিন না একদিন সেখানে বাতাস খেলিবে এবং তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

আবু জেহেল হযরত আব্বাস (রাঃ)এর প্রতি চাহিয়া বলিল, এই

সকল মূসীবত (হে বনু হাশিম) তোমরাই আমাদের উপর টানিয়া আনিয়াছ।

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করিলেন তখন হযরত আবু আহমাদ (আব্দ ইবনে জাহাশ) (রাঃ) দাঁড়াইয়া আপন ঘরের দাবী জানাইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)কে বলিলে তিনি তাহাকে একদিকে সরাইয়া লইয়া গেলেন (এবং আখেরাতে পাইবার আশ্বাস দিলেন)। অতএব হযরত আবু আহমাদ চুপ হইয়া গেলেন (এবং দাবী ছাড়িয়া দিলেন)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের উপর ঠেস দিয়া বসিয়াছিলেন, আর হযরত আবু আহমাদ (রাঃ) এই কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন—

حَبَّذَا مَكَّةُ مِنْ وَادِىْ بِهَا اَمْشِىْ بِلَاهَادِىْ

অর্থ ঃ মক্কার সমতলভূমি কতই না প্রিয়! সেখানে আমি কাহারো পথ দেখানো ছাড়াই চলিতে পারি।

بِهَا يَكْثُرُ عُوَّادِىْ بِهَا تُرْكَزُ اَوْتَادِىْ

অর্থ ঃ সেখানে আমার শুশ্রূষাকারী অনেক রহিয়াছে, সেখানে আমার (সম্মানের) বহু খুটা প্রথিত আছে।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর পর মুহাজিরীনদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আমের ইবনে রাবীআহ ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) মদীনা আসিয়াছেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) নিজের পরিবার ও ভাই হযরত আব্দ আবু আহমাদ (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। হযরত আবু আহমাদ (রাঃ) অন্ধ ছিলেন, কিন্তু মক্কায় উপরে নীচে সর্বত্র পথ দেখাইবার কোন লোক ছাড়াই চলিতে পারিতেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। তাহার স্ত্রী ছিলেন হযরত রিফাআহ

বিনতে আবি সুফিয়ান ইবনে হাবর (রাঃ) এবং তাহার মা ছিলেন হযরত উমাইমাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম (রাঃ)। (হিজরতের দরুন) বনু জাহাশ খান্দানের ঘরগুলিতে তালা লাগিয়া গিয়াছিল। ওতবা সেই ঘরগুলির নিকট দিয়া গেল। বর্ণনাকারী পরবর্তী অংশ পূর্ব বর্ণিত ঘটনা অনুসারে উল্লেখ করিয়াছেন। সেহেতু সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত হাদীসে হযরত আবু আহমাদের নাম ছুটিয়া গিয়াছে অথবা আব্দুল্লাহ শব্দটি ভুলে লেখা হইয়াছে। আব্দ ইবনে জাহাশ হওয়াই সঠিক, কারণ আব্দ ইবনে জাহাশ (রাঃ)ই অন্ধ ছিলেন। তাহার ভাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) অন্ধ ছিলেন না। আর এই হযরত আবু আহমাদ ইবনে জাহাশ (রাঃ) আপন খান্দানের হিজরত উপলক্ষে নিম্নবর্ণিত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছেন—

وَلَمَّا رَأَتْنِى اُمُّ اَحْمَدَ غَادِيًا # بِذِمَّةِ مَنْ اَخْشَى بِغَيْبٍ وَأَرْهَبُ

অর্থ ঃ যখন (আমার স্ত্রী) উম্মে আহমাদ দেখিল যে, আমি সেই পাক যাতের উপর ভরসা করিয়া হিজরত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি যাহাকে আমি না দেখিয়া ভয় করি।

تَقُوْلُ فَاِمَّا كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا # فَيَمِّمْ بِنَا الْبُلْدَانَ وَلْتَنْأَ يَثْرِبُ

তখন বলিতে লাগিল, যদি তোমাকে হিজরত করিতেই হয় তবে আমাদিগকে অন্য কোন শহরে লইয়া চল, ইয়াস্রাব দূরেই থাক।

فَقُلْتُ لَهَا مَا يَثْرِبُ بِمَظِنَّةٍ # وَمَا يَشَأِ الرَّحْمٰنُ فَالْعَبْدُ يَرْكَبُ

আমি তাহাকে বলিলাম, ইয়াস্রাব তো কোন খারাপ জায়গা নহে এবং রহমান যাহা চাহেন বান্দা তাহাই করে।

اِلَى اللّٰهِ وَجْهِىْ وَالرَّسُوْلِ وَ مَنْ يُّقِمْ # اِلَى اللّٰهِ يَوْمًا وَ جْهَهُ لَا يُخَيَّبُ

আমি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মুখ করিয়াছি, আর যে ব্যক্তি একদিনের জন্যও আল্লাহর দিকে মুখ করিবে সে কখনও বঞ্চিত হইবেনা।

فَكَمْ قَدْ تَرَكْنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَا صِحٍ # وَنَاصِحَةٍ تَبْكِىْ بِدَمْعٍ وَ تَنْدُبُ

আমরা কতই না অন্তরঙ্গ ও হিতাকাঙ্খী বন্ধু ও হিতৈষিণী মহিলা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছি যাহারা (আমাদের বিরহে) অশ্রু বিসর্জন দিতেছিল এবং বিলাপ করিতেছিল।

تَرَى اَنَّ وَتْرًا نَأْيُنَا عَنْ بِلَادِنَا # وَ نَحْنُ نَرَى اَنَّ الرَّغَائِبَ نَطْلُبُ

সে সকল মহিলাগণ ধারণা করিতেছিল যে, আপন দেশ হইতে দূরে যাওয়া আমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ হইবে, আর আমরা ভাবিতেছিলাম, আমরা পছন্দনীয় আজর ও সওয়াবের তালাশে যাইতেছি।

دَعَوْتُ بَنِى غَنْمٍ لِحَقْنِ دِمَا ئِهِمْ # وَلِلْحَقِّ لَمَّا لَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ

যখন লোকদের জন্য প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত হইল তখন আমি বনুগণমকে তাহাদের খুনের হেফাজত ও সত্যের দাওয়াত দিয়াছি।

اَجَابُوْا بِحَمْدِ اللّٰهِ لَمَّا دَعَاهُمْ # اِلَى الْحَقِّ دَاعٍ وَالنَّجَاحِ فَاَوْعَبُوْا

যখন দাওয়াত প্রদানকারী সত্য ও সফলতার দাওয়াত প্রদান করিল তখন আল হামদুলিল্লাহ তাহারা তাহা গ্রহণ করিল এবং জেহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

وَكُنَّا وَاَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُدَى # اَعَانُوْا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَاَجْلَبُوْا

كَفَوْجَيْنِ أَمَّا مِنْهُمَا فَمُوَفَّقٌ # عَلَى الْحَقِّ مَهْدِيٌّ وَ فَوْجٌ مُعَذَّبُ

আমাদের কতিপয় সঙ্গী হেদায়াতকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং তাহারা একজোট হইয়া আমাদের উপর সশস্ত্র আক্রমণ চালাইয়াছে। আমাদের ও তাহাদের দৃষ্টান্ত সেই দুই সৈন্যদলের ন্যায় যাহাদের একদল সত্যের তৌফিক পাইয়াছে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর অপরদলের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হইয়াছে।

طَغَوْا وَتَمَنَّوْا كِذْبَةً وَّاَزَلَّهُمْ # عَنِ الْحَقِّ اِبْلِيْسُ فَخَابُوْا وَ خُيِّبُوْا

তাহারা অবাধ্য হইয়াছে এবং মিথ্যা আশা করিয়াছে, আর ইবলীস তাহাদিগকে সত্য হইতে বিচলিত করিয়াছে। অতএব তাহারা হারাইয়াছে এবং বঞ্চিত হইয়াছে।

وَرُعْنَا اِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ # فَطَابَ وُلَاةُ الْحَقِّ مِنَّا وَطُيِّبُوْا

আমরা হযরত নবী করীম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মান্য করিয়াছি। অতএব আমাদের যাহারা সত্যের সাহায্যকারী হইয়াছে তাহারা উত্তম হইয়াছে এবং (আল্লাহর পক্ষ হইতে) তাহাদিগকে উত্তম বানানো হইয়াছে।

نَمُتُّ بِاَرْحَامٍ اِلَيْهِمْ قَرِيْبَةٍ # وَلَاقُرْبَ بِالْاَرْحَامِ اِذْلَاتُقَرَّبُ

নিকট আত্মীয়তার মাধ্যমে আমরা তাহাদের নিকটে হইতে চাহিতেছি, কিন্তু যখন আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করা হয় না তখন নিকটেও হওয়া যায় না।

فَاَيُّ ابْنِ اُخْتٍ بَعْدَنَا يَأْمَنَنَّكُمْ # وَاَيَّةُ صِهْرٍ بَعْدَصِهْرِیْ تُرْقَبُ

অতএব আমাদের পর কোন বোনপো তোমাদের হাত হইতে নিরাপদ থাকিবে, আর আমার জামাতা সম্পর্কের পর কোন জামাতা সম্পর্কের খেয়াল করা হইবে।

سَتَعْلَمُ يَوْمًا اَيُّنَا اِذْتَزَايَلُوْا # وَزُيِّلَ اَمْرُالنَّاسِ لِلْحَقِّ اَصْوَبُ

যেদিন মানুষ পৃথক পৃথক হইয়া যাইবে (অর্থাৎ মুমিনগণ একদিকে ও কাফেরগণ একদিকে) এবং লোকদের বিষয় পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে (অর্থাৎ কে হকের উপর ছিল, কে বাতিলের উপর ছিল) সেদিন তোমরা বুঝিতে পারিবে আমাদের মধ্যে কাহারা হককে সঠিক গ্রহণ করিতে পারিয়াছে।

হযরত যামরা ইবনে আবুল ঈস অথবা ইবনে ঈস (রাঃ)এর হিজরত

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ

অর্থ ঃ গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাহাদের কোন সঙ্গত ওযর নাই এবং ঐ মুসলমান যাহারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে সমান নহে।

তখন মক্কার দরিদ্র ও সামর্থ্যহীন মুসলমানগণ এই আয়াতের দ্বারা বুঝিলেন যে, (জেহাদ যাওয়া উত্তম হইলেও) তাহাদের জন্য মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রহিয়াছে।

তারপর এই আয়াত নাযিল হইল—

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ –

অর্থ ঃ নিশ্চয় যখন ফেরেশতাগণ এইরূপ লোকদের রূহ কবয করেন যাহারা (ক্ষমতা থাকা সত্বেও হিজরত না করিয়া) নিজেদের উপর জুলুম করিয়া রাখিয়াছিল তখন ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে বলিবেন, তোমরা (দ্বীনের কোন্) কোন্ কর্মে ছিলে? তাহারা বলিবে, আমরা যমিনে অসহায় দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতাগণ বলিবেন, আল্লাহর যমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ছাড়িয়া তথায় চলিয়া যাইতে? অতএব তাহাদের ঠিকানা হইবে জাহান্নাম, আর উহা অতি নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।

এই আয়াত নাযিল হইবার পর সামর্থ্যহীন মুসলমানগণ বলিলেন, ইহা তো অন্তর কাঁপানো আয়াত। (অর্থাৎ এই আয়াতে হিজরত করা জরুরী বুঝাইতেছে।) অতঃপর এই আয়াত নাযিল হইল—

اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا –

অর্থ ঃ কিন্তু যে সকল পুরুষ নারী এবং শিশু (হিজরত করিতে) এমন অক্ষম যে, তাহারা কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারে না এবং পথ সম্পর্কেও জ্ঞাত নহে। (এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যে সকল মুসলমান অক্ষম তাহাদের উপর হিজরত ফরয নয় এবং তাহাদের জন্য মক্কায় অবস্থানের অনুমতি রহিয়াছে।)

অতএব এই আয়াত নাযিল হইবার পর বনু লাইস গোত্রের হযরত যামরা ইবনে ঈস (রাঃ) যিনি দৃষ্টিহীন এবং বিত্তশালী ছিলেন, তিনি বলিলেন, আমি দৃষ্টিহীন হইলেও আমার নিকট অর্থ ও গোলাম রহিয়াছে। অতএব আমি চেষ্টা করিতে পারি। আমাকে সওয়ারীর উপর আরোহণ করাইয়া দাও। তাহাকে সওয়ারীর উপর বসাইয়া দেওয়া হইল। তিনি অসুস্থ ছিলেন। ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। তানঈম নামক স্থানে পৌঁছিবার পর তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং মসজিদে তানঈমের নিকট তাহাকে দাফন করা হইল। অতঃপর বিশেষভাবে তাহারই সম্পর্কে নিম্নের আয়াত নাযিল হইল—

وَ مَنْ يَّخْرُجْ مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ -

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ হইতে এই উদ্দেশ্যে বহির্গত হয় যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দিকে হিজরত করিবে। অতঃপর তাহার মৃত্যু উপস্থিত হয় তথাপিও আল্লাহর নিকট তাহার সওয়াব সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছে, আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত যামরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) যখন নিজ ঘর হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন, তখন তিনি আপন পরিবারবর্গকে বলিলেন, আমাকে সওয়ারীর উপর বসাইয়া দাও এবং মুশরিকদের যমিন হইতে বাহির করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে রওয়ানা করিয়া দাও। সুতরাং তিনি রওয়ানা হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই ইন্তেকাল করিলেন। তাহার সম্পর্কে ওহী নাযিল

হইল—

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ)এর হিজরত

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বলেন, আমি ঘর হইতে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি নামাযে রত ছিলেন। আমিও শেষ কাতারে দাঁড়াইয়া গেলাম এবং মুসলমানদের ন্যায় নামায পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করিয়া যখন শেষ কাতারে আমার নিকট আসিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য আসিয়াছ? আমি বলিলাম, মুসলমান হইবার জন্য আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, ইহা তোমার জন্য উত্তম হইবে। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি হিজরত করিবে? আমি বলিলাম, জ্বী হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ধরণের হিজরত করিবে, হিজরতে বাদী না হিজরতে বাকি? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন হিজরত উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন, হিজরতে বাকি। অতঃপর তিনি বলিলেন, হিজরতে বাকি হইল এই যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (মদীনায়) থাকিয়া যাও। আর হিজরতে বাদী হইল, তুমি তোমার গ্রামে ফিরিয়া যাও (এবং সেখানে থাক)। তিনি আরো বলিলেন, অসুবিধায়–সুবিধায়, ইচ্ছায়–অনিচ্ছায় ও অন্যকে তোমার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হইলেও তোমাকে মানিয়া চলিতে হইবে। আমি বলিলাম, ঠিক আছে। তিনি (বাইআতের জন্য) হাত বাড়াইলেন এবং আমিও বাইআত হইবার জন্য হাত বাড়াইলাম। তিনি যখন দেখিলেন, আমি নিজের জন্য কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করিতেছি না,

তখন তিনি আমাকে (স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে) বলিলেন, যতখানি তোমার দ্বারা সম্ভব হয়। আমি বলিলাম, যতখানি আমার দ্বারা সম্ভব হয়। অতঃপর তিনি আমার হাত নিজের হাতে ধারণ (করিয়া আমাকে বাইআত) করিলেন। (কানযুল উম্মাল)

বনু আসলাম গোত্রের হিজরত

হযরত ইয়াস ইবনে সালামা ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন, বনু আসলাম গোত্রের লোকদের এক প্রকার বেদনা হইল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে বনু আসলাম, তোমরা গ্রামে চলিয়া যাও। বনু আসলামের লোকেরা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা গ্রামে ফেরৎ চলিয়া যাওয়াকে পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আমাদের গ্রামবাসী, আর আমরা তোমাদের শহরবাসী। যখন তোমরা আমাদিগকে ডাকিবে, আমরা তোমাদের ডাকে সাড়া দিব এবং আমরা যখন তোমাদিগকে ডাকিব, তোমরা আমাদের ডাকে সাড়া দিবে। তোমরা যেখানেই থাকিবে মুহাজির গণ্য হইবে। (কানযুল উম্মাল)

হযরত জুনাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া (রাঃ)এর হিজরত

হযরত জুনাদাহ ইবনে আবি উমাইয়া আযদী (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হিজরত করিয়াছি। পরে আমাদের মধ্যে হিজরতের ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিল। কেহ বলিল, হিজরত শেষ হইয়া গিয়াছে এবং কেহ বলিল, হিজরত এখনও শেষ হয় নাই। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, যতক্ষণ কাফেরদের সহিত জেহাদ চলিতে থাকিবে ততক্ষণ হিজরত শেষ হইবে না। (কান্‌য)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দী (রাঃ) বলেন, আমি বনু সা'দ ইবনে বকর গোত্রের সাত অথবা আট জনের প্রতিনিধি দলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হইলাম। আমি তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। আমাকে তাহাদের উট ইত্যাদি সামানের পাহারায় রাখিয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় কথা–বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমার প্রয়োজন সম্পর্কে বলুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার প্রয়োজন কি? আমি বলিলাম, কিছুলোক বলিতেছে হিজরত শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, প্রয়োজন হিসাবে তুমিই তাহাদের অপেক্ষা উত্তম, অথবা বলিয়াছেন, তোমার প্রয়োজন তাহাদের প্রয়োজন অপেক্ষা উত্তম। যতক্ষণ কাফেরদের সহিত জেহাদ চলিতে থাকিবে হিজরত শেষ হইবে না।

হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) ও অন্যান্যদের হিজরত সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) মক্কার উঁচু এলাকায় ছিলেন। তাহাকে কেহ বলিল, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই, তাহার দ্বীন নাই। (অর্থাৎ তাহার দ্বীন পরিপূর্ণ হয় নাই।) তিনি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি মদীনা না যাওয়া পর্যন্ত ঘরে যাইব না। অতএব তিনি মদীনা পৌঁছিলেন এবং হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)এর নিকট উঠিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু ওহব, কেন আসিয়াছ? হযরত সাফওয়ান (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই, দ্বীনে (ইসলামে) তাহার কোন অংশ

নাই। তিনি বলিলেন, হে আবু ওহব, তুমি মক্কার প্রস্তরময় ময়দানে ফিরিয়া যাও এবং তোমরা নিজ নিজ গৃহে অবস্থান কর। (মক্কা হইতে মদীনায়) হিজরত তো শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে জিহাদ ও (জেহাদের) নিয়ত অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব তোমাদিগকে যদি (আল্লাহর রাস্তায়) বাহির হওয়ার জন্য আহবান করা হয়, তবে তোমরা বাহির হইও।

হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ)কে বলা হইল যে, যাহার হিজরত নাই সে ধ্বংস হইয়াছে। হযরত সাফওয়ান (রাঃ) কসম করিয়া বলিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি আপন মাথা ধুইবেন না। অতএব তিনি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইলেন। মদীনায় পৌঁছিয়া মসজিদের দ্বারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাত হইল। তিনি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই, সে ধ্বংস হইয়াছে। আমি এই কথা শুনিয়া কসম করিয়াছি, আপনার খেদমতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আপন মাথা ধুইব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সাফওয়ান ইসলাম সম্পর্কে শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উহাকে আপন দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। হিজরত তো মক্কা বিজয়ের পর শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে জেহাদ ও (উহার) নিয়ত অবশিষ্ট রহিয়াছে। যখন তোমাদিগকে (আল্লাহর রাস্তায়) বাহির হওয়ার জন্য আহবান করা হয়, তখন বাহির হইয়া পড়িও।

হযরত সালেহ ইবনে বশীর ইবনে ফুদাইক (রহঃ) বলেন, তাহার দাদা হযরত ফুদাইক (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, লোকেরা বলে, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই সে ধ্বংস হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ফুদাইক, নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর, খারাপ কাজ পরিত্যাগ কর এবং আপন কাওমের এলাকায় যেখানে ইচ্ছা বাস কর, তুমি মুহাজির গণ্য হইবে।

হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওবাইদ ইবনে ওমায়ের লাইসী (রহঃ)এর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আমরা তাঁহাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এখন আর হিজরত (এর হুকুম) নাই। (হিজরতের হুকুম তখন ছিল) যখন দ্বীনের ব্যাপারে ফেতনা ও পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার ভয়ে মুসলমান আপন দ্বীন লইয়া আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালাইয়া যাইত। আজ তো আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। এখন মুসলমান যেখানে ইচ্ছা আপন রব্বের এবাদত করিতে পারে। অবশ্য জেহাদ ও (উহার) নিয়ত অবশিষ্ট রহিয়াছে।

মহিলা ও শিশুদের হিজরত

নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরিবারবর্গের হিজরত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় আমাদিগকে এবং তাঁহার কন্যাগণকে (মক্কায়) রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি (মদীনায় যাইয়া) স্থির হইবার পর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)এর সহিত তাঁহার গোলাম আবু রাফে' (রাঃ)কে দুইটি উট সহ প্রেরণ করিলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট হইতে অতিরিক্ত পাঁচশত দেরহামও লইয়া দিলেন যেন প্রয়োজন হইলে সাওয়ারীর জন্য উট খরিদ করিয়া লইতে পারেন। এই দুইজনের সঙ্গে হযরত আবু বকর (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উরাইকিত (রাঃ)কেও দুই অথবা তিনটি উট দিয়া প্রেরণ করিলেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর (রাঃ)এর নিকট এই মর্মে একখানা পত্র লিখিয়া দিলেন যে, আমার মা উম্মে রেমান (রাঃ) ও আমার বোন অর্থাৎ হযরত যুবাইর (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত আসমা (রাঃ) সহ আমাকে যেন এই সওয়ারীতে বসাইয়া পাঠাইয়া

দেন। অতএব এই তিন জন (মদীনা) হইতে একসঙ্গে রওয়ানা হইলেন। কুদাইদ নামক স্থানে পৌঁছিয়া হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) পাঁচ শত দেরহাম দ্বারা আরো তিনটি উট খরিদ করিলেন। অতঃপর তাহারা এক সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। মক্কায় প্রবেশ করিয়া হযরত তালহা ইবনে ওবাইদুল্লাহ (রাঃ)এর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তিনিও হিজরত করিতে চাহিতেছিলেন। তারপর তাহারা সকলেই একসঙ্গে (মক্কা হইতে) রওয়ানা হইলেন। হযরত যায়েদ ও হযরত আবু রাফে' (রাঃ) হযরত ফাতেমা (রাঃ), হযরত উম্মে কুলসূম (রাঃ) ও হযরত সাওদা বিনতে যামআ (রাঃ)কে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) হযরত উম্মে আইমান ও হযরত উসামা (রাঃ)কেও একটি উটের উপর বসাইয়া লইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন বাইদা নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন আমার উট অস্থিরভাবে ছুটিতে আরম্ভ করিল। আমি ও আমার মা উটের উপর একই হাওদাতে ছিলাম। আমার মা (আতঙ্কিত হইয়া) বলিতে লাগিলেন, হায় আমার মেয়ে! হায় আমার দুলহান! (হিজরতের পূর্বেই যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল সেহেতু তাহাকে দুলহান বলিয়াছেন।) অবশেষে হারশা নামক গিরিপথ পার হইয়া যাওয়ার পর আমাদের উট আয়ত্তে আসিল। আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে (দুর্ঘটনা) হইতে বাঁচাইলেন। অতঃপর আমরা মদীনা পৌঁছিলাম। আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট উঠিলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ তাঁহার নিকট উঠিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই সময় নিজের মসজিদ ও উহার সংলগ্ন ঘর নির্মাণ করিতেছিলেন। সেই ঘরগুলিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন পরিবারবর্গকে রাখিয়াছিলেন। এইভাবে আমাদের কিছুদিন কাটিল। অতঃপর বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রাঃ)এর রুখসতী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে উঠা) সম্পর্কে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা

করিয়াছেন। (ইস্তীআব)

হাইসামী হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে উক্ত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার পর পথে একটি দুর্গম গিরিপথ অতিক্রমকালে আমার উটটি অত্যন্ত অস্থিরভাবে ছুটিতে আরম্ভ করিল। আল্লাহর কসম, আমি আমার মায়ের সেই সময়ের কথা কখনও ভুলিব না। তিনি বলিতেছিলেন, হায় আমার ছোট্ট দুলহান! উট তখনও অস্থিরভাবে ছুটিতেছিল। ইতিমধ্যে আমি শুনিতে পাইলাম, কেহ বলিতেছে, উটের লাগাম নিচে ফেলিয়া দাও। আমি লাগাম নিচে ফেলিয়া দিলে উট থামিয়া গেল এবং এমনভাবে স্বস্থানে দাঁড়াইয়া ঘুরিতে লাগিল, যেন নিচে কেহ তাহার লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, আমি হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলাম, এমন সময় হিন্দ বিনতে ওতবা আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর বেটি, তুমি কি মনে কর, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছে নাই যে, তুমি তোমার পিতার নিকট যাইতে চাহিতেছ? আমি বলিলাম, আমার তো এরূপ ইচ্ছা নাই। হিন্দ বলিল, হে আমার চাচাত বোন, এমন করিও না, তোমার যদি সফরের কোন জিনিষের প্রয়োজন থাকে বা তোমার পিতার নিকট যাইতে কোন খরচের প্রয়োজন হয় তবে আমি তোমার এই প্রয়োজন পূরণ করিতে পারি। তুমি আমার নিকট গোপন করিও না, কারণ পুরুষদের মধ্যেকার ঝগড়া বিবাদ মেয়েদের মধ্যে থাকে না। হযরত যায়নাব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, সে যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্যই করিবে বলিয়া আমার ধারণা ছিল, কিন্তু তথাপি আমি তাহার সম্পর্কে ভীত হইলাম এবং তাহার নিকট হিজরতের ইচ্ছা অস্বীকারই করিলাম।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত যায়নাব (রাঃ) হিজরতের জন্য

প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকিলেন। প্রস্তুতি শেষ হইবার পর তাহার দেবর কেনানা ইবনে রাবী' একটি উট লইয়া আসিলেন। তিনি উহাতে আরোহণ করিবার পর কেনানা নিজের ধনুক ও তূনীর লইয়া প্রকাশ্য দিবালোকে তাহার উট টানিয়া লইয়া চলিলেন। হযরত যায়নাব (রাঃ) উটের উপর হাওদায় বসিয়াছিলেন। (তাঁহার এইভাবে প্রকাশ্যে) চলিয়া যাওয়ার ব্যাপারে কোরাইশের কতিপয় লোকের মধ্যে আলোচনা হইল এবং তাহারা হযরত যায়নাব (রাঃ)এর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। অবশেষে যিতুওয়া নামক স্থানে তাহাকে পাইয়া গেল। হাব্বার ইবনে আসওয়াদ ফিহরী সর্বাগ্রে তাহার নিকট পৌঁছিয়া বর্শা দ্বারা তাহাকে ভয় দেখাইল। তিনি হাওদার উপর বসিয়াছিলেন। বর্ণনাকারীগণ বলেন, তিনি গর্ভবতী ছিলেন। এই অবস্থায় তাহার গর্ভপাত হইয়া গেল। তাহার দেবর কেনানা হাঁটুগাড়িয়া বসিয়া গেলেন এবং আপন তূনীর হইতে সমস্ত তীর সামনে ঢালিয়া লইলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমাদের যে কেহ আমার নিকট আসিবে আমি অবশ্যই তাহার শরীরে একটি করিয়া তীর বিদ্ধ করিব। লোকজন এই অবস্থা দেখিয়া পিছু হটিয়া গেল। আবু সুফিয়ান কোরাইশের নেতৃস্থানীয় লোকদের লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, ওহে, তোমার তীর নিক্ষেপ একটু থামাও, আমরা তোমার সহিত কথা বলিতে চাই। কেনানা থামিয়া গেলে আবু সুফিয়ান সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, তুমি এই মহিলাকে লইয়া প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছ। তোমার এরূপ করা ঠিক হয় নাই। কারণ তুমি তো জান, (তাহার পিতা) (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর দরুন আমাদের কি পরিমাণ কষ্ট মুসীবত সহ্য করিতে হইয়াছে। তুমি যখন তাঁহার মেয়েকে আমাদের মধ্য হইতে প্রকাশ্যে সকলের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাইবে তখন লোকেরা ধারণা করিবে যে, আমাদের অপদস্থতা ও দুর্বলতার দরুন এমন হইয়াছে। আমার জীবনের কসম, তাহাকে আপন পিতার নিকট যাইতে বাধা দেওয়ার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আর না আমরা তাহার নিকট

হইতে কোনরূপ প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা রাখি। অতএব তুমি এখন মহিলাকে ফেরৎ লইয়া চল। তারপর যখন শোরগোল থামিয়া যাইবে এবং লোকেরা বলিবে যে, আমরা (হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) মেয়েকে ফেরৎ লইয়া আসিয়াছি তখন তুমি গোপনে তাহাকে লইয়া যাইও এবং তাহার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিও। অবশেষে কেনানা তাহাই করিলেন। (বিদায়াহ্)

হযরত ওরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত যায়নাব (রাঃ)কে লইয়া মক্কা হইতে রওয়ানা হইল। কোরাইশের দুই ব্যক্তি তাহাকে যাইয়া ধরিয়া ফেলিল এবং উভয়ে উক্ত ব্যক্তির উপর আক্রমণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিল। তাহারা উভয়ে হযরত যায়নাব (রাঃ)কে ধাক্কা দিলে, তিনি একটি পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন এবং তাহার গর্ভপাত হইয়া রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল। লোকেরা তাহাকে আবু সূফিয়ানের নিকট লইয়া গেল। বনু হাশিমের মেয়েরা হযরত যায়নাব (রাঃ)এর এই সংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলে আবু সুফিয়ান হযরত যায়নাব (রাঃ)কে তাহাদের নিকট দিয়া দিলেন। কিছুদিন পর হযরত যায়নাব (রাঃ) হিজরত করিয়া (মদীনায় পৌঁছিয়া) গেলেন। সেখানে পৌঁছার পরও তিনি সর্বদা অসুস্থ রহিলেন এবং এই অসুস্থাবস্থায়ই তাঁহার ইন্তেকাল হইল। মুসলমানগণ সকলেই তাহাকে শহীদ মনে করিতেন। (তাবারানী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা হইতে মদীনায় চলিয়া আসার পর তাঁহার মেয়ে হযরত যায়নাব (রাঃ) কেনানা অথবা ইবনে কেনানার সহিত রওয়ানা হইলেন। মক্কার লোকেরা তাহার সন্ধানে বাহির হইল। অবশেষে হাব্বার ইবনে আসওয়াদ তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেল এবং বর্শা দ্বারা তাহার উটকে এমনভাবে আঘাত করিতে লাগিল যে, তাহাকে উট হইতে নিচে ফেলিয়া দিল এবং ইহাতে তাহার গর্ভপাত হইয়া গেল। তিনি ধৈর্য ধারণ করিলেন এবং তাহাকে উঠাইয়া

আনা হইল। বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে তাহাকে লইয়া বিবাদ লাগিয়া গেল। বনু উমাইয়ার কথা হইল, আমরা তাহার সেবা শুশ্রুষার অধিক দাবি রাখি, কারণ তিনি আমাদের চাচাত ভাই আবুল আস (রাঃ)এর স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত তিনি হিন্দ বিনতে ওতবার নিকট রহিলেন হিন্দ বিনতে ওতবা তাহাকে বলিতেন, এই সকল কষ্ট তোমার পিতার কারণে হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি কি যাইয়া যায়নাবকে লইয়া আসিবে না? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমার আংটি লইয়া যাও। পরিচয়স্বরূপ তাহাকে দিও। হযরত যায়েদ (রাঃ) (মদীনা হইতে) রওয়ানা হইলেন এবং (হযরত যায়নাব (রাঃ) এর নিকট সংবাদ পৌছাইবার) কৌশল তালাশ করিতে লাগিলে। অবশেষে এক রাখালের দেখা পাইলেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কার রাখাল? সে বলিল, আবুল আস এর। জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বকরির পাল কাহার? সে বলিল, যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর। অতঃপর তিনি তাহার সহিত কিছু দূর হাঁটিলেন। তারপর বলিলেন, তুমি কি এমন করিতে পার যে, তোমাকে একটি জিনিস দিব, তুমি উহা তাহার নিকট পৌছাইয়া দিবে এবং এই ব্যাপারে কাহাকেও বলিবে না? সে বলিল, হাঁ, পারিব। তিনি তাহাকে আংটি দিলেন। হযরত যায়নাব (রাঃ) (আংটি দেখিয়া) চিনিতে পারিলেন। তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে এই আংটি কে দিয়াছে? সে বলিল, একজন লোক দিয়াছে। হযরত যায়নাব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? সে বলিল, অমুক জায়গায়। হযরত যায়নাব (রাঃ) শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন এবং রাত্রিবেলায় গোপনে হযরত যায়েদ (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। তিনি সেখানে পৌছিবার পর হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, তুমি উটের

উপর উঠিয়া আমার সামনে বস। হযরত যায়নাব (রাঃ) বলিলেন, না, বরং তুমি আমার সামনে বস। হযরত যায়নাব (রাঃ)এর কথামত হযরত যায়েদ (রাঃ) সামনের দিকে উঠিয়া বসিলেন এবং হযরত যায়নাব (রাঃ) তাহার পিছনে উঠিয়া বসিলেন। এইভাবে তাহারা মদীনায় পৌঁছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব (রাঃ)এর সম্পর্কে বলিতেন, যায়নাব আমার মেয়েদের মধ্যে সর্বোত্তম মেয়ে, আমারই কারণে তাহাকে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে।

হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) এই হাদীসের সংবাদ পাইয়া বর্ণনাকারী হযরত ওরওয়া (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমার পক্ষ হইতে আমার নিকট এ কেমন হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, তুমি উহার দ্বারা হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর সম্মান ক্ষুন্ন করিতেছ? হযরত ওরওয়া (রাঃ) বলেলেন, আল্লাহর কসম, পূর্ব পশ্চিমের মধ্যবর্তী সমগ্র দুনিয়ার জিনিস পাওয়ার বিনিময়েও আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর সম্মান সামান্যতম খর্ব করা পছন্দ করি না। আমি আর কখনও এই হাদীস বর্ণনা করিব না। (তাবারানী)

আবু লাহাবের মেয়ে
হযরত দুররা (রাঃ)এর হিজরত

হযরত ইবনে ওমর, হযরত আবু হোরাইয়া ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, হযরত দুররা বিনতে আবি লাহাব (রাঃ) হিজরত করিয়া মদীনায় আসিলেন এবং হযরত রাফে' ইবনে মুআল্লা (রাঃ)এর ঘরে উঠিলেন। তাহার নিকট উপবিষ্ট বনু যুরাইক গোত্রের কতিপয় মহিলা বলিল, তুমি সেই আবু লাহাবের মেয়ে যাহার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ - مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَا لُهٗ وَ مَا كَسَبَ -

অর্থ ঃ "আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক এবং ধ্বংস হউক সে

নিজে, কোন কাজে আসে নাই তাহার ধন-সম্পদ ও যাহা সে উপার্জন করিয়াছে।”

অতএব তোমার হিজরত তোমার কোন কাজে আসিবে না। হযরত দুররা (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া উক্ত মহিলাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন এবং তাহারা যাহা বলিয়াছিল তাহা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বলিলেন, আমার নিকট বস। তারপর যোহরের নামায আদায় করিয়া মিম্বারে উঠিয়া কিছু সময় বসিয়া থাকিলেন এবং বলিলেন, হে লোক সকল, কি হইল যে, আমাকে আমার পরিবারস্থদের ব্যাপারে কষ্ট দেওয়া হইতেছে! আল্লাহর কসম, কেয়ামতের দিন হা ও বাকাম, সুদা ও সালহাব গোত্র পর্যন্ত আমার শাফাআত লাভ করিবে।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর হিজরতের ঘটনা হযরত আবু সালামা (রাঃ)এর হিজরতের ঘটনায় ও হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রাঃ) ও হযরত উম্মে আব্দিল্লাহ লায়লা বিনতে আবি হাসমা (রাঃ)এর হিজরতের ঘটনা হযরত জাফর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের হাবশার দিকে হিজরতের ঘটনায় পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য শিশুদের হিজরত

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা পঞ্চম হিজরিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিয়াছি। আমরা খন্দকের যুদ্ধের সময় কোরাইশদের সহিত বাহির হইয়াছিলাম। আমি আমার ভাই হযরত ফজল (রাঃ)এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে আমাদের গোলাম হযরত আবু রাফে (রাঃ)ও ছিলেন। আমরা আরাজ নামক স্থানে পৌঁছিয়া পথ হারাইয়া রাকুবা গিরিপথের পরিবর্তে জাস্‌জাসাহ নামক স্থানে পৌঁছিয়া গেলাম। সেখান হইতে আমরা বনু

আমর ইবনে আওফ গোত্রের নিকট আসিয়া উঠিলাম। তারপর মদীনায় পৌঁছিলাম। আমরা মদীনায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খন্দকের যুদ্ধে পাইলাম। আমার বয়স তখন আট বৎসর ও আমার ভাইয়ের বয়স তের বৎসর হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

নুসরাত

সাহাবা (রাঃ)দের নিকট দ্বীন ও সেরাতে মুস্তাকীমের সাহায্য করা সকল জিনিষ অপেক্ষা কিরূপ প্রিয় ছিল? তাহারা দুনিয়ার কোন ইজ্জত সম্মানের উপর এরূপ গর্ব করিতেন না যেরূপ তাহারা দ্বীনের সাহায্য করিয়া গর্ব অনুভব করিতেন। তাহারা কিভাবে দ্বীনের সাহায্য করিতে যাইয়া দুনিয়ার ভোগ-উপভোগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? তাহারা যেন এই সবকিছু একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনার্থেই করিয়াছেন।

আনসার (রাঃ)দের দ্বীনের নুসরাত বা সাহায্যের সূচনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বৎসর নিজেকে আরব গোত্রসমূহের সামনে পেশ করিতেন এবং তাঁহাকে আপন কাওমের নিকট লইয়া যাইয়া আশ্রয় দিবার কথা বলিতেন, যেন তিনি আল্লাহর কালাম ও তাঁহার পয়গাম পৌঁছাইতে পারেন। বিনিময়ে তাহাদের জন্য বেহেশতের ওয়াদা করিতেন। কিন্তু আরবের কোন গোত্রই ইহাতে রাজী হইত না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁহার দ্বীনকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং আপন নবীকে সাহায্য করিতে ও আপন ওয়াদাকে পূরণ করিতে চাহিলেন তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনসারদের এই গোত্রের নিকট লইয়া আসিলেন। তাহারা তাঁহার দাওয়াতকে গ্রহণ করিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের দেশকে আপন নবীর জন্য হিজরতের স্থান সাব্যস্ত করিয়া দিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় হজ্জের মৌসুমে আরবের এক একটি গোত্রের নিকট নিজেকে পেশ করিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইত না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আনসারদের এই গোত্রকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে) লইয়া আসিলেন। আল্লাহ তায়ালা এই সৌভাগ্য ও সম্মান তাহাদেরকে দান করিতে চাহিলেন। অতএব তাহারা আশ্রয় দিল এবং সাহায্য করিল। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের নবীর পক্ষ হইতে তাহাদিগকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।

জামউল ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে হযরত ওমর (রাঃ)এর এই হাদীসে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, (হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন,) আল্লাহর কসম, আমরা আনসারদের সহিত যে ওয়াদা করিয়াছিলাম তাহা পালন করি নাই। আমরা বলিয়াছিলাম যে, আমরা আমীর হইব, আর তোমরা উজির হইবে। আমি যদি এই বৎসরের শেষ পর্যন্ত জীবিত

থাকি তবে আনসারী ব্যতীত আর কেহ আমার গভর্নর হইবে না।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে লোকদের সামনে পেশ করিতেন। তিনি লোকদেরকে বলিতেন, কেহ আছে কি? আমাকে তাহার কাওমের মধ্যে লইয়া যাইবে? কেননা কোরাইশগণ আমাকে আমার রব্বের কালাম পৌঁছাইতে বাধা দিয়াছে। একবার হামদান গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের? সে বলিল, আমি হামদান গোত্রের। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গোত্রের নিকট হেফাজতের ব্যবস্থা আছে কি? সে বলিল, জ্বী হাঁ, আছে। কিন্তু তাহার আশঙ্কা হইল যে, (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লইয়া যাওয়ার পর এবং তাঁহার হেফাজতের অঙ্গীকার করিবার পর) যদি তাহার কাওম এই অঙ্গীকার পালনে সম্মত না হয়। অতএব সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি এইবার যাইয়া আমার কাওমকে বলিব এবং আগামী বৎসর পুনরায় আপনার নিকট আসিব (এবং সিদ্ধান্ত জানাইব)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আচ্ছা। সে চলিয়া যাওয়ার পর রজব মাসে আনসার প্রতিনিধিদল উপস্থিত হইল।

নুসরাতের উপর বাইআত গ্রহণের বর্ণনায় হযরত জাবের (রাঃ)এর হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় দশ বৎসর কাল এইভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন যে, তিনি হজ্বের মৌসুমে ওকায ও মাজান্নার বাজারে লোকদের অবস্থানস্থলে যাইতেন এবং বলিতেন, কে আছে আমাকে আশ্রয় দিবে, আমাকে সাহায্য করিবে, যেন আমি আমার পরওয়ারদিগারের পয়গাম পৌঁছাইতে পারি, বিনিময়ে সে বেহেশত লাভ করিবে? কিন্তু তিনি এমন কাহাকেও পাইতেন না, যে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে বা সাহায্য করিবে। এমন কি সে সময় ইয়ামান অথবা মুযার গোত্র

হইতে কেহ মক্কায় আসিতে চাহিলে তাহার আত্মীয়–স্বজন ও কাওমের লোকেরা আসিয়া তাহাকে বলিত, কোরাইশের সেই যুবক হইতে সাবধান থাকিও, সে যেন তোমাকে ফেৎনায় ফেলিয়া (অর্থাৎ ধর্মচ্যুত করিয়া) না দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের অবস্থানস্থলের মধ্য দিয়া যাইতেন, আর তাহারা তাঁহার প্রতি আঙ্গুল তুলিয়া ইশারা করিত। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা ইয়াসরাব হইতে আমাদিগকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। আমরা তাহাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত হইলাম এবং আমরা তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। আমাদের মধ্যেকার এক একজন তাঁহার নিকট গমন করিত, তাঁহার প্রতি ঈমান আনিত এবং তিনি তাহাকে কোরআন শিক্ষা দিতেন। তারপর সে যখন সেখান হইতে মুসলমান হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত তখন তাহার ইসলামের কারণে পরিবারের সকলেই মুসলমান হইয়া যাইত। এইভাবে আনসারদের প্রত্যেক মহল্লায় মুসলমানদের এমন এক জামাত তৈয়ার হইয়া গেল যাহারা প্রকাশ্যে ইসলামের উপর চলিত। তারপর একদিন আনসারদের সকলেই পরামর্শের জন্য সমবেত হইলেন। আমরা বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা এইভাবে আর কতকাল ফেলিয়া রাখিব যে, তিনি মক্কার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, আর বিতাড়িত হইবেন, হুমকির সম্মুখীন হইবেন? অতএব আমাদের মধ্য হইতে সত্তর জন হজ্জের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আমরা আকাবা ঘাঁটিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত করিলাম। তারপর আমরা একজন দুইজন করিয়া নির্দিষ্টস্থানে সমবেত হইলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কিসের উপর বাইআত হইব? অতঃপর বর্ণনাকারী হাদীসের বাকি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হজ্জের সময় হইলে বনু মাযিন ইবনে নাজ্জারের একদল আনসার হজ্জের জন্য গেলেন। তাহাদের মধ্যে ছিলেন হযরত মুআয ইবনে আফরা, হযরত আসআদ ইবনে যুরারা (রাঃ), বনু

যুরাইকের হযরত রাফে' ইবনে মালেক, যাকওয়ান ইবনে আব্দে কায়েস (রাঃ), বনু আব্দুল আশহালের হযরত আবুল হাইসাম ইবনে তাইয়েহান (রাঃ), বনু আমর ইবনে আওফের হযরত উয়াইম ইবনে সায়েদা (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট আসিলেন এবং তাহাদিগকে এই ব্যাপারে অবহিত করিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে নবুওয়াত ও সম্মানের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনিয়া নিশ্চুপ হইয়া গেলেন এবং তাহাদের অন্তর তাঁহার দাওয়াতের উপর নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। তাহারা যেহেতু আহলে কিতাবদের নিকট তাঁহার অনুপম গুণাবলী ও তাঁহার দাওয়াত সম্পর্কে পূর্ব হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলেন, সেহেতু (কথা শুনামাত্রই) তাঁহাকেই চিনিতে পারিলেন। সুতরাং তাহারা তাঁহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনিলেন, আর তাহারা কল্যাণ প্রসারের মাধ্যম হইলেন।

তারপর তাহারা আরজ করিলেন, আপনার তো জানা আছে যে, আমাদের সেখানে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে খুন খারাবি চলিতেছে। আমরা এমন ব্যবস্থা করিতে চাই যাহা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আপনার কাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করিবেন। (অর্থাৎ আমরা আপনাকে আমাদের দেশে লইয়া গিয়া আপনার সাহায্য করিতে চাই।) আমরা আল্লাহর জন্য ও আপনার জন্য সর্বপ্রকার পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার যাহা রায় হইবে আমরাও আপনাকে তাহারই পরামর্শ দিব। তবে বর্তমানে আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া (মক্কায়) থাকুন। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের কাওমের নিকট ফিরিয়া যাইয়া তাহাদিগকে আপনার কথা বলিব এবং তাহাদিগকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দাওয়াত দিব। হইতে পারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিবেন এবং আমাদিগকে এক করিয়া দিবেন। বর্তমানে যেহেতু

আমাদের মধ্যে দূরত্ব ও শত্রুতা বিরাজ করিতেছে সেহেতু আপনি যদি এখন আমাদের নিকট আগমন করেন তবে আমরা আপনার ব্যাপারে একমত হইতে পারিব না এবং একজোট হইতে পারিব না। অতএব আমরা আগামী বৎসর হজ্বের (সময় আপনার সহিত সাক্ষাতের) অঙ্গীকার করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই কথায় সন্তুষ্ট হইলেন।

অতঃপর তাহারা আপন কাওমের নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে গোপনে দাওয়াত দিলেন। তাহারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে যে পয়গাম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং কোরআন পড়িয়া তিনি যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিয়াছেন, এই সমস্ত ব্যাপারে কাওমের লোকদেরকে অবহিত করিলেন। (তাহাদের এই দাওয়াতের) ফলে আনসারদের প্রত্যেক মহল্লায় কিছু না কিছু লোক অবশ্যই মুসলমান হইয়া গেল।

হাদীসের বাকী অংশ দাওয়াতের অধ্যায়ে উল্লেখিত হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর দাওয়াত প্রদানের হাদীস অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে।

আনসারদের বিষয়ে কবিতা

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) বলেন, আমি এক আনসারী বৃদ্ধা মহিলার নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই কয়েকটি কবিতা শিক্ষা করিবার জন্য হযরত সিরমা ইবনে কায়েস (রাঃ)এর নিকট বার বার যাইতে দেখিয়াছি।

ثَوَى فِى قُرَيْشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً # يُذَكِّرُ لَوْ اَلْفَى صَدِيْقًا مُوَاتِيًا

অর্থ ঃ তিনি কোরাইশের মাঝে দশ বৎসরকাল অবস্থান করিয়া নসীহত করিতে থাকিলেন। তিনি চাহিতেছিলেন, (ইত্যবসরে) যদি কোন সহযোগী বন্ধুর সন্ধান পাওয়া যাইত।

وَ يَعْرِضُ فِى اَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ # فَلَمْ يَرَمَنْ يُّؤْوِىْ وَلَمْ يَرَدَاعِيًا

আগত হাজীদের সম্মুখে তিনি নিজেকে পেশ করিতেন, কিন্তু তিনি না কোন আশ্রয়দাতা পাইতেন, আর না কোন এমন লোক পাইতেন, যে তাঁহাকে নিজের দেশে যাইবার আহবান জানায়।

فَلَمَّا اَتَا نَا وَاسْتَقَرَّتْ بِهِ النَّوَى # وَاَصْبَحَ مَسْرُوْرًابِطَيْبَةَ رَاضِيًا

যখন তিনি আমাদের নিকট আগমন করিলেন এবং এখানে তাঁহার অবস্থান সাব্যস্ত হইল এবং তাইবা (অর্থাৎ মদীনা)তে (অবস্থানের উপর) তিনি বড় আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

وَاَصْبَحَ مَايَخْشَىْ ظُلَامَةَ ظَالِمٍ # بَعِيْدٍ وَّمَا يَخْشَىْ مِنَ النَّاسِ بَاغِيًا

এবং দূরবর্তী কোন জালিমের জুলুমের ও লোকদের মধ্যে কাহারো বিদ্রোহের আশঙ্কা রহিল না।

بَذَلْنَا لَهُ الْاَمْوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا # وَاَنْفُسَنَا عِنْدَالْوَغَى وَالتَّاسِيَا

তখন আমরা তাঁহার জন্য (শত্রুর মুকাবিলায়) যুদ্ধের সময়ও (মুহাজির মুসলমানদের) সহানুভূতির সময় নিজেদের জান ও মালের বৃহৎ অংশ খরচ করিয়াছি।

نُعَادِالَّذِى عَادَى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ # بِحَقٍّ وَّاِنْ كَانَ الْحَبِيْبَ الْمُوَاتِيَا

তিনি যাহার সহিত শত্রুতা রাখিবেন আমরাও তাহার সহিত নিশ্চিত শত্রুতা রাখিব, সে যতই ঘনিষ্ট বন্ধু হউক না কেন।

وَ نَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ لَا شَىْءَ غَيْرُهُ # وَاَنَّ كِتَابَ اللّٰهِ اَصْبَحَ هَادِيًا

আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন বস্তু (মা'বুদ) নহে এবং আল্লাহর কিতাবই আমাদিগকে সঠিক পথ দেখাইবে।

মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ও হযরত সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) যখন মদীনায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত হযরত সা'দ ইবনে রাবী (রাঃ)এর ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ)কে বলিলেন, হে আমার ভাই, মদীনার লোকদের মধ্যে আমি অধিক সম্পদশালী, তুমি তোমার পছন্দমত আমার অর্ধেক সম্পদ গ্রহণ কর। আমার দুইজন স্ত্রী আছেন, তুমি যাহাকে পছন্দ করিবে আমি তাহাকে তালাক দিয়া দিব (তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া লইও)। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার পরিবার ও তোমার সম্পদে বরকত দান করুন, আমাকে তো বাজারের পথ বলিয়া দাও। তিনি তাহাকে বাজারের রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বাজারে যাইয়া (মালামাল) ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাহার অনেক মুনাফা হইল। তিনি উহা দ্বারা কিছু ঘি ও পনীর কিনিয়া আনিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি এইভাবে কিছু দিন ব্যবসা করিতে থাকিলেন। তারপর একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন, তাহার কাপড়ে জাফরানের ছাপ দেখিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কত মোহর দিয়াছ? তিনি বলিলেন, একদানা পরিমাণ স্বর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এক বকরি দিয়া হইলেও ওলীমা কর। হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) বলেন, আমার

ব্যবসায় বরকতের অবস্থা এরূপ ছিল যে, আমি যদি কোন পাথরও উঠাইতাম তবে উহা দ্বারা স্বর্ণ-রূপা লাভ করিবার আশা করিতে পারিতাম।

মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে একে অন্যের উত্তরাধিকার লাভ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ যখন মদীনায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরীন ও আনসারদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া দিলেন। এই কারণে প্রথম দিকে একজন আনসারীর মৃত্যুর পর তাহার আত্মীয়-স্বজনের পরিবর্তে মুহাজির তাহার উত্তরাধিকার লাভ করিত। কিন্তু এই আয়াত—

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ

অর্থ ঃ 'পিতা-মাতা এবং নিকট আত্মীয়গণ যাহা ত্যাগ করিয়া যান উহার জন্য আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিয়া দিয়াছি।'

নাযিল হইবার পর (ভ্রাতৃবন্ধন সূত্রে) মুহাজিরের জন্য আনসারীর উত্তরাধিকারী হওয়ার হুকুম রহিত হইয়া গিয়াছে।

উল্লেখিত রেওয়ায়াত মোতাবেক মৈত্রীসূত্রে উত্তরাধিকার লাভের হুকুম উক্ত আয়াত দ্বারাই রহিত করা হইয়াছে, কিন্তু পরবর্তী রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, মৈত্রীসূত্রে উত্তরাধিকার লাভের হুকুম রহিতকারী নিম্নোক্ত আয়াত—

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ -

অর্থ ঃ বস্তুতঃ যাহারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তাহারাই পরস্পর অধিক হকদার।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, শেষোক্ত রেওয়ায়াতই অধিক নির্ভরযোগ্য। তবে এমনও হইতে পারে, মৈত্রীসূত্রে উত্তরাধিকার লাভের হুকুম দুইবারে রহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম দিকে তো শুধু

ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী হইত, আত্মীয় উত্তরাধিকারী হইত না। তারপর যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ এর আয়াত নাযিল হইল তখন ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির সহিত আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হইল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতের এই অর্থই করিতে হইবে। অতঃপর সূরা আহযাবের আয়াত—

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ -

নাযিল হইবার পর ভ্রাতৃবন্ধন সূত্রে উত্তরাধিকার লাভের হুকুম রহিত হইয়া উত্তরাধিকার শুধু আত্মীয়ের জন্য নির্ধারিত হইয়া গেল এবং ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির জন্য আনসারীর পক্ষ হইতে শুধু সাহায্য সহানুভূতির হুকুম বহাল রহিল। এইভাবে প্রত্যেক হাদীসের অর্থ আপন আপন স্থানে ঠিক হইয়া যাইবে।

তাবেঈনদের এক জামাত বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পর মুহাজিরীনদের মধ্যে পরস্পর ও আনসার ও মুহাজিরীনদের মধ্যে ও পরস্পর ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দেন। ইহাতে তাহাদের পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতিই উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, তাহারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হইতেন। তাহাদের মধ্যে এরূপ নব্বইজন ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তাহারা একশত জন ছিলেন। তারপর যখন وَأُولُوا الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ নাযিল হইল, তখন ভ্রাতৃবন্ধনের দরুন উত্তরাধিকার লাভের যে নিয়ম চলিতেছিল তাহা শেষ হইয়া গেল।

মুহাজিরদের জন্য আনসারদের অর্থ-সম্পদ দ্বারা সহানুভূতি

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আনসারগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, আমাদের খেজুরের বাগানসমূহ আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে ভাগ

করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, না, বরং (বাগানের) পরিশ্রম তোমরা করিবে, আর আমরা (মুহাজিরগণ) ফলের মধ্যে তোমাদের অংশীদার হইব। আনসারগণ বলিলেন, سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا অর্থাৎ আমরা আপনার কথা শুনিলাম ও মানিয়া গেলাম।" (আপনি যেইভাবে বলিবেন আমরা সেইভাবে করিব)

হযরত আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদিগকে বলিলেন, তোমাদের (মুহাজির) ভাইগণ নিজেদের অর্থসম্পদ ও সন্তানাদি পরিত্যাগ করিয়া তোমাদের নিকট আসিয়াছে। আনসারগণ বলিলেন, আমরা নিজেদের খেত ও বাগান আমাদের ও আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আর কিছু কি হইতে পারে না? আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ তাহা কি? তিনি বলিলেন, মুহাজিরগণ কৃষি কাজ জানে না, অতএব সমস্ত কৃষি কাজ তোমরা কর, আর ফল ও ফসলে তাহাদিগকে অংশীদার করিয়া লও। আনসারগণ বলিলেন, ঠিক আছে, আমরা তাহাই করিব।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মুহাজিরগণ আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যে কাওমের নিকট আসিয়াছি তাহাদের অপেক্ষা উত্তম লোক আমরা আর দেখি নাই। তাহাদের নিকট যদি অল্প থাকে তবে উহা দ্বারা উত্তমরূপে সহানুভূতি দেখায় আর যদি বেশী থাকে তবে অধিক পরিমাণে খরচ করে। (খেত কৃষি ও বাগান পরিচর্যার) সকল পরিশ্রম তাহারা নিজেরাই করে, আমাদিগকে কোন পরিশ্রম করিতে দেয় না, কিন্তু ফল-ফসলে আমাদিগকে অংশীদার করে। আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, সমস্ত আজর ও সওয়াব তাহারাই না লইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না (তাহারা সমস্ত আজর ও সওয়াব লইয়া যাইতে পারিবে না) যতক্ষণ তোমরা তাহাদের প্রশংসা করিতে থাকিবে এবং তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করিতে থাকিবে।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আনসারগণ নিজেদের গাছ হইতে খেজুর কাটার পর উহাকে দুই ভাগ করিতেন। এক ভাগে কম ও অপর ভাগে খেজুর বেশী হইত। যেইভাগে কম হইত সেই ভাগের সহিত খেজুরের ডালপালা মিলাইয়া রাখিতেন (যাহাতে বেশী দেখা যায়)। অতঃপর মুহাজির মুসলমানদিগকে বলিতেন, এই দুই ভাগের মধ্যে যে কোন এক ভাগ গ্রহণ কর। মুহাজিরগণও (আত্মত্যাগের খাতিরে) ডালপালাবিহীন ভাগ, যাহা দেখিতে কম মনে হয়, গ্রহণ করিতেন। অথচ সেই ভাগেই বেশী হইত। এইভাবে আনসারীর ভাগে ডালপালা মিশ্রিত ভাগ পড়িত। যাহা দেখিতে বেশী মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে কম হইত। খাইবার বিজয় পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে এই রীতি চলিতেছিল। খাইবার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদিগকে বলিলেন, আমাদের নুসরত ও সাহায্যের যে হক তোমাদের উপর ছিল তাহা তোমরা পূর্ণরূপে আদায় করিয়া দিয়াছ। এখন তোমরা চাহিলে এরূপ করিতে পার যে, খাইবার হইতে তোমাদের প্রাপ্য অংশ খুশী মনে মুহাজিরদিগকে দিয়া দাও এবং (মদীনার বাগানের) সমস্ত ফল তোমরা রাখ। (সেখান হইতে মুহাজিরদিগকে আর কিছুই দিও না। এইভাবে মদীনার সম্পূর্ণ তোমাদের হইবে এবং খাইবারের সমস্ত ফল মুহাজিরদের হইবে।) আনসারগণ বলিলেন, (আমরা ইহা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিলাম। তবে) আপনি আমাদের উপর কিছু কাজের ভার দিয়া দিয়াছিলেন এবং আমাদের ব্যাপারে আপনি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, (এই সকল কাজের বিনিময়ে) আমরা বেহেশত লাভ করিব। আমাদের উপর যে কাজের ভার দিয়াছিলেন আমরা তাহা পূর্ণ করিয়াছি এখন আমরা আমাদের জিনিষ পাইতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের বেহেশত তোমরা অবশ্যই লাভ করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদিগকে বাহরাইনের যমিন দিবার জন্য ডাকিলেন। আনসারগণ বলিলেন, আমরা বাহরাইনের যমিন তখন গ্রহণ করিব যখন

আপনি সমপরিমাণ যমিন আমাদের মুহাজির ভাইদিগকেও দিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যদি তাহাদিগকে বাদ দিয়া যমিন লইতে না চাও তবে তোমরা (কেয়ামতের দিন হাউজে কাওসারের নিকট) আমার সহিত সাক্ষাৎ পর্যন্ত সবর করিতে থাকিও। কারণ (আমার পর) তোমাদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

ইসলামের সম্পর্ককে মজবুত করার লক্ষ্যে আনসারগণ কিরূপে জাহিলিয়াতের সম্পর্ককে ছিন্ন করিয়াছেন

ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার ঘটনা

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (ইহুদী) কা'ব ইবনে আশরাফ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে অনেক কষ্ট দিয়াছে। এমন কেহ কি আছে, যে তাহাকে শেষ করিয়া দিবে? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি চান যে, আমি তাহাকে হত্যা করি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে তাহার সহিত কিছু অবাঞ্ছিত কথা বলিবার অনুমতি দিন। তিনি বলিলেন, ঠিক আছে বলিতে পার।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) (তাহার কয়েকজন সঙ্গীসহ) কা'ব ইবনে আশরাফের নিকট গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের নিকট এখন সদকা চাহিতেছে এবং এ যাবৎ আমাদের উপর বিভিন্ন রকমের কষ্টসাধ্য কাজের দায়িত্ব চাপাইয়া) আমাদিগকে ক্লান্ত করিয়া দিয়াছে। আমি তোমার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। সে বলিল,

এখন কি দেখিয়াছ! ভবিষ্যতে তোমাদের উপর আরো কঠিন কাজ চাপাইবে। খোদার কসম, একদিন না একদিন অবশ্যই তোমরা তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া যাইবে। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আমরা যেহেতু একবার তাহার অনুসারী হইয়াছি, অতএব তাহার শেষ পরিণতি না দেখিয়া এখনই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহি না। আমরা তোমার নিকট এক দুই ওসাক খাদ্য শস্য ঋণ চাহিতেছি। (এক ওসাক ষাট সা' সমপরিমাণ এবং এক সা' সাড়ে তিন সের সমপরিমাণ) কা'ব বলিল, হাঁ, আমি ঋণ দিতে প্রস্তুত আছি, তবে তোমরা আমার নিকট কোন জিনিস বন্ধক রাখ। হযরত কা'ব (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ বলিলেন, বন্ধক হিসাবে তুমি কি জিনিস রাখিতে চাও? কা'ব বলিল, তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে আমার নিকট বন্ধক হিসাবে রাখ। তাহারা বলিলেন, তুমি আরবের সর্বাপেক্ষা সুদর্শন পুরুষ। তোমার নিকট আমাদের স্ত্রীগণকে কিরূপে বন্ধক রাখিব? কা'ব বলিল, তবে তোমাদের পুত্র সন্তানগণকে বন্ধক রাখ। তাহারা বলিলেন, আমাদের পুত্র সন্তানগণকে কিরূপে বন্ধক রাখিব? পরবর্তীকালে লোকেরা তাহাদিগকে এই বলিয়া বিদ্রুপ করিবে যে, এই সেই লোক, যাহাকে এক দুই ওসাকের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হইয়াছিল। ইহা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয় হইবে। তবে আমরা তোমার নিকট অস্ত্র-শস্ত্র বন্ধক রাখিতে পারি। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) অস্ত্র লইয়া তাহার নিকট রাত্রে আসিবার ওয়াদা করিলেন। অতএব তিনি রাত্রিবেলায় কা'ব ইবনে আশরাফের দুধভাই হযরত আবু নায়েলা (রাঃ)কে সঙ্গে লইয়া কা'বের নিকট আসিলেন। কা'ব তাহাদিগকে দুর্গের ভিতর ডাকিল। তাহারা দুর্গের ভিতর গেলেন। কা'ব যখন তাহাদের নিকট নামিয়া আসিতে লাগিল তখন তাহার স্ত্রী বলিল, এই সময় তুমি বাহিরে কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও আমার ভাই আবু নায়েলা আসিয়াছে। স্ত্রী বলিল, আমি তো এমন আওয়াজ শুনিতেছি যাহা হইতে রক্ত ঝরিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। সে বলিল, এতো আমার

ভাই মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও আমার দুধভাই আবু নায়েলা ব্যতীত আর কেহ নয়। তদুপরি বীর পুরুষকে কেহ মোকাবিলার জন্য রাত্রি কালে আহবান জানাইলেও সে অবশ্যই সেই ডাকে সাড়া দেয়।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) নিজের সঙ্গে দুই তিন জনকেও (দুর্গের ভিতর) ঢুকাইয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আমি তাহার চুল ধরিয়া শুঁকিব এবং তোমাদেরকেও শুঁকাইব। তোমরা যখন দেখিবে যে, আমি তাহার মাথা মজবুতভাবে ধরিয়া লইয়াছি তখন তোমরা তাহার উপর তলোয়ার মারিবে।

কা'ব মুক্তাজড়িত পোশাকে তাহাদের নিকট নিচে নামিয়া আসিল। তাহার শরীর হইতে আতরের খুশবু ছড়াইতেছিল। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আজিকার মত এরূপ উত্তম খুশবু তো আমি কখনও শুঁকি নাই। কা'ব বলিল, আমার নিকট আরবের সর্বাধিক আতর ব্যবহারকারিণী ও অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রী রহিয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, তোমার মাথা একটু শুঁকিবার অনুমতি দিবে কি? কা'ব বলিল, অবশ্যই। তিনি তাহার মাথা শুঁকিলেন এবং সঙ্গীগণকেও শুঁকিতে দিলেন। তারপর বলিলেন, আরেকবার শুঁকিতে দিবে কি? কা'ব বলিল, অবশ্যই। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) এইবার তাহার মাথা মজবুত করিয়া ধরিয়া সঙ্গিদেরকে বলিলেন, তোমাদের কাজ শেষ কর। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা তাহাকে কতল করিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে বিস্তারিত ঘটনা শুনাইলেন।

হযরত ওরওয়া (রাঃ)এর রেওয়ায়েত আছে যে, যখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমস্ত ঘটনা বলিলেন, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিলেন।

ইবনে সা'দের বর্ণনায় আছে যে, তাহারা (মদীনার গোরস্থান) বাকীউল গারকাদের নিকট পৌঁছিয়া উচ্চস্বরে আল্লাহ আকবার বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই রাত্রে দাঁড়ানো অবস্থায়

নামাযে রত ছিলেন। তাহাদের তাকবীর ধ্বনি শুনিয়া তিনি তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাহারা কা'বকে কতল করিয়া দিয়াছে। অতঃপর তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, এই চেহারাসমূহ সফলকাম হইয়াছে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার চেহারা মোবারক ও (সফলকাম হইয়াছে)। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ কা'বের (কর্তিত) মস্তক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আনিয়া ফেলিলেন। তিনি তাহার কতল হওয়ার উপর আল্লাহর শোকর আদায় করিলেন।

হযরত ইকরামা (রহঃ) হইতে বর্ণিত এক রেওয়ায়াতে আছে, (কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার কারণে) ইহুদীগণ অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিল, আমাদের সরদারকে ধোকা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে কা'বের কুকীর্তি ও দুস্কৃতিসমূহ শুনাইলেন যে, সে কিভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করিত এবং মুসলমানদেরকে নানাহ রকমে কষ্ট দিত। ইহুদীরা (এই সকল কথা শুনিয়া) ভীত হইল এবং আর কোন কথা বলিল না।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার পক্ষ হইতে কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করিতে কে প্রস্তুত আছে? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাহাকে হত্যা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি এই কাজ করিতে পারিলে অবশ্যই কর। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) এই কথার পর (ঘরে) চলিয়া গেলেন এবং খানাপিনা ছাড়িয়া দিলেন। শুধু এই পরিমাণ খাইতেন যাহাতে কোন রকমে প্রাণ বাঁচে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে তাহার এই সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি খাওয়া–দাওয়া কেন ছাড়িয়া দিয়াছ? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সামনে একটি কথা বলিয়াছি, জানিনা তাহা পূর্ণ করিতে পারিব কি না? এই চিন্তায় খাওয়া–দাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কাজ তো শুধু মেহনত করা ও চেষ্টা করা।

ইবনে ইসহাক (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) যখন তাহার সঙ্গীদেরকে লইয়া রওয়ানা হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহাদের সঙ্গে বাকীউল গারকাদ পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া গেলেন। তারপর তিনি তাহাদিগকে রওয়ানা করিয়া বলিলেন, আল্লাহর নাম লইয়া যাও। আয় আল্লাহ, আপনি ইহাদের সাহায্য করুন। (বিদায়াহ)

ইহুদী সর্দার আবু রাফে' সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইক এর হত্যার ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্যের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে, আনসারদের দুই গোত্র আওস ও খাযরাজের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য ও তাহার যে কোন কাজ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সর্বদা এমন প্রতিযোগিতা লাগিয়া থাকিত যেমন দুই কুস্তিগীর পালোয়ানের মধ্যে হইয়া থাকে। আওস গোত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দ্বীনের কাজে) উপকার সাধনমূলক কোন কাজ করিলে খাযরাজ গোত্র বলিত আল্লাহর কসম, তোমরা এই কাজ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের অপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবে না। অতঃপর তাহারাও

অনুরূপ কোন কাজ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। এমনিভাবে খাযরাজ গোত্র এমন কোন কাজ করিলে আওস গোত্রও অনুরূপ কথা বলিত।

আওস গোত্রের একজন সাহাবী (হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন (ইহুদী) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করিলেন তখন খাযরাজ গোত্রীয়গণ বলিলেন, আল্লাহর কসম, তোমরা এই কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্মানের দিক দিয়া আমাদের অপেক্ষা কখনও অগ্রগামী হইতে পারিবে না। অতঃপর তাহারা আলোচনা করিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত শত্রুতা পোষণকারীদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফের ন্যায় আর কে আছে? অবশেষে তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিলেন যে, খাইবারের ইবনে আবিল হুকাইক কা'বের ন্যায় শত্রুতা পোষণকারীদের একজন। অতএব তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহাকে হত্যা করিবার অনুমতি চাহিলেন। তিনি তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর খাযরাজ গোত্রের বনু সালামা বংশের পাঁচ ব্যক্তি, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক, হযরত মাসউদ ইবনে সিনান, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস, হযরত আবু কাতাদাহ, হযরত হারেস ইবনে রিবঈ ও হযরত খুযাঈ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) (খাইবার যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ)কে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে নারী ও শিশু হত্যা করিতে নিষেধ করিলেন।

তাহারা (মদীনা হইতে) রওয়ানা হইয়া খাইবারে পৌছিলেন এবং রাত্রিবেলা ইবনে আবিল হুকাইকের ঘরে গেলেন। তাহারা প্রত্যেক কামরা বাহির দিক হইতে বন্ধ করিয়া দিলেন, যাহাতে কোন কামরার ভিতরের লোক বাহিরে আসিতে না পারে। ইবনে আবিল হুকাইক তাহার উপরতলার ঘরে ছিল। সেখানে উঠিতে খেজুরগাছের তৈরী একটি সিঁড়ি ছিল। তাহারা সিঁড়ি বাহিয়া তাহার ঘরের দ্বারে পৌছিলেন এবং ভিতরে

প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আবু রাফে'র স্ত্রী বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা? তাহারা বলিলেন, আমরা আরবের অধিবাসী কিছু খাবারের জন্য আসিয়াছি। সে বলিল, আবু রাফে' এই ঘরে আছে, তোমরা ভিতরে যাইয়া তাহার সহিত দেখা কর। তাহারা বলেন, আমরা ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, যেন কেহ ভিতরে ঢুকিয়া আমাদেরকে তাহার নিকট পৌঁছিতে বাধা দিতে না পারে। ইহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী চিৎকার করিয়া খবর দিতে লাগিল। আবুরাফে' বিছানার উপরই ছিল। আমরা তলোয়ার লইয়া দ্রুত তাহার উপর আক্রমণ করিলাম। আল্লাহর কসম, রাতের অন্ধকারে একমাত্র তাহার সাদা চামড়ার দরুনই আমরা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল যেন একটি কুবর্তী (অর্থাৎ মিসরীয়) সাদা চাদর পড়িয়া আছে। তাহার স্ত্রী যখন চিৎকার করিয়া আমাদের সম্পর্কে খবর দিতে আরম্ভ করিল, আমাদের এক সাথী তাহার মাথার উপর তলোয়ার উঠাইল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধের কথা স্মরণ হইতেই তলোয়ার নামাইয়া লইল। যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ না করিতেন তবে আমরা সেই রাত্রেই তাহার জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া দিতাম। আমরা আবু রাফে'র উপর তলোয়ার দ্বারা আক্রমণ করিবার পর (অন্ধকারে তাহা কার্যকর না হওয়ার দরুন) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ) নিজের তলোওয়ারের অগ্রভাগ তাহার পেটের উপর রাখিয়া সমস্ত শরীর দ্বারা উহার উপর ভর দিলেন। তলোয়ার পেট ফুঁড়িয়া পিঠ দিয়া বাহির হইয়া গেল। আবুরাফে' শুধু যথেষ্ট যথেষ্ট বলিতেছিল। অতঃপর আমরা সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ)এর চোখে দোষ ছিল। তিনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গেলেন এবং তাহার হাত ভীষণভাবে মচকাইয়া গেল। আমরা তাহাকে সেখান হইতে উঠাইয়া ইহুদীদের ঝর্ণা হইতে প্রবাহিত একটি নহরের নিকট লইয়া আসিলাম এবং উহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। অপরদিকে লোকেরা আগুন জালাইয়া আমাদের সন্ধানে

চারিদিকে ছুটিতে লাগিল। অবশেষে নিরাশ হইয়া পুনরায় আবু রাফে'র নিকট গেল। তাহাকে সকলেই ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সকলের মাঝে তাহার প্রাণবায়ূ বাহির হইতেছিল। আমরা পরস্পর বলাবলি করিলাম যে, আল্লাহর দুশমন মারা গিয়াছে কিনা এই সংবাদ আমরা কিরূপে পাইতে পারি? আমাদের এক সঙ্গী বলিল, আমি যাইয়া দেখিয়া আসি। অতঃপর সে যাইয়া লোকদের ভিড়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। আমাদের সঙ্গী বলেন, আমি সেখানে যাইয়া দেখিলাম, আবু রাফে'র স্ত্রী ও অনেক লোকজন তাহার চারিপার্শ্বে সমবেত হইয়া আছে। তাহার স্ত্রীর হাতে চেরাগ ছিল। সে উহার আলোতে আবূ রাফে'র চেহারা দেখিতেছিল আর লোকজনের সহিত কথা বলিতেছিল। সে বলিতেছিল আল্লাহর কসম, আমি ইবনে আতিকেরই কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলাম যে, ইবনে আতিক এখানে এই এলাকায় কোথা হইতে আসিবে? তারপর সে অগ্রসর হইয়া চেরাগের আলোতে ভাল করিয়া তাহার চেহারা দেখিয়া বলিল, ইহুদীদের মাবুদের কসম, এই ব্যক্তি তো শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাদের উক্ত সঙ্গী বলেন, আমার জীবনে এমন আনন্দদায়ক কথা আর শুনি নাই। তারপর আমাদের সঙ্গী ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে সকল সংবাদ অবহিত করিলেন। আমরা আমাদের (আহত) সঙ্গীকে উঠাইয়া লইয়া রওয়ানা হইলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আল্লাহর দুশমনের কতল হইবার সংবাদ দিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিবার পর 'আবু রাফে'কে কে হত্যা করিয়াছে' এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। প্রত্যেকেই তাহাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের নিজ নিজ তলোয়ার লইয়া আস। আমরা নিজেদের তলোয়ার লইয়া আসিলে তিনি সেইগুলি দেখিলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (রাঃ)এর তলোয়ার দেখিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে।

কারণ, আমি উহার মধ্যে খাদ্যের চিহ্ন দেখিতেছি। (বিদায়াহ)

হযরত বারা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী আবু রাফে'কে হত্যা করার জন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ)এর নেতৃত্বে কতিপয় আনসারকে প্রেরণ করিলেন। আবু রাফে' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাহ রকমে কষ্ট দিত এবং তাঁহার শত্রুদের (মাল দৌলত দিয়া) সাহায্য করিত। হেজাজের ভূমিতে (খাইবারে) সে তাহার দুর্গে বাস করিত। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) ও তাহার সঙ্গীগণ সূর্যাস্তের পর খাইবারের নিকটে পৌঁছিলেন। লোকজন তাহাদের পশুপাল লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) (সঙ্গীগণকে) বলিলেন, তোমরা এইখানে বস, আমি যাইয়া দারওয়ানের সহিত এমন কোন কৌশল করি যাহাতে দূর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি। তিনি অগ্রসর হইয়া ফটকের নিকটবর্তী হইলেন এবং কাপড় দ্বারা নিজের শরীর ঢাকিয়া এমনভাবে বসিয়া পড়িলেন যেন প্রস্রাব করিতে বসিয়াছেন। সমস্ত লোকজন ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল। দারওয়ান তাহাকে ডাকিয়া বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, ভিতরে আসিতে চাহিলে আসিয়া যাও, আমি ফটক বন্ধ করিব। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিয়া রহিলাম। সমস্ত লোকজন ভিতরে প্রবেশ করিবার পর দারওয়ান ফটক বন্ধ করিয়া চাবিগুলি একটি পেরেকের সহিত ঝুলাইয়া রাখিল। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি উঠিয়া চাবিগুলি লইয়া ফটক খুলিয়া ফেলিলাম। আবু রাফের ঘরে রাত্রে গল্প গুজবের আসর বসিত। সে তাহার উপরতলার ঘরে ছিল। আসরের লোকজন তাহার নিকট হইতে চলিয়া গেলে, আমি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। আমি প্রত্যেক দরজা খুলিয়া ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিলাম, যাহাতে লোকজন আমার ব্যাপারে জানিতে পারিলেও যেন তাহারা আসিবার পূর্বেই আমি তাহাকে কতল করিয়া দিতে পারি। আমি যখন এইভাবে তাহার নিকট পৌঁছিলাম তখন সে অন্ধকার ঘরে তাহার পরিবার–পরিজনের মধ্যে ছিল। আমি

ঠাহর করিতে পারিতেছিলাম না যে, সে কোন জায়গায় আছে। অতএব আমি তাহাকে হে আবুরাফে' বলিয়া আওয়াজ দিলাম। সে বলিল, কে? আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম এবং তলোয়ার মারিলাম। কিন্তু আমি যেহেতু একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম সেহেতু আঘাত কার্যকর হইল না। সে চিৎকার করিয়া উঠিলে আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর আবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম, হে আবু রাফে' এই শোরগোল কিসের? সে বলিল, তোমার মায়ের সর্বনাশ হোক, ঘরের ভিতর কে একজন আমার উপর তলোয়ারের আঘাত করিল। ইহা শুনিয়া আমি তাহার উপর এমন জোরে তলোয়ার মারিলাম যে, সে ঘায়েল হইল বটে কিন্তু নিহত হইল না। তারপর আমি তলোয়ারের মাথা তাহার পেটের উপর রাখিয়া এমন জোরে চাপ দিলাম যে, তলোয়ার তাহার পিঠে যাইয়া ঠেকিল। আমার পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, এইবার আমি তাহার কাজ শেষ করিয়া দিয়াছি। অতঃপর আমি এক একটি করিয়া দরজা খুলিয়া সিঁড়ির নিকট পৌঁছিলাম। আমি সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিলাম এবং একজায়গায় পৌঁছিয়া আমি মনে করিলাম সিঁড়ি শেষ হইয়া গিয়াছে এবং আমি নিচে পৌঁছিয়া গিয়াছি। চাঁদনী রাত ছিল, আমি পা বাড়াইতেই পড়িয়া গেলাম এবং আমার পা ভাঙ্গিয়া গেল। পাগড়ি খুলিয়া পা বাঁধিলাম এবং চলিতে আরম্ভ করিলাম। ফটকের নিকট যাইয়া বসিয়া পড়িলাম। মনে মনে বলিলাম, আবু রাফে'কে আমি কতল করিতে পারিলাম কিনা এই খবর না লইয়া আজ রাত্রে আমি এখান হইতে বাহির হইব না। ভোরে যখন মোরগ ডাকিল তখন এক ব্যক্তি দূর্গের দেয়ালের উপর উঠিয়া ঘোষণা করিল যে, হেজাজবাসীদের ব্যবসায়ী আবু রাফে' মারা গিয়াছে। অতঃপর আমি সেখান হইতে সঙ্গীদের নিকট আসিয়া বলিলাম, শীঘ্র চল, আল্লাহ তায়ালা আবু রাফে'কে কতল করিয়া দিয়াছেন। আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বিস্তারিত ঘটনা শুনাইলাম। তিনি বলিলেন,

তোমার পা মেল। আমি পা মেলিয়া দিলে তিনি উহার উপর নিজের হাত মোবারক বুলাইয়া দিলেন। তাঁহার হাত মোবারক বুলাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পা এমন ভাল হইয়া গেল যেন ইতিপূর্বে পায়ে কিছুই হয় নাই।

বোখারীর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আতিক (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছিলেন তখন তিনি মিম্বারের উপর বসিয়াছিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, এই সকল চেহারা সফলকাম হইয়াছে। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার চেহারাও সফলকাম হইয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি তাহাকে কতল করিয়া আসিয়াছ? তাহারা বলিলেন, জ্বী হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের তলোওয়ার আমাকে দেখাও। তিনি তলোওয়ার লইয়া তাহা উত্তোলন করিলেন এবং বলিলেন, হাঁ, এই তলোয়ারের ধারের মধ্যে খাদ্যের চিহ্ন লাগিয়া রহিয়াছে। (বিদায়াহ)

ইহুদী ইবনে শাইবার হত্যার ঘটনা

হযরত মুহাইয়েসাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা ইহুদীদের মধ্যে যাহাকে পার হত্যা কর। ইবনে শাইবা নামক এক ইহুদী মুসলমানদের সহিত তাহার উঠাবসা এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত নির্দেশের পর হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ) ইবনে শাইবার উপর আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিলেন। হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ)এর বড় ভাই হযরত হুওয়াইয়েসা তখনও মুসলমান হন নাই। ইবনে শাইবাকে হত্যা করার কথা শুনিয়া হুওয়াইয়েসা আপন ভাই হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ)কে মারিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই তাহাকে হত্যা করিলি, অথচ আল্লাহর কসম, তোর পেটের অনেক চর্বি ইবনে

শাইবার মাল দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে তোমার হত্যার হুকুম দেন তবে আমি তোমারও গর্দান উড়াইয়া দিব। আল্লাহর কসম, এই কথার দ্বারাই হযরত হুয়াইয়েসা (রাঃ)এর ইসলামের সূচনা হইল। (অর্থাৎ ভাইয়ের এই কথা তাহার অন্তরে আঘাত করিল।) হযরত হুয়াইয়েসা বলিলেন, আল্লাহর কসম, যদি (হযরত) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে আমার হত্যার হুকুম দেন তবে কি তুমি আমাকেও হত্যা করিবে? হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! হযরত হুয়াইয়েসা বলিলেন, আল্লাহর কসম, যে দ্বীন তোমাকে এই পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে তাহা সত্যই বড় বিস্ময়কর।

ইবনে ইসহাক (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত মুহাইয়েসা (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আমাকে এমন এক ব্যক্তি ইবনে শাইবাকে হত্যার আদেশ দিয়াছেন, যদি তিনি তোমার হত্যার আদেশ দেন তবে আমি তোমার গর্দানও উড়াইয়া দিব। এই কারণে অবশেষে হযরত হুয়াইয়েসা (রাঃ) মুসলমান হইয়া গেলেন।

বনু কায়নুকা, বনু নযীর ও বনু কুরাইযার যুদ্ধসমূহ এবং উহাতে আনসারদের কৃতিত্ব

বনু কায়নুকার ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে কোরাইশকে পরাজিত করিবার পর বনু কায়নুকা'র বাজারে ইহুদীদের সমবেত করিয়া বলিলেন, হে ইহুদীগণ, তোমরা বদরে কোরাইশদের ন্যায় এরূপ পরাজয়বরণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ কর। ইহুদীগণ বলিল, কোরাইশগণ লড়াই করিতে জানিতে না। আমাদের সঙ্গে লড়াই করিলে বুঝিতে পারিতেন যে, আমরাই হইলাম পুরুষ। তাহাদের

এই কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন—

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ ... لِأُولِي الْأَبْصَارِ .

অর্থ ঃ আপনি এই কাফেরদিগকে বলিয়া দিন যে, অচিরেই তোমরা পরাভূত হইবে এবং তোমাদিগকে সমবেত করিয়া জাহান্নামের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। আর উহা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

নিশ্চয় তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রহিয়াছে দুই দলের মধ্যে যাহারা পরস্পর মুখামুখী হইয়াছিল। একদল তো আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিতেছিল আর অন্য দল ছিল কাফের। এই কাফেররা নিজদিগকে মুসলমানদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে। আর আল্লাহ স্বীয় সাহায্য দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। নিশ্চয় ইহার মধ্যে মহান উপদেশ রহিয়াছে চক্ষুষ্মান লোকদের জন্য।

আবু দাউদের রেওয়ায়াতে আছে যে, ইহুদীরা বলিল, হে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনভিজ্ঞ ও যুদ্ধ করিতে জানে না, এমন কিছু কোরাইশের লোককে কতল করিয়া আপনি ধোকায় পড়িবেন না। আমাদের সহিত যুদ্ধ করিলে বুঝিতে পারিতেন আমরাই হইলাম বীর পুরুষ, আমাদের ন্যায় লোকের মুখামুখী আপনি এখনও হন নাই।

ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরাজিত হইবার পর মুসলমানগণ তাহাদের ইহুদী বন্ধুদেরকে বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর বদরের ন্যায় এরূপ দিন আনিবার পূর্বেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। ইহুদী মালেক ইবনে সাইফ বলিল, যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ কোরাইশের একদলকে পরাজিত করিয়া তোমরা ধোকায় পড়িয়াছ কি? আমরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তবে তোমরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কিছু ইহুদী বন্ধু আছে যাহারা অনেক শক্তিশালী। তাহাদের নিকট অস্ত্র-শস্ত্রও যথেষ্ট পরিমাণ রহিয়াছে এবং তাহারা অনেক প্রভাব-প্রতিপত্তিও রাখে।

তথাপি আমি ইহুদীদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের বন্ধুত্ব গ্রহণ করিলাম, এখন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ব্যতীত আমার কোন বন্ধু নাই। (মোনাফেক) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আমি কিন্তু ইহুদীদের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমার তাহাদের (সহিত বন্ধুত্বের) প্রয়োজন রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে বলিলেন, হে আবুল হুবাব, তুমি ওবাদাহ ইবনে সামেতের সহিত জিদ করিয়া ইহুদীদের বন্ধুত্বকে গ্রহণ করিয়াছ। তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব তোমার জন্যই হউক। ইহুদীদের সহিত ওবাদার বন্ধুত্বের প্রয়োজন নাই। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই বলিল, আমি তাহাই কবুল করিলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতসমূহ নাযিল করিলেন—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ... وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۔

অর্থ ঃ “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পর বন্ধু, আর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য হইতে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিবে, নিশ্চয় সে তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাহাদের অন্তরে রোগ রহিয়াছে তাহাদিগকে আপনি দেখিবেন, দৌড়াইয়া যাইয়া তাহাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা বলে, আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, আমাদের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। অতএব আশা যে, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা (মুসলমানদের) পূর্ণ বিজয় প্রকাশ করিবেন অথবা অন্য কোন বিষয় বিশেষভাবে নিজ পক্ষ হইতে (প্রকাশ করিবেন), ফলে তাহারা স্বীয় গোপন মনোভাবের কারণে লজ্জিত হইবে। আর মুসলমানগণ বলিবে, ইহারাই কি সেই সমস্ত লোক যাহারা অতি দৃঢ়তা সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করিত যে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি। ইহাদের সমস্ত কর্ম (কৌশল)ই ব্যর্থ হইয়া গেল, ফলে

তাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া রহিল। হে ঈমানদারগণ, তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম হইতে ফিরিয়া যায়। তবে (ইসলামের কোন ক্ষতি নাই। কেননা) আল্লাহ তায়ালা সত্বরই (তাহাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবেন যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ভালবাসিবেন এবং তাহারাও আল্লাহকে ভালবাসিবে, তাহারা মুসলমানদের প্রতি মেহেরবান থাকিবে, কাফেরদের প্রতি কঠোর হইবে। তাহারা জেহাদ করিবে আল্লাহর পথে আর তাহারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করিবে না। ইহা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ তায়ালা সুপ্রশস্ত, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু ত আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এবং মুমিনগণ—যাহারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এই অবস্থায় যে তাহাদের মধ্যে বিনয় থাকে। আর যাহারা আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং ঈমানদারগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহারাই (আল্লাহর দল এবং) নিশ্চয় আল্লাহর দলই বিজয়ী। হে ঈমানদারগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য হইতে যাহারা তোমাদের ধর্মকে হাসি ও তামাশার বস্তু করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কাফেরদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হইয়া থাক। আর যখন তোমরা (আযান দ্বারা) নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তাহারা উহার সহিত হাসি ও তামাশা করে, ইহার কারণ এই যে, তাহারা এমন লোক যে মোটেই জ্ঞান রাখে না। আপনি বলিয়া দিন, হে আহলে কিতাবগণ, আমাদের সহিত তোমাদের ইহা ব্যতীত আর কি শত্রুতা যে, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহর প্রতি এবং সেই কিতাবের প্রতি যাহা আমাদের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে এবং সেই কিতাবের প্রতি যাহা পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। আপনি বলিয়া দিন, আমি কি তোমাদিগকে সেই পন্থা বলিয়া দিব, যাহা প্রতিদান প্রাপ্তি হিসাবে উহা হইতেও (যাহাকে তোমরা মন্দ বলিয়া জান) আল্লাহর নিকট অধিক নিকৃষ্ট! তাহা ঐ সমস্ত লোকদের পন্থা, যাহাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করিয়াছেন এবং যাহাদের প্রতি

ক্রোধান্বিত হইয়াছেন এবং যাহাদের কতককে তিনি বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহারা শয়তানের আরাধনা করিয়াছে, তাহারাই মর্যাদার দিক দিয়া নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ হইতেও বহুদূরে। যখন তাহারা তোমাদের নিকট আগমন করে, তখন বলে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, অথচ তাহারা কুফরই লইয়া আসিয়াছিল এবং কুফরই লইয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং আল্লাহ তো খুবই জানেন, যাহা ইহারা গোপন করিত। আর আপনি তাহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখিতেছেন, যাহারা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া পাপ এবং যুলুম এবং হারাম ভক্ষণে নিপতিত হইতেছে, বাস্তবিকই তাহাদের এই কার্য মন্দ। তাহাদিগকে আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলেমগণ পাপের কথা হইতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হইতে কেন নিষেধ করিতেছে না? বাস্তবিকই তাহাদের এই অভ্যাস নিন্দনীয়। আর ইহুদীরা বলিল, আল্লাহর হাত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাদেরই হাত বন্ধ এবং তাহাদের এই উক্তির দরুন তাহারা রহমত হইতে বিদূরিত হইয়াছে। বরং তাহার (আল্লাহর) ত উভয় হাত উন্মুক্ত, যেরূপে ইচ্ছা ব্যয় করেন, আপনার পালনকর্তার পক্ষ হইতে আপনার প্রতি যে কালাম অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার দরুন তাহাদের মধ্যে অনেকের নাফরমানী ও কুফুর বৃদ্ধি পাইবে এবং আমি তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঢালিয়া দিয়াছি, তাহারা যখনই (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আল্লাহ তাহা নির্বাপিত করিয়া দেন। এবং তাহারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তি ছড়াইয়া বেড়ায়, আর আল্লাহ তায়ালা অশান্তি বিস্তারকারীদিগকে ভালবাসেন না। আর এই আহলে কিতাব (ইহুদী–নাসারা)গণ যদি ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তবে আমি অবশ্যই তাহাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা করিয়া দিতাম এবং অবশ্যই তাহাদিগকে শান্তির উদ্যানসমূহে দাখিল করিতাম। আর যদি ইহারা তাওরাত ও ইঞ্জীলের এবং যে কিতাব (অর্থাৎ কোরআন) তাহাদের রবের পক্ষ হইতে তাহাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে, উহার উপর যথারীতি আমলকারী হইত তবে তাহারা উপর (অর্থাৎ আসমান)

হইতে এবং পায়ের নীচ (অর্থাৎ জমিন) হইতে ভক্ষণ করিত। ইহাদের একদল তো সরল পথের পথিক আর ইহাদের অধিকাংশ এইরূপ যে, তাহাদের কার্যকলাপ অতি জঘন্য। হে রাসূল, যাহা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে আপনার প্রতি নাযিল করা হইয়াছে, আপনি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছাইয়া দিন, আর যদি এইরূপ না করেন, তবে (যেন) আপনি আল্লাহর একটি পয়গামও পৌঁছান নাই, আর আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফের) হইতে রক্ষা করিবেন।"

হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) বলেন, বনু কায়নুকা' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলে (মুনাফিক) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য দাঁড়াইয়া গেল। বনু আওফ গোত্রের হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর ন্যায় বনু কায়নুকা' এর মিত্র ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বনু কায়নুকা' এর সহিত তাহার মিত্রতা বর্জন ও আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মিত্রতা স্থাপনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদিগকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করিলাম এবং এই সকল কাফেরদের বন্ধুত্ব ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিলাম। অতএব হযরত ওবাদাহ (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রসঙ্গে সূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে।

বনু নাযীর এর ঘটনা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের আগে কোরাইশের কাফেরগণ (মদীনায়) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক এবং অন্যান্য মূর্তিপূজকদের নিকট চিঠি লিখিল। উহাতে তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

আশ্রয় দেওয়ার উপর তাহাদিগকে ধমক দিল এবং সমগ্র আরব লইয়া তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে বলিয়া হুমকি দিল। এই চিঠি পাওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার সঙ্গীগণ মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিবার এরাদা করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এই বিষয়ে সংবাদ পাইয়া) তাহাদের নিকট গেলেন এবং বলিলেন, কোরাইশগণ তোমাদিগকে যেরূপ ধোকা দিয়াছে, এরূপ ধোকা তাহারা আর কাহাকেও দেয় নাই। তাহারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাইতে চাহিতেছে। (কারণ মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের আত্মীয় স্বজন রহিয়াছে।) তাহারা (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) এই কথা শুনিয়া সঠিক জিনিস বুঝিতে পারিল এবং (যুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া) এদিক সেদিক কাটিয়া পড়িল।

বদর যুদ্ধের পর কোরাইশের কাফেরগণ ইহুদীদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিল যে, তোমাদের নিকট তো অস্ত্র–শস্ত্র ও দুর্গ রহিয়াছে। (অতএব তোমরা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদেরকে হত্যা কর। অন্যথায়) তাহাদিগকে বিভিন্ন রকমের হুমকি দিল। ইহাতে প্রভাবিত হইয়া (ইহুদী গোত্র) বনু নাযীর মুসলমানদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হইল। তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইল যে, আপনি আপনার তিনজন সঙ্গী লইয়া আসুন, আমাদের তিনজন আলেম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন (এবং তাহারা আপনার সহিত কথা–বার্তা বলিবেন।) যদি এই তিনজন আপনার উপর ঈমান আনয়ন করেন তবে আমরাও আপনার অনুসরণ করিব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রস্তুত হইলেন। ইহুদীদের উক্ত তিন ব্যক্তি চাদরের ভিতর খঞ্জর লুকাইয়া রাখিল (যেন কথার ফাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারে।) বনু নাযীরের একজন মহিলার এক ভাই মুসলমান হইয়াছিল এবং আনসারদের মধ্যে ছিল। উক্ত মহিলা বনু নাযীরের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাহার ভাইকে

সংবাদ দিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই মহিলার ভাই এই বিষয়ে তাঁহাকে অবহিত করিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং পরদিন ভোরে ভোরে মুসলমানদের লশকর লইয়া যাইয়া সেই দিনই তাহাদের অবরোধ করিলেন। অতঃপর পরদিন বনু কোরাইযাকে অবরোধ করিলেন। বনু কোরাইযার ইহুদীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইল। তাহাদের সহিত চুক্তিপত্র হইতে অবসর হইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বনু নাযীরের নিকট আসিলেন। (তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইতে সম্মত না হওয়ার কারণে) তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে তাহারা দেশান্তরিত হওয়ার শর্তে সন্ধি করিল। ইহাও শর্ত করা হইল যে, অস্ত্র ব্যতীত নিজেদের উটের পিঠে যাহা কিছু সামান পত্র লইয়া যাওয়া সম্ভব হয় তাহা লইয়া যাইতে পারিবে। শর্তানুসারে তাহারা সবকিছু উটের পিঠে তুলিয়া লইতেছিল। এমনকি নিজেদের ঘরের দরজা পর্যন্ত উঠাইয়া লইল। এইভাবে তাহারা নিজ হাতে নিজেদের ঘর-দোর ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া প্রয়োজনীয় কাষ্ঠখণ্ডাদি উঠাইয়া লইতেছিল। সিরিয়ার দিকে ইহাই তাহাদের প্রথম নির্বাসন ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাযীরের অবরোধ বহাল রাখিলেন। অবস্থা চরমে পৌঁছিলে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল শর্তাদি মানিতে বাধ্য হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সহিত এই মর্মে চুক্তি করিলেন যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে না, কিন্তু তাহারা নিজেদের এলাকা ও দেশ ছাড়িয়া সিরিয়ার আযরাআত নামক স্থানে চলিয়া যাইবে এবং সেখানে বসবাস করিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রতি তিনজনকে একটি উট ও একটি পানির মশক লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বনু নাযীরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন

এবং বনু নাযীরকে তিন দিনের ভিতর দেশত্যাগের কথা জানাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন।

ইবনে সা'দ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)কে বনু নাযীরের নিকট এই নির্দেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, তোমরা আমার শহর হইতে বাহির হইয়া যাও। তোমরা যখন আমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা করিয়াছ তখন আমার সহিত একত্রে বসবাস করিতে পারিবে না। আমি তোমাদিগকে (এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার জন্য) দশ দিনের সময় দিলাম।

বনু কোরাইযার ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া লোকদের পিছন পিছন যাইতেছিলাম। হঠাৎ পিছনে কাহারো পায়ের আওয়াজ শুনিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ও তাহার ভাতিজা হযরত হারেস ইবনে আওস (রাঃ) আসিতেছেন। হযরত সা'দ (রাঃ)এর হাতে একটি ঢাল ছিল। আমি মাটির উপর বসিয়া গেলাম। হযরত সা'দ (রাঃ) পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি লোহার বর্ম পরিহিত ছিলেন। (দীর্ঘদেহী হওয়ার দরুন) তাহার শরীরের কিছু অংশ বর্মের বাহিরে ছিল। আমার আশঙ্কা হইল যে, তাহার দেহের এই উন্মুক্ত অংশে শত্রুর আঘাত না লাগে। হযরত সা'দ (রাঃ) স্থূলকায় ও দীর্ঘদেহী দিলেন। তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে যাইতেছিলেন—

لَبِّثْ قَلِيْلاً يُدْرِكِ الْهَيْجَا حَمَلْ   مَا اَحْسَنَ الْمَوْتَ اِذَا حَانَ الْاَجَلْ

অর্থ ঃ একটু থাম, হামল (নামী ব্যক্তি)কেও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছিতে দাও, মৃত্যু কতই না সুন্দর লাগে যখন উহার সময় উপস্থিত হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি উঠিয়া একটি বাগানে

ঢুকিলাম। সেখানে কয়েকজন মুসলমান সহ হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি এখানে কেন আসিয়াছ? আল্লাহর কসম, তোমার ভারী সাহস! তোমার কি এই আশঙ্কা হয় না যে, হয়ত কোন বিপদ হইতে পারে বা যুদ্ধে পরাজয় ঘটিতে পারে, আর তখন আত্মরক্ষার জন্য ছুটাছুটি আরম্ভ হইয়া যায়? (অতএব যুদ্ধ চলাকালীন তোমার এইভাবে ঘরের বাহিরে আসা কোনক্রমেই উচিত হয় নাই।) (হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,) হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে এতবেশী তিরস্কার করিতে থাকিলেন যে, আমার ইচ্ছা করিতেছিল যে, যদি মাটি ফাটিয়া যাইত তবে আমি উহার ভিতর প্রবেশ করিতাম। এমন সময় লৌহশিরস্ত্রাণ পরিহিত ব্যক্তি মাথা হইতে তাহার শিরস্ত্রান উঠাইলে দেখিলাম, তিনি হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ)। তিনি বলিলেন, হে ওমর, তোমার ভাল হোক, আজ তুমি (এই বেচারিকে) অনেক বেশী বলিয়া ফেলিয়াছ। আমরা পরাজিত হইয়া অথবা পালাইয়া আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কাহার নিকট যাইব?

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (হযরত সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে আমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল।) কোরাইশের ইবনে আরেকা নামী এক ব্যক্তি 'লও আমার তীর, আমি ইবনে আরেকা' বলিয়া হযরত সা'দ (রাঃ)কে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর নিক্ষেপ করিল। তাহার তীর আসিয়া হযরত সা'দ (রাঃ)এর বাহুস্থিত শিরার উপর লাগিল এবং শিরা কাটিয়া গেল। হযরত সা'দ (রাঃ) আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, বনু কোরাইযার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি দেখিয়া আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দিও না। ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে বনু কোরাইযা হযরত সা'দ (রাঃ)এর বন্ধু ও মিত্র ছিল। (হযরত সা'দ (রাঃ)এর দোয়ার পর) তাহার যখম হইতে রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়া গেল। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা মুশরিক বাহিনীর উপর তুফান পাঠাইলেন

এবং আল্লাহ তায়ালার এমন সাহায্য আসিল যে, মুসলমানদের আর লড়াই করিতে হইল না। আল্লাহ তায়ালা শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।

অতঃপর আবু সুফিয়ান ও তাহার দলবল তেহামার দিকে, উআইনা ইবনে বদর ও তাহার দলবল নাজদের দিকে চলিয়া গেল। বনু কোরাইযার ইহুদীগণ নিজেদের দূর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার নির্দেশে হযরত সা'দ (রাঃ)এর জন্য মসজিদে একটি চামড়ার তাঁবু টানানো হইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আসিলেন। তাঁহার সম্মুখের দাঁতের উপর ধুলাবালি লাগিয়াছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, আপনি কি অস্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন? না, আল্লাহর কসম, ফেরেশতাগণ এখনও অস্ত্র রাখেন নাই। আপনি বনু কোরাইযার দিকে চলুন এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করুন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় যুদ্ধের পোষাক পরিধান করিলেন এবং লোকদের মধ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য ঘোষণা দিলেন যে, বাহির হইয়া পড়। মসজিদের আশে পাশে বনু গানমের বসতি ছিল। তাহারা মসজিদের প্রতিবেশী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিছুক্ষণ পূর্বে তোমাদের নিকট দিয়া কে গিয়াছেন? তাহারা বলিলেন, হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ) গিয়াছেন। (হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম কখনও কখনও হযরত দেহইয়া কালবী (রাঃ)এর আকৃতি ধারণ করিয়া আসিতেন বলিয়া) হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের দাড়ি, বয়স ও চেহারা দেখিতে হযরত দেহইয়া (রাঃ)এর ন্যায় ছিল।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঁচিশ দিন পর্যন্ত বনু কোরাইযাকে অবরোধ করিয়া রাখিলেন। অবরোধ কঠিন আকার ধারণ করিলে বনু কোরাইযা নিরুপায় হইল এবং তাহাদের দুর্দশা

বৃদ্ধি পাইল। তাহাদিগকে বলা হইল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা মানিয়া লও। তাহারা এই ব্যাপারে হযরত আবু লুবাবা ইবনে আব্দিল মুনযির (রাঃ)এর নিকট পরামর্শ চাহিলে তিনি তাহাদিগকে ইশারায় বলিলেন, তোমরা জবাই হইবে। পরিশেষে বনু কোরাইযা বলিল, আমাদের ব্যাপারে আমরা হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর ফয়সালা মানিয়া লইব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ঠিক আছে, সা'দ ইবনে মুআযের ফয়সালাই মানিয়া লও। অতএব হযরত সা'দ (রাঃ)কে গাধার পিঠে খেজুর ছালের তৈরী গদির উপর বসাইয়া আনয়ন করা হইল। তাহার কাওমের লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া চলিতেছিল এবং (বনু কোরাইযার ব্যাপারে) তাহাকে বলিতেছিল যে, হে আবু আমর, ইহারা তোমারই বন্ধু ও মিত্র, বিপদ–আপদে কাজে আসে, তাহাদের সম্পর্কে তোমার ভালভাবেই জানা আছে। হযরত সা'দ (রাঃ) (সকলের কথা শুনিতে থাকিলেন এবং চুপ করিয়া রহিলেন,) তাহাদের কোন কথার উত্তরও দিলেন না, তাহাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। তারপর যখন বনু কোরাইযার এলাকার নিকটবর্তী হইলেন তখন নিজের কাওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার জন্য এখন সেই সময় আসিয়াছে যে, আমি আল্লাহর ব্যাপারে কাহারো তিরস্কারের পরওয়া না করি।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যখন হযরত সা'দ (রাঃ) দৃষ্টিগোচর হইলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা দাঁড়াইয়া তোমাদের সাইয়েদ (সর্দার)কে (সতর্কতার সহিত) সওয়ারী হইতে নামাও। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাদের সাইয়েদ তো আল্লাহ তায়ালা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে নামাইয়া লও। সকলে তাহাকে (সওয়ারী হইতে) নামাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহাদের (বনু কোরাইযার) ব্যাপারে ফয়সালা কর। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আমি (এই) ফয়সালা

করিতেছি যে, (যেহেতু তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে সেহেতু) তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ করিতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করা হউক, তাহাদের সন্তানদেরকে বন্দী করা হউক এবং তাহাদের যাবতীয় মালামাল (মুসলমানদের মধ্যে) বন্টন করিয়া দেওয়া হউক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি তাহাদের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর ফয়সালা অনুযায়ী ফয়সালা করিয়াছ। তারপর হযরত সা'দ (রাঃ) দোয়া করিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি যদি আপনার নবীর সহিত কোরাইশের কোন যুদ্ধ বাকি রাখিয়া থাকেন তবে আমাকে (উহাতে অংশগ্রহণের জন্য) বাকি রাখুন ; আর যদি আপনার নবীর সহিত কোরাইশের যুদ্ধ শেষ করিয়া দিয়া থাকেন তবে আমাকে (মওত দান করিয়া) উঠাইয়া লইয়া যান। এই দোয়া করিতেই তাহার ক্ষতস্থান হইতে পুনরায় রক্তক্ষরণ আরম্ভ হইল। অথচ তাহার সেই ক্ষতস্থান শুকাইয়া কানের রিংএর ন্যায় ছোট দেখাইতেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য যে তাঁবু টানাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি সেই তাঁবুতে চলিয়া আসিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (কয়েক দিন পর তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল এবং) ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাহার ইন্তেকালে ইহারা সকলে কাঁদিতেছিলেন। সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ রহিয়াছে, আমি নিজের হুজরা হইতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) উভয়ের কান্নার আওয়াজ পৃথক পৃথকভাবে চিনিতে পারিতেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ) পরস্পর এরূপ রহম দিল ছিলেন, যেরূপ আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছেন, رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে সদয়।

হযরত আলকামা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, হে

আম্মাজান, (এরূপ শোকের সময়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করিতেন? তিনি বলিলেন, কাহারো জন্য তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইত না ঠিক, তবে কাহারো ব্যাপারে অধিক শোক দুঃখ হইলে তিনি নিজের দাড়ি মোবারক ধরিতেন। (অধিকাংশ এরূপ হইলেও কখনও কখনও চক্ষু হইতে অশ্রুও নির্গত হইত।)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর ইন্তেকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদিলেন এবং তাঁহার সাহাবা (রাঃ)ও কাঁদিলেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত খুব বেশী দুঃখের সময় আপন দাড়ি মোবারক ধরিতেন। আমি সেদিন আমার পিতা ও হযরত ওমর (রাঃ)এর কান্নার আওয়াজ পৃথক পৃথকভাবে চিনিতে পারিতেছিলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর জানাযা হইতে ফিরিলেন তখন তাঁহার দাড়ি মোবারকের উপর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

দ্বীনী মর্যাদার উপর আনসার (রাঃ)দের গর্ব প্রকাশ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একবার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পর গর্ব করিতে লাগিলেন। আওস গোত্রীয়গণ বলিলেন, আমাদের মধ্যে এমন সাহাবী রহিয়াছেন যাহাকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়াছিলেন। তিনি হইলেন হযরত হানযালা ইবনে রাহেব (রাঃ)। আমাদের মধ্যে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) ছিলেন, যাঁহার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে হযরত আসেম ইবনে আফলাহ (রাঃ)এর ন্যায় সাহাবী ছিলেন, যাঁহা (র লাশ)কে মৌমাছির দল হেফাজত করিয়াছে এবং আমাদের মধ্যে হযরত খুযাইমা ইবনে সাবেত (রাঃ)এর ন্যায় সাহাবী রহিয়াছেন, যাঁহার একার সাক্ষ্যকে দুই জনের সাক্ষ্যের সমতুল্য গণ্য করা হইয়াছে। খাযরাজ গোত্রীয়গণ বলিলেন, আমাদের

মধ্যে চারজন এমন রহিয়াছেন, যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সম্পূর্ণ কোরআন হেফজ করিয়াছিলেন, আর কেহ এরূপ করিতে পারে নাই। তাঁহারা চার জন হইলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) ও হযরত আবু যায়েদ (রাঃ)।

আনসার (রাঃ)দের দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও অস্থায়ী ভোগ্যবস্তুর ব্যাপারে সবর এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল (সাঃ)এর উপর সন্তুষ্টি

মক্কা বিজয়ে আনসার (রাঃ)দের ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, একবার রমজান মাসে কয়েকটি প্রতিনিধিদল হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট আসিল। সেই প্রতিনিধি দলের মধ্যে আমিও ছিলাম এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)ও ছিলেন। আমরা পরস্পর একে অন্যের জন্য খাবার তৈয়ার করিয়া দাওয়াত করিতাম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) আমাদিগকে অনেক বেশী দাওয়াত করিয়া খাওয়াইলেন। বর্ণনাকারী হাশেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বেশীর ভাগই আমাদিগকে দাওয়াত করিয়া নিজের অবস্থানস্থলে লইয়া যাইতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, একদিন আমি (মনে মনে) বলিলাম, আমিও কি খাবার তৈয়ার করিয়া সকলকে আমার অবস্থানস্থলে দাওয়াত করিতে পারি না? অতএব আমি খাবার তৈয়ার করিলাম এবং এশার সময় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলিলাম, আজ রাত্রে আমার সেখানে খাওয়ার দাওয়াত রহিল। তিনি বলিলেন, আজ তুমি আমার আগে চলিয়া গেলে? আমি বলিলাম, জ্বী, হাঁ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমি সকলকে দাওয়াত করিলাম এবং তাহারা আমার নিকট খাইলেন। হযরত আবু

হোরায়রা (রাঃ) বলিলেন, হে আনসারগণ, আমি কি তোমাদিগকে তোমাদের ঘটনা শুনাইব? অতঃপর তিনি মক্কা বিজয়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অগ্রসর হইলেন এবং মক্কায় (বিজয়ীরূপে) প্রবেশ করিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)কে সৈন্যদের এক দলের উপর ও হযরত খালেদ (রাঃ)কে অপর এক দলের উপর আমীর করিয়া পাঠাইলেন এবং নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)কে আমীর নিযুক্ত করিলেন। তাহারা উপত্যকার মধ্যবর্তী পথ ধরিয়া চলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ বাহিনীর মধ্যে রহিলেন। কোরাইশগণ বিভিন্ন গোত্র হইতে কিছু লোক সমবেত করিল এবং বলিল, আমরা ইহাদিগকে অগ্রভাগে রাখিব। যদি ইহাদিগকে বিজয়ী হইতে দেখি তবে আমরাও তাহাদের সহিত মিলিত হইব। আর যদি তাহারা পরাজিত হয় তবে তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যাহা দাবী করিবেন আমরা তাহা পূরণ করিব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃষ্টিপাত করিয়া আমাকে দেখিলেন। বলিলেন, হে আবু হোরায়রা, আমি বলিলাম, লাব্বায়েক ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বলিলেন, যাও, আনসারদিগকে আমার নিকট আসিবার জন্য আওয়াজ দাও, আনসার ব্যতীত অন্য কেহ যেন তাহাদের সহিত না আসে। আমি তাহাদের সকলকে আওয়াজ দিলাম। তাহারা আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিদিকে সমবেত হইলে তিনি বলিলেন, তোমরা কোরাইশদের বিভিন্ন গোত্র হইতে সন্নিবেশিত আজে বাজে লোকজন ও তাহাদের তাবেদার বাহিনীকে দেখিতে পাইতেছ কি? অতঃপর তিনি নিজের একহাত অপর হাতের উপর মারিয়া বলিলেন, এই সবগুলিকে (ক্ষেত কাটার ন্যায়) কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেল এবং সাফা পাহাড়ের নিকট আমার সহিত মিলিত হও।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা এই নির্দেশের পর

অগ্রসর হইলাম। কোরাইশের সেই বাহিনীর অবস্থা এই হইল যে, আমাদের প্রত্যেকেই যত ইচ্ছা তাহাদেরকে হত্যা করিল, তাহাদের কাহারই আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার ক্ষমতা রহিল না। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, (আজ তো) কোরাইশ গোষ্ঠী শেষ হইয়া যাইবে। আজকের পর আর কোরাইশ অবশিষ্ট থাকিবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে নিজের দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিবে সে নিরাপদ হইবে। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ হইবে। এই ঘোষণার পর লোকেরা নিজেদের দরজা বন্ধ করিয়া লইল। (মক্কা বিজয়ের পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজরে আসওয়াদের নিকট গেলেন এবং উহা চুম্বন করিয়া বাইতুল্লার তওয়াফ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি ধনুক ছিল যাহার এক কোণা তিনি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। একপার্শ্বে একটি মূর্তি স্থাপন করা ছিল। মক্কার কাফেরগণ উহার উপাসনা করিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফের সময় সেই মূর্তির নিকট দিয়া অতিক্রমকালে হাতের ধনুক দ্বারা উহার চোখের উপর খোঁচা মারিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন—

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا –

অর্থ ঃ সত্য আসিয়াছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

অতঃপর তিনি সাফা পাহাড়ের নিকট আসিলেন এবং উহার এতখানি উপরে আরোহণ করিলেন যেখান হইতে বাইতুল্লাহ শরীফ দেখা যায়। সেখানে কিছুক্ষণ হাত উঠাইয়া দোয়া ও যিকরে মশগুল রহিলেন। আনসারগণ তখন পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে তো নিজ এলাকার মুহাব্বত ও আপন বংশের প্রতি মায়া-মমতায় ধরিয়াছে। (যে কারণে হাজার জুলুম অত্যাচার করা

সত্ত্বেও আপন কাওমকে হত্যা করিলেন না। আগামীতে হয়ত মদীনা ছাড়িয়া তিনি মক্কায়ই থাকিয়া যাইবেন।) ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ হইল। তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতে লাগিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতাম। ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ হইলে তাহা শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের কেহ তাঁহার প্রতি চোখ তুলিয়া তাকাইতে পারিত না। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হইলে তিনি মাথা মোবারক উঠাইলেন এবং বলিলেন, হে আনসারগণ, তোমরা কি এরূপ বলিয়াছ যে, এই ব্যক্তিকে তো নিজ এলাকার মুহব্বত ও আপন বংশের প্রতি মায়া–মমতায় ধরিয়াছে? আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা এই কথা বলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে আমার নাম কি হইবে? (অর্থাৎ আমি যদি আপন এলাকার মহব্বতে ও আপন বংশের মায়া–মমতায় প্রভাবিত হইয়া কাজ করি তবে আল্লাহর রাসূল কিরূপে রহিলাম?) নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। (আমি তাহাই করিব যাহা আল্লাহ তায়ালা বলিবেন। আমি নিজের ইচ্ছামত কিছুই করিব না।) আমি আল্লাহর প্রতি এবং তোমাদের প্রতি হিজরত করিয়াছি। তোমাদের সহিত জীবন অতিবাহিত করিব এবং তোমাদের নিকট মৃত্যুবরণ করিব। এই কথা শুনিয়া আনসারগণ (আনন্দের অতিশয্যে) কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কসম, আমরা এই কথা শুধু এই জন্য বলিয়াছি, যাহাতে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল শুধু আমাদেরই হইয়া থাকেন। (আমাদিগকে ছাড়িয়া আর কোথাও চলিয়া না যান, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি একান্ত মহব্বতের দরুন আমরা এরূপ কথা বলিয়াছি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল তোমাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া জানেন এবং তোমাদের ওজরকে গ্রহণ করিতেছেন (যে, তোমরা একান্ত মহব্বতের দরুণ এরূপ কথা বলিয়াছ)।

হুনাইনের যুদ্ধে আনসারদের ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধের দিন হাওয়াযেন ও গাতফান ও অন্যান্য কাফের গোত্রসমূহ নিজেদের গৃহপালিত পশু ও সন্তান–সন্ততি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। (সে যুগে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন না করার দৃঢ় সংকল্প করিত তাহারা এরূপ করিত) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দশ হাজার মুসলমান ছিলেন এবং মক্কার সেই সকল (নওমুসলিম) লোকেরাও ছিল, যাহাদিগকে (ক্ষমা করিয়া দিয়া মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং) তোলাকা বলা হইত। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহারা ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা রহিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন দুইটি পৃথক পৃথক ডাক দিয়াছিলেন। প্রথম তিনি ডান দিকে ফিরিয়া ডাক দিলেন, হে আনসারগণ! আনসারগণ বলিলেন, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সহিত রহিয়াছি। অতঃপর বাম দিকে ফিরিয়া তিনি ডাক দিলেন, হে আনসারগণ! আনসারগণ বলিলেন, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আমরা আপনার সহিত রহিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদা খচ্চরের পিঠে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি উহা হইতে অবতরণ করিয়া বলিলেন, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রাসূল। অতঃপর মুশরিকগণ পরাজিত হইল। সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু গণীমতের মাল লাভ করিলেন। তিনি সমস্ত গণীমতের মাল মুহাজিরীন ও (মক্কার নওমুসলিম) তোলাকাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং আনসারগণকে উহা হইতে কিছুই দিলেন না। আনসাগণ বলিলেন, যখন কোন কঠিন কাজের সময় হয় তখন আমাদিগকে ডাকা হয়, আর যখন গণীমতের মাল বন্টনের সময় হয় তখন তাহা অন্যদের মধ্যে বন্টন করা হয়। আনসারদের এই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌছিল। তিনি

তাহাদিগকে একটি তাঁবুতে সমবেত করিয়া বলিলেন, হে আনসারগণ, আমার নিকট এ কেমন কথা পৌঁছিয়াছে? আনসারগণ, চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, হে আনসারগণ, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, সকলে দুনিয়া লইয়া (ঘরে) যাইবে, আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলকে তোমাদের ঘরে লইয়া যাইবে? তাহারা বলিলেন, হাঁ, আমরা সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি লোকেরা প্রান্তরের পথে চলে এবং আনসারগণ পাহাড়ী পথে চলে তবে আমিও আনসারদের পাহাড়ী পথে চলিব। বর্ণনাকারী হযরত হেশাম (রহঃ) বলেন, আমি (হযরত আনাস (রাঃ)কে বলিলাম, হে আবু হামযা, আপনি কি সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন? হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, আমি কোথায় গায়েব হইব?

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে গণীমতের বহু মালামাল লাভ হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা সম্পূর্ণই কোরাইশ ও আরবের সেই সকল (নওমুসলিম) লোকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন, যাহাদের মন রক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। আনসারগণ উহা হইতে কম বেশী কিছুই পাইলেন না। ইহাতে তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আপন কাওমের সাক্ষাৎ পাইয়া গিয়াছেন। (এখন তিনি মক্কায় থাকিয়া যাইবেন, মদীনায় আর ফিরিয়া যাইবেন না।) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আনসার গোত্রের মনে আপনার ব্যাপারে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কি কারণে? হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আপনি গণীমতের সম্পূর্ণ মালামাল আপনার কওম ও অন্যান্য আরবদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। আনসারগণ উহা হইতে কিছুই পাইল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে সা'দ, এই ব্যাপারে তোমার

কি মতামত? তিনি বলিলেন, আমিও তো আমার কাওমেরই এক ব্যক্তি। (অর্থাৎ কাওমের সহিত আমিও একমত।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার কাওমকে আমার জন্য এই ঘেরাওয়ের ভিতর সমবেত কর। তাহারা সমবেত হইলে আমাকে সংবাদ দিও। হযরত সা'দ (রাঃ) বাহিরে আসিয়া আনসারদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন এবং তাহাদের সকলকে উক্ত ঘেরাওয়ের ভিতর সমবেত করিলেন। মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে কয়েকজন আসিলে তাহাদিগকেও (ভিতরে প্রবেশের) অনুমতি দিলেন। তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তারপর আরো কয়েকজন আসিলে তাহাদিগকে হযরত সা'দ (রাঃ) ফেরৎ দিলেন। আনসারগণ সকলে সমবেত হইলে হযরত সা'দ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি যেখানে আনসার গোত্রকে সমবেত করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারা সেখানে সমাবেত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলেন এবং তাহাদের মাঝে বয়ানের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইলেন। আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর বলিলেন, হে আনসারগণ, এমন নহে কি যে, আমি যখন তোমাদের নিকট আসিয়াছিলাম তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। তোমরা সকলে অভাবগ্রস্থ ছিলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সচ্ছল করিয়াছেন, তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরসমূহকে মিলাইয়া দিয়াছেন? আনসারগণ (উত্তরে) বলিলেন, হাঁ, এরূপই হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আনসারগণ তোমরা উত্তর কেন দিতেছ না? তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা কি বলিব, আপনাকে কি উত্তর দিব? আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলেরই অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে বলিতে পার এবং তোমরা সত্য কথাই বলিবে এবং তোমাদিগকে সত্যবাদী বলা হইবে যে, আপনি লোকদের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, আমরা

আপনাকে আশ্রয় দিয়াছি, আপনি অভাবগ্রস্থ ছিলেন, আমরা আপনাকে আর্থিক সাহায্য দিয়াছি ; আপনি ভীত–সন্ত্রস্ত ছিলেন, আমরা আপনাকে অভয় দিয়াছি ; আপনি অসহায় ছিলেন, আমরা আপনার সহায়তা করিয়াছি। তাহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এরই অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা দুনিয়ার এই ঘাস–পাতার কারণে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইতেছ? আমি তো এই গনীমতের মালামাল নবাগত মুসলমানদিগকে তাহাদের মন রক্ষার্থে দিয়াছি, আর তোমাদিগকে ইসলামের ন্যায় মহান নেয়ামত যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ভাগ্যে লিখিয়াছেন উহার সোপর্দ করিয়াছি। (গণীমতের মাল না পাইলেও তোমরা ইসলামের ন্যায় নেয়ামত লাভের উপর সন্তুষ্ট থাকিবে।) হে আনসারগণ, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা উট–বকরী লইয়া নিজেদের ঘরে ফিরে, আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও? সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, যদি লোকজন এক পাহাড়ী পথে চলে এবং আনসারগণ অন্য পাহাড়ী পথে চলে তবে আমি আনসারদের পথে চলিব। যদি হিজরত না হইত তবে আমি আনসারদের একজন হইতাম। আয় আল্লাহ, আনসারদের উপর এবং আনসারদের সন্তানদের উপর এবং তাহাদের সন্তানের সন্তানদের উপর রহমত নাযিল করুন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও দোয়া শুনিয়া আনসারগণ কাঁদিতে লাগিলেন এবং কান্নায় তাহাদের দাড়ি ভিজিয়া গেল। তাহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহকে রবব হিসাবে সন্তুষ্ট আছি এবং তাঁহার রাসূলের মালামাল বন্টনের উপর রাজী আছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং আনসারগণও চলিয়া গেলেন।

হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে হাওয়াযেন গোত্র হইতে গণীমতের যেসকল মালামাল আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অনুগ্রহস্বরূপ কোরাইশ ও অন্যান্য (নওমুসলিম)দের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। ইহাতে আনসারগণ অসন্তুষ্ট হইলেন। এই কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে পৌঁছিলে তিনি আনসারদের অবস্থানস্থলে আসিলেন এবং বলিলেন, আনসারদের যাহারাই এখানে আছে তাহারা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানস্থলে চলিয়া আসে। (আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হইলে) তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া (সর্বপ্রথম) আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানা বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন, হে আনসারগণ, আমি এই গণীমতের মালামাল তোমাদিগকে না দিয়া কতিপয় (নওমুসলিম) লোকদেরকে তাহাদের মন রক্ষার্থে দিয়াছি। হয়ত তাহারা আগামীতেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাদের অন্তরে ইসলামকে মজবুতভাবে প্রবিষ্ট করিয়া দিবেন। তোমরা এই ব্যাপারে কিছু কথা বলিয়াছ যাহা আমার কানে পৌঁছিয়াছে। অতঃপর বলিলেন, হে আনসারগণ, তোমাদিগকে ঈমানের ন্যায় দৌলত দান করিয়া কি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি দয়া করেন নাই? তোমাদিগকে আল্লাহ তায়ালা বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন এবং আনসারুল্লাহ ও আনসারে রাসূল নামে তোমাদের অতি উত্তম নাম রাখিয়াছেন। হিজরত না হইলে আমি আনসারদের একজন হইতাম। সমস্ত লোকজন যদি এক প্রান্তরের পথ ধরে আর তোমরা অন্য প্রান্তরের পথ ধর তবে আমি তোমাদের পথ ধরিব। তোমরা ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা বকরী জানোয়ার ও উট লইয়া যায় আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে লইয়া যাও? আনসারগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, আমরা সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি যাহা বলিলাম উহার উত্তরে তোমরাও কিছু বল। আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদিগকে অন্ধকারে নিমজ্জিত পাইয়াছেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা আমাদিগকে আলোর দিকে আনিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে আগুনের গর্তের কিনারায় পাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। আপনি আমাদিগকে পথভ্রষ্ট পাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার দ্বারা আমাদিগকে হেদায়ত দান করিয়াছেন। আমরা রব্ব হিসাবে আল্লাহর উপর, দ্বীন হিসাবে ইসলামের উপর ও নবী হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সন্তুষ্ট আছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা খোলা মনে বলিতেছি যে, আপনি যাহা ইচ্ছা হয় করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,আল্লাহর কসম, তোমরা এই জবাব ব্যতীত অন্য কিছু বলিলেও আমি বলিব তোমরা সত্য বলিয়াছ। যদি তোমরা এরূপ বলিতে যে, আপনি লোকদের নিকট হইতে বিতাড়িত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়াছি। লোকেরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, আমরা আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। আপনি অসহায় ছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করিয়াছি। আপনার যে দাওয়াতকে লোকেরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি। যদি তোমরা এরূপ বলিতে তবে সত্য কথাই বলিতে। আনসারগণ বলিলেন, বরং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই একমাত্র অনুগ্রহ। আমাদের ও অন্যান্যদের উপর একমাত্র আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই অনুগ্রহ ও দয়া। অতঃপর তাহারা কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং তাহারা অত্যাধিক পরিমাণে কাঁদিলেন, তাহাদের সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাঁদিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হাওয়াযেন গোত্রের মালামাল গনীমতরূপে আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিবার পর তিনি কতিপয় লোককে

একশত উট করিয়া দিতে লাগিলেন। আনসারদের মধ্য হইতে কিছুসংখ্যক লোক বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করেন। তিনি কোরাইশকে দিতেছেন, আমাদিগকে দিতেছেন না। অথচ আমাদের তরবারী হইতে এখনও হাওয়াযেনের রক্ত ঝরিতেছে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকারে এই কথা জানিতে পারিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া আনসারগণকে একটি চামড়া নির্মিত তাঁবুতে সমবেত করিলেন, এবং তাহাদের সহিত অন্য কাহাকেও সেখানে বসিতে দিলেন না। তাহারা সমবেত হইবার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমাদের পক্ষ হইতে আমার নিকট একি কথা পৌঁছিয়াছে? আনসারদের জ্ঞানবান লোকেরা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের প্রধানদের কেহ কোন কথা বলেন নাই। অবশ্য আমাদের কিছুসংখ্যক যুবক বলিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করুন, তিনি কোরাইশকে দিতেছেন, আমাদিগকে দিতেছেন না। অথচ আমাদের তরবারী হইতে এখনও হাওয়াযেনের রক্ত ঝরিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইমাত্র যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে আমি তাহাদের মনরক্ষার্থে এই গণীমতের মাল তাহাদিগকে দিয়াছি। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা মালামাল লইয়া (ঘরে) ফিরিয়া যাইবে, আর তোমরা নবী (করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে লইয়া তোমাদের ঘরে ফিরিবে? আল্লাহর কসম, তাহারা যাহা লইয়া ঘরে ফিরিবে তাহা অপেক্ষা তোমরা যাহা লইয়া ফিরিবে তাহা বহু গুণে উত্তম হইবে। আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা (এই বন্টনের উপর) সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, আমার পর তোমরা (দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে) অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিতে দেখিবে। তোমরা তখন আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ (অর্থাৎ মৃত্যু) পর্যন্ত সবর করিও। আমি হাউজে কাওসারের নিকট (তোমাদের অপেক্ষায়) থাকিব।

হযরত আনাস (রাঃ) (যিনি স্বয়ং আনসারদের একজন) বলেন, কিন্তু আনসারগণ সবর করিতে পারেন নাই। ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আনসারদেরকে) বলিয়াছেন, তোমরা আমার শরীর সংলগ্ন ভিতরের কাপড় (সমতুল্য) আর অন্যান্যরা উপরের কাপড় (সমতুল্য)। তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা উট বকরী লইয়া যায়, আর তোমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে লইয়া নিজ দেশে ফিরিয়া যাও? তাহারা বলিলেন, আমরা ইহাতে সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আনসার তো আমার পাকস্থলী এবং আমার বিশেষ কাপড়ের বাক্স সমতুল্য। (অর্থাৎ তাহারা আমার একান্ত বিশ্বস্ত, আপনজন, যাহাদের উপর গোপন বিষয়ে নির্ভর করা যায়।) যদি সমস্ত লোকজন কোন প্রান্তর পথে চলে আর আনসার কোন পাহাড়ী পথে চলে তবে আমি আনসারদের পথেই চলিব। হিজরত না হইলে আমি আনসারদের একজন হইতাম। (বিদায়াহ)

আনসারদের গুণাবলী

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাহরাইন হইতে মালামাল আসিল। মুহাজির ও আনসারগণ একে অপর হইতে এই ব্যাপারে খবর পাইয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদেরকে বলিলেন, আমি যতখানি জানি, ভয়–ভীতিকর পরিস্থিতিতে (জান দিতে হইলে) তোমাদের সংখ্যা বেশী হয় এবং লোভ–লালসার বিষয়ে (লইবার সময়

হইলে) তোমাদের সংখ্যা কম হয়। (অর্থাৎ এই সময় তোমরা পিছনে সরিয়া থাক।)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু তালহা (রাঃ)কে বলিলেন, তোমার কাওম (অর্থাৎ আনসারদের)কে আমার সালাম বলিও; আর তাহাদিগকে বলিও যে, আমার জানা মতে তাহারা অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই অসুখে ইন্তেকাল করিয়াছেন সেই অসুখের সময় হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁহাকে দেখিতে গেলে তিনি বলিলেন, তোমার কাওম (আনসারদের)কে আমার সালাম দিও, নিঃসন্দেহে তাহারা অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল।

হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)এর উক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট গেলেন এবং বলিলেন, হে কাওমের সর্দার, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তুমি আল্লাহর সহিত কৃত ওয়াদাকে পূরণ করিয়াছ। আল্লাহ তায়ালাও তোমার সহিত কৃত ওয়াদা পূরা করিবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন (বেগানা) মহিলার জন্য আনসারদের দুই ঘরের মাঝে বাস করার মধ্যে অথবা তাহার আপন পিতা–মাতার নিকট বাস করার মধ্যে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। (উভয়টাই তাহার জন্য সমান। কারণ আনসারগণ অত্যন্ত চরিত্রবান, বেগানা মহিলাকে আপন মা–বোনের মতই সম্মান করে।)

আনসারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাহাদের খেদমত

হযরত উসাঈদ ইবনে হুযাইর (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন। তিনি তখন খাদ্যদ্রব্য বন্টন করিতেছিলেন। হযরত উসাঈদ (রাঃ) বনু যাফর গোত্রের এক আনসারী পরিবারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তাহারা খুবই অভাগ্রস্থ এবং তাহাদের অধিকাংশই মহিলা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে উসাইদ, তুমি আমার নিকট আগে বলিলে না, এখন তো যাহা কিছু হাতে ছিল শেষ হইয়া গিয়াছে। আগামীতে যখনই শুনিতে পাও যে, আমার নিকট কিছু আসিয়াছে তখন তুমি সেই পরিবারের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও। তারপর যখন খাইবার হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট খেজুর ও যব আসিল তখন তিনি উহা লোকদের মধ্যে বন্টন করিলেন। আনসারদের মধ্যেও বন্টন করিলেন এবং তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে দিলেন। উক্ত পরিবারের মধ্যেও বন্টন করিলেন এবং তাহাদিগকে আরো অধিক পরিমাণে দিলেন। হযরত উসাইদ (রাঃ) শুকরিয়া আদায় করিতে যাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, অথবা বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে শ্রেষ্ঠ বিনিময় দান করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা আনসারদল, তোমাদেরকেও আল্লাহ তায়ালা উত্তম বিনিময় অথবা বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ বিনিময় দান করুন। আমার জানা মতে তোমরা অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল। আমার পরে খেলাফতের বিষয়ে ও (মালামাল) বন্টনের ব্যাপারে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। হাউজে কাওসারের নিকট আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধারণ করিও।

হযরত উসাঈদ ইবনে হুযাইর (রাঃ) বলেন, আমার কাওমের দুই পরিবার বনু যাফর ও বনু মুআবিয়ার লোকেরা আমার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। যেন তিনি আমাদের জন্য কিছু বন্টন করেন অথবা আমাদেরকে কিছু দান করেন। অথবা এ জাতীয় কোন কথা তাহারা বলিল। অতএব আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত এই ব্যাপারে কথা বলিলে তিনি বলিলেন, হাঁ, আমি প্রত্যেক পরিবারকে বন্টনের সময় কিছু না কিছু দিব। (এখন তো এই পরিমাণই দিবার মত আছে) পরে যখন আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে আরো দিবেন তখন আমরা তাহাদিগকে আরো দিব। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন। কেননা আমার জানা মতে, তোমরা অত্যন্ত চরিত্রবান ও ধৈর্যশীল। কিন্তু আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে।

অতঃপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত আমলে তিনি লোকদের মধ্যে পোশাকের জোড়া বন্টন করিলেন। এক জোড়া তিনি আমার জন্যও পাঠাইলেন, যাহা দেখিতে আমার নিকট ছোট মনে হইল। আমি নামায পড়িতেছিলাম, এমন সময় একজন কোরাইশী যুবক আমার পাশ দিয়া গেল। তাহার পরণেও এই ধরণের এক জোড়া ছিল, যাহা এতবড় ছিল যে, সে তাহা মাটিতে হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। আমার তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণ হইল যে, তিনি বলিয়াছিলেন, আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। আমি এই কথা স্মরণ করিয়া বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলিয়াছেন। এক ব্যক্তি যাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)কে আমার এই কথা বলিয়া দিল। হযরত ওমর (রাঃ) (আমার নিকট) আসিলেন। আমি তখন

নামায পড়িতেছিলাম। তিনি বলিলেন, হে উসাইদ, নামায শেষ করিয়া লও। আমি নামায শেষ করিলে তিনি বলিলেন, তুমি কেমন কথা বলিয়াছ? আমি তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি এই জোড়া (বড় বলিয়া) ওমুক (আনসারী) সাহাবীর নিকট পাঠাইয়াছিলাম, যিনি বদর, ওহুদ ও আকাবার বাইআতে শরীক ছিলেন। (যেহেতু তিনি তোমার অপেক্ষা দ্বীনী সম্মানে অগ্রগামী ছিলেন, সেহেতু আমি তাহাকে তোমার অপেক্ষা বড় জোড়া দিয়াছিলাম।) অতঃপর এই কোরাইশী যুবক যাইয়া সেই আনসারী সাহাবীর নিকট হইতে কিনিয়া লইয়া পরিধান করিয়াছে। তোমার কি ধারণা হয় যে, আনসারদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিবার ঘটনা আমার যুগে ঘটিবে? হযরত উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহর কসম, হে আমীরুল মুমিনীন, আমার ধারণা যে, আপনার আমলে তাহা ঘটিবে না।

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলেন, আমি মসজিদে যাওয়ার সময় এক কোরাইশী যুবকের পরিধানে এক জোড়া কাপড় দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় জোড়া কে দিয়াছেন? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অপর একজন কোরাইশীকে দেখিলাম, তাহার পরিধানেও এক জোড়া কাপড় রহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় জোড়া কে দিয়াছেন? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন। তারপর কিছুদূর অগ্রসর হইলে অমুকের পুত্র অমুক একজন আনসারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরিধানে পূর্বের দুইজন অপেক্ষা নিম্নমানের কাপড় ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় জোড়া কে দিয়াছেন? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) মসজিদে যাইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলিয়াছেন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলিয়াছেন। হযরত ওমর (রাঃ) তাহার আওয়াজ শুনিয়া লোক পাঠাইলেন যে, আমার নিকট আস। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আমি দুই রাকাত নামায পড়িয়া আসিতেছি। হযরত ওমর (রাঃ) পুনরায় লোক পাঠাইয়া খবর দিলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) কসম দিতেছেন যে, তুমি এখনই আস। হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আমি নিজেকে কসম দিতেছি যে, দুই রাকাত নামায না পড়া পর্যন্ত তাহার নিকট যাইব না। এই বলিয়া তিনি নামায আরম্ভ করিয়া দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) নিজে আসিলেন এবং তাহার পাশে বসিলেন। তিনি নামায শেষ করিলে হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমাকে বল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের জায়গায় (অর্থাৎ তাঁহার মসজিদের ভিতর) উচ্চস্বরে এই কথা কেন বলিলে যে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য বলিয়াছেন? হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রাঃ) বলিলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি মসজিদের দিকে আসিতেছিলাম। পথে অমুকের পুত্র অমুক কোরাইশীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইলে তাহার পরিধানে একজোড়া কাপড় দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় কে দিয়াছে? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন? অতঃপর কিছুদূর অগ্রসর হইলে অমুকের পুত্র অমুক কোরাইশীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরিধানেও এক জোড়া কাপড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড় কে দিয়াছে? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন। তারপর আরো কিছুদূর অগ্রসর হইলে অমুকের পুত্র অমুক আনসারীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তাহার পরিধানে পূর্বের দুইজন অপেক্ষা নিম্নমানের কাপড় ছিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাকে এই কাপড়ের জোড়া কে দিয়াছে? সে বলিল, আমীরুল মুমিনীন দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে) বলিয়াছিলেন, আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার হাতে এই কাজ হউক তাহা আমি পছন্দ করি নাই। ইহা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ) কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, এই বারের জন্য আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, আগামীতে আর কখনও এরূপ করিব না। বর্ণনাকারী বলেন, ইহার পর কখনও হযরত ওমর (রাঃ)কে কোন আনসারীর উপর অন্য কাহাকেও অগ্রাধিকার দিতে দেখা যায় নাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং তাঁহাকে সালাম করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইখানে এইখানে এবং তাহাকে নিজের ডান পার্শ্বে বসাইলেন। তারপর বলিলেন, আনসারগণকে মারহাবা, আনসারগণকে মারহাবা। হযরত সা'দ (রাঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে) নিজের পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, এখানে বস। সে বসিয়া গেল। অতঃপর বলিলেন, কাছে আস। সে কাছে আসিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয় হাত ও পা মোবারক চুম্বন করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (খুশী হইয়া) বলিলেন, আমি আনসারদের একজন, আমি আনসারদের সন্তান। হযরত সা'দ (রাঃ)

বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সম্মানিত করুন যেমন আপনি আমাদেরকে সম্মানিত করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। তোমরা আমার পরে অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। হাউজে কাওসারের নিকট আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্য ধারণ করিও।

হযরত জারীর (রাঃ) কর্তৃক হযরত আনাস (রাঃ)এর খেদমত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত জারীর (রাঃ) আমার সঙ্গে এক সফরে ছিলেন। তিনি আমার খেদমত করিতেন। তিনি (একবার) বলিলেন, আমি আনসারদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত (সম্মান ও মুহব্বতের) এক বিশেষ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। অতএব আমি যে কোন আনসারীকে পাই তাহার অবশ্যই খেদমত করি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)এর খেদমত

হাবীব ইবনে সাবেত (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং নিজের ঋণ সম্পর্কে অভিযোগ করিলেন। (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।) কিন্তু তিনি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর পক্ষ হইতে (সাহায্যের ব্যাপারে) আশানুরূপ কোন সাড়া পাইলেন না, বরং এরূপ (বিমুখ) ভাব দেখিলেন, যাহা তাহার নিকট অপ্রিয় লাগিল। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে আনসারগণ, আমার পরে তোমরা অন্যদেরকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দিতে দেখিবে। হযরত মুআবিয়া (রঃ)

বলিলেন, সেই সময় তিনি তোমাদিগকে কি করিতে বলিয়াছেন? হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, বলিয়াছেন, তোমরা সবর করিও। হযরত মুআবিয়া (রাঃ) বলিলেন, অতএব তোমরা সবর কর। হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমার নিকট আর কখনও কিছু চাহিব না। অতঃপর তিনি সেখান হইতে বসরা আসিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট উঠিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহার জন্য নিজের ঘর খালি করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমি আপনার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিব যেরূপ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত করিয়াছিলেন। অতএব তিনি নিজ পরিবারবর্গকে ঘর খালি করিতে বলিলে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারপর তিনি হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ)কে বলিলেন, ঘরে যাহা কিছু আছে সম্পূর্ণ আপনার এবং তাহাকে অতিরিক্ত চল্লিশ হাজার (মুদ্রা) ও বিশটি গোলাম দিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বসরায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। হযরত আলী (রাঃ)এর পক্ষ হইতে সে সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বসরার গভর্ণর নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আবু আইয়ূব, আমি আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহা আপনাকে দিয়া দিতে চাই। যেমন আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত করিয়াছিলেন। অতএব তিনি নিজের পরিবারবর্গকে ঘর খালি করিতে বলিলে তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ঘরের সম্পূর্ণ মালামাল তাহাকে দিয়া দিলেন। অতঃপর হযরত আবু আইয়ূব (রাঃ) বলিলেন, আমার নির্দ্ধারিত ভাতা এবং আমার জমিতে কাজ করার জন্য আটজন গোলামের প্রয়োজন। তাহার ভাতা চার হাজার ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উহাকে পাঁচগুণ করিয়া বিশ হাজার মুদ্রা ও চল্লিশ জন গোলাম দিলেন। (তাবারানী)

আনসারদের প্রয়োজনে
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর প্রচেষ্টা

হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) অথবা হযরত ওসমান (রাঃ)এর নিকট আমাদের আনসারদের একটি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বর্ণনাকারী ইবনে আবি যিনাদ (রহঃ) হযরত ওমর (রাঃ) অথবা হযরত ওসমান (রাঃ)এর নামের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত হাসসান (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)কে (সুপারিশের জন্য) সঙ্গে লইয়া গেলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) আমাদের ব্যাপারে (সুপারিশমূলক) কথা বলিলেন এবং তাহারা আনসারদের সম্মান ও গুণাবলীরও উল্লেখ করিলেন। কিন্তু গভর্ণর অপারগতা প্রকাশ করিল। হযরত হাসসান (রাঃ) বলেন, আমরা যে কাজের জন্য গিয়াছিলাম তাহা অত্যন্ত জরুরী ছিল। গভর্ণর নিজের কথারই বারংবার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল। অবশেষে অন্যান্য সাহাবা (রাঃ) গভর্ণরকে অপারগ মনে করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন, কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম, তবে তো আনসারদের কোন মর্যাদা রহিল না। অথচ তাহারা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) সাহায্য করিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে। তিনি তাহাদের আরো সম্মানজনক বিষয়ের উল্লেখ করিতে লাগিলেন এবং (হযরত হাসসান ইবনে সাবেত (রাঃ)এর প্রতি ইশারা করিয়া) ইহাও বলিলেন, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি, যিনি তাঁহার পক্ষ হইতে (কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের কটুক্তিকে) প্রতিহত করিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এইভাবে সংক্ষিপ্ত যুক্তপূর্ণ বক্তব্যের দ্বারা গভর্ণরের সকল আপত্তিকে খণ্ডন করিতে থাকিলেন। অবশেষে গভর্ণর বাধ্য হইয়া আমাদের কাজ করিয়া দিল। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর জোরদার কথার দ্বারা আমাদের কার্য সমাধা করিয়া

দিলেন। (হযরত হাসসান (রাঃ) বলেন) আমি হযরত আব্দুল্লাহ (ইবনে আব্বাস) (রাঃ)এর হাত ধরিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম এবং তাহার প্রশংসা করিলাম ও তাহার জন্য দোয়া করিলাম। অতঃপর আমি মসজিদে সেই সকল সাহাবা (রাঃ)দের নিকট গেলাম যাহারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সঙ্গে গভর্ণরের নিকট আমাদের ব্যাপারে সুপারিশ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ন্যায় অধিক জোর দিয়া বলিতে পারেন নাই। আমি উচ্চস্বরে তাহাদিগকে শুনাইয়া বলিলাম, আমাদের সহিত তোমাদের অপেক্ষা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর অধিক সম্পর্ক (তিনি আজ আমাদের জন্য অধিক উপকারী প্রমাণিত হইয়াছেন)। তাহারা বলিলেন, নিঃসন্দেহে। অতঃপর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে বলিলাম, তাহার এই গুণ বৈশিষ্ট নবুওতের অবশিষ্টাংশ এবং হযরত আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিকট হইতে প্রাপ্ত) ওয়ারিসী স্বত্ব। তিনি তোমাদের অপেক্ষা উহার অধিক হকদার। অতঃপর আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া এই কবিতা আবৃত্তি করিলাম—

اِذَا قَالَ لَمْ يَتْرُكْ مَقَالاً لِقَائِلٍ - بِمُلْتَقِطَاتٍ لاَتَرٰى بَيْنَهَا فَضْلاً

অর্থ ঃ তিনি (অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)) যখন কথা বলেন, তখন এমন জোরদার সংক্ষিপ্ত কথা বলেন যে, কাহারো জন্য অধিক কিছু বলার সুযোগ রাখেন না এবং উহার মধ্যে কোন অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য কথাও থাকে না।

كَفٰى وَشَفٰى مَافِى الصُّدُوْرِفَلَمْ يَدَعْ   لِذِىْ اِرْبَةٍ فِى الْقَوْلِ جِدًّاوَّلاَهَزْلاً

তাহার বক্তব্য সকল বিষয়ের জন্য যথেষ্ট, সকলের দিলকে আশ্বস্ত করিয়া দেয় এবং অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য তিনি কথা বলার প্রয়োজন বাকি রাখেন না।

سَمَوْتَ اِلَى الْعُلْيَا بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ فَنِلْتَ ذُرَاهَالاَدَنِيًّا وَّ لَا وَغْلًا

(হে ইবনে আব্বাস) আপনি বিনা পরিশ্রমে উচ্চ মর্যাদা লাভ করিয়াছেন এবং উহার চূড়ায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি কমজাতও নহেন, দুর্বলও নহেন।

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত হাসসান (রাঃ) বলিলেন, ইনি (অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আনসারদের জন্য) এই (সুপারিশের) ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত। আল্লাহর কসম, তাহার এই গুণ বৈশিষ্ট্য নবুওতেরই অবশিষ্টাংশ এবং হযরত আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিকট হইতে প্রাপ্ত) ওয়ারিসী স্বত্ব। তাহার বংশমূল ও স্বভাবগত উৎকৃষ্টতা তাহাকে এ সকল কাজের পথ দেখাইয়া থাকে। লোকেরা বলিল, হে হাসসান, একটু সংক্ষেপে কথা বল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, হাঁ তাহারা ঠিক বলিতেছে। হযরত হাসসান (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর প্রশংসায় এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

اِذَامَا اَبْنُ عَبَّاسٍ بَدَالَكَ وَجْهُهُ رَأَيْتَ لَهُ فِىْ كُلِّ مَجْمَعَةٍ فَضْلًا

অর্থ ঃ যখন ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর মুখমণ্ডল তোমার সামনে প্রকাশিত হইবে তখন তুমি প্রত্যেক সমাবেশে তাহার সম্মান দেখিতে পাইবে।

অতঃপর পূর্বের কবিতা উল্লেখ করিয়া নিম্নের কবিতাটিও অতিরিক্ত উল্লেখ করিয়াছেন—

خُلِقْتَ حَلِيْفًا لِلْمُرُوْءَةِ وَالنَّدَى بَلِيْغًا وَلَمْ تُخْلَقْ كَهَامًا وَّ لَا حَلًا

অর্থ ঃ আপনাকে মানবতা ও দানশীলতার বন্ধু ও সুবক্তা করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিষ্ক্রিয় ও অকর্মন্য করিয়া সৃষ্টি করা হয় নাই।

হযরত হাসসান (রাঃ)এর এই কবিতা শুনিয়া গভর্ণর বলিল, আল্লাহর কসম, তিনি নিষ্ক্রিয় বলিয়া অন্য কাহাকেও নয় আমাকেই

ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমার ও তাহার মধ্যে আল্লাহ তায়ালাই ফয়সালা করিবেন।

আনসারদের জন্য দোয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আনসারদের জন্য যখন উট দ্বারা পানি সেচের কাজ ও উহার পিঠে পানি বহন করিয়া আনা কষ্টকর হইয়া পড়িল, তখন তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমবেত হইয়া এই আবেদন পেশ করিবার ইচ্ছা করিলেন যে, তাহাদের জন্য তিনি একটি নহর খনন করিয়া দেন যাহাতে সারা বছর পানি প্রবাহমান থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাদের আবেদন পেশ করিবার পূর্বেই) বলিলেন, আনসারগণকে মারহাবা, আনসারগণকে মারহাবা, আনসারগণকে মারহাবা, আজ তোমরা আমার নিকট যে কোন আবেদন করিবে আমি তোমাদিগকে তাহা দান করিব এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট আমি তোমাদের জন্য যাহা চাহিব, তিনি আমাকে তাহা দান করিবেন। আনসারগণ এই কথা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিলেন যে, তোমরা (নহর ইত্যাদির কথা বলিয়া) এই সুযোগ নষ্ট করিও না, মাগফিরাত চাহিয়া লও। সুতরাং তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের জন্য মাগফিরাত (অর্থাৎ গুনাহ মাফি)এর দোয়া করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আয় আল্লাহ, আপনি আনসারদের এবং তাহাদের পুত্রদের এবং তাহাদের পৌত্রদেরকে মাফ করিয়া দিন। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, আনসারদের স্ত্রীগণকেও মাফ করিয়া দিন।

হযরত রেফাআহ ইবনে রাফে’ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আয় আল্লাহ, আপনি আনসারগণকে এবং আনসারদের সন্তানগণকে এবং তাহাদের সন্তানের সন্তানগণকে এবং তাহাদের প্রতিবেশীগণকে (এবং তাহাদের গোলামগণকে) মাফ করিয়া দিন।

হযরত আওফ আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আয় আল্লাহ, আপনি আনসারগণকে এবং আনসারদের পুত্রগণ এবং আনসারদের গোলামগণকে মাফ করিয়া দিন।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, ঈমান ইয়ামানবাসীদের এবং ঈমান কাহতান গোত্রের মধ্যে রহিয়াছে। (কাহতান ইয়ামানের এক বাদশাহের নাম, আনসার ও ইয়ামানবাসী তাহারই বংশধর।) দিলের কঠোরতা আদনানের সন্তানগণের মধ্যে এবং হিমইয়ার গোত্র আরবের মস্তক ও সর্দার, মাযহিজ গোত্র আরবের মাথা এবং তাহাদের আশ্রয়স্থল, আয্দ গোত্র আরবের কাঁধ ও তাহাদের মাথা, হামদান গোত্র আরবের কাঁধ ও তাহাদের চূড়া। আয় আল্লাহ, আনসারদিগকে সম্মান দান করুন, যাহাদের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে কায়েম করিয়াছেন এবং যাহারা আমাকে আশ্রয় দিয়াছে, সাহায্য করিয়াছে এবং আমার হেফাজত করিয়াছে। তাহারা দুনিয়াতে আমার সঙ্গী এবং আখেরাতে আমার জামাতের মধ্যে থাকিবে এবং আমার উম্মতের মধ্যে তাহারাই সর্বাগ্রে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

হযরত ওসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার এক খোতবায় বলিয়াছেন, আমাদের ও আনসারদের উদাহরণ এরূপ, যেরূপ এই কবি তাহার কবিতায় বলিয়াছে—

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا جَعْفَرًا حِيْنَ اَشْرَفَتْ   بِنَا نَعْلُنَا لِلْوَاطِئِيْنَ فَزَلَّتِ

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের পক্ষ হইতে জা'ফরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন, তাহারা এমন সময় আমাদের সাহায্য করিয়াছে, যখন আমাদের জুতা আমাদিগকে পদচারীদের সম্মুখে পিছলাইয়া ফেলিয়া দিয়াছিল।

اَبَوْا اَنْ يَّمَلُّوْنَا وَلَوْ اَنَّ اُمَّنَا   تُلَاقِيْ الَّذِيْ يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمَلَّتِ

তাহারা আমাদের প্রতি একটুও বিরক্ত হয় নাই। আমাদের জন্য তাহারা যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, যদি আমাদের মা'দের এই পরিমাণ কষ্ট হইত তবে তাহারাও বিরক্ত হইয়া যাইত।

খেলাফতের ব্যাপারে আনসারদের আত্মত্যাগ

হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান হিমইয়ারী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) মদীনার শেষ প্রান্তে (নিজের ঘরে) ছিলেন। (ইন্তেকালের সংবাদ পাইয়া) তিনি আসিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক হইতে চাদর সরাইয়া বলিলেন, আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউন। আপনি জীবিত ও মৃত্যু উভয় অবস্থায় কতই না সুন্দর ও পবিত্র। কা'বার রব্বের কসম, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর (বনু সায়েদার ছাপরার নীচে খেলাফতের ব্যাপারে আনসারদের সমবেত হওয়ার সংবাদ পাইয়া) হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) (সেই দিকে) দ্রুত চলিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা বলিলেন এবং তিনি আনসারদের ব্যাপারে কোরআনে যাহা কিছু নাযিল হইয়াছে বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের ব্যাপারে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা সবই উল্লেখ করিলেন। এমন কি ইহাও বলিলেন যে, আমি ভাল করিয়া জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, যদি সমস্ত লোকজন এক প্রান্তরের পথ ধরে আর আনসারগণ অন্য প্রান্তরের পথ ধরে তবে আমি আনসারদের পথই ধরিব। হে সা'দ, তোমারও জানা আছে যে, একবার তুমি বসিয়াছিলে, তোমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, কোরাইশ এই

(খেলাফতের) বিষয়ে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে। নেক লোকেরা কোরাইশের নেক লোকদের অনুসারী হইবে এবং বদ লোকেরা কোরাইশের বদলোকদের অনুসারী হইবে। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আমরা (আনসারগণ) উজির হইব এবং আপনারা (কোরাইশগণ) আমীর হইবেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর (আনসারগণ বনু সায়েদার ছাপরায় সমবেত হইলেন এবং) আনসারদের মধ্য হইতে লোকেরা দাঁড়াইয়া নিজ নিজ রায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, হে মুহাজিরীনের জামাত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও আমীর বানাইতেন তখন তাহার সহিত আমাদের একজনকেও সংযুক্ত করিয়া দিতেন। অতএব আমার রায় হইল, এই খেলাফতের দায়িত্বভার দুইজনের উপর থাকিবে, একজন আপনাদের মধ্য হইতে এবং অপর জন আমাদের মধ্য হইতে হইবেন। (অর্থাৎ খলীফা দুইজন হইবেন, একজন মুহাজির ও অপরজন আনসারী।) অতঃপর আনসারদের প্রত্যেকেই এই একই রায়ের অনুসরণ করিলেন। অবশেষে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে ছিলেন, অতএব ইমাম মুহাজিরীনদের মধ্য হইতে হইবে এবং আমরা তাহার আনসার (অর্থাৎ সাহায্যকারী) হইব, যেমন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার (অর্থাৎ সাহায্যকারী) ছিলাম। এই কথার পর হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আনসারদের জামাত, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং তোমাদের এই বক্তাকে দৃঢ়পদ রাখুন। আল্লাহর কসম, তোমরা ইহা ব্যতীত আর কিছু করিলে আমরা কখনও তোমাদের সহিত সন্ধি করিতাম না। অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাত ধরিয়া

বলিলেন, ইনিই তোমাদের খলীফা। তোমরা তাঁহার নিকট বাইআত হও।

হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আনসারগণ হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ)এর নিকট সমবেত হইলেন। তারপর হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)ও সেখানে আসিলেন। বদরী সাহাবী হযরত হুবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন এবং তোমাদের মধ্য হইতে একজন আমীর হইবেন। আল্লাহর কসম, হে মুহাজিরীনের জামাত, এই আমীর হওয়ার ব্যাপারে আমাদের মনে তোমাদের প্রতি কোন হিংসা নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয় যে, এই আমীরী সেই সকল লোকের হাতে না চলিয়া যায় যাহাদের বাপ–ভাইদিগকে আমরা (বিভিন্ন যুদ্ধে) কতল করিয়াছি। (অতঃপর তাহারা আমাদের নিকট হইতে উহার প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করে।) হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, যদি এমন হয়, তবে তুমি যদি পার (তাহার মোকাবিলা করিয়া) মৃত্যুবরণ করিও। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, আমরা আমীর হইব আর তোমরা উজির (অর্থাৎ সাহায্যকারী) হইবে। এই খেলাফত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে। এই খেলাফত আধাআধি সমান ভাগে হইবে, যেমন খেজুরের পাতা দুই সমান ভাগে ভাগ হইয়া যায়। সুতরাং লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত বশীর ইবনে সা'দ, আবু নোমান (রাঃ) (হযরত আবু বকর (রাঃ)এর হাতে) বাইআত হইলেন। সকল সাহাবা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর (খলীফা হওয়ার) ব্যাপারে একমত হইবার পর তিনি লোকদের মধ্যে কিছু মালপত্র বন্টন করিলেন এবং বনু আদি ইবনে নাজ্জার গোত্রের এক বৃদ্ধা মহিলার অংশ তিনি হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ)এর হাতে পাঠাইলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) (মাল বন্টন করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে) মহিলাদেরকেও এই পরিমাণ দিয়াছেন। বৃদ্ধা বলিলেন, তোমরা

আমাকে আমার দ্বীনের ব্যাপারে ঘুষ দিতেছ? হযরত যায়েদ (রাঃ) বলিলেন, না। বৃদ্ধা বলিলেন, তোমাদের কি এই আশঙ্কা হয় যে, আমি যে দ্বীনের উপর আছি তাহা পরিত্যাগ করিব? তিনি বলিলেন, না। বৃদ্ধা বলিলেন, আল্লাহর কসম, আমি ইহা হইতে কখনও কিছুই গ্রহণ করিব না। হযরত যায়েদ (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বৃদ্ধার সকল কথা শুনাইলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমরাও তাহাকে যাহা দিয়াছি তাহা হইতে কিছু (ফেরত) গ্রহণ করিব না। (কানুযুল উম্মাল)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত